শ্রীভারতী গ্রন্থমালা—৮ম সংখ্যা
দার্শনিক গ্রন্থ—১

ন্যায়প্রবেশ

শ্রীঅমরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য
প্রণীত
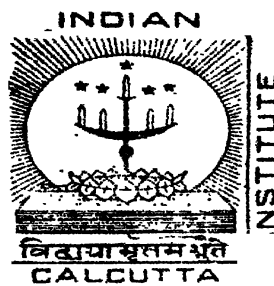
প্রকাশক—
শ্রীসতীশচন্দ্র শীল, এম. এ., বি. এল্.
সাধারণ সম্পাদক
দি ইণ্ডিয়ান্ রিসার্চ ইনস্টিটিউট্
১৭০, মানিকতলা স্ট্রীট্, কলিকাতা
১৩৫৯

মহাশয়-বিরচিত অন্য গ্রন্থ

লিখিয়াছেন—

সংস্কৃতভাষায় আধুনিক বাংলা কবিতার অনুবাদ সম্ভবপর হইতে পারে বলিয়া বিশ্বাস করি নাই। আমার কবিতার এই অনুবাদগুলি দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। সংস্কৃতভাষায় আমার ব্যুৎপত্তি অতি যৎসামান্য এই কারণে এই রচনাগুলির বিচার করিতে পারিব না, তবে কিনা ইহার ছন্দোবন্ধ ও বাগ বিন্যাস আমার কানে ভাল লাগিয়াছে একথা বলিতে পারি। ইতি ৪ ফাল্গুন ১৩৩৬'

ডাঃ সুনীতিকুমার চাটার্জ্জি এম্-এ ডি-লিট্ বলেন—

"........The verses run smooth and read well. ....Sanskrit scholars will be able to obtain from these translations a good idea of the *contents* of some of the best poems of Rabindra Nath........Pandit Amarendra Nath's work should have a wide circulation among those for whom it is intended, and can very well have a place in a library of modern composition in Sanskrit."

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন—

"পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রমোহন তর্কতীর্থ-প্রণীত কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ কবিতাগ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমার মনে হইয়াছে যে—এই গ্রন্থখানি যদি সংস্কৃত পরীক্ষার পাঠ্য পুস্তকরূপে নির্বাচিত হয় তাহা হইলে বড়ই ভাল হয়। কোন জীবিত কবির কবিতাগ্রন্থ পাঠ্য পুস্তকরূপে নির্বাচিত হইলে পরীক্ষা সমিতির কর্তৃপক্ষগণ নানা প্রকার অসুবিধায় পাড়তে পারেন ইহা আমি জানি তথাপি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি শ্রেষ্ঠ কবিতার অনুবাদস্বরূপ এই সংস্কৃত কবিতাগ্রন্থের পাঠে সংস্কৃত বিদ্যার্থিবৃন্দের যে মহান্ উপকার হইবে তাহাতে আমার অণুমাত্রও সন্দেহ নাই ইহা আমি বিনা সঙ্কোচে বলিতে পারি"।

[দ্রঃ ন্যায়প্রবেশ ও গীতাঞ্জলি একত্র লইলে মূল্য ২৷৷০ টাকা]। মূল্য ১৲ টাকা।

শ্রীভারতী-গ্রন্থমালা—৮ম সংখ্যা

দার্শনিক গ্রন্থ—১

ন্[illegible]বেশ

বিশ্বভারতীর ভূতপূর্ব সংস্কৃতদর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক
ইন্দোর হোল্‌কার-সংস্কৃতমহাবিদ্যালয়ের ও নবদ্বীপ পাকাটোলের
ভূতপূর্ব প্রধান ন্যায়শাস্ত্রাধ্যাপক
বঙ্গীয় সংস্কৃত এসোসিয়েশন এবং আসাম সংস্কৃতবোর্ডের উচ্চতম বিষয়ে উপাধি পরীক্ষার ও
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত এম্-এ পরীক্ষার পরীক্ষক
সংস্কৃত গীতাঞ্জলির রচয়িতা
কাব্যপ্রকাশ, সপ্তপদার্থী ও ভাষ্য-বার্তিক-তাৎপর্যটীকাদিসহ ন্যায়সূত্রের সংস্কর্তা
বিদ্যাভূষণ-বিদ্যালঙ্কার-কাব্যশিরোমণি-তর্করত্ন
কাব্যতীর্থ-ব্যাকরণতীর্থ-তর্কতীর্থ

শ্রীঅমরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য প্রণীত
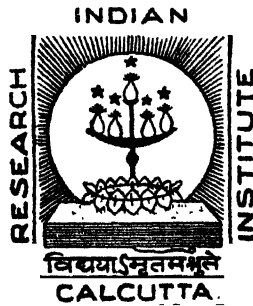
প্রকাশক—
শ্রীসতীশচন্দ্র শীল, এম্. এ., বি. এল্.
সাধারণ সম্পাদক
ইণ্ডিয়ান্ রিসার্চ ইন্‌স্‌টিটিউট্
১৭০, মানিকতলা স্ট্রীট্, কলিকাতা
১৩৪৮

[মূল্য ২৲

উৎসর্গ পত্র

যিনি মাতৃভাষায় সর্ব বিদ্যা প্রচারে উদ্‌যোগী হইয়াছেন

যিনি সমদৃষ্টিতে সমগ্র জাতির হিত চেষ্টা করেন

যিনি কর্তব্য বুদ্ধিতে সকল বাধা অতিক্রম করিয়াছেন

হিন্দু সংস্কৃতি ও সমাজ যাঁহার মুখাপেক্ষী

যশস্বী পিতার সেই যশস্বী সন্তান পুরুষসিংহ

শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

মহাশয়কে

এই পুস্তক উৎসৃষ্ট হইল

বিজ্ঞপ্তি

বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসপ্রমুখ বৈষ্ণব কবিগণের, সাহিত্য সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের, নাট্য-সম্রাট্ গিরিশচন্দ্রের, মাইকেল-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রপ্রমুখ কবিগণের এবং ঔপন্যাসিক শরচ্চন্দ্রের অমর অবদান বঙ্গভাষাকে সমুজ্জ্বল করিয়াছে। সর্বোপরি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার অতুলনীয় লেখনীর দ্বারা এই ভাষাকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষায় পরিণত করিয়াছেন। তথাপি বঙ্গভাষা অনেক বিষয়ে দরিদ্র। এই ভাষায় ভারতের ধর্ম ও দর্শন গ্রন্থ, বিজ্ঞান গ্রন্থ, ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ, শিল্প ও কলা বিষয়ক গ্রন্থ, অর্থনৈতিক ও কৃষি বিষয়ক গ্রন্থ এবং ভারতীয় কৃষ্টি বিষয়ক গ্রন্থ বিরল। ইংরেজী ভাষায় কত প্রকার কোষ গ্রন্থই আছে, যেমন Encyclopædia of Religion and Ethics, Encyclopædia of Social Sciences, Dictionary of Education ইত্যাদি। কিন্তু বাংলা ভাষায় এবম্প্রকার গ্রন্থের একান্ত অভাব। তদুপরি আর্য সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও সভ্যতার অত্যুজ্জ্বল রত্নগুলি সংস্কৃত ও পালি প্রভৃতি ভাষায় নিবদ্ধ থাকায় জ্ঞানপিপাসু পাঠকবর্গের সহজে বোধগম্য নহে ও তাহাদের সম্যক্ প্রচারও হয় নাই। এই সব গ্রন্থের প্রকাশ, অনুবাদ ও প্রচার ইণ্ডিয়ান্ রিসার্চ ইন্স্টিটিউটের অন্যতম উদ্দেশ্য। কিন্তু প্রথমোক্ত শ্রেণীর মৌলিক গ্রন্থ প্রণয়ন জন্য প্রকাশ-কার্যালয় বা সমিতি দেশে বিশেষ নাই। এই অভাব দূরীভূত করিবার জন্য এবং বাংলা ভাষায় ভারতীয় কৃষ্টি প্রচারের জন্য 'শ্রীভারতী প্রকাশ কার্যালয়' ও 'শ্রীভারতী' নামক মাসিক পত্রিকা পরিচালিত হইতেছে। ইহার উদ্দেশ্য ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান প্রমুখ বিভিন্ন বিষয়ক গ্রন্থ ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ডরূপে যথাক্রমে সাধারণ বালক-বালিকা, পাঠক-পাঠিকা ও উচ্চশিক্ষিতের উপযোগী করিয়া প্রণয়ন ও প্রকাশ করা।

বর্তমান গ্রন্থখানি ন্যায়দর্শনেরই এই প্রকার একখানি গ্রন্থ। ইহার মূল অংশ শ্রীভারতীতে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইতেছিল এবং এক্ষণে অন্যান্য বিষয় সংযোজিত করিয়া পৃথক পুস্তকাকারে দার্শনিক গ্রন্থমালার প্রথম সংখ্যারূপে প্রকাশিত হইল। গ্রন্থকার ন্যায়শাস্ত্রের ও সংস্কৃত সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ও অধ্যাপক। সুতরাং গ্রন্থ-প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে বলিবার কিছু নাই। তবে বিষয়টী দুরূহ, সেজন্য ইহা সাধারণের সহজে বোধগম্য হইবে কি না জানি না। ন্যায়দর্শনের সমস্ত বিষয়ই তিনি

যথাসাধ্য বুঝাইতে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। ইতিপূর্বে বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ্ (National Council of Education) মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ফণিভূষণ তর্ক-বাগীশ মহাশয় প্রণীত 'ন্যায়-পরিচয়' নামে ন্যায়ের একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা বর্তমান গ্রন্থখানিকে বঙ্গভাষায় ন্যায়শাস্ত্রের দ্বিতীয় গ্রন্থরূপে পরিগণিত করিতে পারি। এই শাস্ত্রের জটিলতা বাদ দিয়া অতি সংক্ষেপে ইহার মূল তত্ত্বগুলিমাত্র সন্নিবিষ্ট করিয়া ইহার ১ম খণ্ডরূপে সাধারণের জন্য অন্য একখানি পুস্তক প্রকাশের আশা করি।

গ্রন্থকার আলোচ্য গ্রন্থখানির জন্য যথাসাধ্য শ্রম স্বীকার করিয়াছেন, সেজন্য আমরা তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

আশাকরি, বাংলাদেশের প্রত্যেক পুস্তকাগার ও সাধারণ পাঠকবর্গ এই সব গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া আমাদের কার্যে উৎসাহ ও সহযোগিতা দান করিবেন। ইতি—

শুভ ১লা বৈশাখ, ১৩৪৯ বঙ্গাব্দ
ইণ্ডিয়ান্ রিসার্চ ইন্স্টিটিউট্, কলিকাতা।

শ্রীসতীশ চন্দ্র শীল
প্রকাশক

ভূমিকা

প্রাচীন ভারতীয় মনীষিগণ বিদ্যার যেরূপ বিভাগ করিয়াছেন তাহাতে বিজ্ঞানের (আধুনিক অর্থে) নাম পাওয়া যায় না[1] কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা বিজ্ঞান জানিতেন না ইহা কল্পনা করা ভুল। তবে প্রাচীনেরা বিজ্ঞান একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র ইহা মানিতেন না কিন্তু বিভিন্ন বিষয়ে যাহা বিজ্ঞানের অংশ তাহা সেই শাস্ত্রের অন্তর্গত মনে করিতেন। বিভিন্নশাস্ত্রে প্রত্যেকেরই উদ্দেশ্য সাধনোপযোগী পদার্থের পৃথক্ পৃথক্ সংজ্ঞা ব্যবহার দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয়। ফলে তাঁহাদের সকল শাস্ত্রের মধ্যেই বিষয়োপযোগী বিজ্ঞান সন্নিবেশিত থাকিত।

বিজ্ঞান-বিদ্যা বলিতে সাধারণে যাহা বুঝে তাহা প্রধানতঃ পাওয়া যায় ন্যায় এবং বৈশেষিক শাস্ত্রে। পদার্থ কি কি, উহাদের গুণাবলীই বা কিরূপ, পরমাণু কয়প্রকার, উহারা নিত্য কি না, মনের অস্তিত্ব প্রমাণযোগ্য কিনা, জগতের স্বরূপ পূর্বে কেমন ছিল, বৃক্ষ লতাদি কিরূপে জীবিত থাকে, বজ্রপাত কেন হয়, চুম্বক পাথর কেন লৌহ আকর্ষণ করে, চন্দ্র সূর্যের গতি আছে কি না, মানুষের চক্ষুরিন্দ্রিয় একটিমাত্র না দুইটি, উৎপত্তিস্থান হইতে শব্দ কিরূপে দূরদেশে শ্রুত হয়, শব্দ হইতে অর্থবোধ কিপ্রকারে সম্ভবে ইত্যাদি বিষয়সমূহ উক্ত দুই শাস্ত্রে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে।

যদিও আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার যুগে প্রাচীন সিদ্ধান্তের অভ্রান্ততা স্বীকার সকলে করে না তথাপি তাঁহারা আমাদিগকে যে ভূরি ভূরি সত্যের সন্ধান দিয়াছেন এবং আধুনিক আলোচনার বীজ প্রথমে তাঁহারাই বপন করিয়াছিলেন এজন্য তাঁহাদিগের গৌরব অবশ্য স্বীকার্য। পাশ্চাত্যবিজ্ঞানের ধারণা যেরূপ দ্রুত পরিবর্তিত হইতেছে তাহাতে অধুনা ভ্রান্ত

অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ।
ধর্মশাস্ত্রং পুরাণঞ্চ বিদ্যা হ্যেতাশ্চতুর্দশ ॥
মীমাংসা-ন্যায়-তর্কাশ্চ উপাঙ্গং পরিকীর্তিতং ॥
অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো মীমাংসা-ন্যায়বিস্তরঃ।
আয়ুর্বেদো ধনুর্বেদো গান্ধর্বমর্থশাসনং।
ধর্মশাস্ত্রং পুরাণঞ্চ বিদ্যা হ্যষ্টাদশ স্মৃতাঃ ॥
শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দসাংচিতিঃ
জ্যোতিষাং নিচয়শ্চৈব বেদাঙ্গানি বদন্তি ষট্ ॥
আন্বীক্ষিকী ত্রয়ী বার্ত্তা দণ্ডনীতিশ্চ শাশ্বতী। ইত্যাদি

বলিয়া উপেক্ষিত প্রাচীন অনেক সিদ্ধান্ত যে কালক্রমে পাশ্চাত্যবিজ্ঞান সম্মত বলিয়া অভিনন্দিত হইবে না তাহাই বা কে বলিতে পারে। উদাহরণরূপে বলা যায়—বৃক্ষাদির সুখ-দুঃখানুভব বাদী প্রাচীন ঋষিগণ পূর্বে আধুনিকদিগের উপহাসাস্পদ ছিলেন কিন্তু এখন অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে

প্রাচীনকালেও নানাবিষয়ে বহু যন্ত্র ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া যায়, তবে সম্ভবতঃ তখন উহা সর্বসাধারণের সুলভ ছিল না এবং তাঁহার এত উৎকর্ষ নাও হইয়া থাকিতে পারে। যন্ত্র ব্যতীত ধ্যানশক্তি ও বুদ্ধিবলে তাঁহারা বহু তথ্য স্থির করিতেন। তাঁহাদের বিচার প্রণালী বিশেষ সূক্ষ্ম ছিল। ঐজন্য তাহাদিগের বহু পারিভাষিক শব্দও সৃষ্টি করিতে হইয়াছিল।

ক্রমশঃ পারিভাষিক শব্দের চর্চা বাড়িতে থাকায় ন্যায়শাস্ত্রের নব্য ন্যায় ও প্রাচীন ন্যায় এইরূপে বিভাগ দেখা দিল। যাহা শব্দপ্রধান তাহা নব্য ন্যায় এবং যাহা অর্থপ্রধান তাহা প্রাচীন ন্যায়রূপে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রায়শঃ ঐক্য থাকায় এবং অর্থপ্রধান হওয়ায় ন্যায় ও বৈশেষিক ক্রমশঃ এক বিভাগের মধ্যে আসিয়া পড়িল।

ধর্ম বিষয়ে সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মতাবলম্বীদিগের বহু বিচারের কথা ইতিহাসে পাওয়া যায়। তাহাতে পদার্থচিন্তার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। তবে কথাপদ্ধতি সুপরিচালিত করিবার জন্য ন্যায় অর্থাৎ পঞ্চাবয়ব যুক্ত বাক্য প্রয়োগের দিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইত। ঐজন্য মার্জিত অর্থাৎ বাহুল্য বর্জিত অথচ নিঃসন্দেহে সম্পূর্ণ অভিপ্রায় প্রকাশক বাক্য রচনার দিকে আরও অধিক মনোযোগ দিতে হইত।

কালক্রমে ধর্মবিচার লুপ্ত হইতে লাগিল। সুতরাং নূতনভাবে পদার্থচিন্তারও প্রয়োজন থাকিল না। কিন্তু মানুষ জয়পরাজয়ের আনন্দ ভুলিতে না পারায় বিচার থাকিলই। তবে অর্থ-প্রাধান্যের পরিবর্তে উহাতে শব্দপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইল।

এই প্রকারে দীর্ঘকাল নব্যন্যায়ের প্রভাব বৃদ্ধির ফলে দেশে প্রাচীন ন্যায় লুপ্ত হইতে লাগিল। পদার্থ তত্ত্ববিষয়ে সংস্কৃত ভাষায় স্বাধীন চিন্তার পথ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

পদার্থবিদ্যার ন্যায় মনোবিজ্ঞানের (Psychologyর) বিষয়ও ন্যায়শাস্ত্রে বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে। যদিও ন্যায়শাস্ত্র অনুসারে 'চিত্তবৃত্তি' কথাটির ব্যাখ্যা করা কঠিন তথাপি এই শাস্ত্রে জ্ঞান ইচ্ছা দ্বেষ প্রবৃত্তি ইত্যাদি যে সমুদায় গুণ আত্মার ধর্ম বলিয়া পরিচিত শাস্ত্রান্তরে উহারাই চিত্তবৃত্তি সংজ্ঞায় ব্যবহৃত হইয়াছে। বিভিন্ন প্রকারের চিত্তবৃত্তি সকল কি প্রণালীতে একে অপরের সাহায্য করে এবং কিভাবেই বা উহারা সজাতীয় ও বিজাতীয় অন্য চিত্তবৃত্তির বিরোধিতা করে তাহারও যুক্তিপূর্ণ পদ্ধতি ন্যায়শাস্ত্রে পাওয়া যায়।

পদার্থবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান মানব সমাজের সমস্ত ব্যবহারের মূল। উহার উৎকর্ষ সভ্যতার নিদর্শন; এবং সেই উৎকর্ষের তারতম্যই সভ্যতারও মাপকাঠি ইহা অসঙ্কোচে বলা যায়। অতএব ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতার উৎকর্ষ অপকর্ষ বিচার করিতে হইলে উহার পদার্থবিদ্যা এবং মনোবিজ্ঞানের আকর এই ন্যায়শাস্ত্রের পর্যালোচনা প্রথম কর্তব্য।

ন্যায়শাস্ত্রের আরও একটি বিশেষ প্রয়োজন অনুভূত হয় সংস্কৃত ভাষার দিক্ হইতে।

সাংখ্য বেদান্ত মীমাংসা স্মৃতি প্রভৃতি বিষয়ের উচ্চতর গ্রন্থসমুদায় বাদ দিয়া সংস্কৃত ভাষার প্রথম পাঠ্য ব্যাকরণ কাব্য অলঙ্কারশাস্ত্র প্রভৃতির আলোচনা করিলেও দেখিতে পাওয়া যায় ঐ সকল বিষয়ে উচ্চতর গ্রন্থগুলি এমন প্রণালীতে রচিত হইয়াছে যাহাতে ন্যায়শাস্ত্রের অন্ততঃ স্থূলজ্ঞান না থাকিলে উহাতে প্রবেশ করা সম্ভব নহে।

"প্রতিজ্ঞা"অর্থে "স্থা"ধাতুর আত্মনেপদ বিহিত হইয়াছে। ঐ প্রতিজ্ঞা কি এবং "নিত্যং শব্দমাতিষ্ঠতে" এই উদাহরণ ঐ স্থানে কিরূপে সঙ্গত হয়?

"প্রতীপভূপৈরিব কিং ততো ভিয়া বিরুদ্ধধর্মৈরপি ভেত্তৃতোজ্‌ঝিতা।[১]" "ব্যভিচচার ন তাপকরোনলঃ[২]" ইত্যাদির তাৎপর্য কি? নেয়ার্থতা এবং বিধেয়াবিমর্শ দোষ কিরূপে ঘটে? "বাক্যং স্যাদ্ যোগ্যতাকাঙ্ক্ষাসত্তিযুক্তঃ পদোচ্চয়ঃ[৩]" ইহার অর্থ কিরূপ? ইহা বুঝা ও বুঝান ন্যায়শাস্ত্রের জ্ঞান ব্যতীত কখনই সম্ভব নহে। তাই প্রাচীনেরা বলিয়াছেন—ন্যায়শাস্ত্র **প্রদীপঃ সর্ববিদ্যানাং।**

এই শাস্ত্র অতিদুরূহ ইহা সত্য কিন্তু সঙ্গীতশাস্ত্রের চর্চা না করিয়া শিশুরাও যেমন স্বভাবিক সংস্কারবশতঃ নির্দোষভাবে গান গাহিয়া থাকে সেইরূপ ন্যায়শাস্ত্র না পড়িয়াও লোকে যুক্তিতর্ক করিয়া থাকে, অনুমানের সাহায্যে বাজার হইতে মাপিয়া জুখিয়া ক্রয় বিক্রয় সম্পাদন করে[৪] এবং অন্যান্য বহু কার্য করে। অথচ ইহার মুল ন্যায়শাস্ত্র। তাই প্রাচীনেরা আরও বলিয়াছেন—ন্যায়শাস্ত্র **উপায়ঃ সর্বকর্মণাং।**

স্বাভাবিক শক্তিবশতঃ গান করা সম্ভব হইলেও যেমন সঙ্গীত শাস্ত্রের প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না বরং উৎকর্ষের জন্য উহার আরও বেশী প্রয়োজন অনুভূত হয় সেইরূপ প্রয়োজনীয় ব্যবহার কথঞ্চিৎ নির্বাহ করা সম্ভব হইলেও নির্দোষভাবে কার্য সম্পাদনের জন্য ন্যায়শাস্ত্রের প্রয়োজন অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়।

এই প্রকারে একান্ত প্রয়োজনীয় এই ন্যায়শাস্ত্র এযাবৎ সংস্কৃত ভাষার মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। অনুবাদরূপে উহার কতকভাগ পূর্বে বঙ্গভাষায় আসিয়াছে বটে কিন্তু এরূপ প্রণালী বদ্ধ হইয়া আগুন্ত ন্যায়বিদ্যার বঙ্গভাষায় প্রবেশ বর্ত্তমান পুস্তকেই প্রথম বলিয়া মনে হয়। বঙ্গভাষা এখনও সর্বাঙ্গসম্পন্ন হয় নাই। দর্শনবিভাগে উহার পূর্ণতা আবশ্যক। এই গ্রন্থ ঐবিষয়ে সাহায্য করিবে। পূর্বে বলিয়াছি ভারতীয় রীতি অনুসারে সংস্কৃত ভাষায়ও পদার্থ চিন্তার স্রোত এখন একরূপ রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রমোহন তর্কতীর্থ মহাশয়

১. নৈষধ চরিত—১ম সর্গ।
২. নৈষধ চরিত—৪র্থ সর্গ।
৩. সাহিত্যদর্পণ ২য় পরিচ্ছেদ
৪. ন্যায়প্রবেশ ৬৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

প্রণীত এই ন্যায়প্রবেশ পাঠ করিয়া দেখিলাম উহার ধারা এখনও এদেশে লুপ্ত হয় নাই। এই পুস্তকে নানাশাস্ত্রের প্রায় একশত প্রাচীন ও নবীন গ্রন্থের সংবাদ পাওয়া যায়। গ্রন্থকার প্রাচীন-দিগের অনেক সিদ্ধান্তের প্রতি কটাক্ষ করিয়া স্বয়ং যুক্তি অনুসারে নূতন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ইঙ্গিত এবং নূতনভাবে কিছু কিছু সামঞ্জস্যের চেষ্টা করিয়াছেন[১] এবং ঐরূপ ক্ষেত্রসকল সুধীগণের বিচার্যরূপে উল্লেখ করিয়া যেরূপ বিনয়ের প্রকাশ করিয়াছেন তাহা সকলেরই মনোযোগ আকর্ষণ করিবে। পদার্থবিদ্যা আলোচনার শেষ ভাগে প্রসঙ্গতঃ নব্যন্যায়ের ভাষায় কিরূপে প্রবেশ লাভ করিতে হয় তাহার সরল ও যুক্তিপূর্ণ পথ প্রদর্শন করায় গ্রন্থখানির "ন্যায় প্রবেশ" নাম সার্থক হইয়াছে। তুলনা প্রসঙ্গে নানামতের উল্লেখ থাকায় এবং ক্ষেত্র বিশেষে বিজ্ঞান ও ইতিহাসের সহিত যোগ থাকায় সকল পাঠকই ইহা হইতে কিছু নূতনত্বের আস্বাদ পাইবেন। ভরসা করি গ্রন্থকারের উদ্যম সফল হইবে।

শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

১. ন্যায়প্রবেশ ১৬, ২৮, ৫১, ৬৩, ৭৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য

গ্রন্থকারের নিবেদন

দর্শনশাস্ত্র বলিলে আমাদের দেশে অধ্যাত্মশাস্ত্র বুঝায়। এজন্য চার্বাক বৌদ্ধ জৈন প্রভৃতি নাস্তিক সম্প্রদায়ের অধ্যাত্মতত্ত্ব আলোচনাও দর্শনসংজ্ঞায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সাংখ্য বেদান্ত ন্যায় ইত্যাদি ত অধ্যাত্মশাস্ত্র বটেই। কল্পনাকুশল বলিয়া প্রশংসিত হইলেও বাঙ্গলীর মস্তিষ্ক হইতে কোন দর্শনশাস্ত্র আবির্ভূত হইয়াছে ইহা এ পর্যন্ত জানা যায় নাই। তবে সূত্রাদি অবলম্বন করিয়া বঙ্গদেশীয় মনীষিগণ বহু দার্শনিক বিষয়ের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়াছেন, এমন কি উহাদিগের অনেক কথার প্রতিবাদও করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদিগের সমস্ত আলোচনা সংস্কৃত ভাষায় নিবদ্ধ থাকায় বঙ্গভাষা দর্শনশাস্ত্র বিষয়ে সমৃদ্ধ হইতে পারে নাই। এক শত বৎসর পূর্বে বাঙ্গলা ভাষায় কোন দার্শনিক গ্রন্থ পাওয়া যাইত কি না সন্দেহ। সৌভাগ্যের বিষয় অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে। আজ সমস্ত দর্শনশাস্ত্রের কথাই বঙ্গভাষার সাহায্যে জানা সম্ভব। এখন বঙ্গভাষায় কোন কোন দর্শনশাস্ত্রের এরূপ সূক্ষ্ম ও বিস্তৃত আলোচনা সুলভ যাহাতে ইহার সমৃদ্ধি অন্যপ্রদেশের ঈর্ষ্যাদৃষ্টির পাত্র হইয়াছে।

অধ্যাত্মবিদ্যা মানব জীবনে বিশেষ গৌরবের বস্তু। তাই আজ বক্তৃতায় অনুবাদে প্রবন্ধে কবিতায় বাংলাভাষায় সর্বত্র দার্শনিক তত্ত্বের বাহুল্য। কিছুরই বাড়াবাড়ি ভাল নহে—"সর্বমত্যন্তগর্হিতং।" দার্শনিকতার এই সমধিক গৌরব অনধিকারীকেও আকৃষ্ট করিয়াছে। ফলে আলোচনার স্রোতে আবর্জ্জনাও আসিয়াছে। অপসিদ্ধান্ত অপব্যাখ্যা ত যথেষ্টই হইতেছে। অধিকন্তু বিশৃঙ্খল আলোচনা চলিতে থাকায় সমস্ত লেখা ভাল করিয়া বুঝা যায় না। যাহা বুঝা যায় তাহাতেও পাঠকের প্রাচীন মতবাদ সম্বন্ধে বিশিষ্ট ধারণা বা ব্যুৎপত্তি জন্মে না; জন্মিতেও পারে না। কারণ, সাধারণ কাব্য নাটকেরও মধ্যভাগ হইতে শুনিতে আরম্ভ করিলে উহা ভাল করিয়া বুঝা যায় না। এই অবস্থায় যদি কেবল যুক্তি তর্কে বুঝিবার যোগ্য পরস্পর দৃঢ়ভাবে সম্বন্ধযুক্ত দার্শনিক তত্ত্বসমূহের মধ্যে বস্তুবিশেষ অবলম্বনে কোন সূক্ষ্ম আলোচনা চলিতে থাকে তবে উৎকৃষ্ট হইলেও উহা বিষয়ের পৌর্বাপর্যে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি বুঝিতে পারিবেন না ইহা স্বাভাবিক।

দর্শনশাস্ত্রের বিশৃঙ্খল আলোচনা কেবল নিষ্ফল নহে, প্রত্যুত উহা নানা প্রকারে অনিষ্টের কারণ হয়। অতএব উহার আলোচনা নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারেই করা উচিত। এই পদ্ধতি নির্দেশ করে উহার প্রকরণগ্রন্থ। প্রকরণ গ্রন্থের সাহায্য ব্যতীত মূল সূত্র এমন কি ভাষ্যাদি হইতে কোনও মতবাদ একটি সম্পূর্ণ অবয়বীর আকারে কাহারও নিকটে পরিষ্কাররূপে প্রকাশিত হওয়া কঠিন।

সংস্কৃতভাষায় ন্যায় বৈশেষিকশাস্ত্রে প্রবেশার্থীর পক্ষে ঐরূপ প্রকরণগ্রন্থ ভাষা-

পরিচ্ছেদ, তর্কসংগ্রহ ইত্যাদি কয়েকখানি পাওয়া যায়। প্রকরণগ্রন্থ যত উৎকৃষ্ট হইবে দার্শনিক মূল গ্রন্থও ততই পরিস্ফুট হইবে। এই হিসাবে ভাষাপরিচ্ছেদের সাফল্য দর্শন-শাস্ত্রীয় প্রকরণগ্রন্থ সমূহের মধ্যে সমধিক বলা যায়। এই উৎকৃষ্ট প্রকরণগ্রন্থ যে কেবল ন্যায় বৈশেষিক শাস্ত্রে প্রবেশের পথই সুগম করিয়াছে তাহা নহে। সাংখ্য বেদান্ত প্রভৃতি দর্শন, এমন কি ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার প্রভৃতি সংস্কৃত ভাষার অন্যান্য বিষয় সমূহও ন্যায়শাস্ত্রের প্রণালীতে এবং উহারই পারিভাষিক বহুশব্দে নিবদ্ধ হওয়ায় উহা সংস্কৃতভাষায় প্রবেশে 'গোপুর' বলিলেও অসঙ্গত হয় না।

সংস্কৃতভাষার বহু বিষয় আজ বঙ্গভাষায় আসিয়া পড়িয়াছে। তাই দর্শনশাস্ত্র চর্চায় অভিলাষী বঙ্গবাসীদিগের পক্ষেও ঐরূপ একখানি প্রকরণ গ্রন্থ বিশেষ প্রয়োজনীয়—ইহা ইন্দোরের প্রবাসে প্রায় ১৫ বৎসর পূর্বে অনুভব করিয়াছিলাম। তখন ঐরূপ কোন পুস্তকের সন্ধান না পাইয়া নিজের অসামর্থ্য বুঝিয়াও গুরুর কৃপা এবং পাঠকগণের সহৃদয়তার ভরসায় "ন্যায়প্রবেশ" রচনায় প্রবৃত্ত হই।

সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য জানি না। বহু যত্নেও এক স্থানে অথবা একজাতীয় কাজে আমি অধিক সময় কাটাইতে পারি নাই। অনির্দিষ্ট জীবিকার জন্য বহু পরিশ্রম এবং সাংসারিক বহুবিধ গুরুভার বহন সর্বদাই আমার করিতে হয়। এজন্য প্রায় ৮ বৎসর ন্যায়প্রবেশের শৈশবাকৃতি অন্যান্য পুঁথিপত্রের মধ্যে প্রচ্ছন্নই ছিল কিন্তু কখনও উহাকে আমি বিস্মৃত হই নাই।

পরে নবদ্বীপ পাকাটোলে অধ্যাপক হইলাম। সেই সময় হইতে চেষ্টার ফলে প্রায় দুই বৎসরে উহা যে আকার ধারণ করিল তাহা পূর্বাবস্থা হইতে বিশেষ পরিবর্তিত—একরূপ নূতন।

এই প্রকারে রচনা শেষ হইল বটে কিন্তু মুদ্রণের কোন সুবিধা বহু চেষ্টায়ও সম্ভব হইল না। ঐজন্য পাণ্ডুলিপি স্থানবিশেষে দীর্ঘকাল যাবৎ পড়িয়া রহিল। আর্থিক অবস্থা চিন্তা করিয়া নিজেও সাহসী হইতে পারিলাম না। পরিশেষে ১৩৪৬ সালে শীতের প্রারম্ভে প্রত্যাখ্যান সম্ভাবনা স্থির রাখিয়াই 'ইণ্ডিয়ান্ রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউটের সম্পাদক কর্মিপ্রবর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র শীল মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইলাম। তিনি পাণ্ডুলিপি এবং ঐ সম্বন্ধে দুইজন প্রসিদ্ধ লোকের মন্তব্য পাইয়া সম্মত হইলেন। মাসে মাসে 'শ্রীভারতী' পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রবন্ধাকারে ন্যায়প্রবেশ প্রকাশিত হইতে লাগিল। আজ পরমেশ্বরের কৃপায় মুদ্রণ কার্যও সমাপ্ত হইল।

এই গ্রন্থ রচনায় বঙ্গভাষা হইতে কোন আদর্শ পুস্তকের সাহায্য পাই নাই। সুতরাং এই কার্যে এক পক্ষে ন্যায়শাস্ত্র অতি দুরূহ অথচ অতিবিস্তৃত; তাহা প্রকাশ করিতে হইবে আবার পারিভাষিক শব্দ ও আদর্শগ্রন্থশূন্য বঙ্গভাষায়; অন্য দিকে আমার সর্বতোমুখ অসামর্থ্য, অবশ্যনির্বাহ্য অথচ পরাধীনতাসঙ্কট সাংসারিক ব্যাপারের জন্য সময়াভাব নিবন্ধন চিত্ত সমাধানে

অসুবিধা এবং তদুপরি নিতান্ত প্রয়োজনীয় গ্রন্থাদির যথোচিত অসান্নিধ্য—এই পরস্পর বিরুদ্ধ-ত্রিকের সমাবেশে ছত্রপাদুকাহীন রুগ্ন-খঞ্জের পক্ষে মধ্যাহ্ন কালে কণ্টকাকীর্ণ মরুভূমি অতি-ক্রমণের কথা সততই আমার মনে উদিত হইয়াছে। অতএব এই অবস্থায় রচিত গ্রন্থের উৎকর্ষ আশা করিতে পারা যায় না। তবে পরবর্তী লেখকদিগকে ইহা কিছু সাহায্য করিবে।

দর্শন শাস্ত্র সমস্তই অনুমানপ্রধান। অতএব পক্ষ সাধ্য হেতু ব্যাপ্তি ইত্যাদি না বুঝিলে উহাতে প্রবেশ করা সম্ভব নহে। ঐ সকলের প্রসিদ্ধ উদাহরণ "পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ"। নবীন শিক্ষার্থীকে এই স্থানের ব্যাপ্তি বুঝাইবার জন্য বলিতে হয়—যে যে স্থানে অগ্নি আছে সেই সকল স্থানেই ধূম আছে ইত্যাদি। তখন শিক্ষার্থী ভাবেন—ইহা কেমন কথা! আকাশে পুঞ্জীভূত ধূম দেখা যায়, ঐখানে ত বহ্নি নাই! তবে কি উদাহরণ স্থল যেমন, শাস্ত্রও তেমনই! অর্থাৎ উদাহরণক্ষেত্র যেমন অপরিস্ফুট এবং ভ্রান্তিকণ্টকিত আগাগোড়া ন্যায়শাস্ত্রও কি সেইরূপ? শাস্ত্রকারেরা এবং অধ্যাপকেরা যাহা বলিবেন তাহাই মানিয়া লইতে হইবে?

নূতন শিক্ষার্থীর ন্যায়শাস্ত্র সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা মোটেই অস্বাভাবিক নহে। আবার ঐপ্রকারের কোন ধারণা লইয়া শাস্ত্র পাঠে প্রবৃত্ত হইলে অবিশ্বাসবশতঃ শাস্ত্রে অনুরাগ জন্মিতে পারে না। ফলে, ব্যুৎপত্তি লাভেও ব্যাঘাত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গেই অপসিদ্ধান্ত আসিয়া পড়ে। সুতরাং নব্যন্যায়ের ব্যাপ্তি ইত্যাদি বুঝিতে প্রসিদ্ধ উদাহরণ স্থল ছাড়িতে হইবে এবং শাস্ত্রীয় উদাহরণ লইতে হইবে। শাস্ত্রসম্মত উদাহরণ ঠিক হইল কিনা তাহা জানিবার জন্য শাস্ত্রের সিদ্ধান্তজ্ঞান আবশ্যক। নব্যন্যায়ে প্রবেশের পথ সুগম করা মূল উদ্দেশ্য হইলেও এই গ্রন্থের বর্তমান আকার উক্তপ্রকার চিন্তার ফল। মূল উদ্দেশ্য সফল হইবে কিনা সন্দেহ। অথচ ঐ সমস্ত কথা এখন লিখিতে হইলে হয়ত গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইবে না—এই বিবেচনায় গ্রন্থশেষে নব্যন্যায়ের পদ্ধতির সহিত পরিচয়ার্থে ঐবিষয়েও অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়াছি।

দর্শন শাস্ত্রে এক একটি বিষয়ে বিভিন্ন মতের সমর্থন ও খণ্ডন পাওয়া যায়। ঐসকলের পরস্পর পার্থক্য সর্বত্র স্পষ্ট নহে। উহাদের ভেদ স্বরূপতঃ জানা না থাকিলে এক মতবাদের কথা অন্যমতের অন্তর্গত করিয়া ব্যাখ্যাত হয়। তাহাতে অনেক গোলযোগ ঘটা স্বাভাবিক। মতবাদগুলি বিশেষভাবে জানা থাকিলে প্রকৃত কথা বুঝিতে সুবিধা হইবে এই বিবেচনায় প্রত্যেক বিষয়ে যথাজ্ঞান বিভিন্ন মতের উল্লেখ করিয়াছি এবং উহাদের আকর স্থান (Reference) উল্লেখ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু কার্যকালে অনেক কথা স্মরণে আসে নাই। সেজন্য—বৌদ্ধের কোন সম্প্রদায় বলিতেন—পরমাণু অষ্টবিধ দ্রব্যের সমষ্টি, অন্য সম্প্রদায়মতে উহা পৃথিব্যাদি চতুর্বিধ দ্রব্য—ইত্যাদি মতান্তরের উল্লেখ গ্রন্থে সম্ভব হয় নাই।

যে সকল মতান্তর এই গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে তাহার কোনটিই আমার নিজের কল্পিত নহে। তবে বিষয়বিশেষে আমার নিজেরও কল্পনা ইহাতে স্থান না পাইয়াছে এমন নহে।

কিন্তু তাহা সুধী পাঠকবর্গের বিবেচনার জন্যই উল্লিখিত হইয়াছে, কোনরূপ বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা আমার অভিপ্রেত নহে।

এই পুস্তকে যে সমস্ত গ্রন্থের কথা উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার অধিকাংশই আমার নিজের নাই এবং রচনাকালেও সমস্ত পুস্তক নিকটে রাখিতে পারি নাই। প্রধানতঃ পূর্বসংস্কারের ফলে উহাদের নাম লিখিত হইয়াছে। এজন্য স্থানবিশেষে ভ্রম হওয়া সম্ভব। ভরসা করি, সহৃদয় পাঠকগণ সে ত্রুটি মার্জনা করিবেন এবং ঐগুলি আমাকে জানাইয়া কৃতজ্ঞ রাখিবেন।

এই পুস্তকের মুদ্রণ কার্য দীর্ঘকালব্যাপী হওয়ায় বর্তমান সঙ্কটে সমস্ত ফাইলটি এক সঙ্গে পাঠ করিবার সুযোগ হইল না। এজন্য ইহাতে মুদ্রাপ্রমাদ ব্যতীত অন্যপ্রকার ত্রুটিও থাকিতে পারে। কোন সুযোগ্য ব্যক্তির দ্বারা ইহার পাণ্ডুলিপিটি আদ্যন্ত শোধিত করিয়া লইতে পারিলে ভাল হইত। দুঃখের বিষয় সেরূপ লোক আমার পক্ষে সুলভ হন নাই। তবে বঙ্গসাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠ আত্মনাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কোন সহৃদয় ব্যক্তি পাণ্ডুলিপিটি আদ্যন্ত পাঠ করিয়া প্রতিপাদ্য বিষয় সুগম করিবার জন্য যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন, এজন্য তাঁহার নিকট আমার ঋণ অপরিশোধ্য। আর যাঁহারা নানারূপ উপদেশ দ্বারা এবিষয়ে আমাকে উপকৃত করিয়াছেন তাঁহাদিগকে আমার ধন্যবাদ জানাইতেছি।

বড়ই দুঃখের বিষয়—যে দুই জনের হস্তে এই পুস্তক অর্পণ করিতে পারিলে আমি অসীম তৃপ্তি বোধ করিতে পারিতাম সেই দুই জন—বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ এবং পূজ্যপাদ অধ্যাপক ৺ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় আজ আর মর্ত্ত্যলোকে নাই। এই দুঃখ আমার জীবনে দূর হইবার নহে। সকলই পরমেশ্বরের ইচ্ছা।

আরম্ভকালে ন্যায়শাস্ত্রে কোন রস পাওয়া যায় না অথচ কাঠিন্য খুবই অনুভূত হয়। সেজন্য অনেকে ইহা পড়িতে পরাঙ্মুখ। উহার প্রতিকারের জন্য অন্যান্য দর্শনের প্রসঙ্গ তুলিয়া বিষয়টি সরস করিতে চেষ্টা করিয়াছি এবং "কঠিন হইবে" বিবেচনায় নির্দোষ বাক্যবিন্যাস-প্রণালী ত্যাগ করিয়া সরলভাবে বিষয়টি বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি মাত্র। ফল কত দূর হইয়াছে তাহা সুধীগণ বিচার করিবেন। যদি ইহার দ্বারা কেহ কিছুমাত্র উপকার বোধ করেন তবে আমি কৃতার্থ হইব।

পরিশেষে আনন্দের সহিত স্বীকার করিতেছি যে স্বর্গীয় স্যর ৺আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের গুণেরও উত্তরাধিকারী হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ইহার ভূমিকা লিখিয়া আমার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। ইতি—

সংস্কৃত বিদ্যাভবন
৺কালীঘাট কলিকাতা
২৫শে ফাল্গুন ১৩৪৮ সাল।

শ্রীঅমরেন্দ্রমোহন দেবশর্ম্মা

ন্যায়-প্রবেশে উল্লিখিত গ্রন্থ ও গ্রন্থকার

গ্রন্থকারগণ

অক্ষপাদ (গৌতম)
উদয়ন
উদ্দ্যোতকর
এরিষ্টটল্
কণাদ
কপিল
কুমারিল ভট্ট (ভট্ট)
কৃষ্ণদ্বৈপায়ন
কৃষ্ণনাথ
কেশব মিশ্র
গঙ্গাধর দীক্ষিত
গঙ্গেশোপাধ্যায়
গদাধর
গৌতম (অক্ষপাদ)
জগদীশ
জয়নারায়ণ
জয়ন্তভট্ট
জীবগোস্বামী
তুতাত ভট্ট
দণ্ড্যাচার্য
দীধিতিকার (রঘুনাথ)
ধর্মকীর্তি
ধর্মরাজ (অধ্বরীন্দ্র)
নাগার্জুন
নিউটন
নিম্বার্কাচার্য
পক্ষধর (জয়দেব) মিশ্র
পতঞ্জলি
পাণিনি
পৃথ্বীধরাচার্য (রত্নকোষকার)
প্রভাকর (গুরু)
প্রশস্তপাদ
বাল গঙ্গাধরতিলক
ভবদেবভট্ট
ভাস
ভূষণাচার্য
ভোজরাজ
মনু
মাধ্বসম্প্রদায়
মুরারি মিশ্র
মেধাতিথি (গৌতম)
যাজ্ঞবল্ক্য
রঘুনাথ শিরোমণি (শিরোমণি, দীধিতিকার
রাম তর্কবাগীশ
রামানুজ
বাচস্পতি মিশ্র
বাৎস্যায়ন
বাসুদেব সার্বভৌম
বিশ্বনাথ
বৈভাষিক বাৎসীপুত্র
ব্যোমশিবাচার্য
শঙ্করমিশ্র
শঙ্করাচার্য
শ্রীধরভট্ট
সাংখ্য সূত্রকার
সোন্দড় উপাধ্যায়

গ্রন্থ

অনন্ত ব্রতকথা
আর্যভটীয়
আয়ুর্বেদ
ঈশ্বরানুমান চিন্তামণি
উপনিষদ্
উপস্কার
উপায়হৃদয়
ঋগ্বেদ
কঠোপনিষৎ
কণাদসিদ্ধান্তচন্দ্রিকা
কুসুমাঞ্জলি (ন্যায় কুসুমাঞ্জলি)
খণ্ডনখণ্ডখাদ্য
গীতা (শ্রীমদভগবদ্গীতা)
গৌতমসূত্র (ন্যায়সূত্র)
চরকসংহিতা
চিৎসুখী
জয়নারায়ণ বিবৃতি
জাগদীশী টীকা
তত্ত্বচিন্তামণি
তত্ত্বত্রয়
তন্ত্ররহস্য
তর্কভাষা
তর্কসংগ্রহ
তর্কামৃত
তার্কিকরক্ষা
দিনকরী
দিব্যাবদান
দীধিতি
দেবীপুরাণ
নৈষধচরিত
ন্যায়কন্দলী
ন্যায়কোষ
ন্যায়ভাষ্য (বাৎস্যায়ন ভাষ্য)

ন্যায়বার্তিক
ন্যায়বার্তিকতাৎপর্যটীকা
ন্যায়সূত্র (ন্যায়দর্শন, গৌতমসূত্র)
ন্যায়সূত্রবৃত্তি (বিশ্বনাথবৃত্তি)
পক্ষতা
পঞ্চপাদিকাবিবরণ
পদার্থতত্ত্বনিরূপণ
পরিভাষাপ্রদীপ
পাণিনিবার্তিক
পাতঞ্জলসূত্র (—দর্শন)
প্রকরণপঞ্জিকা
প্রশস্তপাদভাষ্য (পদার্থধর্মসংগ্রহ
বৃহদারণ্যকোপনিষৎ
ব্রহ্মসূত্র (বেদান্তদর্শন)
ভামতী
ভাষাপরিচ্ছেদ
মনুসংহিতা
মলমাসতত্ত্ব টীকা
মহাভারত
মহাভাষ্য
মহাভাষ্য প্রদীপ
মাণ্ডূক্য কারিকা
মানমেয়োদয়
মার্কণ্ডেয় পুরাণ
মীমাংসান্যায়প্রকাশ
মীমাংসাপরিভাষা

মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ

মুণ্ডকোপনিষৎ
যুক্তিদীপিকা
রত্নকরাবতারিকা
লীলাবতী
বঙ্গীয়মহাকোষ
বাক্যপদীয়
বিশেষব্যাপ্তি
বেদান্ততত্ত্বসার
বেদান্তপরিভাষা
বেদান্তসার
বৈশেষিক সূত্র (—দর্শন)
ব্যাসভাষ্য
শাকুন্তল (অভিজ্ঞান শকুন্তল)
শাঙ্করভাষ্য
শ্লোকবার্তিক
শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ
সংক্ষেপশারীরক
সরস্বতীকণ্ঠাভরণ
সপ্তপদার্থী
সর্বদর্শনসংগ্রহ
সর্বসংবাদিনী
সাংখ্যকারিকা
সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য
সামান্যলক্ষণাদীধিতি
সুশ্রুতসংহিতা
স্কন্দপুরাণ

বিষয়সূচী

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪	৩৩	কুমারিল	কুমারিল
৫	৩১	অনুরূপ	অন্যরূপ
৬	৮	ইএরূপ	এইরূপ
৮	১৩	গোরু	গরু
,, ১৮, ১৯, ২১		উষ্ণ	উষ্ণ
১১	৩২	কয়িয়া	করিয়া
১৫	২৮	শুলি	গুলি
২০	২৩	যিশেষ	বিশেষ
২৪	২৮	শব্দ ও	শব্দও
৩০	১৫	প্রত্যক্ষেন	প্রত্যক্ষের
৩১	২৮	সুশ্রুতসং	চরকসং
৪০	৩৩	দর্শী	দর্শী
৪৮	১৫	মর্মস্তুদ	মর্মচ্ছেদী
৪৯	২৩	দায়ের	দায় বিশেষের
৫০	৬	সিান্ত	সিদ্ধান্ত
৫৬	২৬	খাকে	থাকে
৬৪	১৭	পাল্লার	পাল্লায়
৬৬	৩০	অথবা	অথবা
৬৮	৫	যে মহত্ত্ব	যে পরিমাণ
৭২	৭	বৃত্ত৩	বৃত্তি৩
৮০	১৩	পুর্বোক্ত	পূর্বোক্ত
,,	২০	দ্বিলক্ষণ	দ্বিক্ষণ
,,	২১	প্রতাক্ষ	প্রত্যক্ষ
,,	২৬	রণ্যকে	রণ্যক
,,	৩০	অনত্র	অন্যত্র
৮৪	৩	বিনয়িনী	বিষয়িণী
৮৬	২৫	৪৮৭ পৃঃ	৮১ পৃঃ
,,	১৭	নিঙ্	লিঙ
,,	,,	প্রভৃতি	প্রভৃতি নামক
৮৫	২	নিরন্তর	নিরন্তর
,,	২৮	পদাথ	পদার্থ
,,	২৯	-যোনি	-যোনি
৮৭	২৮	-রপুর্বং	-রপূর্বং
৮৮	৫	পরি-	যে পরি-
,,	১০	শতঃই	শতই
৯১	১১	হইরা	হইয়া
,,	১৭	অসাবারণ	অসাধারণ
৯৩	২৩	বিশ্লেষণ	বিশ্লেষণ
৯৪	৩২	-তোরাগে	তোপরাগে
৯৫	১৩	অচার্য	আহার্য
৯৬	২৩	ক্রমশঃ	•
৯৭	২	শব্দ	শাব্দ
১০০	১৭	প্রেকরতা	প্রকারতা
১০০	১৮	বিচ্ছেদক	অবচ্ছেদক
১০৯	২১	বর্তমান	•
১১৫	১৩	মিয়ামক	নিয়ামক
১২৩	১৮	স্বরূতঃ	স্বরূপতঃ
১২৭	১৮	অত্যতন্ত্যা	অত্যন্তা
১২৭	২৮	বব (ভূউলে	বৎ (ভূতলে
১২৮	৩	অব্যপ্য	স্থানবিশেষে অব্যাপ্য-
১৩৫	১০	-গিরূপে	-গিকে।টিতে
১৪৬	৫	অন্তর্গত	অন্তর্গত
১৪৮	৬	দোমোদ্ধা	দোষোদ্ধা

ন্যায়প্রবেশ

প্রথম অধ্যায়

শাস্ত্রারম্ভ

মহাভারতে দেখিতে পাওয়া যায় বেদবিদ্যার ন্যায় আন্বীক্ষিকী বা ন্যায়-বিদ্যা মানব-সমাজের কল্যাণার্থ পরমেশ্বরই সৃষ্টি করিয়াছেন, কোনও মনুষ্যের মনীষা হইতে ইহার প্রথম আবির্ভাব হয় নাই[১]। অতএব ন্যায়-বিদ্যার আদি উৎপত্তি কাল নির্ণয় করা কঠিন। আজ হইতে কতকাল পূর্বে মহর্ষি অক্ষপাদ সূত্ররূপে ন্যায়বিদ্যা প্রচার করেন তাহাও নিঃসন্দেহে স্থির করা যায় না। তথাপি ন্যায়শাস্ত্রের গ্রন্থসমুদায় মধ্যে প্রচলিত ন্যায়সূত্র সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং অন্য ন্যায়গ্রন্থ সকলের উপজীব্য ইহাতে সন্দেহ নাই। ন্যায়-সূত্রের রচনাকাল মহাভারত রচনাকালের পরবর্তী নহে এরূপ স্বীকার করিবার কারণ আছে[২]। সুতরাং ন্যায়সূত্র লৌকিক সংস্কৃত সাহিত্যের প্রাচীনতম গ্রন্থ ইহা বলিতে পারা যায়।

শাস্ত্রের নাম

আন্বীক্ষিকী, তর্কবিদ্যা, ন্যায়-বিদ্যা, ন্যায়বিস্তর প্রভৃতি শব্দ সাধারণতঃ ন্যায়শাস্ত্রকেই বুঝাইয়া থাকে। জৈনন্যায়ে[৩] "অত্র যৌগাঃ" বলিয়া অনেক স্থলে যে সকল মতবাদ উল্লিখিত হইয়াছে মহর্ষি পতঞ্জলি প্রণীত যোগশাস্ত্রে তাহা পাওয়া যায় না, কিন্তু ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে ঐরূপ মতের সমর্থন পাওয়া যায়। ইহাতে মনে হয় প্রাচীনেরা "ন্যায়-শাস্ত্র" অর্থেও "যোগ" বা "যোগশাস্ত্র" শব্দ প্রয়োগ করিতেন, এবং তদনুসারেই ন্যায়মতাবলম্বীদিগকে "যৌগ" বা "যৌগিক" বলা হইত।

১ তানুবাচ সুরান্ সর্বান্ স্বয়ম্ভূর্ভগবাংস্ততঃ।
শ্রেয়োঽহং চিন্তয়িষ্যামি ব্যেতু বো ভীঃ সুরর্ষভাঃ ॥ ২৮ ॥
ততোঽধ্যায়সহস্রাণাং শতং চক্রে স্ববুদ্ধিজম্।
যত্র ধর্ম্মস্তথৈবার্থঃ কামশ্চৈবাভিবর্ণিতঃ ॥ ২৯ ॥
ত্রয়ী চান্বীক্ষিকী চৈব বার্ত্তা চ ভরতর্ষভ।
দণ্ডনীতিশ্চ বিপুলা বিদ্যাস্তত্র নিদর্শিতাঃ ॥ ৩৩ ॥
(শান্তিপর্ব, ৫৯ অধ্যায়)

২ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার "ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ" এই শ্লোক হইতে ব্রহ্মসূত্র মহাভারতের পূর্বে রচিত ইহা পাওয়া যায়। ব্রহ্মসূত্রে ন্যায়মত খণ্ডন করায় মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের প্রতি মহর্ষি গৌতম ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন ইহা পরে ব্যক্ত হইবে।

৩ রত্নাকরাবতারিকা।

মহর্ষি অক্ষপাদ ও মহর্ষি কণাদ উভয়েই যোগী ছিলেন। যোগবলেই মহর্ষি অক্ষপাদ প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের স্বরূপ জানিয়া ন্যায়সূত্র এবং মহর্ষি কণাদ দ্রব্যাদি পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া বৈশেষিক সূত্র রচনা করেন এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। এই প্রসিদ্ধির ফলেই ন্যায়মতাবলম্বীদিগকে লক্ষ্য করিয়া "যৌগ" শব্দের প্রয়োগ হইত কিনা বলা যায় না।

পক্ষান্তরে "ন্যায় ও বৈশেষিক" উভয় মতেই পরমাণুকারণবাদ স্বীকৃত হওয়ায় পরমাণুদ্বয়ের যোগ অর্থাৎ সংযোগ সৃষ্টির প্রথম ও প্রধান কারণ বলা হইয়াছে। পূর্বে অন্য কোন আস্তিক দর্শনে এই সিদ্ধান্ত স্বীকৃত হয় নাই। সম্ভবতঃ ইঁহারাই উক্ত মতবাদের প্রথম প্রবর্তক। এজন্য পরমাণু কারণবাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই উক্ত মতাবলম্বীদিগকে "যৌগ" বলা হইত ইহাও বলা যাইতে পারে।

শাস্ত্রকারের নাম

ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন, বার্তিককার উদ্দ্যোতকর, আচার্য শঙ্কর, বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি প্রাচীনগণ ন্যায়সূত্রকার মহর্ষিকে অক্ষপাদ নামে উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং শাস্ত্রকারের অক্ষপাদ নাম সম্বন্ধে কোন বিবাদ নাই। অক্ষপাদের গৌতম এবং গোতম নামও প্রসিদ্ধ। গোতম ঋষি সূত্রকারের পূর্বপুরুষ ছিলেন। সম্ভবতঃ এইজন্য সূত্রকার গৌতম নামে বিখ্যাত। তিনি নিজের যুক্তিপূর্ণ বাক্যের দ্বারা বিরুদ্ধ মত সকল খণ্ডন করিয়া প্রতিবাদিগণের চিত্তে খেদ উৎপন্ন করিতেন এইজন্য তাঁহাকে গোতম বলা হয়[১]। বংশের প্রতিষ্ঠাতা পিতামহ বা আরও ঊর্ধ্বতন পুরুষের নামানুরূপ অধস্তন বংশধরের নাম রাখিবার রীতি বর্তমান কালেও প্রচলিত আছে। সূত্রকার মহর্ষি গোতমবংশীয় হওয়ায় এইরূপেও তাঁহার গৌতম নামে প্রসিদ্ধি থাকা অসম্ভব নহে। স্কন্দপুরাণে মহর্ষি অক্ষপাদকে অহল্যার পতিরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে[২]। মহাভারতে দেখা যায় অহল্যার পতির নাম মেধাতিথি[৩]। এই মেধাতিথি নামই মহর্ষি অক্ষপাদের প্রকৃত নাম বলিয়া মনে হয়। অহল্যাবৃত্তান্ত রামায়ণে বর্ণিত ঘটনার সমসাময়িক ইহাতে সন্দেহ নাই। সুপ্রাচীন মহাকবি ভাসের "প্রতিমা" নাটকে দেখিতে পাওয়া যায় রাক্ষসরাজ রাবণ ন্যায়-শাস্ত্রে মেধাতিথিঃ ছাত্র বলিয়া সীতাদেবীর নিকটে আত্মপরিচয়

১ গোর্বাক্ তয়ৈব তময়ন্ পরান্ গোতম উচ্যতে।
গোতমান্বয়জন্মেতি গৌতমোঽপি স চাক্ষপাৎ॥
দেবীপুরাণ শুম্ভনিশুম্ভমথন পাদ, ১৩ অধ্যায়।

২ অক্ষপাদো মহাযোগী গৌতমাখ্যোঽভবন্মুনিঃ।
গোদাবরীসমানেতা অহল্যায়াঃ পতিঃ প্রভুঃ॥
মহেশ্বরখণ্ডে কুমারিকা খণ্ড, ৫৫ অধ্যায় ৫ শ্লোক।

৩ মেধাতিথির্মহাপ্রাজ্ঞো গৌতমস্তপসি স্থিতঃ।
বিমৃশ্য তেন কালেন পত্ন্যাঃ সংস্থাব্যতিক্রমম্॥
শান্তিপর্ব, মোক্ষধর্মপর্ব ২৬৫ অধ্যায়।

দিতেছেন।[১] ইহাতে বুঝা যায় মেধাতিথি রাবণের সমকালীন এবং ন্যায়-শাস্ত্রজ্ঞ এইরূপ প্রসিদ্ধি মহাকবি ভাসের সময়েও ছিল। অতএব ন্যায়-সূত্রকার মহর্ষির প্রকৃত নাম মেধাতিথি, গৌতম ও গোতম এই দুইটী নাম গোত্রানুসারী বলা যায়।

ন্যায়-সূত্রকার মহর্ষির অক্ষপাদ নামসম্বন্ধে যে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে তাহা এইরূপ—

মহর্ষি বাদরায়ণ পরমাণুকারণবাদ প্রভৃতি ন্যায়মত খণ্ডন করায় আচার্য গৌতম রুষ্ট হইয়া ব্যাসদেবকে বলিয়াছিলেন যে তুমি গুরুদ্রোহী, আমি এই নেত্র দ্বারা আর তোমার মুখ দর্শন করিব না। তখন মহর্ষি ব্যাসদেব গুরু গৌতমকে বুঝাইয়া বলিলেন যে ব্রহ্মসূত্রে শুষ্কমূল তর্কেরই খণ্ডন করা হইয়াছে এবং ঐরূপ খণ্ডন করিতেও ন্যায়ানুসারী পদ্ধতিই অবলম্বিত হইয়াছে, সুতরাং তিনি নিজ গ্রন্থে গুরুবাক্যের প্রমাণ্যই স্বীকার করিয়াছেন, গুরুদ্রোহী হন নাই। শিষ্যের এই উত্তরে মহর্ষি মেধাতিথি সন্তুষ্ট হইলেন এবং নিজ বাক্যের সত্যতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যোগবলে চরণে চক্ষু সৃষ্টি করতঃ তদ্দ্বারা প্রণামকালে মহর্ষি ব্যাসের মুখাবলোকন করিতেন।

শাস্ত্র ও শাস্ত্রকারের গৌরব

অতি প্রাচীন এবং জগৎপূজ্য মহর্ষি ব্যাসদেব প্রমুখ শিষ্যগণের গুরু কেবলমাত্র ইহাই ন্যায়সূত্রকারের অসাধারণ গৌরবের হেতু নহে, তাঁহার রচিত ন্যায়সূত্রও তাঁহার অক্ষয় কীর্তি ঘোষণা করিতেছে। বস্তুতঃ ন্যায়দর্শনে উদ্ভাবিত নিয়ম প্রণালীর এমনই একটি বিশেষত্ব আছে যে বিরুদ্ধমতাবলম্বিগণ অনেক বিষয়ে তাঁহার সহিত একমত হইতে না পারিলেও আস্তিক, নাস্তিক সকল সম্প্রদায়ই তাঁহার প্রবর্তিত নিয়মসমূহ মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছেন। কারণ ন্যায়সূত্র প্রদর্শিত নিয়মপ্রণালীর ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত না হইলে বিশৃঙ্খল বিচারের দ্বারা সন্দিগ্ধ বিষয়ের কোনরূপ মীমাংসা সম্ভব হয় না, ইহা সকলেরই স্বীকার্য। সুতরাং স্ব-সিদ্ধান্ত অব্যাহত রাখিবার জন্য কোন সম্প্রদায়ই ন্যায়শাস্ত্রের বিচারপ্রণালী পরিহার করিতে পারিতেন না।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য বিবর্তবাদ অবলম্বন করিয়া তৎকালে প্রচলিত অন্য সমস্ত দার্শনিক সিদ্ধান্তেরই যথোচিত প্রতিবাদ করিয়াছেন। স্বপক্ষ সমর্থনের জন্য তিনি প্রধানতঃ শ্রুতিবাক্যের উপরেই নির্ভর করিয়াছেন, অন্য কোনও শাস্ত্রকারের বাক্য দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থন করেন নাই। ন্যায়সিদ্ধান্তের প্রতিবাদী হইয়াও তিনি স্বীয় সিদ্ধান্তের অনুকূলরূপে ন্যায় দর্শনের দ্বিতীয় সূত্র উদ্ধার কালে "তথাচ আচার্যপ্রণীতং ন্যায়োপবৃংহিতং সূত্রম্" (বেদান্ত দর্শন ১ অধ্যায় ১ম পাদ ৪র্থসূত্র) এইরূপ উক্তিদ্বারা ন্যায় সূত্রকারের প্রতি যে সম্মান দেখাইয়াছেন তাহা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়।

---

১ ভোঃ কাশ্যপগোত্রোঽস্মি। সাঙ্গোপাঙ্গং বেদমধীয়ে, মানবীয়ং ধর্মশাস্ত্রং, মাহেশ্বরং বেদশাস্ত্রং, বার্হস্পত্যম্ অর্থশাস্ত্রং, মেধাতিথের্ন্যায়শাস্ত্রং, প্রাচেতসং শ্রাদ্ধকল্পং চ। প্রতিমা ৫ম অঙ্ক।

২ দেবীপুরাণের শুম্ভনিশুম্ভমথনপাদের কয়েকটী শ্লোক উক্ত কিংবদন্তীর মূল বলিয়া অনেকে মনে করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশিত ন্যায়দর্শনের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

শাস্ত্রের উদ্দেশ্য

বৈশেষিক শাস্ত্র ন্যায়ের সমানতন্ত্র, অতএব আপাত দৃষ্টিতে ন্যায় শাস্ত্র ও বৈশেষিক শাস্ত্রের উদ্দেশ্য বিভিন্ন মনে হইলেও প্রকৃত পক্ষে এই দুই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য একই। মহর্ষি গৌতম ন্যায় শাস্ত্রের প্রয়োজন বুঝাইতে 'নিঃশ্রেয়স' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। 'নিঃশ্রেয়স' শব্দের অর্থ অপবর্গ বা মুক্তি। মুক্তি অর্থ প্রসিদ্ধ হইলেও 'নিঃশ্রেয়স' শব্দে অন্য সকল প্রকার মঙ্গলও বুঝাইয়া থাকে। অতএব ঐহিক সাধারণ শুভ হইতে পরম মুক্তি পর্যন্ত মানবসমাজের সর্ববিধ শ্রেয়োলাভই ন্যায়শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। মহর্ষি কেবলমাত্র মুক্তি বুঝাইতে অন্যত্র অপবর্গ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন কিন্তু শাস্ত্রারম্ভে তাহা না করিয়া 'নিঃশ্রেয়স' শব্দ ব্যবহার কেন করিয়াছেন, তাহার কারণ চিন্তা করিলে উক্ত উদ্দেশ্যই পরিস্ফুট হয়।

মহর্ষি কণাদ ধর্মনিরূপণের উদ্দেশ্যে বৈশেষিক সূত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। উহাতে উক্ত হইয়াছে ধর্মের ফল অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স, কিন্তু পদার্থতত্ত্বজ্ঞানের ফল ব্যক্ত করিতে তিনিও নিঃশ্রেয়স কথাটাই ব্যবহার করিয়াছেন। অতএব পদার্থবিদ্যা বিষয়ে ন্যায় ও বৈশেষিক শাস্ত্রের উদ্দেশ্য পৃথক্ নহে।

প্রাচীনেরা শব্দের যোগলভ্য অর্থাৎ শব্দের প্রকৃতি প্রত্যয় বিভাগে (derivation) লভ্য অর্থ হইতে রূঢ়িলভ্য বা প্রসিদ্ধ অর্থের প্রাধান্য স্বীকার করিতেন[১], তদনুসারে এই শাস্ত্রে অপবর্গই প্রধানতঃ আলোচনার বিষয়। সূত্রকারের 'নিঃশ্রেয়স' শব্দ ব্যবহারের মূলে এইরূপ অভিপ্রায় থাকাও অসম্ভব নহে।

এই শাস্ত্র হইতে অন্যবিধ শ্রেয়োলাভ কিরূপে হইতে পারে ভাষ্যাদিতে তাহা সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইয়াছে। এক্ষণে দেখিতে হইবে প্রধান বিষয় অপবর্গের লাভে ইহার উপযোগিতা কিরূপ।

শাস্ত্রের উপযোগিতা

মুক্তির স্বরূপ কি এ বিষয়ে নানারূপ মতভেদ আছে। তবে মুক্তিবাদীরা সকলেই স্বীকার করেন যে—"কেহ মুক্তিলাভ করিলে পুনরায় আর তাহাকে সংসার ভোগ করিতে হয় না।" সুতরাং "চিরকালের জন্য সর্বদুঃখ-নিবৃত্তিই মুক্তি" এইরূপ বলিলে কাহারও আপত্তি হইবে না। তাই সূত্রকার "তদত্যন্তবিমোক্ষোঽপবর্গঃ" বলিয়া ঐ সর্বসম্মত অংশটাই গ্রহণ করিয়াছেন।

উক্তরূপ অপবর্গ বা মুক্তি দুঃখের মূলোচ্ছেদ করিতে না পারিলে কখনই সম্ভব হয় না। সুতরাং উহার জন্য দুঃখের মূল কারণ অনুসন্ধান করা আবশ্যক। দুঃখ প্রাণীরই ধর্ম, প্রাণহীন কাষ্ঠ প্রস্তরাদির দুঃখ হয় না। প্রণিধান করিলে ইহাও স্পষ্টরূপেই বুঝিতে পারা যায় যে সকল দুঃখের পূর্বক্ষণেই প্রাণীদিগের বিষয়বিশেষে কোনরূপ জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। অসহ্য শীত উষ্ণ

---

১ লব্ধাত্মিকা সতী রূঢ়ির্ভবেদ্ যোগাপহারিণী।
কল্পনীয়া তু লভতে নাত্মানং যোগবাধতঃ॥ কুমারিলভট্ট।

ভোগে সন্তানের পীড়াদি অমঙ্গল সংবাদ শ্রবণে দুঃখ হয় ইহা অনুভবসিদ্ধ। অতএব বিষয়জনিত জ্ঞানই সকল দুঃখের মূল কারণ ইহা অবাধে বলা যায়। ঐরূপ জ্ঞান জন্ম বা শরীরাদি বস্তুর সহিত আত্মার সংযোগ ব্যতীত উৎপন্ন হইতে পারে না। আত্মা নিত্য ও সর্বব্যাপী ইহা শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত। অতএব কোনও দেশে বা কালে এক আত্মা ব্যতীত দ্বিতীয় কোন বস্তু থাকিলেই উহার সহিত আত্মার সংযোগ অবশ্যম্ভাবী হওয়ায় জ্ঞান ও তাহার কার্য দুঃখ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে ১। 'দ্বিতীয়াদ্ বৈ ভয়ং ভবতি" এই উপনিষদ্ বাক্য হইতেও ইহা প্রমাণিত হয়। এই পথে বিচার করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে আত্মা ভিন্ন দ্বিতীয় কোন বস্তু বর্তমান থাকিতে দুঃখের অত্যন্ত-নিবৃত্তি বা মুক্তি হইতেই পারে না। অতএব দুঃখনিবৃত্তির জন্য সমগ্র জগতের বিনাশ একান্ত আবশ্যক। এই বিপুল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও যে প্রত্যেক মনুষ্যেরই চেষ্টার ফলে রৌদ্রসন্তপ্ত মৃৎপাত্রস্থিত বারিবিন্দুর ন্যায় নিশ্চিহ্নরূপে নষ্ট হইতে পারে, ভগবান্ শঙ্করাচার্য বিবর্তবাদ অবলম্বনে তাহাই দেখাইয়াছেন।

আচার্য অক্ষপাদের দৃষ্টি অনুরূপ। সমস্ত দুঃখেরই মূল কারণ জ্ঞান, আত্মা জ্ঞানের নিমিত্ত শরীরাদি বস্তুর অপেক্ষা রাখে ইহা তাঁহারও সম্মত। তবে যে কোন বস্তুর সহিত সংযোগ হইলেই যে জ্ঞান এবং তাহার ফল দুঃখ অবশ্যম্ভাবী ইহা তিনি স্বীকার করেন না। সুতরাং এইমতে দ্বিতীয় কোন কোন বস্তু থাকিলেও দুঃখনিবৃত্তি বা অপবর্গ হইতে পারে। দ্বৈতবাদীরা এই দৃষ্টিকে ভিত্তি করিয়াই মুক্তিসৌধ রচনা ও তাহার সোপান আবিষ্কার করিতে যত্ন করিয়াছেন।

বিষয়-জ্ঞান দুঃখের কারণ ইহা সত্য। কিন্তু সকল জ্ঞানই দুঃখের কারণ নহে। যথার্থ জ্ঞান বা প্রমা এবং অযথার্থ জ্ঞান বা ভ্রম—এই দ্বিবিধ জ্ঞানই দুঃখের কারণ হইতে পারে কিন্তু ঐরূপ সমস্ত জ্ঞানেরই মূলে যে আর একটী জ্ঞান রহিয়াছে তাহা অযথার্থ বা ভ্রম ইহা সর্বসম্মত। উহা শরীরাদি অনাত্ম-বস্তুতে আত্ম-বুদ্ধি। আমরা ঐ বুদ্ধিকে "আমি ব্রাহ্মণ, আমি ক্ষত্রিয়, আমি স্থূল, আমি কৃশ, আমি অন্ধ, আমি কর্তা" ইত্যাদি নানা আকারে অনুভব করিয়া থাকি। আত্মা ও অনাত্মা-শরীরাদির এই ভ্রমাত্মক অভেদ-বুদ্ধি হইতে আমার পুত্র, আমার অর্থ, আমার বাড়ী ইত্যাদি নানাবিধ অযথার্থ বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই সমস্ত ভ্রম জ্ঞানকে সাংখ্যে ও বেদান্তে অজ্ঞান বা অবিদ্যা বলা হয়। আত্মার স্বরূপ যথার্থভাবে প্রত্যক্ষ করিতে পারিলে আর পূর্বোক্তরূপে ভ্রম হইতে পারে না এবং তখনই দুঃখের মূলোচ্ছেদ হওয়ায় দুঃখ হইবার কোন সম্ভাবনাই থাকে না বলিয়া অপবর্গ বা মুক্তি লাভ হয়।

মুক্তির চরম কারণ এই আত্মসাক্ষাৎকার লাভের জন্য আত্মার উপাসনা করিতে হয়। এই উপাসনা ত্রিবিধ—শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন।

আত্মার স্বরূপ কি তাহা প্রথমতঃ শ্রুতিবাক্য বিচার করিয়া বুঝিতে হয়। ইহা শ্রবণ, প্রথম উপাসনা। শ্রুতিলব্ধ আত্মজ্ঞান সুদৃঢ় না হইলে সমাধি লাভ সম্ভব হয় না, এজন্য শ্রুতিবাক্যা-

১ "দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ সংযোগো হেয়হেতুঃ"। পাতঞ্জল দর্শন ২।১৭ সূত্র।

নুসারে 'আত্মা শরীর প্রভৃতি সকল অনাত্মবস্তু হইতে ভিন্ন' এইরূপ অনুমান করিতে হয়। ইহাই আত্মার মননরূপ উপাসনা। এই দ্বিতীয় উপাসনা সুনিষ্পন্ন হইলেই আত্ম-সাক্ষাৎকারের মুখ্য কারণ নিদিধ্যাসনরূপ তৃতীয় উপাসনা সম্ভব হয়। নিপূর্ব ধ্যৈ ধাতুর অর্থ দর্শন বা সাক্ষাৎকার। স প্রত্যয় যোগে উহার অর্থ হয় সাক্ষাৎকারবিষয়ক ইচ্ছা। এই ইচ্ছা প্রবল হইলে চিত্ত একাগ্র হয়। ফলে সমাধি লাভ ঘটে। ফলতঃ নিদিধ্যাসনের অর্থ সমাধি। সুতরাং আত্মসাক্ষাৎকারে মননের আবশ্যকতা অপরিহার্য।

"আত্মা সকল অনাত্মবস্তু হইতে ভিন্ন" ইএরূপ অনুমান কিন্তু আত্মা ও তদিতর সকল বস্তুর জ্ঞান ব্যতীত কিছুতেই হইতে পারে না। সকল বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে মানুষকে সর্বজ্ঞতার শক্তি অর্জন করিতে হয়। কিন্তু তাহা অসম্ভব। অতএব আত্মজ্ঞানার্থীকে স্থূলরূপে অর্থাৎ সামান্যাকারেই সকল বস্তুর জ্ঞান অর্জন করিতে হইবে। এই জ্ঞানের জন্য যাবতীয় বস্তুর শ্রেণীবিভাগ বিশেষ আবশ্যক। এই উদ্দেশ্যেই সূত্রকার মহর্ষিদ্বয় শাস্ত্রারম্ভেই সকল বস্তুর বিভাগ প্রদর্শন করিয়াছেন।

এইরূপ বিভাগের প্রসঙ্গে পদার্থতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহারা যে জ্ঞানোপদেশ দিয়াছেন তাহা বর্তমান কালেও জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছে।

একটী কথা মনে রাখিতে হইবে যে, শাস্ত্রকারগণ বস্তুসমুদায়ের যে বিভাগ করিয়াছেন তাহার অর্থ – কতকগুলি বস্তুতে একটী অথবা একজাতীয় অনেক বিশেষ ধর্ম দেখিয়া উহার ধর্মী বা আশ্রয় বস্তুগুলির কোনও একটী সাধারণ নাম বা সংজ্ঞা নির্দেশ মাত্র। ইহার দ্বারা কোনও বস্তুর স্বরূপগত হানি বা বৃদ্ধি কিছুই হয় নাই। সুতরাং কোনও বস্তুর নবাবিষ্কৃত কোন গুণের পরিচয় পাইয়া উহার অন্যরূপ বিভাগ বা সংজ্ঞা করিলে তদ্দ্বারা শাস্ত্রের সহিত বিরোধ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।

বিভাগ

পূর্বে পদার্থ-বিভাগের আবশ্যকতা দেখান হইয়াছে। এই বিভাগ বস্তুটী কি তাহা এখন বুঝাইতে চেষ্টা করিব। কোন বস্তু নিরূপণ করিতে হইলে উহার কারণ, কার্য প্রভৃতি সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। বিভাগ সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, বিভজ্যমান বস্তু অনেক বা বহু হওয়া আবশ্যক। একটী মাত্র বস্তুর কখনও বিভাগ হইতে পারে না। যে বস্তুসমুদায়ের বিভাগ করিতে হইবে তাহাদের সর্বসাধারণ কোনও ধর্ম থাকা চাই। ঐ ধর্মকে সামান্যধর্ম বলে। ঐ সামান্যধর্মবিশিষ্ট বস্তুর এমন কতক-গুলি বিশেষ ধর্ম থাকা চাই যাহারা পরস্পর-বিরুদ্ধ। বিশেষধর্মগুলির মোট সংখ্যা লইয়াই বিভাগে সংখ্যা নির্দেশ হইয়া থাকে। অতএব বলা যায় যে—

সামান্য ধর্মের দ্বারা অবগত বস্তু সমুদায়কে বিশেষ বিশেষ ধর্মবিশিষ্ট বলিয়া যে নির্দেশ করা হয়, ঐ নির্দেশই **বিভাগ**।

প্রশ্ন। পদার্থ কয়প্রকার ?

উত্তর। পদার্থ সাত প্রকার[১] —(১) দ্রব্য (২) গুণ (৩) কর্ম (৪) সামান্য (৫) বিশেষ (৬) সমবায় ও (৭) অভাব। (এই নির্দেশই বিভাগ)

পদার্থত্ব বা প্রমেয়ত্ব উল্লিখিত দ্রব্যাদি সাতটী বস্তুতেই বর্তমান রহিয়াছে। অতএব উহা সামান্য ধর্ম। উহার সাহায্যে সমুদায় বস্তু সম্বন্ধে আমাদের যে একটী স্থূল জ্ঞান হয় তাহা অস্বীকার করা যায় না। (১) দ্রব্যত্ব (২) গুণত্ব (৩) কর্মত্ব (৪) সামান্যত্ব (৫) বিশেষত্ব (৬) সমবায়ত্ব (৭) অভাবত্ব এই সাতটী ধর্ম পদার্থত্বের অন্তর্গত বা ব্যাপ্য এবং উহারা পরস্পরবিরুদ্ধও বটে[২]। অতএব পূর্বোক্ত নির্দেশ '**বিভাগ**' হইতে পারিল।

'বঙ্গদেশবাসী মানুষ মুসলমান ও অমুসলমান ভেদে দ্বিবিধ' ইহা অপর একটী বিভাগ। এই উদাহরণে এতদ্দেশীয় মনুষ্যেরা 'বঙ্গবাসিত্ব'রূপ সামান্য ধর্ম দ্বারা পরিচিত হইতেছে। মুসলমানত্ব ও অমুসলমানত্ব এই দুইটী উহার অবান্তর ধর্ম, এবং উহারাও পরস্পর-বিরুদ্ধ।

বিভাগকর্তা ইচ্ছানুসারে অবান্তর ধর্মগুলিকে অল্প বা অধিক বলিয়া গ্রহণ করতঃ বিভাগে সংখ্যার হ্রাস বা বৃদ্ধি করিতে পারেন। এই বিষয়ে তিনি স্বাধীন। যেমন, উক্ত স্থলেই 'বঙ্গদেশীয় মানুষ হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান ভেদে চতুর্বিধ' এই প্রকারেও বিভাগ করা যাইতে পারে।

প্রবিভাগ

বিভাগে যাহারা বিশেষ ধর্ম উহাদিগের কোনটীকে সাধারণ ধর্মরূপে গ্রহণ করিয়া তাহার অন্তর্গত পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম দ্বারা বস্তুনির্দেশকে **প্রবিভাগ** কহে। কোনও বস্তুর প্রবিভাগ করিতে হইলে প্রথমতঃ বিভাগ করা আবশ্যক।

যথা, পদার্থ দ্বিবিধ—ভাব ও অভাব। ভাবপদার্থ ছয় প্রকার—(১) দ্রব্য (২) গুণ (৩) কর্ম (৪) সামান্য (৫) বিশেষ ও (৬) সমবায়। এই শেষোক্ত বিভাগকে প্রবিভাগ বলা হয়।

১ বিষয়ত্ব প্রতিযোগিত্ব তদ্ব্যক্তিত্ব প্রভৃতি নব্য ন্যায়ে সর্বত্র সুলভ পদার্থগুলিও এই সপ্ত প্রকারের অন্তর্গত। কেহ কেহ মনে করেন ঐগুলি অতিরিক্ত, এই বিভাগের অন্তর্গত নহে। মুক্তিলাভে এই সাতটীই সমধিক উপযোগী হওয়ায় মহর্ষি ইহাদেরই বিভাগ করিয়াছেন। ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও এই কথায় ইঙ্গিত করিয়াছেন। (প্রমেয়সূত্রভাষ্য)

২ দ্রব্যত্ব কেবল দ্রব্যেই থাকে, গুণ কর্ম প্রভৃতি আর কোন বস্তুতেই থাকে না; এইরূপে গুণত্ব কেবল গুণেই থাকে দ্রব্য বা কর্ম প্রভৃতি অপর কিছুতেই থাকে না। অতএব দ্রব্যত্ব গুণত্ব প্রভৃতি ধর্মসকল পরস্পর বিরুদ্ধ। একত্র থাকিতে না পারাই বিরোধ। যাহারা একত্র থাকিতে পারে না তাহারাই পরস্পর বিরুদ্ধ. এই লোকব্যবহার শাস্ত্রেও সমানভাবে চলে।

লক্ষণ ও লক্ষ্য

বিভাগ-প্রকরণে বলা হইয়াছে—বিশেষ ধর্মগুলি পরস্পরবিরুদ্ধ হওয়া আবশ্যক। ঐ বিরোধের জ্ঞান উহাদিগের আশ্রয় বা ধর্ম্মীর লক্ষণ ব্যতীত হইতে পারে না। এজন্য সাধারণতঃ লক্ষণ ও লক্ষ্য কি তাহা বুঝা আবশ্যক।

লক্ষণ, অসাধারণ ধর্ম, ব্যাবর্তক ধর্ম প্রভৃতি শব্দে একই অর্থ বুঝায়। ব্যাবর্তক= ভেদক, অর্থাৎ যে ধর্ম বা গুণের দ্বারা কোন বস্তুকে অন্যান্য সকল পদার্থ হইতে ভিন্ন বলিয়া বুঝা যায়, ঐ ধর্ম বা গুণই উক্ত বস্তুর **লক্ষণ,** আর যে বস্তুটীকে পৃথক্ করা হইল উহাই ঐ লক্ষণের **লক্ষ্য**।

ফলতঃ প্রশ্নবাক্যে যে শব্দের অর্থ অবলম্বন করিয়া জিজ্ঞাসা হয় সেই শব্দের অর্থই লক্ষ্য এবং যে শব্দের দ্বারা ঐ জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হয় সেই শব্দের অর্থই লক্ষণ। যেমন কেহ প্রশ্ন করিল—গরু কাহাকে বলে? উত্তর হইল—যাহার গলকম্বল[১] আছে (গলকম্বলবান্ গোঃ) তাহাই গোরু।

এখানে 'গরু' শব্দের অর্থ লইয়াই প্রশ্ন হইয়াছে, সুতরাং গো'মাত্রই 'লক্ষ্য'। উক্ত প্রকার উত্তর পাইলে "গো" বিষয়ে আর জিজ্ঞাসা হয় না। অতএব "গলকম্বল" গরু'র লক্ষণ। ফলতঃ যাহা যে বস্তুর অসাধারণ ধর্ম, সেই বস্তুর উহাই লক্ষণ। এই হিসাবে "গোত্ব"-জাতিও "গরু"র লক্ষণ হইতে পারে।

এইরূপে তেজঃ কি? এই প্রশ্নে '**তেজঃ**' বস্তু লক্ষ্য। উত্তর—যাহার স্পর্শ উষ্ণ তাহাই 'তেজঃ' (উষ্ণস্পর্শবৎ তেজঃ)। উষ্ণস্পর্শ কি এবং কাহার স্পর্শ গরম তাহা বালকেরও প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সুতরাং উক্ত প্রকার উত্তর পাইলে 'তেজঃ কি?' এই প্রশ্ন আর হয় না। অতএব তেজঃপদার্থের লক্ষণ—**উষ্ণস্পর্শ**।

লক্ষণ দ্বিবিধ—ব্যবহার সাধক ও ইতর-ব্যাবর্তক।

ব্যবহার-সাধক—যে লক্ষণের দ্বারা লক্ষ্য বস্তুটির কেবল পরিচয়ই হইয়া থাকে কিন্তু অন্য বস্তুর (অলক্ষ্যের) ভেদ সিদ্ধ করা যায় না, তাহা **ব্যবহার সাধক** লক্ষণ।

যেমন, পদার্থের লক্ষণ—প্রমিতিবিষয়ত্ব বা প্রমেয়ত্ব। এমন কোনও বিষয় নাই বা হইতে পারে না যে বিষয়ে প্রমিতি, প্রমা বা যথার্থ জ্ঞান হয় না। অতএব পদার্থমাত্রই প্রমেয় বা প্রমার বিষয়। সুতরাং প্রমেয়ত্ব সকল পদার্থেই আছে এবং সকল পদার্থই এই লক্ষণের লক্ষ্য, অলক্ষ্য কিছুই নাই। এজন্য "প্রমিতি-বিষয়ত্ব"রূপ লক্ষণ কাহারও ভেদ সিদ্ধ করিতে পারে না। অতএব "প্রমিতি-বিষয়ত্ব" ব্যবহার সাধক লক্ষণ।

১ যে অবয়ব-সন্নিবেশ থাকায় গরুকে অশ্ব, মহিষ প্রভৃতি সজাতীয় চতুষ্পদ এবং মনুষ্য বৃক্ষ প্রভৃতি সমস্ত বিজাতীয় বস্তু হইতে ভিন্ন বলিয়া বুঝা যায় ঐ অবয়ব-সন্নিবেশের নাম "গলকম্বল"। গলকম্বল ছোট, বড়, ষাঁড় ও সকল গরুতেই থাকে এবং গরু ব্যতীত অপর কোন বস্তুতে থাকে না।

ইতর-ব্যাবর্তক—যে-লক্ষণ দ্বারা লক্ষ্য বস্তুকে অন্য অলক্ষ্য সমুদায় হইতে পৃথক্ করা যায় তাহা **ইতর ব্যাবর্তক** লক্ষণ।

যেমন—গরুর লক্ষণ গলকম্বল। 'লক্ষণ' কথাটী প্রধানতঃ ইতর-ব্যাবর্তক লক্ষণকে বুঝায়। কোন কোন লক্ষণ দ্বারা ব্যবহারসিদ্ধি ও ইতরব্যাবৃত্তি উভয়ই হইয়া থাকে। যেমন—গোত্ব। ইহার দ্বারা 'এইটা গরু' এইরূপ ব্যবহারসিদ্ধি এবং অশ্বাদি হইতে ভেদসাধন এই দুই কাজই চলে।

লক্ষণ ঠিক হইয়াছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য লক্ষণের দোষ বিষয়ে পরিজ্ঞান আবশ্যক।

লক্ষণের দোষ

অতিব্যাপ্তি, অব্যাপ্তি ও অসম্ভব প্রধানতঃ এই তিনটী দোষ লক্ষণে ঘটিয়া থাকে।

অতিব্যাপ্তি—লক্ষণ যদি কোন অলক্ষ্য বস্তুতে থাকে তাহা হইলে **অতিব্যাপ্তি** দোষ হয়।

মনে কর গরুর লক্ষণ করিতে হইবে। গো-মাত্রই লক্ষ্য। সকল গরুরই লাঙ্গূল আছে দেখিয়া যদি কেহ বলেন—লাঙ্গূল গরুর লক্ষণ (লাঙ্গূলবান্ গৌঃ) তবে অলক্ষ্য অশ্বাদিরও লাঙ্গূল থাকায় অতিব্যাপ্তি দোষ হইবে। ফলে লাঙ্গূল গরুর লক্ষণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

অব্যাপ্তি—লক্ষণ যদি কোনও লক্ষ্যে থাকে অথচ কোন লক্ষ্যবিশেষে না থাকে, তবে **অব্যাপ্তি** দোষ হয়।

মনে কর পৃথিবীর লক্ষণ করিতে হইবে। মনুষ্যশরীর, কৃষিক্ষেত্র, ইষ্টক, প্রস্তর, বৃক্ষ, কাচ, তৈল, ঘৃত, তুলা প্রভৃতি সকল পার্থিব বস্তু লক্ষ্য। এক্ষণে যদি কেহ বলেন—কাঠিন্য পৃথিবীর লক্ষণ (কাঠিন্যবতী পৃথিবী) তবে বৃক্ষ প্রস্তর প্রভৃতি লক্ষ্য বস্তুতে "কাঠিন্য" আছে বলিয়া ঐগুলিতে লক্ষণ-সমন্বয় হইল, কিন্তু ঘৃত, তুলা প্রভৃতিতে কাঠিন্য না থাকায় অব্যাপ্তি দোষ হইবে। অতএব "কাঠিন্য" পৃথিবীর লক্ষণ হইতে পারে না।

অসম্ভব—যদি কোন একটি লক্ষ্য স্থলেও লক্ষণ না থাকে তবে **অসম্ভব** দোষ হয়।

কেহ বলিল—লাঙ্গূল মনুষ্যের লক্ষণ (লাঙ্গূলবান্ মনুষ্যঃ)। সকল মানুষই লক্ষ্য। কিন্তু কোন মনুষ্যেরই লাঙ্গূল নাই। সুতরাং অসম্ভব দোষ হইল। অতএব লাঙ্গূল মনুষ্যের লক্ষণ নহে।

এইরূপ দোষাক্রান্ত ধর্মগুলি লক্ষণ নহে, উহারা লক্ষণাভাস। লক্ষণাভাসে উক্ত দোষত্রয়ের মধ্যে অন্ততঃ একটী দোষ ঘটিবেই[১]।

---

১ এতদ্ব্যতীত বৈয়র্থ্য গৌরব প্রভৃতি আরও অনেক লক্ষণের দোষ শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পদার্থ

যাহা কিছু জ্ঞানের বিষয় হয় তাহা সকলই পদার্থ। এমন কিছুই কল্পনা করা যায় না, যাহার কোনও নাম নাই। কারণ, নামের সহযোগেই বস্তু সকল বুদ্ধির বিষয় হয়[১]। যে সকল বস্তু নূতন আবিষ্কৃত হইতেছে আবিষ্কর্তা নিজেই তাহার কোন নাম দিয়া থাকেন। তিনি কোন বিশেষ নাম না দিলেও উহা নিশ্চয়ই 'বস্তু' এই সাধারণ নামের যোগ্য। অতএব দেখা যাইতেছে যে, জল, বায়ু, আলোক প্রভৃতি বিশেষ নাম না থাকিলেও 'বস্তু' এই সামান্য নামের যোগ্য নহে এমন কিছুই হইতে পারে না। ঐ সকল বিশেষ ও সামান্য নামকে 'পদ' বলে। নাম বা পদ শব্দ বিশেষ, উহা আমরা কাণে শুনিয়া থাকি। নাম শুনিবার পরে যে আর একটি বস্তুর জ্ঞান হয় উহা ঐ নাম বা পদের অর্থ[২]। অতএব যাহা জ্ঞানের বিষয় তাহাই পদার্থ। পদ + অর্থ = পদার্থ।

লক্ষণ। প্রমেয়ত্ব, অভিধেয়ত্ব প্রভৃতি পদার্থের লক্ষণ[৩]।

'প্রমা' শব্দের অর্থ যথার্থ জ্ঞান। যাহা যথার্থ জ্ঞানের বিষয় তাহা প্রমেয় (প্র + মা + য, কর্ম্মবাচ্যে) প্রমেয়ের ধর্ম প্রমেয়ত্ব। যাহাতে পদের শক্তি থাকে তাহা পদশক্য বা অভিধেয়। অভিধেয়ের ধর্ম অভিধেয়ত্ব বা পদশক্যত্ব।

লক্ষ্য। পদার্থ লক্ষণের অলক্ষ্য কিছুই নাই, সকলই লক্ষ্য। বিভাগ দেখিলে ইহা স্পষ্ট হইবে।

সমন্বয়। 'বৃক্ষ' এই শব্দটী শুনিবার পরে শাখা, পল্লব, পুষ্প, ফল শোভিত ভূমির উপরে অবস্থিত যে বস্তুটী যথার্থ বুদ্ধির বিষয় হয় উহা ঐ শব্দের ('বৃক্ষ' শব্দের) অর্থ শক্য বা বাচ্য। অতএব শাখা-পল্লবাদিবিশিষ্ট ঐ বস্তুটী বৃক্ষপদার্থ।

ভাব সমূহের ন্যায় অভাবগুলিও পদার্থ। কারণ, ঘটে জল নাই (ঘটে জলং নাস্তি) অগ্নি উষ্ণ, শীতল নহে (অগ্নিরুষ্ণঃ, ন শীতলঃ) ইত্যাদি স্থলে 'নঞ্' পদ হইতে অভাবের স্পষ্ট জ্ঞান হইয়া থাকে। বিশেষ এই যে, অভাবগুলি কোনও ভাবের অপেক্ষা না রাখিয়া কখনও স্বতন্ত্র-

১। ন সোঽস্তি প্রত্যয়ো লোকে যঃ শব্দানুগমাদৃতে।
'অনুবিদ্ধমিব জ্ঞানং সর্ব্বং শব্দেন ভাসতে॥ বাক্যপদীয়,—১ম কাণ্ড, ১২৪ শ্লোক।

২। পদ ও উহার অর্থ অভিন্ন ইহা অতি প্রাচীন মত। ন্যায়শাস্ত্রে এই মতের প্রতিবাদ করা হইয়াছে। রূপ-রস, ঘট-পট প্রভৃতি শব্দই শুক্ল, তিক্তাদি গুণ এবং ঘট বস্ত্র প্রভৃতি দ্রব্যাকারে পরিণত হয় এইরূপ শব্দ পরিণামবাদও খুব পুরাতন। দ্রব্য গুণাদি পদার্থ সকল শব্দের দ্বারাই আরব্ধ হয় স্বতন্ত্র রূপে উহাদের কোন পারমার্থিক সত্তা নাই ইহা অদ্বৈত বেদান্ত সম্মত।

৩। 'প্রমিতিবিষয়াঃ পদার্থাঃ' সপ্তপদার্থী।

৩২৬৬৩

রূপে জ্ঞানের বিষয় হয় না। উক্ত উদাহরণে যথাক্রমে (জলের) অত্যন্তাভাব ও (শীতলের) অন্যোন্যাভাব বা ভেদ 'নঞ্'পদের অর্থ। অতএব 'অভাব পদার্থ নহে' ইহা বলা অসঙ্গত।

কেবলমাত্র "নাই, নাই ; নহে, নহে" ইত্যাদি শব্দ হইতে কোন ও জ্ঞান হয় না সত্য, কিন্তু যখন অন্য কোন ভাব বস্তুর সহিত উহার যোগ হয় তখনই উহা (নঞ্-পদ) হইতে অর্থ বোধ হইয়া থাকে ইহা অনুভবে বুঝা যায়। এইরূপ ভাবপরতন্ত্রতা অভাবের স্বাভাবিক ধর্ম।

পদার্থের সামান্য লক্ষণ বলা হইয়াছে। এক্ষণে উহার বিভাগ প্রদর্শিত হইবে ১।

১। পূর্বেই বলা হইয়াছে বিভাগ বিষয়ে গ্রন্থকারগণ স্বাধীন। অতএব একই বিষয়ে বিভিন্ন গ্রন্থকারগণের পদার্থ-বিভাগ একরূপ হইবে ইহা আশা করা যায় না।

মহর্ষি গৌতম পদার্থ সমূহকে প্রমাণ, প্রমেয় ইত্যাদি প্রকারে ষোড়শ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।

মহর্ষি কণাদ বলিয়াছেন দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়ের তত্ত্বজ্ঞান হইতে নিঃশ্রেয়স লাভ হয়। উক্ত বিভাগে অভাবের স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও বৈশেষিকদর্শনের অন্য অনেক সূত্রে অভাবের সুস্পষ্ট উল্লেখ দেখা যায়। অতএব কণাদ মতে পদার্থ সাত প্রকার।

বিভাগসূত্রে অভাবের নির্দেশ না থাকার কারণ বুঝাইবার জন্য টীকাকারগণ বলিয়াছেন যে, অভাব সকল ভাবপরতন্ত্র বলিয়া মহর্ষি উহার স্বতন্ত্র নির্দেশ আবশ্যক মনে করেন নাই। সেজন্য কেবল ষড়্বিধ ভাব-পদার্থই সূত্রে উদ্দিষ্ট হইয়াছে।

(বৈশেষিক দর্শন ১অ ১আ ৪র্থ সূত্র টীকা)

মৈথিল পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় ভবদেব ভট্ট শাণ্ডিল্যসূত্রের ভাষ্যে মহর্ষি কণাদের পদার্থ বিভাগ প্রদর্শক সূত্রের "দ্রব্য গুণ কর্ম সামান্য বিশেষ সমবায়াভাবানাং" এই প্রকার পাঠ গ্রহণ করিয়া পদার্থবিভাগে অভাবও কণাদের পরিগণিত বলিয়াছেন। কণাদ মত অনুসরণ করিয়া বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন পদার্থ সমূহকে সাতপ্রকারে বিভাগ করিয়াছেন।

নব্যনৈয়ায়িক জগদীশ তর্কালঙ্কার তর্কামৃত গ্রন্থে 'পদার্থ ভাব ও অভাব ভেদে দ্বিবিধ' এই প্রকার বিভাগ করিয়া 'ভাব পদার্থ দ্রব্য, গুণ ইত্যাদিরূপে ষড়্বিধ' এইরূপ প্রবিভাগ করিয়াছেন। ফলতঃ তর্কামৃতে বৈশেষিক মতই অনুসৃত হইয়াছে। উপরে জগদীশের পদ্ধতি গৃহীত হইয়াছে।

বিভাগ ব্যাপারে স্বাধীনতা থাকিলেও গ্রন্থকারগণ সাধারণতঃ বিভক্তবস্তুর বৈচিত্র্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই বিভাগ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। বস্তুর বৈচিত্র্য প্রয়োজনানুসারে গৃহীত হয়। সুতরাং বিভাগবিষয়ে মতভেদ থাকিলে উহার মূলে কোনও প্রয়োজন থাকা সম্ভব। অতএব ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের পদার্থ বিভাগে মতভেদের প্রয়োজন অনুসন্ধান করিতে হইবে।

উল্লিখিত দুইটী শাস্ত্রের পদার্থ বিভাজক সূত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে মনে হয় যে বৈশেষিক দর্শন প্রমেয়প্রধান এবং ন্যায়সূত্র প্রমাণপ্রধান অর্থাৎ কি কি বস্তু প্রমাণসিদ্ধ প্রধানতঃ তাহা বুঝাইবার জন্য মহর্ষি কণাদ বৈশেষিক সূত্র রচনা করিয়াছেন প্রমাণাদির আলোচনা উহার প্রাসঙ্গিক বিষয়। প্রমেয় নিরূপণই উহার মুখ্য উদ্দেশ্য। ন্যায় সূত্রের

পদার্থ বিভাগ

পদার্থ দ্বিবিধ২ —ভাব ও অভাব

প্রধান উদ্দেশ্য প্রমাণ নিরূপণ। বস্তু সকল কিভাবে প্রমাণিত করতে হয়, প্রমাণের দোষ কিভাবে ঘটিয়া থাকে, দুষ্ট প্রমাণ কিরূপে বস্তু সাধনে অক্ষম হয় ন্যায়দর্শনে এই সকল আলোচনাই সমধিক। এই প্রসঙ্গে ন্যায়শাস্ত্রে অন্যান্য বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

পদার্থতত্ত্ব নিরূপণে প্রবৃত্ত হইয়াও উভয় শাস্ত্রকারের প্রয়োজনগত এইরূপ বৈলক্ষণ্য থাকায় দুই শাস্ত্রে ক্বচিৎ মতভেদও উপস্থিত না হইয়াছে এমন নহে, তবে বহু বিষয়েই ইহারা সম্পূর্ণ একমত। সুতরাং ন্যায় সূত্রোক্ত ষোড়শ পদার্থ কণাদোক্ত সপ্ত পদার্থের সীমা অতিক্রমণ করে নাই। এই জন্যই ন্যায় ও বৈশেষিক শাস্ত্র 'সমান তন্ত্র' বলিয়া প্রসিদ্ধ। সপ্ত পদার্থের মধ্যে ষোড়শ পদার্থের অন্তর্ভাব কিরূপে সম্ভব হয় পরে তাহা প্রদর্শিত হইবে।

সাংখ্য শাস্ত্রের পদার্থ বিভাগ অনেকটা নূতন ধরণের। উহাতে কার্য কারণ ভাবই পরিস্ফুট। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি যাবতীয় সৃষ্টির মূল কারণ। প্রকৃতির প্রথম পরিণাম মহৎ বা বুদ্ধিতত্ত্ব। মহৎ হইতে অহঙ্কার উৎপন্ন হয়। মন, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এবং গন্ধাদি পঞ্চতন্মাত্র এই ষোলটী অহঙ্কারের কার্য। শব্দাদি পঞ্চ তন্মাত্রের মধ্যে শব্দ-তন্মাত্র হইতে আকাশের, স্পর্শতন্মাত্র হইতে বায়ুর, রূপতন্মাত্র হইতে তেজের, রস-তন্মাত্র হইতে জলের এবং গন্ধতন্মাত্র হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হয়। সাংখ্যের পদার্থ নিরূপণ এই ভাবে মূল প্রকৃতি হইতে কার্যাভিমুখে নামিয়া আসিয়া পঞ্চ মহাভূতে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। উক্ত চতুর্বিংশতি তত্ত্ব এবং এতদ্ব্যতীত চেতন পুরুষের গণনায় উক্ত মতে পদার্থ পঞ্চবিংশতি। সাংখ্যশাস্ত্রে উহারা তত্ত্ব নামে পরিচিত। এই শাস্ত্রে পরিণাম ও বিকার একই বস্তু।

পাতঞ্জল দর্শনেও সাংখ্যের এই প্রণালী গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু পুরুষবিশেষকে ঈশ্বর নামে নির্দেশ করায় ঈশ্বর ও তদ্ভিন্ন (অর্থাৎ জীব) এইরূপে চেতনের দ্বিবিধ বিভাগ পাতঞ্জল মতে স্বীকার্য।

বেদান্ত শাস্ত্রের পদার্থ বিভাগও সাংখ্য শাস্ত্রের ন্যায় কার্য কারণ ভাবের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পঞ্চ-মহাভূতে সমাপ্ত করা হইয়াছে। বিশেষ এই যে ইহার সৃষ্টিক্রম চেতন হইতে আরব্ধ এবং ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ, বৈশ্বানর প্রাজ্ঞ, তৈজস, ও বিশ্ব প্রভৃতি চেতন বস্তুর বিভাগে বিস্তৃত। ইহাতে মায়া বা অবিদ্যা ব্যতীত বৈশেষিক বহির্ভূত নূতন পদার্থের স্বীকার দৃষ্টহয় না।

২। গুরুমতে অর্থাৎ প্রভাকর আচার্যের মতে 'অভাব' নামে কোন পৃথক্ পদার্থ স্বীকৃত হয় নাই। ভাব পদার্থ গুলিই অবস্থা বিশেষে অভাব বলিয়া প্রতীত হয়। সুতরাং এই মতে পদার্থের উক্ত প্রকারে বিভাগ সম্ভব হয় না।

তুতাতভট্ট মতে পদার্থ চতুর্বিধ—দ্রব্য, গুণ, কর্ম ও সামান্য।

জয়নারায়ণ বিবৃতি (বৈশেষিক সূত্রটীকা) ৩৮৩ পৃঃ।

ভাব

লক্ষণ। যাহাতে সত্তার সম্বন্ধ[1] থাকে তাহাকে **ভাব** কহে।

লক্ষ্য। কি কি বস্তুকে ভাব বলা হয় বিভাগ দেখিলে তাহা বুঝা যাইবে।

সমন্বয়। সত্তার সম্বন্ধ থাকিলেই পদার্থ 'সৎ' বলিয়া ব্যবহৃত হয়। দ্রব্য, গুণ প্রভৃতি সৎ বলিয়া শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। দ্রব্য, গুণ ও কর্মে সত্তার সমবায় সম্বন্ধ এবং সামান্য, বিশেষ ও সমবায়ে একার্থসমবায় সম্বন্ধ আছে বলিয়া ইহাদিগকে 'সৎ' বা ভাব বলা হয়।

ভাব ছয় প্রকার[2] —
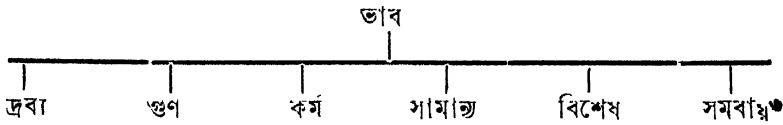
বিভাগে দ্রব্য প্রথমে উল্লিখিত হইয়াছে তদনুসারে এক্ষণে দ্রব্য নিরূপণ করা হইবে।

দ্রব্য

লক্ষণ। যাহাতে গুণ থাকে তাহাই **দ্রব্য**। (গুণবত্ত্বং দ্রব্যত্বম্)।

লক্ষ্য। দ্রব্য বলিতে কি কি বুঝায় তাহা দ্রব্যের বিভাগে পরিস্ফুট হইবে।

সমন্বয়। সকল দ্রব্যেই গুণ থাকে এবং দ্রব্য ব্যতীত অন্য কোনও পদার্থে গুণ থাকে না; সুতরাং দ্রব্যে লক্ষণসমন্বয় হইল।

দ্রব্যের গুণ—গন্ধ, রস, রূপ ও স্পর্শ সকলেরই প্রত্যক্ষসিদ্ধ। রূপাদির প্রত্যক্ষকালে

১ 'সত্তা' সামান্যনিরূপণে দ্রষ্টব্য। ন্যায়শাস্ত্রে অনেক সম্বন্ধের পরিচয় পাওয়া যায়। ক্রমশঃ তাহাদের বিষয় আলোচিত হইবে। এই লক্ষণে কিন্তু কেবল সমবায় ও একার্থসমবায় এই দুইয়ের অন্যতর অর্থাৎ দুইয়ের একটী সম্বন্ধ গ্রহণ করিতে হইবে।

২ কুমারিল ভট্টের মতে ভাব পদার্থ চতুর্বিধ--দ্রব্য, গুণ, কর্ম ও জাতি।

(মানমেয়োদয়, প্রমেয় পরিচ্ছেদ ৬৫ পৃঃ)

প্রভাকর মতে ভাব অষ্টবিধ—দ্রব্য, গুণ, কর্ম, জাতি, শক্তি, সাদৃশ্য, সংখ্যা ও সমবায়।

(তন্ত্র রহস্য ২০ পৃঃ, মানমেয়োদয় ১১৪ পৃঃ)

দীধিতিকার রঘুনাথ শিরোমণির মতে ভাব পদার্থ ত্রয়োদশ প্রকার—দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, সমবায়, ক্ষণ, স্বত্ব, শক্তি, কারণত্ব, কার্যত্ব, সংখ্যা, বৈশিষ্ট্য ও বিষয়তা।

৩ দ্রব্য, গুণ ইত্যাদি প্রকারে পদার্থ বিভাগ চরকসংহিতায়ও দেখা যায়। তবে সেখানে সামান্য, বিশেষ, গুণ, দ্রব্য, কর্ম ও সমবায় এইরূপ ক্রম গৃহীত হইয়াছে।

উহাদিগের আশ্রয়[১] পৃথিবী, জল, তেজঃ এবং বায়ুর[২] প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। অধিকন্তু এই সময়ে উক্ত গুণসকল হইতে উহাদিগের আশ্রয়গুলির বৈলক্ষণ্য অর্থাৎ বিজাতীয়তাও অনুভূত হয়। উহাই দ্রব্যত্ব। এই প্রকারে পৃথিবী প্রভৃতি চারিটি দ্রব্যে দ্রব্যত্বের প্রত্যক্ষ হয়। আকাশ প্রভৃতি অবশিষ্ট পঞ্চ দ্রব্যেও দ্রব্যত্ব আছে, ইহা অনুমানের দ্বারা নিশ্চয় করা যায়। অতএব 'দ্রব্যত্ব'জাতিও দ্রব্যের লক্ষণ হইতে পারে।

দ্রব্যবিভাগ

দ্রব্য নয় প্রকার[৩] —

দ্রব্যের প্রবিভাগ

দ্রব্যের বিভাগ প্রদর্শিত হইয়াছে। এক্ষণে উদ্দেশানুসারে[৪] ক্রমশঃ পৃথিব্যাদি দ্রব্যের প্রবিভাগ দেখাইতে হইবে। ঐ জন্য নিত্য, অনিত্য, পরমাণু, ইন্দ্রিয় ও শরীর এই পাঁচটি শব্দের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ অপরিহার্য। অতএব অগ্রে উহাদিগের সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক।

নিত্য

লক্ষণ। যাহার উৎপত্তি ও বিনাশ নাই তাহাই **নিত্য**। (উৎপত্তিবিনাশরহিতত্বং, =ধ্বংসপ্রাগভাবাপ্রতিযোগিত্বং নিত্যত্বম্)।

১ প্রত্যেক দ্রব্যেই বহু গুণের সমাবেশ হয়। কেহ কেহ মনে করেন দ্রব্য গুণের সমষ্টিমাত্র, গুণ হইতে অতিরিক্ত 'দ্রব্য' বলিয়া কিছুই নাই।

এই মত যুক্তিসহ নহে। কারণ, গুণের সমষ্টি বা সমূহ বস্তুটা উহার অন্তর্গত প্রত্যেক গুণ হইতে ভিন্ন অথবা অভিন্ন তাহা বলিতে হইবে। যদি বল ভিন্ন, তবে পৃথক্ বস্তু সিদ্ধ হওয়ায় "গুণসমষ্টি" ইহা দ্রব্যেরই নামান্তর হইল মাত্র। আর যদি বলা যায় অভিন্ন, তাহা হইলে কোন্ গুণটা "সমষ্টি" হইবে তাহা নির্দেশ করিতে হইবে। কোনও একটি গুণের পক্ষে যুক্তি না থাকায় ঐরূপ নির্দেশ কেহ নির্বিবাদে মানিয়া লইতে পারে না। অতএব গুণের অধিকরণ দ্রব্য, উহা গুণ হইতে অতিরিক্ত ইহাই স্বীকার করা উচিত। "দ্রব্য গুণ-সমষ্টি মাত্র" এই মতে আরও অনেক দোষ হয়।

২ বায়ু প্রত্যক্ষ এই মত সকল দার্শনিক স্বীকার করেন না।

৩ মীমাংসকেরা শব্দ ও অন্ধকার এই দুই পদার্থকে দ্রব্যের অন্তর্গত বলিয়াছেন। অতএব উক্তমতে দ্রব্য একাদশ প্রকার। (মানমেয়োদয় ৬৬ পৃঃ)

দীধিতিকারের মতে দ্রব্য পঞ্চবিধ—পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু ও আত্মা। এইমতে আকাশ, কাল ও দিক্ পরমাত্মা হইতে পৃথক্ দ্রব্য নহে এবং শরীরস্থ বায়বীয় ত্রসরেণুবিশেষই মন। (পদার্থতত্ত্বনিরূপণ)

৪ উদ্দেশ অর্থ নাম-কথন।

লক্ষ্য। পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ুর সূক্ষ্মতম অংশ (পরমাণু), আকাশ, কাল, দিক্, মন ও আত্মা,[১] জাতি[২], বিশেষ, সমবায়, অত্যন্তাভাব ও অন্যোন্যাভাব এই কয়টী পদার্থ নিত্য[৩]।

দার্শনিকেরা বলেন—ভাব পদার্থ সকলের মধ্যে যাহার উৎপত্তি হয়, কালবিশেষে তাহার বিনাশও অবশ্যম্ভাবী। অভাবগুলির মধ্যে প্রাগভাবের উৎপত্তি নাই, কিন্তু বিনাশ হয় এবং ধ্বংসের উৎপত্তি হয়, কিন্তু বিনাশ নাই[৪]। এজন্য উৎপন্ন ভাবসমূহ, প্রাগভাব ও ধ্বংস ইহারা নিত্য-লক্ষণের লক্ষ্য নহে।

সমন্বয়। লক্ষ্য নির্দেশে উল্লিখিত বস্তুগুলি বরাবরই আছে এবং পরেও বরাবর থাকিবে, উহাদিগের জন্ম কিংবা বিনাশ নাই। অতএব লক্ষণ-সমন্বয় হইল।

"যাহার উৎপত্তি নাই তাহাই নিত্য" (প্রাগভাবাপ্রতিযোগি নিত্যম্) এইটুকুমাত্র নিত্যের লক্ষণ বলিলে সকল লক্ষ্য স্থলেই লক্ষণ সমন্বিত হয়, বিনাশশীল ভাব এবং ধ্বংসের উৎপত্তি থাকায় ঐগুলিতে অতিব্যাপ্তিও হয় না; কিন্তু অলক্ষ্য প্রাগভাবে লক্ষণ সমন্বিত হওয়ায় অতিব্যাপ্তি হয়।

উক্ত অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য যদি "যাহা বিনাশশূন্য তাহাই নিত্য" (ধ্বংসা-প্রতিযোগি নিত্যম্) এইরূপে লক্ষণ করা হয়, তবে উল্লিখিত লক্ষ্যস্থলসমূহে লক্ষণ সমন্বিত হয়, উৎপন্ন ভাবপদার্থ ও প্রাগভাবে অতিব্যাপ্তিও হয় না সত্য; কিন্তু ধ্বংসে অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটে। অতএব নিত্যের লক্ষণে "উৎপত্তিশূন্য ও বিনাশশূন্য" এই উভয় অংশই আবশ্যক।

অনিত্য

লক্ষণ। যাহার উৎপত্তি কিংবা বিনাশ হয় তাহা **অনিত্য**। (ধ্বংসপ্রাগভাবান্যতর-প্রতিযোগিত্বম্ অনিত্যত্বম্)

লক্ষ্য। পরমাণু ব্যতীত পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় দ্রব্যসমূহ, কতকগুলি গুণ, যাবতীয় কর্ম এবং প্রাগভাব ও ধ্বংস ইহারা অনিত্য লক্ষণের লক্ষ্য।

সমন্বয়। উল্লিখিত কর্মপর্যন্ত বস্তুসমূহের উৎপত্তি এবং বিনাশ দুইটিই হইয়া থাকে। সুতরাং ঐ সকলে লক্ষণসমন্বয় হইল।

উৎপত্তি না থাকিলেও প্রাগভাবে "বিনাশ" রূপ দ্বিতীয় অংশ থাকায় এবং বিনাশ না হইলেও ধ্বংসে 'উৎপত্তিরূপ' প্রথম অংশ থাকায় ঐ দুই পদার্থে অব্যাপ্তি দোষ ও হইল না। অতএব লক্ষণে বিকল্পবোধক "কিংবা" (সংস্কৃতে অন্যতর) কথাটী সার্থক হইল।

---

১ গুণের মধ্যে কতকগুলি নিত্য এবং কতকগুলি অনিত্য। উহাদের যথাযথ পরিচয় দিতে হইলে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি হয়, এজন্য গুণের নাম এখানে উপেক্ষিত হইল। যথাস্থানে উহার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

২ জাতি সামান্যনিরূপণে দ্রষ্টব্য।

৩ অত্যন্তাভাব, অন্যোন্যাভাব, ধ্বংস ও প্রাগভাব অভাব অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

৪ বেদান্তপরিভাষায় ধ্বংসের ও ধ্বংস স্বীকৃত হইয়াছে।

কোন কোন প্রাচীন দার্শনিক প্রাগভাবের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন না। কেহ কেহ বিনাশী পদার্থকেই 'অনিত্য' বলিতেন। এই মতে ধ্বংসও 'অনিত্য' লক্ষণের লক্ষ্য নহে।

যদি কেবল ভাব-বস্তুর সম্বন্ধেই অনিত্যের লক্ষণ বলা আবশ্যক হয়, তবে 'নিত্য' লক্ষণের এক একটি অংশ উল্টাইয়া লইলেই অনিত্যের নির্দোষ লক্ষণ পাওয়া যায় অর্থাৎ যাহার উৎপত্তি হইয়া থাকে (প্রাগভাবপ্রতিযোগি) তাহাই অনিত্য এইটুকু, অথবা যাহা বিনাশযোগ্য (ধ্বংসপ্রতিযোগি) তাহাই অনিত্য এইটুকু মাত্র বলিলে লক্ষণে কোনও দোষ ঘটে না। ইহাতে পৃথক্‌ভাবে অনিত্যের দুইটি লক্ষণ হয়।

এইরূপ স্থলে যদি উল্লিখিতরূপে অর্থাৎ 'ধ্বংসের প্রতিযোগি এবং প্রাগভাবের প্রতিযোগি' এইরূপে একটি লক্ষণ বলা হয় তবে লক্ষণে এক অংশ নিষ্প্রয়োজন হইয়া পড়ে। ইহাতে লক্ষণে বৈয়র্থ্য বা ব্যর্থতা দোষ ঘটে। লক্ষণ বলিতে হইলে যাহাতে বৈয়র্থ্য দোষ না আসে সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

এখানে ইহাও বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় যে "নিত্যত্ব" হইতে শুনিতে বড় হইলেও ভাবপদার্থস্থলে "অনিত্যত্ব"পদার্থটী গৌরবদোষে দুষ্ট নহে, বরঞ্চ উহা লঘু। কারণ, 'নিত্য' শব্দের অর্থ বিশ্লেষণে ধ্বংস, প্রতিযোগিত্ব ও অভাব এই তিনটি পদার্থ আবশ্যক কিন্তু 'অনিত্য' শব্দের অর্থ ধ্বংস ও প্রতিযোগিত্ব এই দুইটী পদার্থ দ্বারাই বিশ্লেষণ করা যায়। লাঘব ও গৌরবের বিচারক্ষেত্রে অক্ষরের অল্পতায় দৃষ্টি না রাখিয়া পদার্থের অল্পতার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। কারণ, তাহাতেই যথার্থ লাঘব হয়। সুতরাং যদি কোন লক্ষণে নিত্য ও অনিত্য এই দুইটীর মধ্যে যে কোন একটির দ্বারা কার্য সিদ্ধ হয়, তবে "নিত্য" শব্দ ব্যবহার না করিয়া 'অনিত্য' শব্দ প্রয়োগ করাই সঙ্গত।

পরমাণু।

পরমাণু একটি যৌগিক শব্দ। পরম+অণু=পরমাণু। 'অণু'শব্দ ক্ষুদ্রপরিমাণ বিশিষ্ট (অর্থাৎ আকারে ছোট) বস্তু এবং ক্ষুদ্র পরিমাণ এই উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। যাহা পরম অণু অর্থাৎ যাহার পরিমাণ ক্ষুদ্রত্বের চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে, যাহা অপেক্ষা ক্ষুদ্র বস্তু কল্পনা করা যায় না তাহাই পরমাণু।

পরিমণ্ডল, পারিমাণ্ডল্য ও পারিমাণ্ডিল্য শব্দে পরমাণুর পরিমাণ বুঝায় [১]। পরমাণু সকল নিত্য এবং অতীন্দ্রিয় অর্থাৎ প্রত্যক্ষের অযোগ্য। প্রত্যক্ষসিদ্ধ না হইলেও পরমাণুর অস্তিত্ব যুক্তিদ্বারা অবগত হওয়া যায়।

একটি মাটির ঢিল ভাঙ্গিলে দুই খণ্ড হয়। উহার একটি খণ্ডকে পুনরায় ভাঙ্গিলে

১ 'নিত্যং পরিমণ্ডলং' বৈশেষিক সূত্র ২০, ৭অ, ১আ।

আরও অনেক ক্ষুদ্র অংশ বাহির হয়। ঐরূপ একটি ক্ষুদ্র অংশকে ভাগ করিলে ক্রমশঃ ক্ষুদ্রতর অংশ পাওয়া যায়। এই প্রকার ভাগপরম্পরার ফলে এমন একটি ক্ষুদ্রতম অংশ স্বীকার করিতে হয় যাহাকে পুনরায় আর ভাগ করা যায় না। এই অবিভাজ্য সূক্ষ্মতার বিশ্রাম স্থানই পরমাণু[১]। পরমাণু নিরবয়ব বা নিরংশ।

দুইটি পরমাণুর সংযোগে যে দ্রব্য উৎপন্ন হয় তাহাকে দ্ব্যণুক বলে। তিনটি দ্ব্যণুকের সংযোগে একটি ত্রুটি, ত্র্যণুক বা ত্রসরেণু জন্মে। আমরা যে সকল বস্তু প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি তন্মধ্যে ত্রসরেণু সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম[২]। অতএব দেখা যাইতেছে যে, এক একটি পরমাণু একটি ত্রসরেণুর ছয় ভাগের একভাগ ($\frac{1}{6}$) মাত্র[৩]।

ত্রসরেণু স্বভাবতই দৃষ্টিগোচর হয়। অধুনা অণুবীক্ষণ যন্ত্রের বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। উত্তম অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এখন ত্রসরেণু অপেক্ষা বহুসহস্র ভাগ ক্ষুদ্রবস্তুও প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়। অতএব 'গবাক্ষবিবরে প্রবিষ্ট সূর্যকিরণে পরিদৃশ্যমান সূক্ষ্মপরিমাণ-বিশিষ্ট বস্তু ত্রসরেণু এবং উহাই প্রত্যক্ষের সীমা' এইমত কিরূপে সমর্থন করা যায় তাহা চিন্তনীয়।

আয়ুর্বেদে পরমাণুর পরিমাণ ত্রসরেণুর ত্রিংশভাগ ($\frac{1}{30}$) নির্দিষ্ট হইয়াছে[৪]। এই মতে পরমাণু পূর্বের তুলনায় ক্ষুদ্র হইয়াছে বটে, কিন্তু যন্ত্র সাহায্যে প্রত্যক্ষযোগ্য হওয়ায় ঐ পরিমাণও ন্যায়মতে মহৎপরিমাণের অন্তর্গত হইয়া পড়ে।

নৈয়ায়িকদিগের পরমাণুসাধক যুক্তি পর্যালোচনা করিলে মনে হয় যে, প্রত্যক্ষের সীমা যে সূক্ষ্মবস্তুতেই পরিসমাপ্ত হউক না কেন, উহার অন্ততঃ একষষ্ঠাংশ ($\frac{1}{6}$) ক্ষুদ্র দ্রব্যকেই তাঁহারা পরমাণু বলিতেন[৫]। এই প্রকার পরমাণু কখনও প্রত্যক্ষযোগ্য হইতে পারে না।

পরমাণু সকল অনাশ্রিত অর্থাৎ সংযোগ, সমবায় প্রভৃতি সম্বন্ধে কোন পদার্থই পরমাণুর অধিকরণ নহে, এজন্য ঐ সমুদায় সম্বন্ধে পরমাণু কাহারও আধেয় হয় না।

১ ন্যায় ভাষ্য, ৪র্থ অধ্যায় দ্বিতীয় আহ্নিক ১৬ সূত্র। ন্যায়কন্দলী ৩১ পৃঃ।

২ জালান্তরগতে ভানৌ যৎ সূক্ষ্মং দৃশ্যতে রজঃ। প্রথমং তৎ প্রমাণানাং ত্রসরেণুং প্রচক্ষতে॥
মনু ৮ম অ, ১৩২ শ্লোক।

৩ জালান্তরগতে ভানৌ যৎ সূক্ষ্মং দৃশ্যতে রজঃ। তস্য ষষ্ঠতমো ভাগঃ পরমাণুঃ স উচ্যতে॥
ন্যায়কোষ।

৪ ত্রসরেণুস্তু বিজ্ঞেয় স্ত্রিংশতা পরমাণুভিঃ। পরিভাষাপ্রদীপ।

৫ ত্রসরেণুঃ সাবযবাবযবারব্ধঃ জন্যমহত্ত্বাশ্রয়ত্বাৎ, ত্রসরেণোরবযবাঃ সাবয়বাঃ মহদারম্ভকত্বাৎ" ইত্যাদি অনুমানে পরমাণু সিদ্ধি হয়। বৈভাষিক-বৌদ্ধের বাৎসীপুত্র সম্প্রদায়, কুমারিলভট্ট এবং রঘুনাথ শিরোমণি পরমাণুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। ইহাদের মতে ত্রুটি অর্থাৎ ত্রসরেণুই সূক্ষ্মতার বিশ্রাম স্থান। মানমেয়োদয় ৬৯ পৃঃ, শ্লোকবার্তিক, অনু ১৮৩ শ্লোক, পদার্থতত্ত্বনিরূপণ ১১ পৃঃ।

লক্ষণ। যাহার পারিমাণ্ডল্যপরিমাণ আছে তাহাকে **পরমাণু** বলে। অথবা যাহার অবয়ব নাই অথচ স্পন্দন বা ক্রিয়া আছে তাহা পরমাণু। (নিরবয়বঃ ক্রিয়াবান্ পরমাণুঃ)

লক্ষ্য। পৃথিবী, জল, তেজঃ এবং বায়ু এই চারিটি[১] মহাভূতের অতিসূক্ষ্ম অংশসমূহ এবং মন[২]।

সমন্বয়। উল্লিখিত সকল দ্রব্যেই পারিমাণ্ডল্য আছে অতএব লক্ষ্যে লক্ষণ সমন্বয় হইল। সকল পরমাণুই ক্রিয়াশীল। সুতরাং দ্বিতীয় লক্ষণের সমন্বয় সহজ।

পরমাণু দ্বিবিধ—ভূতপরমাণু ও অভূতপরমাণু। ভূতপরমাণু চতুর্বিধ[৩]—পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়ব্য। অভূতপরমাণু—মন।
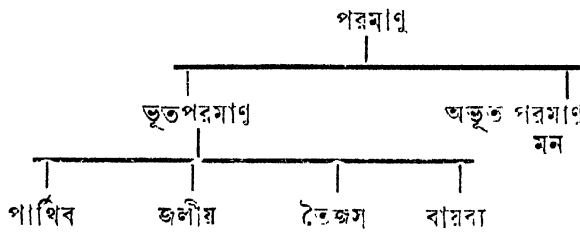
ভূতপরমাণু সমূহে যে সকল গুণ বিদ্যমান থাকে উহাদিগের স্ব স্ব কার্য—শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়গুলিতেও ঐ জাতীয় গুণের সমাবেশ হয়।

ইন্দ্রিয়

'ইন্দ্র'শব্দের অর্থ আত্মা, জীব বা জীবাত্মা। জীবাত্মার লিঙ্গ অর্থাৎ অনুমাপক ধর্ম এই অর্থে 'ইন্দ্র' শব্দের উত্তরে 'ইয়'প্রত্যয় দ্বারা 'ইন্দ্রিয়'শব্দ নিষ্পন্ন হয়। ফলতঃ যে বস্তু থাকিলে ইহাতে জীব আছে অর্থাৎ 'ইহা প্রাণী' এইরূপ অনুমান করা যায় তাহাই ইন্দ্রিয়[৪]।

প্রত্যেক কার্যের উৎপত্তির জন্য কারণরূপে কতকগুলি বস্তুর অপেক্ষা থাকে। একটিমাত্র কারণ হইতে কোনও কার্য উৎপন্ন হইতে দেখা যায় না। ঐ কারণসমুদায়কে 'সামগ্রী' বলে। সামগ্রীর মধ্যে অন্তত একটী কর্তা ও করণ থাকে। কর্তা স্বতন্ত্র, স্বাধীন ও

---

১ "অণ্ব্যো মাত্রা বিনাশিন্যো দশার্ধানাস্তু যাঃ স্মৃতাঃ" (১ম অঃ ২৭ শ্লোক) এই মনুবচন হইতে মনে হয় আকাশেরও পরমাণু প্রাচীন সম্মত।

২ মনের পরমাণুত্ব সর্বসম্মত নহে।

৩ পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীরা ৯২ প্রকার অ্যাটম্ (Atom) এর সন্ধান পাইয়াছেন। এখন ১১২ প্রকার অ্যাটম্ স্বীকৃত হয়। ইলেকট্রন এবং প্রোটন (Electron, Proton) উহা অপেক্ষাও সূক্ষ্ম। কিন্তু উহাদের কোনটিই ন্যায়সম্মত পরমাণু নহে।

৪ 'ইন্দ্রিয়মিন্দ্রলিঙ্গমিন্দ্রদৃষ্টমিন্দ্রসৃষ্টমিন্দ্রজুষ্টমিন্দ্রদত্তমিতি বা' পাণিনি ৫।২।৯৩ সূত্র।

চেতন। তিনি যে বস্তুর ব্যাপার উৎপাদন করিয়া প্রকৃত কার্য নিষ্পন্ন করেন তাহাকে "করণ" বলা হয়।

যেমন—দেবদত্ত কুঠারের দ্বারা বৃক্ষ ছেদন করেন। এই উদাহরণে দেবদত্ত কর্তা, তিনি কুঠারে (বৃক্ষের সহিত) 'সংযোগ'স্বরূপ ব্যাপার জন্মাইয়া ছেদন (অর্থাৎ বৃক্ষকে দুই খণ্ডে বিভাগ) কর্ম সম্পন্ন করেন, অতএব কুঠার হইল করণ।

আমাদিগের প্রত্যক্ষ জ্ঞান সকল ও বিশেষ বিশেষ কার্য; সুতরাং উহার সামগ্রীর মধ্যেও অবশ্যই কেহ কর্তা এবং কোন বস্তু করণ হইবে। জীবাত্মা স্বয়ং প্রত্যক্ষকারী অতএব কর্তা। তিনি চক্ষু কর্ণ প্রভৃতির ব্যাপার সংঘটিত হইলে 'প্রত্যক্ষ' কার্য সম্পন্ন করেন। এজন্য প্রত্যক্ষ-কার্যে চক্ষু কর্ণ ইত্যাদি হয় করণ। প্রত্যক্ষকার্যে চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি এই করণ-বস্তু সকলের সাধারণ নাম ইন্দ্রিয়। প্রত্যক্ষ ছয় প্রকার এজন্য ইন্দ্রিয় ষড় বিধ[১]।

ছেদন-কার্যে দেবদত্ত কিপ্রকারে কুঠারের ব্যাপার উৎপাদন করেন তাহা প্রত্যক্ষ করা যায় কিন্তু ইন্দ্রিয়গুলি প্রত্যক্ষযোগ্য না হওয়ায় উহাদিগের ব্যাপার কিরূপে উৎপন্ন হয় তাহা প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয় না। কিন্তু প্রাচীনগণ প্রত্যক্ষের উৎপাদনে যে প্রণালী নির্দেশ করিয়াছেন তাহাতে ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার সম্বন্ধেও ধারণা করা যায়।

তাঁহারা বলেন—যখন কোন ইন্দ্রিয় স্বীয় বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ লাভ করে ঐ সময়ে মনের সহিত উক্ত ইন্দ্রিয়ের ও আত্মার সংযোগ হইলে সেই বিষয়ের প্রত্যক্ষ হয়। অতএব আত্ম-মনঃসংযোগ, ইন্দ্রিয়-মনঃসংযোগ এবং বিষয়-ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ প্রত্যক্ষস্থলে ব্যাপার।

ইন্দ্রিয়সকল অতীন্দ্রিয় ও প্রাপ্যকারী। অতএব অতীন্দ্রিয়ত্ব ও প্রাপ্যকারিত্ব ইন্দ্রিয়ের সাধারণ ধর্ম। অতীন্দ্রিয়ত্ব—শরীরের যে সকল অবয়ব নাসিকা, জিহ্বা, চক্ষু, ত্বক্ ও কর্ণ বলিয়া প্রসিদ্ধ উহারাই ঐ সকল নামে প্রসিদ্ধ ইন্দ্রিয় নহে কিন্তু সেই অবয়ব সমুদায়ের মধ্যবর্তী সূক্ষ্ম দ্রব্য বিশেষই প্রকৃত ইন্দ্রিয়[২]। কোন ইন্দ্রিয়ই প্রত্যক্ষ যোগ্য নহে[৩], উহাদের গুণসমূহও প্রায়শঃ অতীন্দ্রিয়। যুক্তির দ্বারা এই সূক্ষ্ম দ্রব্যসমুদায়ের অস্তিত্ব জানা যায়। ইন্দ্রিয়ের আয়তন অর্থাৎ আশ্রয়স্থান বলিয়াই ঐ সকল অবয়ব নাসিকা জিহ্বা ইত্যাদি নামে ব্যবহৃত হয়।

১ প্রত্যক্ষের করণমাত্রই ইন্দ্রিয় এই ন্যায়সিদ্ধান্ত সাংখ্যে ও বেদান্তে স্বীকৃত হয় নাই। উক্ত দুই মতে শরীরে কর্ম বিশেষের কারণ কতিপয় বস্তুকেও ইন্দ্রিয় বলা হয়; উহারা কর্মেন্দ্রিয়। কর্মেন্দ্রিয় পঞ্চবিধঃ—বাক্, পাণি (হস্ত) পাদ, পায়ু ও উপস্থ। এই মতে ন্যায়সম্মত ইন্দ্রিয়গুলি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন উভয়েন্দ্রিয় অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়। মনের ইন্দ্রিয়ত্ব সকলে স্বীকার করেন নাই।

২ কোন্ ইন্দ্রিয় কি দ্রব্যের অন্তর্গত তাহা যথাস্থানে ব্যক্ত হইবে।

৩ মনুষ্যাদি জীববিশেষ লক্ষ্য করিয়াই ইন্দ্রিয়গুলিকে অতীন্দ্রিয় বলা হইয়াছে। মার্জারাদির নেত্ররশ্মি প্রত্যক্ষ যোগ্য; ইহা 'নক্তঞ্চরনয়নরশ্মিদর্শনাচ্চ' এই গৌতমসূত্রে (৩।১।৪৪) স্বীকৃত হইয়াছে।

প্রাপ্যকারিত্ব—ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব বিষয়[1] বস্তুকে প্রাপ্ত হইয়াই অর্থাৎ স্বীয় বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ লাভ করিয়াই প্রত্যক্ষ কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে, বিষয় বস্তুর সহিত সম্বন্ধ না হইলে প্রত্যক্ষ জন্মাইতে পারে না [২]। মনঃসংযুক্ত চক্ষুর রশ্মি নাতিদূরস্থিত বৃক্ষাদির উপরে পড়িলেই বৃক্ষাদির প্রত্যক্ষ হয়, উচ্চ প্রাচীরাদির ব্যবধান থাকিলে প্রত্যক্ষ হয় না।

লক্ষণ। যাহাতে শব্দ ব্যতীত অপর কোনও উদ্ভূত অর্থাৎ প্রত্যক্ষযোগ্য বিশেষগুণ থাকে না এবংবিধ যে বস্তু স্বীয় সংযোগের দ্বারা প্রত্যক্ষ উৎপাদন করিতে সমর্থ তাহা **ইন্দ্রিয়**[৩]।

লক্ষ্য। নাসিকা, জিহ্বা, চক্ষু, ত্বক্‌, কর্ণ ও মন এই কয়টি ইন্দ্রিয়-লক্ষণের লক্ষ্য।

সমন্বয়। নাসিকা হইতে ত্বক্‌ পর্য্যন্ত চারিটি লক্ষ্যের কোন গুণই প্রত্যক্ষযোগ্য নহে সুতরাং উহাদিগের বিশেষগুণগুলিও[৪] অপ্রত্যক্ষ। কর্ণে শব্দ ব্যতীত অন্য কোন বিশেষ গুণ নাই। মনে বিশেষগুণ একেবারেই নাই। অতএব লক্ষ্যসমূহ শব্দব্যতীত বিশেষ-গুণ শূন্য হওয়ায় উহাতে লক্ষণের বিশেষণভাগ[৫] রহিয়াছে।

কর্ণ পর্য্যন্ত পাঁচটি লক্ষ্যবস্তু মনের সহিত সংযুক্ত হইয়াই স্ববিষয়ের প্রত্যক্ষ জন্মাইয়া থাকে। মন আত্মার সহিত সংযুক্ত হইলে আত্মার প্রত্যক্ষ হয়। অতএব উল্লিখিত ছয়টি দ্রব্যই স্বীয় সংযোগের দ্বারা প্রত্যক্ষের কারণ হওয়ায় লক্ষণের বিশেষ্য ভাগও উহাতে বিদ্যমান থাকায় লক্ষণ সমন্বয় হইল।

যদি বিশেষণভাগ পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র বিশেষ্যভাগকেই ইন্দ্রিয়ের লক্ষণ বলা যায় তবে বৃক্ষপ্রভৃতি দ্রব্যও চক্ষুরশ্মির সহিত স্বীয় সংযোগের দ্বারা প্রত্যক্ষের কারণ হওয়ায় অলক্ষ্য বৃক্ষাদি বস্তুতে লক্ষণ সমন্বয় হয় বলিয়া অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটে। এজন্য লক্ষণে বিশেষণ ভাগের প্রয়োজন। ফলে বৃক্ষাদি দ্রব্যে প্রত্যক্ষযোগ্য রূপ, স্পর্শ ইত্যাদি বিশেষ গুণ থাকে বলিয়া উহারা শব্দ ভিন্ন প্রত্যক্ষযোগ্য বিশেষ গুণ শূন্য নহে। সুতরাং উহাতে বিশেষণভাগ না থাকায় লক্ষণ সমন্বয় হইল না, অতিব্যাপ্তি বারণ হইল।

১ ইন্দ্রিয়গণের বিষয় ও সম্বন্ধের বিশেষ বিবরণ ক্রমশঃ স্পষ্ট হইবে।

২ জৈনমতে চক্ষু ও কর্ণের প্রাপ্যকারিত্ব স্বীকৃত হয় নাই।

৩ 'শব্দেতরোদ্ভূতবিশেষগুণানাশ্রয়ত্বে সতি জ্ঞানকারণমনঃসংযোগাশ্রয়ত্বং ইন্দ্রিয়ত্বং' মুক্তাবলী।

৪ গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, স্নেহ, সাংসিদ্ধিকদ্রবত্ব, শব্দ, জ্ঞান, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, ধর্ম, অধর্ম, ভাবনা (সংস্কার বিশেষ) ইহারা বিশেষগুণ। ইহাদের বিবরণ চতুর্থ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

৫। লক্ষণবাক্যস্থিত "এবংবিধ" কথাটির পূর্বভাগকে 'বিশেষণ' এবং পরবর্তী অংশকে 'বিশেষ্য' বলা হইতেছে।

বিশেষ্যভাগ বাদ দিয়া কেবল বিশেষণভাগকেই ইন্দ্রিয়ের লক্ষণ বলিলে আকাশ, দিক্, কাল প্রভৃতি অলক্ষ্যেও লক্ষণ সঙ্গত হয়। কারণ ঐ সকল দ্রব্যে শব্দভিন্ন অপর কোন বিশেষগুণ থাকে না। উক্ত অতিব্যাপ্তি বারণ বিশেষ্যভাগের উদ্দেশ্য।

সম্পূর্ণ বিশেষণভাগের পরিবর্তে যদি 'গুণশূন্য' এইটুকু মাত্র বিশেষণভাগ বলা হয় তবে উল্লিখিত লক্ষ্যবস্তুগুলির মধ্যে কোনটিই একেবারে গুণশূন্য না হওয়ায় কোন লক্ষ্যেই লক্ষণ সমন্বিত হয় না, এ জন্য অসম্ভব দোষ উপস্থিত হয়।

কথিত অসম্ভব-দোষ নিবারণের জন্য 'বিশেষগুণশূন্য' এইরূপে বিশেষণভাগ বলিলে মন সকলবিধ বিশেষগুণ শূন্য হওয়ায় উহাতে লক্ষণ সঙ্গত হয় কিন্তু নাসিকা প্রভৃতি অপর পাঁচটি লক্ষ্য বিশেষগুণশূন্য না হওয়ায় উহাতে লক্ষণসঙ্গতি হয় না বলিয়া অব্যাপ্তি দোষ ঘটে।

উল্লিখিত অব্যাপ্তিদোষ পরিহারের জন্য বিশেষণ অংশকে উদ্ভূত অর্থাৎ প্রত্যক্ষযোগ্য বিশেষগুণশূন্য (অর্থাৎ বিশেষগুণসমূহের মধ্যে যাহারা প্রত্যক্ষযোগ্য কেবল সেই প্রকার বিশেষ-গুণ যাহাতে না থাকে এবংবিধ) এই প্রকারে পরিবর্তন করিলে নাসিকা প্রভৃতি চারিটি লক্ষ্যের বিশেষগুণ সকল প্রত্যক্ষযোগ্য না হওয়ায় উহাতে লক্ষণ সঙ্গত হয় বটে, কিন্তু পঞ্চম লক্ষ্যবস্তুর (কর্ণের) বিশেষগুণ (শব্দ) প্রত্যক্ষযোগ্য হওয়ায় উহাতে 'বিশেষণ' ভাগ সঙ্গত হইল না।

এইরূপে কর্ণে যে অব্যাপ্তি দোষ ঘটে, উহা নিবারণের জন্য লক্ষণস্থ 'বিশেষগুণ' কথাটির 'শব্দভিন্ন বিশেষগুণ' এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। তাহাতে কর্ণ-ইন্দ্রিয়ে শব্দ ভিন্ন অন্য কোনও প্রত্যক্ষযোগ্য বিশেষগুণ না থাকায় উহাতে বিশেষণভাগ ঠিকমত থাকিল। বিশেষ্যভাগের সঙ্গতি পূর্বেই দেখান হইয়াছে। অতএব উহাতেও লক্ষণ সমন্বিত হইল।

ইন্দ্রিয় দ্বিবিধ—বাহেন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়।

বাহেন্দ্রিয়—সাধারণতঃ[১] বাহিরের বস্তু বিষয়ে প্রত্যক্ষ জন্মায় বলিয়া ইহাদিগকে বাহেন্দ্রিয় বা বহিরিন্দ্রিয় বলে। বাহেন্দ্রিয় পাঁচ প্রকার[২] —নাসিকা, জিহ্বা, চক্ষু, ত্বক্ ও কর্ণ।

অন্তরিন্দ্রিয়—ইহার দ্বারা সুখ দুঃখ ইত্যাদি শরীরের অভ্যন্তরস্থিত বস্তুরই প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া ইহাকে অন্তরিন্দ্রিয় বা অন্তঃকরণ বলা হয়। উহা 'মন' নামে প্রসিদ্ধ[৩]।

১ শরীরের অভ্যন্তরস্থ বস্তুর বাহ্যেন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষের কথা 'পঞ্চদশী' গ্রন্থে ২।৭ শ্লোকে পাওয়া যায়।

২ প্রাচীন সাঙ্খ্যসম্প্রদায়বিশেষ একেন্দ্রিয়বাদী ছিলেন। এই মতে কেবল 'ত্বক্'ই ইন্দ্রিয়। কোন কোন সাঙ্খ্য সম্প্রদায়ের মতে ইন্দ্রিয় সাতটি। (২।২।১০ ব্রহ্মসূত্র শাঙ্কর ভাষ্য)

৩ সাঙ্খ্যমতে অন্তঃকরণ ত্রিবিধ—মন, অহঙ্কার ও বুদ্ধি অর্থাৎ মহৎ-তত্ত্ব। অহঙ্কার ও বুদ্ধি অন্তঃকরণ, কিন্তু উহারা ইন্দ্রিয় নহে। বেদান্তমতে অন্তঃকরণ চতুর্বিধ—মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত। একই অন্তঃকরণ-বস্তু বিভিন্ন কার্যে করণ বলিয়া পৃথক্ নামে উল্লিখিত হইলেও স্থানবিশেষে বুদ্ধিকে কর্তা ও ইন্দ্রিয় বলা হইয়াছে। পঞ্চদশী ৩।৮ শ্লোক।
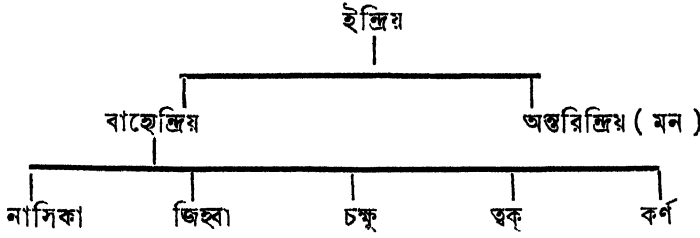
শরীর।

শৄ-ধাতু হইতে উৎপন্ন শরীরশব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের অর্থ বিচার করিলে বুঝা যায়, উহার অর্থ বিশরণবিশিষ্ট অর্থাৎ শীঘ্রক্ষয়শীল কোন বস্তু। প্রধানতঃ স্থূল দেহ বুঝাইতে শরীর-শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ভোক্তৃবর্গের মধ্যে স্থূল দেহই সর্বাপেক্ষা আশু ক্ষয়শীল বা অল্প-কাল স্থায়ী। স্থূলদেহে শরীর শব্দের প্রয়োগের মূলে এইরূপ যোগার্থের প্রতি দৃষ্টি থাকা অসম্ভব নহে। ভোক্তৃবর্গ বলিবার অভিপ্রায় এই যে, সর্বসাধারণে একই বস্তুকে ভোক্তা বলেন না। বিভিন্ন সম্প্রদায় পৃথক্ পৃথক্ বস্তুকে ভোক্তা বলেন। ভোগশব্দের অর্থ সুখ ও দুঃখের সাক্ষাৎকার। যিনি সুখ দুঃখ অনুভব করেন তিনিই ভোক্তা। সাধারণতঃ 'ভোক্তা' বলিলে আত্মাকেই বুঝায়[১]। স্থূলশরীর, লিঙ্গশরীর বা সূক্ষ্মদেহ, কারণ-শরীর[২], ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি এবং এই সকল হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ বস্তুবিশেষ বিভিন্ন মতে ভোক্তা বলিয়া প্রসিদ্ধ। প্রাণীমাত্রই ভোগের জন্য শরীরের অপেক্ষা রাখে। শরীরকে আশ্রয় না করিলে কোন জীবেরই ভোগ নির্বাহ হইতে পারে না। এজন্য শরীরকে ভোগায়তন বলা হয়।

শরীর পাঞ্চভৌতিক অর্থাৎ পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চমহাভূতের মিলনে শরীর সৃষ্টি হয়। উক্ত মহাভূতসমুদায়ের প্রত্যেকেই শরীরের প্রতি একই প্রকারে কারণ—এইরূপ একটি মত জনসাধারণমধ্যে বিশেষরূপে প্রচলিত আছে। ন্যায়শাস্ত্রে এই সিদ্ধান্ত স্বীকৃত হয় নাই[৩]। এইমতে এক একটি মহাভূতই এক একবিধ শরীরের উপাদান, অপর মহাভূতসকল উহাতে সহকারী মাত্র। কিন্তু আকাশ কোনও শরীর সৃষ্টিতে উপাদান নহে, তবে সর্বব্যাপী বলিয়া উহা শরীরের মধ্যেও আছে। কিরূপ শরীর কোন মহাভূতের সৃষ্ট তাহা যথাস্থানে ব্যক্ত হইবে।

১ অদ্বৈতবেদান্তমতে ব্রহ্মই আত্মা, কিন্তু তিনি ভোক্তা নহেন।

২ লিঙ্গশরীর ও কারণশরীর ন্যায়ে স্বীকৃত হয় নাই, উহা সাঙ্খ্য ও বেদান্তসম্মত।

৩ 'প্রত্যক্ষাপ্রত্যক্ষাণাং সংযোগস্যাপ্রত্যক্ষত্বাৎ পঞ্চাত্মকং ন বিদ্যতে'। বৈশেষিকসূত্র ৪।২।২-৪ দ্রষ্টব্য।

লক্ষণ। শরীরের লক্ষণ চেষ্টাশ্রয়ত্ব অর্থাৎ যাহাতে চেষ্টানামক ক্রিয়া থাকে তাহা **শরীর।** ইন্দ্রিয়াশ্রয়ত্ব অথবা ভোগায়তনত্ব ও শরীরের লক্ষণ হইতে পারে।

লক্ষ্য। জীবদেহে কত অগণিত বৈচিত্র্য সম্ভব হয় তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রাণিতত্ত্ব-বিদেরা ঐ সম্বন্ধে এ পর্যন্ত যাহা জানিতে পারিয়াছেন বিষয়ের তুলনায় তাহা সামান্য মাত্র। তথাপি বিভাগ দর্শনে শরীর বিষয়ে কিছু পরিচয় পাওয়া যাইবে।

সমন্বয়। বায়ুর সংযোগে লম্বমান বস্ত্রাদিতে যে স্পন্দন দেখা যায় জীবিত ব্যক্তির হস্তপদাদি সঞ্চালন উহা হইতে ভিন্নজাতীয়। কারণ, হস্তপদের এই ক্রিয়া প্রাণীর যত্ন বশতঃ হইয়া থাকে। এই ক্রিয়ার নাম চেষ্টা। এই চেষ্টানামক ক্রিয়া শরীর ভিন্ন অন্যত্র থাকে না। সুতরাং জীবিতশরীরে সহজে এই লক্ষণের সঙ্গতি করা যায়। বৃক্ষ-লতাদিও সুখ দুঃখ অনুভব করে ইহা প্রাচীনসম্মত[১]। আধুনিক বিজ্ঞানেও উহা সমর্থিত হইয়াছে। অতএব ঐ সকলও শরীর-লক্ষণের লক্ষ্য এবং উহাতে লক্ষণসমন্বয়ও হইয়াছে।

মতবিশেষে পদতল হইতে মস্তকের চর্ম পর্যন্ত যাবতীয় অবয়বে গঠিত একটি অবয়বীই একটি শরীর এবং উহাই শরীর লক্ষণের লক্ষ্য। এতদনুসারে শরীরের অবয়ব হস্ত-পদাদি ইহার অলক্ষ্য এবং চেষ্টা হস্ত-পদাদি অবয়বেও থাকে বলিয়া ঐ সকলে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়। উক্ত দোষ বারণের জন্য "চেষ্টাযুক্ত অন্ত্যাবয়বী" এই পর্যন্ত লক্ষণ বলা আবশ্যক। অন্ত্যাবয়বী অর্থাৎ চরম অবয়বী, যাহা কখনই অবয়ব হয় না তাহাই শরীর।

শরীর দ্বিবিধ—অদিব্য ও দিব্য। অদিব্য দেহ দ্বিবিধ—যোনিজ এবং অযোনিজ। যোনিজ দেহ দুই প্রকার—জরায়ুজ ও অণ্ডজ। অযোনিজ দেহও দ্বিবিধ—স্বেদজ এবং উদ্ভিজ্জ। দিব্য দেহ ত্রিবিধ—জলীয়, তৈজস এবং বায়বীয়।

---
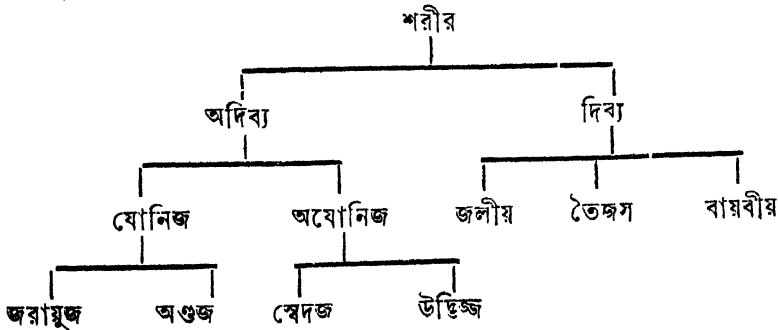
১ "অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখসমন্বিতাঃ" মনু ১।৪৯ শ্লোক।
শরীরজৈঃ কর্মদোষৈর্যাতি স্থাবরতাং নরঃ" মনু ১২।৯।
যো বৈ চূতস্ত্বয়া দৃষ্টস্ত্বভোগ্যফলপুষ্পকঃ। গোদাবরীতীরবাসী স বিদ্যাপতি নামকঃ॥ অনন্ত-ব্রতকথা।
প্রশস্তপাদাচার্য্য, শ্রীধরভট্ট, বাচস্পতি মিশ্র, জয়ন্তভট্ট ও বৌদ্ধ দার্শনিক ধর্ম্মকীর্ত্তি প্রভৃতির মতে বৃক্ষাদি শরীর নহে।

তৃতীয় অধ্যায়

পৃথিবী

বিভাগানুসারে পৃথিবী প্রথম দ্রব্য। দার্শনিকেরা স্থূলবস্তু অবলম্বন করিয়া সূক্ষ্মতত্ত্বের দিকে অগ্রসর হইয়া থাকেন। যে বস্তুর বিশেষগুণ একাধিক বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায় তাহা স্থূল। এই ইন্দ্রিয় যত অধিক প্রকারের হইবে উহার আশ্রয় দ্রব্যও তত বেশী স্থূল হইবে। দ্রব্যের মধ্যে পৃথিবী স্থূলতম। কারণ, ইহার গুণ—গন্ধ, রস, রূপ ও স্পর্শ যথাক্রমে নাসিকা, জিহ্বা, চক্ষু এবং ত্বক্ এই চারিটী ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায়[১]। অপর কোনও দ্রব্যের গুণ চারিটী ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষযোগ্য হয় না।

বৈচিত্র্যের দিক্ হইতেও পৃথিবী সর্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য। নানাবিধ রস ও রূপ পৃথিবীতেই সম্ভব হয়। ইহার আকৃতিগত বৈচিত্র্য অনন্যসাধারণ। পর্বত, বনানী, কৃষিক্ষেত্র, মরুভূমি, উদ্ভিদ্, জীবশরীর, ঘৃত, তৈল ইত্যাদি সমস্তই পৃথিবী। 'পার্থিব'-শব্দে পৃথিবীজাতীয় দ্রব্য বুঝায়। পৃথিবী বুঝাইতে শাস্ত্রে 'ক্ষিতি' শব্দেরও সমধিক ব্যবহার দেখা যায়।

লক্ষণ। পৃথিবীর লক্ষণ গন্ধ (গন্ধবত্ত্বং পৃথিবীত্বং) অর্থাৎ যে-জাতীয় দ্রব্যে গন্ধ থাকে তাহাই **পৃথিবী**।

লক্ষ্য। বিভাগ কিংবা স্বতন্ত্ররূপে নাম নির্দেশ করিয়া এই লক্ষণের সমুদায় লক্ষ্যের পরিচয় দেওয়া অসম্ভব। পার্থিব বস্তুসকল এতই বিভিন্নজাতীয় যে, উহার অবান্তর জাতিসমূহও অসংখ্যেয়। তবে জল, অগ্নি ও বায়ু—সাধারণতঃ ইহারা লোকপ্রসিদ্ধ, এই তিনটী ব্যতীত আর যাহা কিছু চক্ষু ও ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষগোচর হয় তাহাই পৃথিবী; এইরূপে লক্ষ্য পার্থিব বস্তুসমুদায়ের স্থূল ভাবে পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে[২]।

সমন্বয়। ফুল, ঘৃত ইত্যাদির গন্ধ অনুভবসিদ্ধ হওয়ায় উহাতে লক্ষণ সমন্বিত হইল। কাচ, প্রস্তর ইত্যাদি দ্রব্যে শাস্ত্রকারেরা গন্ধের অস্তিত্ব অনুমান করেন। গন্ধ উৎকট না হওয়ায় কিংবা অনুদ্ভূত হওয়ায় এই সমস্ত দ্রব্যে গন্ধ অনুভূত হয় না।

বায়ুতে যে ফুলের গন্ধ অনুভূত হয় উহা আমরা ফুলের গন্ধ বলিয়াই ব্যবহার করি এবং নিঃশ্বাস গ্রহণ করিয়াই কোন্ গন্ধ কাহার তাহাও চিনিতে পারি। সুতরাং ঐ গন্ধ যে বায়ুর নিজস্ব নহে, পরন্তু বায়ুমধ্যস্থ কুসুমের অংশের তাহা মানিতে হইবে। অতএব বায়ুতে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি ঘটে নাই। এইরূপ জলে পচাপাতা ও মৎস্যাদির গন্ধ এবং অগ্নিতে

১ বেদান্তমতে শব্দ ও পৃথিবী জল ইত্যাদি পঞ্চভূতের গুণ (পঞ্চদশী ২।৫ শ্লোক) অতএব এই মতে পৃথিবীর গুণ পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষযোগ্য।

২ বৌদ্ধদর্শনে ও চরকসংহিতায় পৃথিবীকে 'খর' বলিয়া পরিচিত করা হইয়াছে। এই খরত্ব কাঠিন্যেরই নামান্তর অথবা অন্য কিছু তাহা বিচার্য।

দাহ্য শবের গন্ধও উহাদের নিজস্ব নহে [১]। বায়ুতে ফুলের সূক্ষ্ম অংশের প্রবেশের ন্যায় জল এবং অগ্নিতেও ঐ সমস্ত পার্থিব বস্তুর সূক্ষ্ম অংশ প্রবিষ্ট হয়। সূক্ষ্মতাবশতঃ ঐ সব পার্থিব অংশ প্রত্যক্ষ হয় না বলিয়াই জল, বায়ু, অগ্নি, ইহারা গন্ধবান্ বলিয়া প্রতীত হয়।

পার্থিব দ্রব্যে গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকৃত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, গুরুত্ব, দ্রবত্ব ও সংস্কার—এই চতুর্দশবিধ গুণ, ক্রিয়া; সত্তা, দ্রব্যত্ব, পৃথিবীত্ব এবং পৃথিবীত্বের অবান্তর মনুষ্যত্ব, গোত্ব প্রভৃতি অসঙ্খ্যেয় জাতি ও বিশেষ এই সকল ভাবপদার্থের[২] সমাবেশ হয়।

পৃথিবী দ্বিবিধ—নিত্য ও অনিত্য। নিত্যপৃথিবী—পরমাণু। অনিত্য পৃথিবী ত্রিবিধ —শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়। পার্থিবশরীর দ্বিবিধ—যোনিজ ও অযোনিজ। যোনিজ দ্বিবিধ— জরায়ুজ ও অণ্ডজ। অযোনিজ দ্বিবিধ—স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ।
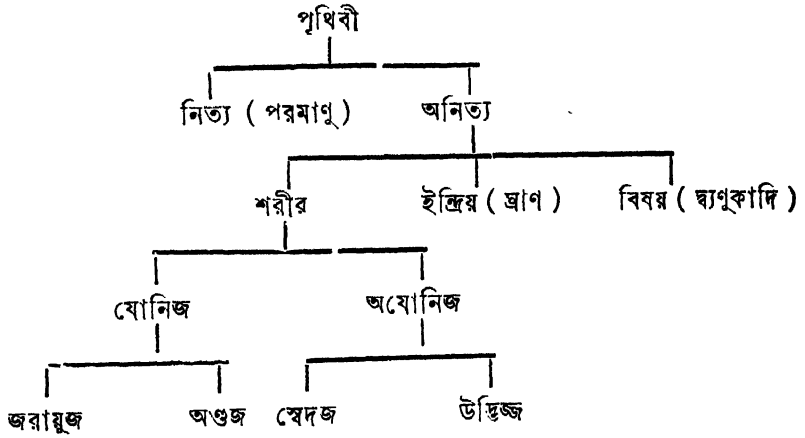
শরীর—মর্ত্যলোকের শরীরসমুদায় পার্থিব। মনুষ্য পশু ইত্যাদির দেহ যোনিজ-জরায়ুজ। সর্প, পক্ষী প্রভৃতির দেহ যোনিজ-অণ্ডজ। কৃমি, দংশ [৩] প্রভৃতির শরীর অযোনিজ-স্বেদজ। বৃক্ষ-লতাদির দেহ অযোনিজ-উদ্ভিজ্জ।

ইন্দ্রিয়—শরীরের যে অংশ নাসিকা নামে প্রসিদ্ধ উহার অভ্যন্তরস্থ সূক্ষ্ম পার্থিব অংশ-বিশেষকে **ঘ্রাণেন্দ্রিয়** কহে। উহাই প্রকৃত নাসিকা-ইন্দ্রিয়।

গন্ধ এবং গন্ধগত জাতি সকল ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া উহাদিগকে ঘ্রাণের

১ উপলভ্যাপ্সু চেদ্ গন্ধং কেচিদ্ ব্রূয়ুরনৈপুণাঃ।
পৃথিব্যামেব তং বিদ্যাদাপো বায়ুঞ্চ সংশ্রিতম্॥
ব্রহ্মসূত্র, ২ অ, ৩ পাদ ২৯ সূত্রের শাঙ্করভাষ্য দ্রষ্টব্য।

২ সমবায়ের বৃত্তিতা বিবাদগ্রস্ত। সমবায় নিরূপণ দ্রষ্টব্য

৩ আধুনিক জীববিদ্যা মতে ইহারাও অণ্ডজ।

বিষয় বলা হয়। গন্ধের সহিত ঘ্রাণের সম্বন্ধ—সংযুক্ত সমবায়। গন্ধত্বজাতির সহিত ঘ্রাণের সম্বন্ধ—সংযুক্ত-সমবেত-সমবায়[১]।

বিষয়—শরীর ও ইন্দ্রিয় ব্যতীত যাবতীয় অনিত্য পার্থিবদ্রব্যই বিষয়-পৃথিবী।

উৎপন্ন সকল পার্থিব দ্রব্যই স্ব স্ব অবয়বে সমবায় সম্বন্ধে বৃত্তিলাভ অর্থাৎ অবস্থান করে এজন্য অবয়বী পদার্থকে সমবেত (অর্থাৎ সমবায়-সম্বন্ধে অবস্থিত) দ্রব্য বলা হয়, উহার আশ্রয় হয় সমবায়ী। যেমন—বস্ত্র সূত্রে সমবেত, সূত্র বস্ত্রের সমবায়ী। অন্যত্র (অবয়ব-অবয়বিভাব না হইলে) ইহার সজাতীয় ও বিজাতীয় দ্রব্যে সম্বন্ধ সংযোগ, যেমন—ভূতলের সহিত ঘটাদির এবং ঘটের সহিত জলের[২]।

জল

জল দ্বিতীয় দ্রব্য। ইহার বিশেষগুণ—রস, রূপ ও স্পর্শ যথাক্রমে জিহ্বা, চক্ষু ও ত্বক্ ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায় এজন্য ইহাও স্থূল দ্রব্য। ইহার দ্বিবিধ বৈচিত্র্য দেখা যায়, বৃষ্টিকালে ও নদী প্রভৃতিতে তরলাবস্থা এবং শিলাবৃষ্টি কালে করকা (শিল) ও অতিশীতে হিমানী (বরফ) স্বরূপে সংহতাবস্থা। জলের অন্য একটি নাম 'অপ্'। জলীয় দ্রব্য বুঝাইতে শাস্ত্রে 'আপ্য' শব্দের ভূরি প্রয়োগ দেখা যায়।

লক্ষণ। যাহার স্পর্শ শীতল, তাহাকে **জল** কহে। (শীতস্পর্শবত্ত্বং জলত্বং)

লক্ষ্য। জল সাধারণের পরিচিত বস্তু। বিভাগে অপ্রসিদ্ধ জলীয় বস্তুরও সন্ধান পাওয়া যাইবে। স্বভাবতঃ তরল হইলেও দুগ্ধ জলের অন্তর্গত নহে, উহা পার্থিব।

সমন্বয়। সুগম। পৃথিবী ও বায়ুর স্পর্শ অনুষ্ণাশীত, তৈজস দ্রব্যের স্পর্শ উষ্ণ[৩]। আকাশ প্রভৃতি দ্রব্যে কোন প্রকার স্পর্শই থাকে না। সুতরাং লক্ষণে অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনা নাই। শীতল স্পর্শ জলের স্বাভাবিক, কোনকালেই উহার পরিবর্তন হয় না, তবে অধিক তেজঃ-সংযোগ হইলে অদৃশ্য তৈজসকণাসমূহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া উহার শীতল স্পর্শকে অভিভূত করিয়া ফেলে। সেজন্য উহাদেরই উষ্ণস্পর্শ জলে আরোপিত হয়। কালক্রমে তৈজসকণা অপসৃত হইলে পুনরায় উহা শীতল বলিয়াই প্রতীত হয়। অতএব লক্ষণে অব্যাপ্তি দোষেরও আশঙ্কা হয় না।

জলীয়দ্রব্যে—রস, রূপ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, স্নেহ, গুরুত্ব, দ্রবত্ব ও সংস্কার এই চতুর্দশবিধ গুণ, ক্রিয়া; সত্তা, দ্রব্যত্ব ও জলত্ব জাতি এবং বিশেষ এই সমস্ত ভাব পদার্থের সমাবেশ হয়।

---

১ পুষ্পাদির সূক্ষ্ম অবয়বে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সংযোগ হয় এবং ঐ অবয়বের সমবায় সম্বন্ধ গন্ধে থাকে। অতএব ঘ্রাণের সংযুক্ত পুষ্পাদি রেণু, উহার সমবায় সম্বন্ধ গন্ধে সম্ভব হয়। গন্ধে গন্ধগত জাতিসমূহের সম্বন্ধ সমবায়। অতএব ঘ্রাণের সংযুক্ত-সমবেত-(পুষ্পাদি গন্ধ) সমবায় সম্বন্ধ ও গন্ধত্ব, সুরভিত্ব ইত্যাদি জাতিসমূহে রহিয়াছে।

২ পার্থিব দ্রব্যের ন্যায় জলীয়, তৈজস এবং বায়বীয় দ্রব্যেরও অবয়ব-অবয়বিভাব স্থলে সমবায়—সম্বন্ধ ও অন্যত্র দ্রব্যান্তরের সহিত সংযোগ-সম্বন্ধ হইয়া থাকে। তাহা পৃথক্‌ভাবে উল্লিখিত হইল না।

৩ স্পর্শনিরূপণ দ্রষ্টব্য।

জল দ্বিবিধ—নিত্য ও অনিত্য। নিত্যজল—পরমাণু। অনিত্য জল ত্রিবিধ—শরীর ইন্দ্রিয় ও বিষয়।
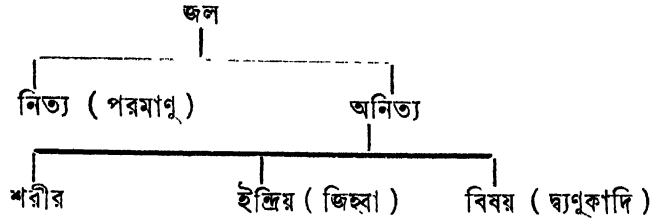
শরীর—শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে বরুণলোকস্থ জীবের দেহ জলময় অর্থাৎ উহাতে পার্থিব, তৈজস ও বায়বীয় অংশ থাকিলেও জলই উহার উপাদান।

ইন্দ্রিয়—যাহা জিহ্বা নামে ব্যবহৃত হয়, উহা স্থূল পার্থিব দ্রব্য। উহার মধ্যবর্তী সূক্ষ্ম জলীয় দ্রব্যই যথার্থ **রসনা** বা **জিহ্বা** ইন্দ্রিয়।

সকল প্রকার রস এবং রসগত জাতিসমূহ রসনা-ইন্দ্রিয়ের বিষয়। রসের সহিত রসনা-ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ সংযুক্ত-সমবায় এবং রসগত জাতির (রসত্ব, কটুত্ব, তিক্তত্ব প্রভৃতির) সহিত সম্বন্ধ সংযুক্ত-সমবেত-সমবায় [১]।

বিষয়—শরীর এবং ইন্দ্রিয় ভিন্ন আর সমস্ত অনিত্য জলই 'বিষয়' জলের অন্তর্গত। বিশেষ বিশেষ পার্থিব দ্রব্যেই কোন কোন পার্থিবদ্রব্য অবয়ব হইয়া থাকে, সকল পার্থিব দ্রব্য অবয়ব হয় না। যেমন বস্ত্রে সূত্র অবয়ব হয়, কিন্তু কারণ হইয়াও তুরী বা মাকু উহার অবয়ব নহে। এইরূপ বিশেষত্ব জলে প্রায়শঃ দেখা যায় না, একপাত্রের জল অন্য পাত্রস্থ জলের সহিত মিশিলেই উহা পৃথক্-ভাবে না থাকিয়া একটি মহাজল সৃষ্টি করে। জলের এই বৈচিত্র্য তেজঃ এবং বায়ুতেও দেখা যায়।

তেজঃ

তেজঃ তৃতীয় দ্রব্য। ইহার রূপ ও স্পর্শ চক্ষু এবং ত্বক্ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া ইহাও স্থূল দ্রব্য। পৃথিবী ব্যতীত অপর সকল দ্রব্য হইতে ইহার আকারগত বৈচিত্র্য অধিক। অগ্নি, আলোক, স্বর্ণ, সৌরকিরণ ইত্যাদি তেজঃ-পদার্থের অন্তর্গত। 'তৈজস' শব্দ তেজঃ-দ্রব্যকেই বুঝায়।

লক্ষণ। যাহার স্পর্শ উষ্ণ তাহাকে **তেজঃ** বলে। (উষ্ণস্পর্শবত্ত্বং তেজস্ত্বং)

লক্ষ্য। কি কি দ্রব্য তেজঃ, তাহার কিছু পরিচয় পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। বিভাগ দেখিলে উহা আরও পরিস্ফুট হইবে।

সমন্বয়। অগ্নি ও সূর্যকিরণে উষ্ণতা সকলেরই অনুভবসিদ্ধ, এজন্য উহাতে লক্ষণসমন্বয়

---

১ খাদ্য বস্তু রসনার সহিত সংযুক্ত, উহার সমবায় রহিয়াছে রসে, অতএব রসে রসনার সম্বন্ধ সংযুক্ত সমবায়। রসত্ব, কটুত্ব ইত্যাদি জাতিসমূহে রসের সমবায় থাকায় ঐ সমুদায়ে রসের সম্বন্ধ হয় সংযুক্ত-সমবেত-সমবায়।

হইল। স্বর্ণ এবং আলোকে উষ্ণতা প্রত্যক্ষ না হইলেও উহাতে উষ্ণস্পর্শের অস্তিত্ব অনুমান দ্বারা অবগত হওয়া যায়। সুতরাং উক্ত দুই পদার্থেও লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ হয় নাই।

কদাচিৎ প্রস্তরাদি পার্থিব দ্রব্যে, জলে এবং বায়ুতেও উষ্ণতা অনুভূত হয়। বহুতর সূক্ষ্ম তৈজসকণা ঐ সমস্ত দ্রব্যে প্রবেশ করিলেই ঐ প্রকার অনুভব হইয়া থাকে। প্রবিষ্ট তৈজসকণাগুলির রূপ উদ্ভূত নহে, এজন্য উহারা স্বয়ং অদৃশ্য হইয়া প্রস্তরাদি দ্রব্যের স্বাভাবিক স্পর্শ অভিভূত করিয়া রাখে। ইহাতে ঐ সমুদায় দ্রব্যের স্বীয় স্পর্শ অনুভূত হয় না। ফলে উহাতে উষ্ণ স্পর্শ আরোপিত হয়। অতএব ঐ সমস্ত দ্রব্যে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয় নাই।

তৈজস দ্রব্যে রূপ, স্পর্শ, সংখ্যা পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, দ্রবত্ব ও সংস্কার এই একাদশবিধ গুণ ; ক্রিয়া ; সত্তা দ্রব্যত্ব এবং তেজস্ত্ব ইত্যাদি জাতি ও বিশেষ পদার্থের সমাবেশ হয়।

তেজঃ দ্বিবিধ—নিত্য ও অনিত্য। নিত্য তেজঃ—পরমাণু। অনিত্য তেজঃ ত্রিবিধ—শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়। বিষয় তেজঃ চতুর্বিধ—ভৌম, দিব্য, উদর্য ও আকরজ।
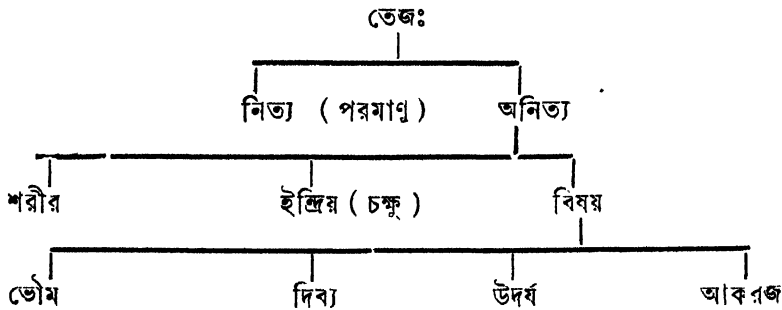
শরীর—আদিত্য লোকে তৈজস শরীরের অস্তিত্ব শাস্ত্রসম্মত।

ইন্দ্রিয়—শরীরের যে-স্থান চক্ষু নামে প্রসিদ্ধ, উহা নানাভাগে বিভক্ত। উহাতে বিস্তৃত শ্বেত বর্ণ ভাগের মধ্যে গোলাকার কৃষ্ণসার বা অন্যবর্ণমিশ্রিত অংশ তারা বা তারকা নামে প্রসিদ্ধ। গোলক উহার অন্য নাম। গোলকের অভ্যন্তরস্থ সূক্ষ্ম তেজোবিশেষকে চক্ষুরিন্দ্রিয় বলে। মনুষ্যাদি জীবের দেহে নাসাদণ্ডের উভয় পার্শ্বে দুইটী গোলক দৃষ্ট হয় বলিয়া উহাতে দুইটী চক্ষুরিন্দ্রিয় স্বীকৃত হয়[১]। উহারা একজাতীয় এজন্য বিভাগে সংখ্যা অধিক হয় না। প্রাণিতত্ত্ববিদেরা বলেন সকল জীবের দেহে চক্ষুর স্থিতিস্থান এবং গঠনপ্রণালী সমান নহে।

চক্ষুরিন্দ্রিয় তেজোবিশেষ, সুতরাং উহাতে রূপ ও স্পর্শ আছে। মনুষ্যাদিদেহে চক্ষু-রিন্দ্রিয়ের রূপ ও স্পর্শ অনুদ্ভূত হওয়ায় উহার প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্তু রাত্রিচর মার্জ্জারাদির নেত্রস্থ রূপ উদ্ভূত হওয়ায় উহাদিগের নেত্ররশ্মি প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে[২]।

১ মনুষ্যাদির চক্ষুরিন্দ্রিয় একটিমাত্র, ইহাও একটি প্রসিদ্ধ মত। ন্যায়সূত্র, ৩য় অধ্যায় ১ আহ্নিক ৭-১১ সূত্রের ভাষ্য, বৃত্তি প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

২ ন্যায়সূত্র ৪৪, ১ আ ৩ অঃ।

উদ্‌ভূতরূপবিশিষ্ট দ্রব্য, ঐ প্রকার দ্রব্যের উদ্ভূত রূপ, পৃথক্ত্ব, সংখ্যা, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, স্নেহ, দ্রবত্ব, পরিমাণ—এই দশবিধ গুণ এবং ক্রিয়া, উক্ত দ্রব্যগত ও ঐ সকল গুণ এবং ক্রিয়াগত জাতিসমূহ এবং সমবায়[১] এই সকল ভাবপদার্থ চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায়। অতএব ইহারা চক্ষুর বিষয়।

উল্লিখিত বিষয়সমূহের মধ্যে দ্রব্যের সহিত চক্ষুর সম্বন্ধ সংযোগ, দ্রব্যগত জাতি, পূর্বোক্ত গুণসমূহ এবং ক্রিয়ার সহিত চক্ষুর সম্বন্ধ সংযুক্ত-সমবায়, ঐ সমস্ত গুণ ও ক্রিয়াগত জাতি-সমূহের সহিত উহার সম্বন্ধ সংযুক্ত-সমবেত-সমবায়[২]। সমবায়ের সহিত চক্ষুর সম্বন্ধ বিশেষণতা[৩]।

বিষয়—শরীর ও ইন্দ্রিয় ভিন্ন অনিত্য সকল তৈজস দ্রব্যই বিষয়তেজঃ।

ভৌমতেজঃ[৪]—যে তেজঃ ভূমি অর্থাৎ কাষ্ঠপ্রভৃতি পার্থিবদ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে তাহা ভৌমতেজঃ। যথা—অগ্নি।

দিব্যতেজঃ—যে তেজঃ জলবিশেষকে আশ্রয় করিয়া স্থিতি লাভ করে তাহা দিব্যতেজঃ। যথা—বিদ্যুৎ[৫], বাড়বানল ইত্যাদি।

১ বৈশেষিক মতে সমবায়ের কোনরূপ লৌকিক প্রত্যক্ষ হয় না।

২ টর্চ-আলোকের ন্যায় তৈজস চক্ষুরিন্দ্রিয়ের রশ্মি নিঃসৃত হইয়া দৃশ্য ঘটাদি বস্তুর সহিত সংযুক্ত হয়, তজ্জন্য ঘটাদির প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। অতএব দ্রষ্টব্য বস্তু দ্রব্য হইলে উহাতে চক্ষুর সম্বন্ধ সংযোগ। সংযুক্ত-সমবায় ও সংযুক্ত-সমবেত-সমবায়ের সঙ্গতি পূর্ববৎ বুঝিতে হইবে। জৈন দার্শনিকেরা নেত্রগোলককেই চক্ষুরিন্দ্রিয় বলেন। রশ্মি না থাকায় উক্ত প্রকার চক্ষুর সহিত দূরস্থ বিষয়ের সংযোগ হইতে পারে না। এজন্য উঁহারা 'চক্ষুরিন্দ্রিয় প্রাপ্যকারী' এই মতবাদ পোষণ করিতে পারেন না।

৩ বিশেষণতা-সম্বন্ধ বিশেষণ-বিশেষ্যভাব এবং স্বরূপ এই দুই নামেও পরিচিত। সমবায়ে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ কেবলমাত্র 'বিশেষণতা' নামে উল্লিখিত হইলেও উহা দৃশ্যদ্রব্য ঘটাদিতে থাকায় প্রকৃত পক্ষে ঐ সম্বন্ধও সংযুক্ত-বিশেষণতা, সংযুক্ত-সমবেত-বিশেষণতা ইত্যাদি নামেই স্বতন্ত্রভাবে উল্লিখিত হওয়া উচিত। নৈয়ায়িকসম্প্রদায় উহা না করিয়া ষড়্‌বিধ মাত্র সন্নিকর্ষ কেন বলিয়াছেন তাহা চিন্তনীয়। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা প্রকরণপঞ্জিকা গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

৪ সপ্তপদার্থী ১১১ সূত্র দ্রষ্টব্য।

৫ এইস্থানে 'বিদ্যুৎ' শব্দের অর্থ মেঘস্থিত তেজোবিশেষ। অধুনা গৃহে আলোক এবং পাখা চালাইবার নিমিত্ত যে বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয় উহার আশ্রয় ধাতুনির্মিত তার। অতএব উহাকে 'ভৌম' বলাই সঙ্গত। 'দিব্য' শব্দের 'অন্তরীক্ষস্থ' এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে সূর্যমণ্ডলকে এই বিভাগের অন্তর্গত করা যায়। সপ্তপদার্থীমতে উহা কোন্ শ্রেণীর অন্তর্গত তাহা চিন্তনীয়।

উদর্য্যতেজঃ—যে তেজঃ উদরমধ্যে অবস্থান করিয়া অন্নাদি ভুক্তদ্রব্যের পাক অর্থাৎ রূপপরিবর্তন করিয়া রস, রক্ত ইত্যাদি ক্রমে পরিণতি করে তাহা উদর্যতেজঃ। মতবিশেষে ইহারই নাম পাচক পিত্ত। ইহার ইন্ধন অর্থাৎ দাহ্য পার্থিব ও জলীয় দ্রব্য।

আকরজতেজঃ—যে তৈজস দ্রব্যের কোনও ইন্ধন নাই, তাহা আকরজতেজঃ। যথা—স্বর্ণাদি[১]। আকর অর্থাৎ খনিতে উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহা আকরজ।

বায়ু

বায়ু চতুর্থ দ্রব্য। ইহার একটিমাত্র বিশেষগুণ—স্পর্শ। কেবল ত্বক্-ইন্দ্রিয় দ্বারা স্পর্শের প্রত্যক্ষ হয়। অতএব বায়ু সূক্ষ্ম, স্থূল নহে।

পূর্বোক্ত তিনটি দ্রব্যের প্রত্যক্ষ সর্বসম্মত কিন্তু বায়ুর প্রত্যক্ষ বিবাদগ্রস্ত। বায়ু প্রত্যক্ষ নহে, উহার স্পর্শ প্রত্যক্ষ। ঐ স্পর্শ গুণ-পদার্থ। এজন্য উহার আশ্রয়রূপে কোনও দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার আবশ্যক। এই স্পর্শেরও এমন বৈলক্ষণ্য অনুভবসিদ্ধ যে, পূর্ববর্ণিত দ্রব্যত্রয়ের কোনটিই এই স্পর্শের আশ্রয় হইতে পারে না। সুতরাং নূতন দ্রব্য মানা প্রয়োজন। নৈয়ায়িক সম্প্রদায়বিশেষ উক্ত প্রকারে বায়ুর অনুমান করিয়া থাকেন। অন্য মতে ত্বক্-ইন্দ্রিয় দ্বারা বায়ুর প্রত্যক্ষ স্বীকৃত হয়। বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষের অযোগ্য দ্রব্যকেই সূক্ষ্ম বলিয়া বর্ণনা করিলে, প্রথম মতানুসারে বায়ুকে সূক্ষ্ম বলা চলে কিন্তু ঐরূপ উক্তি নির্বিবাদ নহে।

১ স্বর্ণাদি অর্থাৎ স্বর্ণ এবং প্লাটিনম্, আইরিডিয়ম্ ও অস্মিয়ম্ প্রভৃতি নবাবিষ্কৃত বরধাতু আকরজ-তেজঃ। সম্ভবতঃ অতিপ্রাচীনেরা শেষোক্ত তিনটি ধাতু বিষয়েও অভিজ্ঞ ছিলেন এবং স্বর্ণের সহিত বহু সাদৃশ্য দেখিয়া ঐগুলিকেও আকরজ শ্রেণীভুক্ত করিবার জন্য 'স্বর্ণাদি' এইরূপে নির্দেশ করিয়াছেন।

আয়ুর্বেদে স্বর্ণকে পার্থিব দ্রব্যে অন্তর্ভূত করা হইয়াছে। ঐমতে ঐ প্রকার অন্তর্ভাবের প্রয়োজনও আছে। বস্তুতঃ পীতবর্ণ এবং গুরুত্ব থাকায় স্বর্ণকে পার্থিব বলাই সঙ্গত। কিন্তু বহু পার্থিব দ্রব্য হইতে স্বর্ণের বৈলক্ষণ্যও দেখা যায়। কারণ, অত্যধিক তাপেও উহার তরলাবস্থা নষ্ট হয় না, উহা দ্রবই থাকে। স্বর্ণের অপার্থিবত্বে এই যুক্তি নানা গ্রন্থে দেখা যায়। বিশেষতঃ 'বহ্নেরপত্যং প্রথমং হিরণ্যং' এই শ্রুতিবাক্যও স্বর্ণের তৈজসত্বে প্রবল প্রমাণ। তাই অতিপ্রাচীনেরা বলিয়াছেন—আকরজং স্বর্ণাদি। কিরণাবলী, ন্যায়কন্দলী, ব্যোমবতীবৃত্তি সেতুটীকা উপস্কার এবং সূক্তি প্রভৃতি গ্রন্থের মতে এই স্থানের 'আদি'কথাটি রজত, তাম্র, কাংস্য, ত্রপু (রাঙ্) সীস, লোহা প্রভৃতি ধাতুকেও আকরজ-তৈজস শ্রেণীভুক্ত বলিয়া সূচনা করিতেছে।

কৃষ্ণ বর্ণ ও গুরুত্ব থাকায় এই সকল ধাতুকে পার্থিব বলাই সঙ্গত। তৈজসত্ব সাধনে সমর্থ অধিকতাপ-সহত্ব-স্বরূপ স্বর্ণস্থলীয় যুক্তিও ইহাদের সম্বন্ধে খাটে না, ইহাদের তৈজসত্বে কোনরূপ শ্রুতিপ্রমাণও পাওয়া যায় না। তথাপি প্রবীণ গ্রন্থকারেরা ইহাদিগকে কেন তৈজস বলিলেন তাহা চিন্তনীয়।

বেগের মৃদুতা ও তীব্রতা অনুসারে বাহ্যবায়ুর বিবিধ বৈচিত্র্য হইয়া থাকে। শরীরে রোগ উৎপাদনে আভ্যন্তর বায়ুর প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে[১]। পিত্ত ও শ্লেষ্মার তুলনায় বায়ুবিকারের সংখ্যাও অধিক[২]।

লক্ষণ। যে-বস্তু রূপশূন্য অথচ স্পর্শবিশিষ্ট তাহা **বায়ু**। (রূপরহিতস্পর্শবত্বং বায়ুত্বম্)

লক্ষ্য। বিভাগে বায়ুর পরিচয় জানা যাইবে।

সমন্বয়। সুগম। যাহা রূপশূন্য তাহাই বায়ু এইরূপ বলিলে আকাশ প্রভৃতি দ্রব্যে ও গুণাদি ছয় পদার্থে অতিব্যাপ্তি হয়। স্পর্শবিশিষ্ট বস্তুমাত্রকেই বায়ু বলিলে পৃথিবী, জল এবং তেজঃ এই তিনটি দ্রব্যও বায়ু-লক্ষণাক্রান্ত হইয়া পড়ে। এজন্য লক্ষণে উভয় ভাগেরই প্রয়োজন আছে।

বায়ুতে স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব ও সংস্কার —এই নয় প্রকার গুণ, ক্রিয়া; সত্তা, দ্রব্যত্ব, বায়ুত্ব প্রভৃতি জাতি এবং বিশেষ, এই সমস্ত ভাবপদার্থের সমাবেশ হয়।

বায়ু দ্বিবিধ—নিত্য ও অনিত্য। অনিত্য বায়ু ত্রিবিধ—শরীর, ইন্দ্রিয় এবং বিষয়। বিষয় বায়ু দ্বিবিধ—আভ্যন্তর ও বাহ্য। আভ্যন্তর বায়ু পঞ্চবিধ—প্রাণ, অপান, উদান, সমান ও ব্যান।
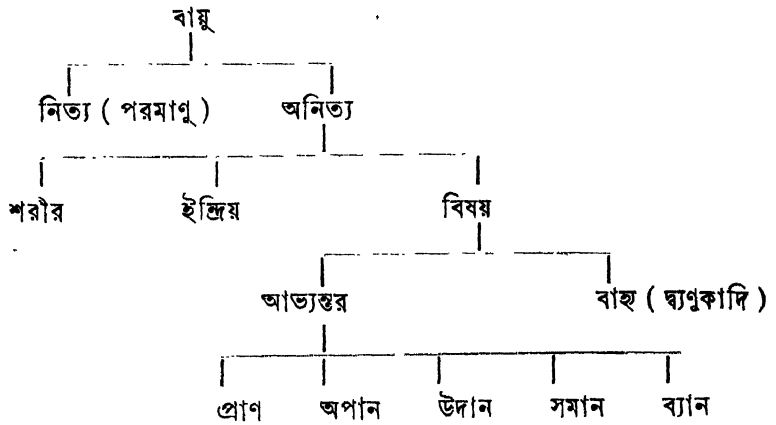
শরীর—শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে প্রেত, পিশাচ প্রভৃতির দেহ বায়বীয় অর্থাৎ ঐ সকল শরীরের উপাদান বায়ু; পৃথিবী, জল ইত্যাদি নিমিত্ত বা সহকারী।

ইন্দ্রিয়—চর্ম শরীরের আবরণ, ত্বক্ উহার নামান্তর। ত্বকের মধ্যে যে সূক্ষ্ম বায়বীয় অংশ অবস্থান করে উহা '**ত্বক্**'-ইন্দ্রিয়।

উদ্ভূত স্পর্শবিশিষ্ট দ্রব্য; ঐ প্রকার দ্রব্যের উদ্ভূত স্পর্শ, পৃথক্ত্ব, সংখ্যা, পরিমাণ, সংযোগ,

১ পিত্তং পঙ্গু কফঃ পঙ্গুঃ পঙ্গবো মলধাতবঃ। বায়ুনা যত্র নীয়ন্তে তত্র বর্ষন্তি মেঘবৎ ॥

২ অশীতির্বাতবিকারাঃ, চত্বারিংশৎ পিত্তবিকারাঃ, বিংশতিঃ কফবিকারাঃ। সুশ্রুতসংহিতা

বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, স্নেহ ও দ্রবত্ব—এই দশবিধ গুণ ; ক্রিয়া ; উক্ত দ্রব্যগত জাতিসকল এবং উল্লিখিত গুণসমূহে এবং ক্রিয়ায় অবস্থিত জাতি সমুদায় ও সমবায়—এই সকল ভাববস্তু ত্বক্-ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায়, এজন্য ইহারা ত্বগিন্দ্রিয়ের বিষয়।

উল্লিখিত বিষয়সমূহে ত্বগিন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ চক্ষুর সম্বন্ধের অনুরূপ অর্থাৎ বিষয়বস্তু দ্রব্য হইলে উহাতে ত্বগিন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ সংযোগ, দ্রব্যসমবেত (জাতি, গুণ বা ক্রিয়া) হইলে সংযুক্ত-সমবায় এবং দ্রব্যসমবেত-সমবেত হইলে সংযুক্ত-সমবেত-সমবায় ইত্যাদি।

বিষয়—শরীর ও ইন্দ্রিয় ব্যতীত যাবতীয় অনিত্য বায়ুকে বিষয়-বায়ু বলা হয়। বিষয়-বায়ুকে আভ্যন্তর ও বাহ্য এই দুই প্রকারে বিভক্ত করা যায়।

শরীরের অভ্যন্তরে ইন্দ্রিয় ব্যতীত আর একপ্রকার বায়ু আছে, যাহার অস্তিত্বে জীবন এবং অভাবে মৃত্যুর পরিজ্ঞান হয়[১] ; উহা আভ্যন্তর বিষয়-বায়ু। শরীরের বিভিন্ন অংশে অবস্থান এবং পৃথক্ প্রকার ক্রিয়া সম্পাদন করায় ইহাকে প্রাণ, অপান, উদান, সমান ও ব্যান—এইরূপ পঞ্চ প্রকারে বিভাগ করা হয়।

আভ্যন্তর বিষয়-বায়ু ভিন্ন দ্ব্যণুক হইতে মহাঝটিকা পর্যন্ত সকল বিষয়-বায়ু বাহ্য-শ্রেণীর অন্তর্গত।[২]

আকাশ

আকাশ পঞ্চম দ্রব্য। শব্দ আকাশের একমাত্র বিশেষগুণ এবং উহা কেবল শ্রবণ-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষযোগ্য। এজন্য আকাশ স্থূল নহে। মহত্ত্ব-পরিমাণ কম হইলে বস্তু 'সূক্ষ্ম' বলিয়া ব্যবহৃত হয়। এই প্রকার সূক্ষ্মকে প্রচলিত কথায় বলে 'সরু'। যথা—সূক্ষ্ম সুতা সরু সুতা ইত্যাদি। দর্শন শাস্ত্রে সূক্ষ্ম-শব্দের অর্থ অন্যরূপ। যাহা বহিরিন্দ্রিয়ের অগম্য, অনুমান কিংবা শাস্ত্রের সাহায্য ব্যতীত যাহার বিষয়ে ধারণা করা যায় না, দার্শনিকের নিকটে তাহাই সূক্ষ্ম। আকারের হ্রস্বতা এবং বৃহত্ত্ব এক্ষেত্রে অকিঞ্চিৎকর। তাই আকাশ পরম-মহৎ-পরিমাণ-বিশিষ্ট[৩] অর্থাৎ যাহা অপেক্ষা বড় পরিমাণের কল্পনা করা যায় না সেইরূপ বৃহৎপরিমাণ হইয়াও সূক্ষ্ম। যে রীতি অনুসারে স্পর্শের দ্বারা বায়ুর অনুমান প্রদর্শিত হইয়াছে, শব্দের দ্বারা আকাশের অনুমানে শাস্ত্রে সেই রীতিই অনুসৃত হইয়াছে।

১ উপনিষদে শরীরের মধ্যে আকাশ, বায়ু ইত্যাদির অপূর্ব অস্তিত্বের সংবাদ পাওয়া যায়। এই আকাশ দহর-আকাশ নামে এবং বায়ু বৈরম্ভ বা বৈরম্ভক নামে উল্লিখিত হইয়াছে। দিব্যাবদানে বলা হইয়াছে—শরীরের মধ্যে 'বৈরম্ভ' নামে এক মহাসমুদ্র বিদ্যমান। উহাতে উৎপন্ন প্রবল ঝটিকাবায়ুও বৈরম্ভ।

২ জ্যোতিঃশাস্ত্রে ও পুরাণে বাহ্য বিষয়-বায়ু 'প্রবহ' ইত্যাদি সাত প্রকারে বিভক্ত হইয়াছে।

৩ পরমমহত্ত্ব-পরিমাণ চতুর্থ অধ্যায়ে পরিমাণনিরূপণে দ্রষ্টব্য।

এই সূক্ষ্ম দ্রব্যের পরিচয় দিতে হইলে তটস্থভাব অবলম্বন ব্যতীত অন্য উপায় নাই। শাস্ত্রে নানাস্থানে অবকাশ-শব্দের দ্বারা আকাশের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। ঐজন্য উপাধির সাহায্যও গৃহীত হইয়া থাকে। জলপূর্ণ কলসী হইতে সমুদায় জল ফেলিয়া দিলে উহার অভ্যন্তর এক বিলক্ষণ আকারে অনুভূত হইয়া থাকে। তখন কলসী হয় শূন্য। কলসীর এই মধ্যবর্তী অবকাশই আকাশ। তবে এই শূন্যতা বা অবকাশ কলসী অর্থাৎ ঘটের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন বা পরিচিত বলিয়া উহা ঘটাকাশ নামে ব্যবহৃত হয়, আর পরিচ্ছেদক অর্থাৎ পরিচায়ক বলিয়া ঘট হয় উহার উপাধি। ঘটটি ভাঙ্গিয়া ফেলিলে তখন আর উহাকে ঘটাকাশ বলিবার হেতু থাকে না। তখন ইহা নিরুপাধি, কেবল—আকাশ বা মহাকাশ।

লক্ষণ। যাহা শব্দের সমবায়ি-কারণ অর্থাৎ যাহাতে শব্দ সমবায়-সম্বন্ধে থাকে তাহা **আকাশ**।

লক্ষ্য ও সমন্বয়। সুগম।

আকাশে শব্দ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ এবং বিভাগ—এই ছয় প্রকার গুণ, সত্তা ও দ্রব্যত্ব এই দুইটি জাতি এবং একটিমাত্র বিশেষ এই কয়টি ভাবের সমাবেশ হয়[১]।

আকাশ নিত্য এবং একমাত্র দ্রব্য[২]। ইহা কোনও শরীরের উপাদান নহে। এজন্য সজাতীয় ভেদ না থাকায় ইহার স্বাভাবিক কোন বিভাগ করা যায় না। ইহা সর্বব্যাপী অর্থাৎ দিক্, কাল ও আত্মা ব্যতীত[৩] অন্য পঞ্চবিধ দ্রব্যের প্রত্যেকটির সহিত সংযুক্ত বলিয়া উহারা প্রত্যেকেই আকাশের উপাধি হইতে পারে। তাহাতে ইহার ঔপাধিক বিভাগ হয় অগণনীয়। যেমন—ঘটাকাশ, পটাকাশ ইত্যাদি। এই সকল ঔপাধিক ভেদের মধ্যে একটি মাত্র ভেদ গ্রহণ করিয়া 'ইন্দ্রিয়' নামে আকাশের একটি বিভাগ শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। এই উপাধি কর্ণশষ্কুলী।

কর্ণশষ্কুলী দ্বারা পরিচ্ছিন্ন আকাশ কর্ণ ইন্দ্রিয়[৪]। কর্ণেন্দ্রিয় 'শ্রবণ' ও 'শ্রোত্র' এই দুই নামেও প্রসিদ্ধ।

---

১ আকাশে কোন ক্রিয়া হয় না। পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানে ঈথার (Ether) নামে একটি বস্তু কল্পিত হইয়াছে। উহার তরঙ্গ আছে। তরঙ্গ ক্রিয়াসাপেক্ষ। অতএব ঈথার আকাশ হইতে ভিন্ন বস্তু। আকাশ একমাত্র দ্রব্য, এজন্য আকাশত্ব জাতি নহে। বেদান্তপরিভাষায় উক্ত হইয়াছে—"কর্ণেন্দ্রিয় বহির্গত হইয়া শব্দের সহিত সম্বন্ধ লাভ করে"। অতএব এই মতে স্থলবিশেষে আকাশের ক্রিয়া স্বীকার্য।

২ 'তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ' ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে আকাশের উৎপত্তি বেদান্তসম্মত।

৩ বিভু অর্থাৎ পরমমহৎপরিমাণবিশিষ্ট দ্রব্যের সহিত অন্য বিভু-দ্রব্যের সংযোগ নৈয়ায়িক সম্প্রদায়-বিশেষের সম্মত নহে, এজন্য "দিক্, কাল এবং আত্মা ব্যতীত" বলা হইল।

৪ ঈশ্বরই শব্দের সমবায়িকারণ এবং কর্ণশষ্কুলীকে উপাধি স্বীকার করিয়া তদ্দ্বারা পরিচ্ছিন্ন 'ঈশ্বর'কেই কর্ণেন্দ্রিয় বলা যাইতে পারে। তাহা হইলে আকাশ নামে একটি পৃথক্ দ্রব্যের কল্পনা করিতে হয় না। দীধিতিকার রঘুনাথ শিরোমণি এই মতের সমর্থক। ঐরূপ উপাধিবিশিষ্ট জীবাত্মাই কর্ণেন্দ্রিয় এইরূপ আলোচনাও শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়।

শব্দ এবং শব্দগত জাতিসমূহ কর্ণেন্দ্রিয়ের বিষয় এবং ঐ দুই পদার্থে যথাক্রমে কর্ণের সম্বন্ধ সমবায় ও সমবেত-সমবায়[১]।

কাল

কাল ষষ্ঠ দ্রব্য। ইহা আকাশের ন্যায় নিত্য, সর্বব্যাপী ও সূক্ষ্ম। শীঘ্র, বিলম্ব, যুগপৎ অর্থাৎ এককালীন (সমসাময়িক, contemporary) দিন, রাত্রি প্রভৃতি ব্যবহার সম্পাদনের জন্য 'কাল' নামক দ্রব্য অনুমিত হয়[২]। ইহা জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ (বয়সে বড় ও ছোট) ব্যবহারের অসাধারণ উপায়। ইহাকে উৎপন্ন যাবতীয় পদার্থেরই কারণ বলা হইয়াছে। ইহা সকল পদার্থেরই আশ্রয় বা আধার।

লক্ষণ। যাহা বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্য বা ভবিষ্যৎ এই প্রকার ব্যবহারের কারণ, তাহা **কাল**।

লক্ষ্য। কাল একমাত্র বস্তু এবং অতীন্দ্রিয়। অতএব অশ্ব, মহিষ প্রভৃতি জীবজাতির এক একটি মাত্র প্রাণীকে কোনও রূপে পরিচিত করিতে পারিলে যেমন ঐ জাতীয় সমস্তগুলির পরিচয় সহজে দেওয়া যায়, সেই প্রকারে কালের পরিচয় দিতে পারা যায় না। আকাশে শব্দের ন্যায় কালে কোন প্রত্যক্ষযোগ্য গুণও বিদ্যমান নহে, যাহার দ্বারা আকাশের দৃষ্টান্তে কালের পরিচয় দেওয়া সম্ভব। সত্য বটে, কালের অনেক উপাধি আছে, যাহার দ্বারা দিন, রাত্রি, ভূত, ভবিষ্যৎ ইত্যাদি প্রকারে কালের ব্যবহার জনসাধারণে প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু উহাদিগের দ্বারা কাল অনিত্য এবং নানাবিধ এইরূপ ধারণাই সহজে উপস্থিত হয়। ফলে, কাল একমাত্র ও অতীন্দ্রিয় এই সিদ্ধান্তে ব্যঘাত হয়। অতএব উপাধির সাহায্যেও কালের স্বরূপ যথাযথ বুঝিতে পারা যায় না।

একটি দৃষ্টান্তের সাহায্য লইলে বিষয়টি কিঞ্চিৎ সুগম হইতে পারে। মনুষ্য অগণনীয় কিন্তু প্রত্যেক মনুষ্যকে লক্ষ্য করিয়াই 'মনুষ্য', এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে। এই ব্যবহার উপপাদনের জন্য যেমন 'মনুষ্যত্ব' নামে একটি অখণ্ড ধর্ম বা জাতি স্বীকৃত হয়, তদ্রূপ বর্তমান, অতীত এবং ভবিষ্যৎ এই তিনটিতেই 'কাল' এইরূপে ব্যবহার হওয়ায় 'কালত্ব' নামে অখণ্ড ধর্ম স্বীকার্য। উহা তিনে থাকিয়াও স্বয়ং এক এবং উহার আশ্রয় বা ধর্মী-বস্তুটি যদি এক হইলেও উহার

১ কর্ণেন্দ্রিয় আকাশবিশেষ, শব্দ উহাতে সমবায় সম্বন্ধে অবস্থিত। সুতরাং শব্দে কর্ণের সম্বন্ধ সমবায়। শব্দগত জাতি—শব্দত্ব, ধ্বনিত্ব, বর্ণত্ব, কত্ব, খত্ব ইত্যাদি, সমবায়-সম্বন্ধে শব্দে অবস্থিত। অতএব ঐ সকলে কর্ণের সম্বন্ধ সমবেত-সমবায়। কুমারিল ভট্টের মতে শব্দ বিভু-দ্রব্যবিশেষ, সুতরাং কর্ণের সহিত উহার সম্বন্ধ সংযোগ। এই মতে সমবায় স্বীকৃত হয় নাই কিন্তু ঐ স্থানে তাদাত্ম্য নামে এক সম্বন্ধ স্বীকৃত হইয়াছে। অতএব এই মতে সর্বত্র সমবায় স্থলে তাদাত্ম্য বলিতে হইবে।

২ বৈশেষিক সূত্র ২।২।৬।

দ্বারা নির্বাহযোগ্য সকল ব্যবহার সম্পন্ন করা যায়, তাহা হইলে উহাকে নানা স্বীকার করা নিষ্প্রয়োজন, প্রত্যুত গৌরব-দোষগ্রস্ত। কালের একমাত্র-দ্রব্যত্ব উক্ত প্রকারে সিদ্ধ হয় বটে কিন্তু উহার সকল ব্যবহারেই উহার উপাধি অবলম্বন। ঐ উপাধির স্বরূপ ক্রিয়াবিশেষ। মতবিশেষে উৎপন্ন দ্রব্য এবং গুণ-পদার্থও কালের উপাধি হইয়া থাকে। এজন্য স্থূলভাবে বলা যায় যে, ক্রিয়াবিশেষ, মতান্তরে উৎপন্ন দ্রব্য এবং গুণও কাল-লক্ষণের লক্ষ্য। বস্তুতঃ উহার যাহা উপাধি তাহাই যথার্থ লক্ষ্য।

সমন্বয়। অতীতত্ব ও ভবিষ্যত্ব কোন বস্তুর স্থির ধর্ম নহে। বর্তমান কোনও বস্তুকে কেন্দ্র করিয়াই অতীত ও ভবিষ্যের জ্ঞান হইয়া থাকে। আজ বুধবার, ১৩৪৭ সালের ১লা জ্যৈষ্ঠ, —বর্তমান। গত রাত্রিতে অর্থাৎ ৩১শে বৈশাখ মঙ্গলবার ইহাই ছিল ভবিষ্যৎ, আজিকার রাত্রি প্রভাত হইবার পরে অর্থাৎ ২রা জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার ইহাই হইবে অতীত। অতএব দেখা যাইতেছে—এই বুধবারের সৌরক্রিয়াই মুখ্যভাবে উল্লিখিত ব্যবহার সম্পন্ন করাইতেছে। এখন প্রশ্ন হইতেছে সূর্যক্রিয়ার ঐরূপ ব্যবহার সম্পাদনে সামর্থ্য আসিল কিরূপে ? নৈয়ায়িক উত্তরে বলিবেন— কালের সম্বন্ধবশতঃ অর্থাৎ সূর্যের ক্রিয়া কালের উপাধি[১], এই কারণেই উহার দ্বারা ঐ সমস্ত ব্যবহার সম্ভবপর হয়। সৈন্যেরা সম্মুখযুদ্ধে জয় করে সত্য কিন্তু তদ্দ্বারা পশ্চাদ্বর্তী রাজশক্তিকে অস্বীকার করিতে পারা যায় না। প্রকৃতস্থলে সূর্যের ক্রিয়া দিন-রাত্রি ঘটাইতেছে বটে কিন্তু উহার সামর্থ্য যোগাইতেছে কাল।

কালে সংখ্যা, পরিমাণ পৃথক্ত্ব, সংযোগ ও বিভাগ এই পঞ্চবিধ গুণ, ক্রিয়া ; সত্তা ও দ্রব্যত্ব এই দুইটি জাতি এবং একটিমাত্র বিশেষ—এই কয়টি ভাবপদার্থের সমাবেশ হয়।

একমাত্র দ্রব্য হওয়ায় শুদ্ধ অর্থাৎ নিরুপাধি কালের কোন বিভাগ সম্ভবপর হয় না। ইহার ঔপাধিক ভেদ অনেক, দেশভেদে তাহাও বিভিন্ন। পুরাণাদি শাস্ত্রে ক্ষণ, লব, নিমেষ, কলা, বিপল, পল ইত্যাদি, পাশ্চাত্যদেশে সেকেণ্ড, মিনিট ইত্যাদি ঔপাধিক সূক্ষ্ম কাল।

দিক্

দিক্ সপ্তম দ্রব্য। কালের ন্যায় ইহাও একটিমাত্র, নিত্য, সর্বব্যাপী এবং সূক্ষ্ম দ্রব্য। পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, দূর ও নিকট ইত্যাদি ব্যবহার এই সপ্তম দ্রব্যের অস্তিত্ব বশেই সম্পন্ন হয়।

লক্ষণ। যাহা পূর্ব, পশ্চিম, দূর, নিকট ইত্যাদি ব্যবহারে হেতু, তাহা **দিক্**।

লক্ষ্য। অতীন্দ্রিয় এবং একমাত্র দ্রব্য এজন্য কালের ন্যায় দিক্ সম্বন্ধেও কোনও স্পষ্ট ধারণা করা কঠিন। ব্যবহারে যে সকল ক্ষেত্রে—পূর্বদিক্ পশ্চিম দিক্—ইত্যাদি প্রকারে,

---

১ সূর্যের ক্রিয়া সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের উপাধি হইলেও ভূত, ভবিষ্যৎ ইত্যাদি ব্যবহার সম্পন্ন হইতে পারে। অতএব শিরোমণিমতে ঈশ্বর হইতে পৃথক্ 'কাল' নামে কোন দ্রব্যে প্রমাণ নাই।

দিকের পরিচয় পাওয়া যায়, দিকের উপাধিবিশেষই ঐরূপ ব্যবহারে প্রধানতঃ আলম্বন। উহার দ্বারা বিশুদ্ধ দিক্ পদার্থের স্বরূপ বুঝা যায় না। রাত্রি দিন ইত্যাদি ঔপাধিক কাল যেমন সৌরক্রিয়া-সাপেক্ষ তদ্রূপ পূর্ব, পশ্চিম ইত্যাদি ঔপাধিক দিক্ও সূর্যের উদয়, অস্ত ইত্যাদির সাহায্যেই নির্ধারিত হইয়া থাকে। নানাপ্রকার বিচারে প্রচুর সাদৃশ্য পরিদৃষ্ট হইলেও বিশুদ্ধ দিক্ ও কালের পরস্পর পার্থক্য অস্বীকার করা যায় না। কারণ, কাল-কৃত পরত্ব ও অপরত্ব হইতে দিক্-কৃত পরত্ব এবং অপরত্বের বিশেষ বৈলক্ষণ্য আছে[১]।

বিশেষতঃ ঔপাধিক কাল—যাহা অতীত, কোনও সময়ে তাহা বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ বলিয়া গণ্য হইত, এবং যাহা আজ বর্তমান, আগামী কাল তাহা হইবে অতীত এবং গতকল্য ছিল ভবিষ্যৎ, এইরূপে ভবিষ্যৎ-কাল ও সময়ানুসারে বর্তমান কিম্বা অতীত বলিয়া গণনা-যোগ্য ; এজন্য উহারা সঙ্কীর্ণ অর্থাৎ পরস্পর মিশ্রভাবাপন্ন কিন্তু ঔপাধিক দিক্ তদ্রূপ নহে। যে দেশে যখনই অবস্থিতি হউক না কেন, প্রাতঃকালে যেদিকে সূর্য দেখা যাইবে তাহা পূর্বদিকই হইবে, পশ্চিম বা উত্তর দিক্ হইবে না। কার্যের এই বৈলক্ষণ্য উহাদিগের কারণেরও পরস্পর বিভিন্নতাই সূচনা করে। অতএব, পূর্বে উল্লিখিত ছয় দ্রব্য এবং যে দুই দ্রব্য বিষয়ে পরে বলা হইবে এই সমস্ত হইতে অন্যপ্রকার দ্রব্য—এইভাবে লক্ষ্য দিক্-পদার্থ বুঝিতে হইবে।

সমন্বয়। উদয়কালীন সূর্য-সংযুক্ত দিক্‌কেই পূর্বদিক্ বলে। 'দিক্'নামে কোনও বস্তু অস্বীকার করিলে কোন্ পদার্থের সহিত সৌর-সংযোগ উক্ত ব্যবহার সম্পাদন করিবে ? অতএব সৌর-সংযোগবিশিষ্ট দিক্ই পূর্বোক্ত ব্যবহারে কারণ হওয়ায় লক্ষ্যে লক্ষণ সমন্বিত হইল।[২]

সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ ও বিভাগ এই পঞ্চবিধ গুণ, সত্তা ও দ্রব্যত্ব এই দুইটি জাতি এবং একটি মাত্র বিশেষ এই কয়টি ভাবপদার্থ দিক্-পদার্থে অবস্থান করে।

দিকের স্বাভাবিক কোনও বিভাগ সম্ভব হয় না। ইহার ঔপাধিক বিভাগ মুখ্যতঃ চতুর্বিধ—পূর্ব, পশ্চিম দক্ষিণ ও উত্তর।

দিকের এই কল্পিত ভেদ হইতে দিক্-কোণেরও কল্পনা হইয়াছে। উহাদের নাম বিদিক্, উহা ও চারিপ্রকার। ঊর্ধ্ব এবং অধঃ নামে দিকের আরও দুইটি বিভাগ শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। এইভাবে ঔপাধিক দিক্ দশ প্রকার হইয়াছে[৩]। পূর্ব দিক্ এবং পূর্ব-দক্ষিণ কোণ ইত্যাদি ক্রমে ইহাদিগের অধিষ্ঠাত্রীদেবতার নামানুসারে ইহাদের নাম হইয়াছে—ঐন্দ্রী, আগ্নেয়ী, যাম্যা, নৈঋর্তী, বারুণী, বায়ব্যা, কৌবেরী, ঐশানী, ব্রাহ্মী এবং নাগী।

১ চতুর্থ অধ্যায়ে পরত্ব ও অপরত্ব নিরূপণ দ্রষ্টব্য।

২ একই দিক্-বস্তুদ্বারা পূর্ব, পশ্চিম ইত্যাদি বিরুদ্ধ নানা ব্যবহার কিরূপে সম্ভব হয় তাহা বৈশেষিক দর্শনে এবং ন্যায়বার্তিক-তাৎপর্য টীকায় দ্রষ্টব্য।

৩ সপ্তপদার্থীতে 'রৌদ্রী' নামে একাদশী দিক্ উল্লিখিত হইয়াছে। উহার লক্ষ্য কি তাহা চিন্তনীয়।

মন

মন অষ্টম দ্রব্য। ইহা প্রলয়কালীন পার্থিব পরমাণুর[১] ন্যায় নিত্য, নিরবয়ব, ক্ষুদ্রতম পরিমাণ বিশিষ্ট ও সর্ববিধ বিশেষগুণ শূন্য[২]। অতএব ইহাও সূক্ষ্ম।

একই ক্ষণে কাহারও বিজাতীয় একাধিক জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। প্রখর রৌদ্রের মধ্যে দাঁড়াইয়া একাগ্রমনে কোন ঘটনা দেখিতেছি। যতক্ষণ পর্যন্ত এই চাক্ষুষজ্ঞান অর্থাৎ দর্শন-কার্য চলিতেছে ততক্ষণ সৌর কিরণের প্রচণ্ড উষ্ণতা অনুভূত হয় না, দর্শন সমাপ্তির পরেই অনুভব হইয়া থাকে—উঃ কি গরম, মাথা ফাটিয়া যাইতেছে। এই উষ্ণতার অনুভব—ত্বাচ-প্রত্যক্ষ। ইহার কারণ—সৌর কিরণ সংযোগ। উহা পূর্বোক্ত চাক্ষুষ-জ্ঞান কালেও ছিল, তথাপি তখন ত্বাচ-প্রত্যক্ষ হয় নাই। কারণ রহিয়াছে তথাপি কার্য কেন হয় নাই? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতে হইবে—যদি পূর্ব নির্দিষ্ট কারণ সকল মিলিত হইলেও কোন কার্য উৎপন্ন না হয় তবে ঐরূপ কার্যের প্রতি অপর কোন বস্তুকে কারণ বলিয়া স্বীকার করা আবশ্যক। পূর্ব স্বীকৃত কোন পদার্থের দ্বারা যদি ঐ সমস্যার মীমাংসা না হয় তবে কেবল ঐজন্যই নূতন পদার্থও কল্পনা করিতে হয়। এরূপক্ষেত্রে ইহাই নিয়ম। প্রকৃত স্থলে বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের পরস্পর সম্বন্ধ ব্যতীত জ্ঞানের আরও এমন একটি কারণ আছে যাহা যখন যে-ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হয় তখন সেই ইন্দ্রিয়ই জ্ঞানোৎপত্তিরূপ স্বীয় কার্যে সমর্থ হয়, নতুবা হয় না, তখন অন্য ইন্দ্রিয়গুলি উহার অভাবে অসমর্থ থাকে। সুতরাং এই কারণ-বস্তুটি এমন হওয়া আবশ্যক যাহাতে একই ক্ষণে একাধিক ইন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইতে না পারে। এজন্য পরমাণু-পরিমাণবিশিষ্ট কোন দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে এবং উহাকে জ্ঞানের কারণ বলিয়া মানিতে হইবে। ঐ দ্রব্যই মন। সুতরাং সিদ্ধ হইল যে, দর্শনকালে মন চক্ষুর সহিত মিলিত ছিল তাই তখন চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষ হইয়াছিল এবং মস্তক পৃষ্ঠ প্রভৃতি স্থানে রৌদ্র লাগিলেও ঐস্থানে মন না থাকায় স্পর্শানুভব (ত্বাচ-প্রত্যক্ষ) হয় নাই[৩]।

মন অত্যন্ত বেগশালী। বোধ হয় বেগবিষয়ে কিছুই ইহার সমকক্ষ নহে। এজন্য ইহা এত শীঘ্র শরীরের সর্বত্র যাতায়াত করিতে পারে যে চক্ষু হইতে পদতল পর্যন্ত আসিবার বিলম্বও বুঝা যায় না। ফলে দর্শনকালের উক্ত একাগ্রতার মধ্যেই যদি পায়ে কাঁটা

১ জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় পরমাণুর রস, রূপ ও স্পর্শ নিত্য। অন্য সময়ে পার্থিব পরমাণুতে গন্ধ প্রভৃতি বিশেষগুণ বিদ্যমান থাকে কিন্তু উৎপত্তিযোগ্য ভাব-পদার্থ হওয়ায় প্রলয় কালে উহারা বিনষ্ট হয়, সুতরাং তখনই মন উহার সহিত তুলনাযোগ্য।

২ 'এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ' এই শ্রুতিতে বলা হইয়াছে মন উৎপন্নবস্তু।

৩ 'অন্যত্রমনা অভূবং নাদর্শম্ অন্যত্রমনা অভূবং নাশ্রৌষমিতি, মনসা হ্যেব পশ্যতি—ইত্যাদি বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ১।৫।৩। কেহ কেহ জ্ঞানদ্বয়ের যৌগপদ্য স্বীকার করিয়াছেন।

কিংবা সূচি বিদ্ধ হয় মন তৎক্ষণাৎ চক্ষু হইতে ঐস্থানে আসিয়া সূচির স্পর্শ এবং তজ্জনিত দুঃখ অনুভব করাইয়া দেয়।

এই প্রকারে অনুমান দ্বারা পরমাণু স্বরূপ[১] মন স্বীকারের ফলে জ্ঞানদ্বয়ের যৌগপদ্য নিবারিত হইয়াছে এবং অত্যধিক বেগ বশতঃ উহা দ্রুতগতিশালী হওয়ায় একবিধ জ্ঞানের অব্যবহিত পরক্ষণে অন্যবিধ জ্ঞানের উৎপত্তির বিলম্ব লক্ষ্য করা যায় না।

লক্ষণ। যাহা স্পর্শবান্ নহে অথচ ক্রিয়াবান্ তাহাই **মন**। (অস্পর্শবত্বে সতি ক্রিয়াবত্বং মনস্তং)

লক্ষ্য। সুগম। মন প্রত্যেক শরীরে একটি মাত্র[২]। জীবজাতির শরীর অসংখ্যেয় এজন্য মনের সংখ্যা ও গণনা বহির্ভূত। সকল মনই একপ্রকার অর্থাৎ কোন একটি মনেও অন্য মন অপেক্ষা বৈচিত্র্য নাই। এজন্য শাস্ত্রে ইহার বিভাগও দৃষ্ট হয় না।

সমন্বয়। মন সর্বদাই ক্রিয়াশীল, উহাতে কোনরূপ স্পর্শও থাকে না। অতএব লক্ষ্যে লক্ষণ সমন্বিত হইল। পার্থিব পরমাণু ক্রিয়াশীল। প্রলয়কালে উহাতে স্পর্শ না থাকিলেও সময় বিশেষে উহা স্পর্শবান্। যাহা স্পর্শবান্ তাহাকে স্পর্শবান্ হইতে ভিন্ন বলা যায় না।[৩] অতএব পার্থিব পরমাণুতে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয় নাই।

সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, (দিক্-কৃত) পরত্ব ও অপরত্ব এবং সংস্কার এই আট প্রকার গুণ, ক্রিয়া, সত্তা, দ্রব্যত্ব ও মনস্ত্ব—এই তিনটি জাতি, প্রত্যেকতঃ ১টী বিশেষ—মনে এই সমস্ত ভাবপদার্থের সমাবেশ হয়।

কায়ব্যূহ শাস্ত্রসম্মত। মনের নিত্যত্ব মানিলে এই কায়ব্যূহ সিদ্ধান্তের ব্যাঘাত হয়। জীবের এমন কতকগুলি ধর্ম ও অধর্ম থাকে যাহার ফলভোগ অবশ্যম্ভাবী। শাস্ত্রে উহার নাম প্রারব্ধ কর্ম, উহার বিনাশ কেবলমাত্র ভোগের দ্বারাই সম্ভব। যোগবলে ধর্ম ও অধর্মের প্রত্যক্ষ সম্ভব হয়। যাঁহারা ধর্ম ও অধর্ম প্রত্যক্ষ করেন তাঁহারা 'ঋষি' পদবাচ্য। প্রারব্ধ কর্ম প্রচুর হইলে ভোগের দ্বারা ঐগুলিকে বিনাশ করিতে বহুবার জন্মগ্রহণ করা আবশ্যক হয়। আত্মজ্ঞানসম্পন্ন যে সকল ঋষি মুক্তিলাভে ঐ প্রকার বহু জন্ম-

১ কুমারিল ভট্ট ও গুরু প্রভাকরের মতে মন বিভু-সর্বব্যাপী। মানমেয়োদয়, প্রমাণপরিচ্ছেদ ৪ পৃঃ। পাতঞ্জল সূত্রে কৈবল্যপাদের দশম সূত্রীয় ব্যাসভাষ্যে মনো বিভু স্বীকৃত হইয়াছে। কোন মতে মন শরীরপরিমাণ।

২ প্রত্যেক শরীরে একাধিক মনের অস্তিত্বের কথা ন্যায়সূত্রের ৩য় অধ্যায়ে মনঃপরীক্ষা প্রসঙ্গে আলোচিত হইয়াছে।

৩ অন্যোন্যাভাব ব্যাপ্যবৃত্তি এই মতই সমধিক প্রচলিত। তদনুসারে যাহা একবার স্পর্শবান্ হইয়াছে তাহাকে কখনও 'স্পর্শবান্ নহে' এরূপ বলা যায় না।

গ্রহণজনিত বিলম্ব সহ্য করিতে না চাহেন তাঁহারা যোগবলে বহুবিধ শরীর সৃষ্টি দ্বারা এক সময়েই কর্মানুসারে সমুদায় ভোগ সম্পন্ন করিয়া প্রারব্ধের ক্ষয় করেন। এককালে এইরূপ বহু শরীর সৃষ্টিকেই কায়ব্যূহ বলে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, যুগপৎ ভোগের জন্য বহু শরীর সৃষ্টি সম্ভব কিন্তু কেবল শরীরের দ্বারাই ভোগ নির্বাহ হয় না এইজন্য প্রত্যেক শরীরে মনও প্রয়োজনীয়। মন নিত্য, সুতরাং সৃষ্টির দ্বারা তাহার সংখ্যা বৃদ্ধি সম্ভব নহে। সুতরাং কায়ব্যূহমতে প্রত্যেক শরীরের জন্য মন সুলভ হইবে কিরূপে? ইহার উত্তরে বলা হয়—অনাদি সংসারে অনেক জীব মুক্তি লাভ করিয়াছেন। শরীর না থাকায় তাহাদের মন ইতস্ততঃ ঘুরিতেছে। মুমুক্ষুগণ সৃষ্ট শরীরসমূহে যোগবলেই ঐ সকল মন আবিষ্ট করিয়া যথানিয়মেই ভোগ নির্বাহ করিতে পারেন[১]। অতএব কায়ব্যূহ সিদ্ধান্ত মনের নিত্যতার বিরোধী নহে।

আত্মা

আত্মা নবম দ্রব্য[২]। ইহা আকাশের ন্যায় সূক্ষ্ম। আকাশ সূক্ষ্ম কিন্তু তাহার বিশেষ গুণ (শব্দ) বহিরিন্দ্রয়ের (কর্ণের) দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায়, আত্মার নানাবিধ বিশেষগুণ আছে কিন্তু উহাদিগের একটিও কোন বহিরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করা যায় না। এই দৃষ্টিতে আত্মা আকাশ হইতে সূক্ষ্মতর।

অনেক শ্রুতিবাক্যে পাওয়া যায়—আত্ম-স্বরূপ দুর্জ্ঞেয়। বিভিন্ন সাম্প্রদায়িকেরা প্রায় সকলেই এই বিষয়ে স্ব স্ব সিদ্ধান্ত সমর্থনের জন্য স্বীয় অনুভব ও যুক্তি দেখাইয়াছেন। এমন কি, যাহারা বেদবাক্যের প্রামাণ্য স্বীকার করেন না তাঁহারাও স্ব-সিদ্ধান্তে শ্রুতিবাক্যের সমর্থন দেখাইয়া বেদপ্রামাণ্যবাদীদিগকে নিজ পক্ষে আনিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

কেহ কেহ আত্মার পরিচয় দিতে অনুভব, যুক্তি ও শ্রুতিবাক্য এই তিনটির সম্মিলিত-ভাবে সাহায্য লইয়াছেন। ফলে অন্যবস্তু হইতে সূক্ষ্মতা হিসাবে ইহার বৈলক্ষণ্যই পরিস্ফুট হইয়াছে।

এইস্থানে 'অনুভব' শব্দের অর্থ—'অহং' প্রত্যয়। যে বস্তুকে অবলম্বন করিয়া 'অহং' এইরূপ শব্দপ্রয়োগ হয় অর্থাৎ লোক যাহাকে 'আমি' বলিয়া বুঝে তাহাই আত্মা। ইহাই হইতেছে অনুভব দ্বারা আত্ম-পরিচয়।

কেবলমাত্র অহংপ্রত্যয় হইতে নিঃসংশয়ে আত্মার স্বরূপ বুঝা যায় না। কারণ,

---

১ ন্যায়দর্শন, ৩।২।৩৩ সূত্রে ন্যায় বার্ত্তিক তাৎপর্য-টীকা।

২ আত্মনিরূপণের অন্য প্রধান উদ্দেশ্য নবম দ্রব্যের অস্তিত্ব জ্ঞাপন। কেবল জীবাত্মার স্বরূপ নির্দ্ধারণেও ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। ঈশ্বরতত্ত্ব জীবাত্মা হইতে অধিকতর দুর্জ্ঞেয়। এজন্য উহা অবশ্য বক্তব্য হইলেও প্রথমতঃ কেবল জীবাত্মার পক্ষেই যুক্তি-তর্ক আলোচিত হইল।

'অহং' শব্দ নির্দিষ্টরূপে কোনও একটিমাত্র বস্তুকে বুঝায় না। আমি মানুষ, আমি স্থূল আমি কৃশ ইত্যাদি ব্যবহারে 'অহং'শব্দের অর্থ স্থূলশরীর। আমি অন্ধ, আমি বধির ইত্যাদি স্থলে উহার আলম্বন চক্ষু ও কর্ণ। আমি ভীত, আমি লজ্জিত এইস্থানে 'আমি'র অর্থ মন [১]। অতএব ঐ উদ্দেশ্যে যুক্তিরও সাহায্য লইতে হইবে।

এই যুক্তি দ্বিবিধ—নিরতিশয় প্রিয়ত্ব[২] ও জ্ঞান। নিরতিশয় প্রিয়ত্ব—যে বস্তু অন্য সকলের তুলনায় যাহার নিকটে অধিকপ্রিয় তাহার মতে উহাই আত্মা অর্থাৎ ধরিয়া লইতে হইবে যে, নিজের আত্মা বলিয়াই ঐ ব্যক্তি সেই বস্তুকে সর্বাপেক্ষা বেশী ভালবাসে।

বিমলা পুত্রকে ভালবাসিত। পুত্রটি মারা গেল। পুত্রশোকে বিমলা আহার ত্যাগ করিল। তারপরে একদিন ছাদ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া জীবনের অবসান ঘটাইল।

সাধারণতঃ সকলেরই নিজের প্রাণ সমধিক প্রিয়। এজন্য ইহাদিগকে প্রাণাত্মবাদী বলা যায়। নিজের প্রাণ রক্ষার চেষ্টা না করায় বুঝা যাইতেছে পুত্র বিমলার প্রাণ হইতেও বেশী প্রিয় ছিল। সে মনে করিত পুত্র মরিয়াছে অর্থাৎ তাহার আত্মাই মরিয়াছে, সে নিজেই নাই। এরূপ অবস্থায় তাহার প্রাণ রক্ষা করিবে কে? আর সে নিজেই বা কেন রক্ষা করিবে? অতএব বুঝা গেল—বিমলা পুত্রাত্মবাদী।

এই যুক্তিও আত্মা কি তাহা নির্দ্ধারণ করিতে পারে না। কারণ, কোন্ বস্তু কাহার সর্বাপেক্ষা প্রিয় প্রথমতঃ তাহা স্থির করাই কঠিন। কথঞ্চিৎ স্থির হইলেও প্রত্যেক প্রাণীর পক্ষে একই বস্তু নিরতিশয় প্রিয় হইবে ইহা কখনই সম্ভব নহে। কাল বিশেষে এই প্রীতির ব্যতিক্রমও ঘটে। আজ যাহা সর্বাপেক্ষা প্রিয় কালক্রমে অন্য কিছু তাহার স্থান অধিকার করে ইহা সচরাচর দেখা যায়। অথচ প্রত্যেক প্রাণীর আত্মা বিভিন্ন জাতীয় বস্তু ইহা বলাও দুঃসাহস। সকলের পক্ষে যথার্থ আত্মা একজাতীয় ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। অতএব অন্য যুক্তির ও অনুসন্ধান প্রয়োজন।

নিরতিশয়প্রিয়ত্ব-ধর্মের ন্যায় জ্ঞানও আত্মার পরিচয়ে সাহায্য করে। বোধ, বুদ্ধি, জ্ঞান, উপলব্ধি, চেতনা ও চৈতন্য ইহারা পর্যায় শব্দ অর্থাৎ একই বস্তুর বিভিন্ন সংজ্ঞা মাত্র। ইহাদিগের মধ্যে অন্ততঃ একটি শব্দের অর্থ বিষয়ে কিছু স্থূল ধারণা সকলের পক্ষেই থাকা সম্ভব। ইহা অপেক্ষা জ্ঞানের সহজ পরিচয় দিবার মত আর কিছুর সন্ধান পাওয়া যায় নাই। এই বোধ বা জ্ঞান যাহার ধর্ম তাহাই আত্মা।

জ্ঞান—এই তৃতীয় পরিচায়ক বস্তুর কিছু অসাধারণ্য আছে। কোনও বস্তু যদি উক্ত প্রকার অনুভব অথবা প্রিয়ত্ব-ধর্মের কিংবা সম্মিলিত অনুভব ও প্রিয়ত্বের বলে আত্মত্বের দাবী করিয়া বসে এবং ঐরূপ অবস্থায় যদি কেহ 'প্রমাণ দিতে পারে যে, উহা চেতন নহে

---

১ অধ্যাসভাষ্যের ভামতী দ্রষ্টব্য। 'কামঃ সংকল্পো বিচিকৎসা' ইত্যাদি বৃহদারণ্যকশ্রুতিবাক্যে লজ্জা ভয় ইত্যাদি মনের ধর্ম বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। ন্যায়মতে যদি উহারা জ্ঞানবিশেষ হয় তবে সিদ্ধান্তানুযায়ী আত্মার ধর্ম।

২ তৎপ্রেমাত্মার্থমন্যত্র নৈবমন্যার্থমাত্মনি। অতস্তৎপরমং তেন পরমানন্দতাত্মনঃ॥ পঞ্চদশী ১। ৮ শ্লোক।

তাহা হইলে সেই বস্তুর আত্মত্বের দাবী কোন দার্শনিক মানিয়া লইতে প্রস্তুত হইবেন না। ফলতঃ দাঁড়াইতেছে—জ্ঞান বা চেতনাই আত্মার যথার্থ পরিচায়ক। তবে, যে-স্থলে ঐ চেতনা-ধর্ম কাহার এই প্রকারে চেতনার ধর্মী বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয় সে ক্ষেত্রে উক্ত অনুভব ও যুক্তির দ্বারা ঐ সন্দেহ দূর করা সম্ভব বলিয়া উহাদিগকেও আত্মার পরিচয়ে সহায়ক না বলিয়া পারা যায় না।

উল্লিখিত অনুভব ও যুক্তির সাহায্যে[১] বিভিন্ন সম্প্রদায় পুত্র, স্থূলশরীর, ইন্দ্রিয় ও মনের পক্ষে[২] আত্মত্বের দাবী উপস্থিত করিয়াছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেহই নিজের দাবী স্থির রাখিতে পারেন নাই। প্রতিবাদীরা কিরূপে পরাজিত হইলেন তাহা সংক্ষেপে বুঝান অসম্ভব। কারণ উহা সমগ্র দর্শন শাস্ত্রের এবং ঐ সকল দর্শন বিভাগীয় প্রত্যেক গ্রন্থের প্রধান আলোচ্য বিষয়। অল্প কথায় বিষয়ের গুরুত্ব বুঝাইতে হইলে ইহাই বলা সঙ্গত যে যাবতীয় দর্শন গ্রন্থ—এই বিষয়ে বাদী ও প্রতিবাদীদিগের বিবাদ, দৃষ্টান্ত, সাক্ষ্য, প্রমাণ ও কূটতর্ক ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই বিবাদ অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং পরবর্তীকালেও সমান ভাবেই চলিবে। ইহার চিরনিবৃত্তি কখনই হইবে না। কোনও পক্ষ বিজয়ী হইয়া অন্যপক্ষের নাম সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত করিতে কখনই সমর্থ হইবে না।

'আত্মন্'শব্দ গমনার্থক 'অত'ধাতু হইতে 'মন্' প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন। উহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—গমনকারী। প্রৌঢ়বুদ্ধি-সম্পন্ন প্রাকৃত জনসাধারণেরও ধারণা মৃত্যুকালে আত্মা দেহত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। অসুররাজ হিরণ্যাক্ষ এবং হিরণ্যকশিপু ত্রেতাযুগে রাবণ ও কুম্ভকর্ণরূপে, পরে দ্বাপরযুগে শিশুপাল ও দন্তবক্র নামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ইহা পুরাণে পাওয়া যায়। দেবযান এবং পিতৃযানে জীবের গমনাগমন উপনিষৎ প্রভৃতি সকল অধ্যাত্মশাস্ত্র সম্মত। ব্রহ্মসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে বলা হইয়াছে জীবের এই গমনাগমন সূক্ষ্ম শরীরের সহযোগেই হইয়া থাকে। বিভু জীবাত্মার পক্ষে গমনাগমনরূপ ক্রিয়া মুখ্য বা সাক্ষাৎভাবে সম্ভবপর হয় না। অতএব জীবের গমনাগমন গৌণ। যদি তাহাই হয় তবে জীবাত্মার উপাধি সূক্ষ্মশরীরেরই গমনাগমন মুখ্য ইহা স্বীকার না করিয়া পারা যায় না। সূক্ষ্মশরীর স্থূলদেহের ন্যায় অল্পকাল স্থায়ী নহে, উহা যুগ যুগান্তকাল অবিকৃত থাকে। ন্যায় বৈশেষিক মতে যে-সকল ধর্ম আত্মার গুণ বলিয়া নির্দিষ্ট শাস্ত্রান্তরসম্মত সূক্ষ্মশরীরে

১ উপনিষদে আত্মার পরিচয় প্রদ বহু শ্রুতি আছে। উহাতে পূর্বপক্ষরূপে নানাবিধ বস্তুকে আত্মা বলা হইয়াছে। ফলে সকলেই স্বপক্ষ সমর্থক শ্রুতির উল্লেখ করিতে পারিয়াছেন। এজন্য বিস্তৃতি ভয়ে শ্রুতির সাহায্য আলোচিত হইল না। জিজ্ঞাসুগণ বৃহদারণ্যক উপনিষদে অনুসন্ধান করিবেন।

২ বেদান্তসার, পঞ্চদশী প্রভৃতি দ্রষ্টব্য। উহাতে ন্যায়শাস্ত্রে অপ্রসিদ্ধ আরও অনেক বস্তুর পক্ষে আত্মত্বের দাবী করা হইয়াছে এবং সংক্ষেপে তাহার খণ্ডন ও করা হইয়াছে।

সে সমস্তই সম্ভব[১]। সূক্ষ্ম শরীরকেই যথার্থ আত্মা বলিলে জন্ম-মৃত্যুর রহস্যও জনসাধারণের কিঞ্চিৎ সুখবোধ্য হয়। এইরূপে সূক্ষ্মশরীরের পক্ষে আত্মত্বের দাবী সুসঙ্গত মনে হইলেও দার্শনিকেরা তাহা মানিয়া লইতে পারেন নাই। কারণ, উহা অমৃত = আভূতসংপ্লবস্থায়ী অর্থাৎ প্রলয়কাল পর্যন্ত স্থিতিশীল হইলেও নিত্য নহে, এক সময়ে উহারও বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। আত্মা বিনাশী ইহা কিছুতেই স্বীকার করা যায় না।

সকল গত্যর্থ ধাতুরই অন্য একটি অর্থ জ্ঞান। এই প্রসিদ্ধি অনুসারে আত্মন্ শব্দের ব্যুৎপত্তি লভ্য অর্থ—জ্ঞানবান্। নানারূপ সূক্ষ্ম যুক্তি ও তর্কের দ্বারা যেরূপ বুঝা গিয়াছে তাহাতে এই জ্ঞানবান্ বস্তুটির স্বরূপ দাঁড়াইয়াছে—ইহা নিত্য, নিরবয়ব, পরমমহৎপরিমাণবিশিষ্ট, দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির অধিষ্ঠাতা, ও আনন্দের আধার।

পূর্ববর্ণিত অষ্টবিধ দ্রব্যের কোন একটিও এই লক্ষণাক্রান্ত হইতে পারে না। এজন্য ঐ সমুদায় হইতে অত্যন্ত বিভিন্ন এইপ্রকার আত্ম-দ্রব্য শাস্ত্র ও অনুমান দ্বারা প্রমাণিত হয়। এই নবম দ্রব্যের প্রকৃত স্বরূপ শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা নির্ধারিত হইলেও ইহা প্রত্যক্ষ সীমার বহির্ভূত নহে। যখনই কোন বিশেষগুণ—সুখ দুঃখ ইত্যাদি, উহাতে উৎপন্ন হয় তখনই 'আমি সুখী, আমি দুঃখী এইরূপে উহার মানস প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। ঐ সকল প্রত্যক্ষে প্রধানতঃ সুখ দুঃখের স্বরূপ প্রকাশিত হইলেও উহাদিগের ধর্মী—যথার্থ আত্ম-বস্তুরও প্রকাশ অনুভব সিদ্ধ[২]।

লক্ষণ। যাহা জ্ঞানের অধিকরণ তাহাই **আত্মা**। (জ্ঞানাধিকরণত্বং আত্মত্বং) অথবা 'আত্মত্ব' জাতি আত্মার লক্ষণ।

লক্ষ্য। জীবাত্মা এবং ঈশ্বর উভয়ই আত্মলক্ষণের লক্ষ্য।

সমন্বয়। সুগম। শরীর, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি জ্ঞানের যথার্থ অধিকরণ হইতে পারে না ইহা দৃঢ় যুক্তির দ্বারা সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। অতএব লক্ষণে অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনা নাই। প্রত্যেক জীবেরই কোনও সময়ে জ্ঞান অবশ্যম্ভাবী। গর্ভাশয়ে মৃত জীবেরও পূর্ব ও পর জন্মে জ্ঞান স্বীকার্য। অতএব লক্ষণে অব্যাপ্তি দোষেরও আশঙ্কা নাই[৩]।

---

১ পঞ্চবিধ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চবিধ কর্মেন্দ্রিয়, প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশ পদার্থ লইয়া সূক্ষ্ম শরীর গঠিত। সাঙখ্য মতে ধর্ম, অধর্ম ও জ্ঞান বুদ্ধিবৃত্তিরূপে প্রসিদ্ধ। ফলে প্রবৃত্তি, ইচ্ছা দ্বেষ এবং ভাবনা ইহারাও বুদ্ধি বৃত্তি বিশেষ। সুখ সত্ত্বগুণ ও দুঃখ রজোগুণ।

উপনিষদে উক্ত হইয়াছে—কাম অর্থাৎ অভিলাষ, সংকল্প, বিচিকিৎসা (সংশয়-জ্ঞান বিশেষ) লজ্জা, ভয় ও ধী অর্থাৎ বুদ্ধি ইহারা মনের ধর্ম। (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ১।৫।৩)

২ বৈশেষিক সূত্রে আত্মার মানস প্রত্যক্ষও স্বীকৃত হয় নাই। শ্রুতি বলেন—'যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ' অর্থাৎ আত্মা বাক্য ও মনের অতীত। মন সমাধি-সংস্কৃত অর্থাৎ যোগবলে বলীয়ান্ হইলে আত্মদর্শনে সক্ষম হয় ইহাও শ্রৌতমত।

৩ জীবাত্মার জ্ঞান দুইক্ষণ মাত্র থাকিয়া বিনষ্ট হয়। ঐ সময়েও জ্ঞানের অধিকরণত্ব স্বীকৃত হইলে জ্ঞান-শূন্যতাকালেও উহাতে লক্ষণের অব্যাপ্তি হয় না। 'আত্মত্ব' জাতি সর্বদাই আত্মায় থাকে অতএব দ্বিতীয় লক্ষণে অব্যাপ্তির সম্ভাবনা নাই।

আত্মা দ্বিবিধ[১]—জীবাত্মা ও পরমাত্মা।
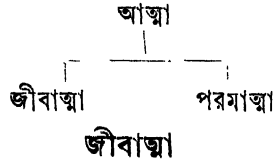
জীবাত্মা

জীবাত্মা—সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, জ্ঞান, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন সংস্কার, ধর্ম ও অধর্ম—এই চতুর্দশবিধগুণ; সত্তা, দ্রব্যত্ব ও আত্মত্ব এই তিনটি জাতি; এবং প্রত্যেকে একটি করিয়া বিশেষ; এই কয়টি ভাব পদার্থের জীবাত্মায় সমাবেশ হয়।

জীবাত্মা প্রত্যেক শরীরে বিভিন্ন[২]। যাহারা প্রাণী বা জীব নামে পরিচিত তাহাদিগের বৈচিত্র্য মনুষ্য, পশু, পক্ষী ইত্যাদি প্রকারে অসঙ্খ্যেয়। এই বৈচিত্র্য শরীরগত। ইহার দ্বারা যথার্থ-আত্মবস্তুর সামান্যমাত্রও পার্থক্য হয় না। অতএব জীবাত্মা অগণিত এবং উহাদের পরস্পর বৈলক্ষণ্য দুর্জ্ঞেয়।

পরমাণু, মধ্যম এবং পরমমহত্ত্ব এই ত্রিবিধ পরিমাণের মধ্যে একটি পরিমাণ প্রত্যেক দ্রব্যেই অবশ্য থাকে। সুতরাং জীবাত্মার পরিমাণ আছে এবং উহা পরমমহত্ত্ব, উহাতে অন্য পরিমাণ কল্পনা করা যায় না। কারণ, জীবাত্মা অতিক্ষুদ্র[৩] অর্থাৎ পরমাণুপরিমাণ হইলে উহার সুখ দুঃখ প্রত্যক্ষযোগ্য হইত না। যেহেতু, আশ্রয় দ্রব্যে মহত্ত্ব-পরিমাণ না থাকিলে কোন গুণেরই প্রত্যক্ষ হইতে পারে না ইহা স্থির সিদ্ধান্ত। পরমাণু ও পরম-মহত্ত্বপরিমাণ ব্যতীত অন্য সকল পরিমাণই মধ্যমপরিমাণ। মধ্যম পরিমাণ বিশিষ্ট সমস্ত বস্তুই বিনাশী। অতএব জীবাত্মা মধ্যম পরিমাণ বিশিষ্টও নহে। অগত্যা স্বীকার করিতেই হইবে—প্রত্যেক জীবাত্মাই বিভু অর্থাৎ পরমমহত্ত্ব-পরিমাণবিশিষ্ট।

প্রত্যেক জীবাত্মা বিভু হইলে যাবতীয় শরীরের সহিত সংযুক্ত হওয়ায় জীবগণের ভোগ-সাঙ্কর্য[৪] দোষ উপস্থিত হইতে পারে। একের সুখ দুঃখ অন্যের ভোগযোগ্য হওয়ার নাম ভোগসাঙ্কর্য। নৈয়ায়িকগণ এই ভোগসাঙ্কর্য দোষের পরিহার করিতে বলেন যে, ভোগ অদৃষ্ট দ্বারা নিয়মিত। জীবগণের অদৃষ্ট অর্থাৎ ধর্ম ও অধর্ম বিভিন্ন। এই অদৃষ্টবশতঃ বিভিন্ন জীবাত্মার কোনও এক একটিমাত্র শরীরের সহিত এমন বিশেষ সম্বন্ধ স্থাপিত হয় যাহার ফলে কেবলমাত্র ঐ একটি শরীরেই তাহার আমিত্ববোধ জন্মে, অন্য শরীরের

১ সাংখ্য ও মীমাংসাশাস্ত্রের মতে ঈশ্বর বা পরমাত্মা প্রমাণসিদ্ধ নহে।

২ যাবতীয় শরীরে একই জীবাত্মা বিদ্যমান এই প্রকার জীবৈক্যবাদের কথা ও নানাগ্রন্থে পাওয়া যায়।

৩ রামানুজ মতে জীবাত্মা পরমাণুবৎ ক্ষুদ্র।

৪ জৈন মতে জীবাত্মা দেহের সম-পরিমাণ এবং সঙ্কোচবিকাশশীল স্বীকৃত হওয়ায় কোন মানুষ কর্মানুসারে হস্তীর শরীর ধারণ করিলে আত্মা বিকাশ দ্বারা হস্তীর দেহ ব্যাপ্ত করিতে এবং পিপীলিকা হইয়া জন্মিলে সঙ্কুচিত হইয়া ঐরূপ ক্ষুদ্র শরীরেও অক্লেশে বাস করিতে পারে। আত্মাকে দেহের সম-পরিমাণ মানিলে ভোগসাঙ্কর্য দোষ ঘটে না।

সহিত উহার সংযোগ থাকিলেও উহাতে আমিত্ব-বোধ হয় না। ফলে সেই ব্যক্তি ঐ শরীরেরই সুখ দুঃখ ভোগ করিতে পারে, অন্য শরীরের সুখাদি অনুভব করিতে পারে না।

জীবাত্মা সকল বিভু হইলে অপরিমিতত্ব অর্থাৎ স্থানাভাবের প্রশ্নও স্বতঃই মনে উদিত হয়। দুইটি বস্তুর পরস্পর সংযোগ হইলে অবশ্যই সমুদায়ের আকার বৃদ্ধি হয় ইহা প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। এমত অবস্থায় জীবাত্মারা বিভু হইলে উহাদিগের পরস্পর সংযোগ এবং আকাশ, পরমাত্মা, কাল এবং দিকের সহিত সংযোগ হইবেই। ফলে সমুদায়ের পরিমাণ এমন বড় হইবে যে উহার স্থান কল্পনা করাও অসম্ভব। এই দোষ পরিহারের জন্য নৈয়ায়িকগণ বলেন যে, বিভু দ্রব্য সকল ক্রিয়াশূন্য। ক্রিয়া ব্যতীত সংযোগ জন্মিতে পারে না। সুতরাং বিভু দ্রব্যগুলির পরস্পর সংযোগই হইতে পারে না [১]। অতএব আত্মা ও আকাশ প্রভৃতির পরস্পর সংযোগ হওয়ায় উহাদিগের আকার বৃদ্ধি এবং তন্নিবন্ধন উহাদের স্থানাভাবের আশঙ্কা অমূলক।

পরমাত্মা

আত্মন্-শব্দের অর্থ জ্ঞানবিশিষ্ট ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ঐ জ্ঞান যাঁহার পরম—অর্থাৎ নিরতিশয়, সর্ববিষয়ক, বিষয়নিরপেক্ষ, কিংবা নিত্য তিনি **পরমাত্মা**। ঈশ্বর, ব্রহ্ম,[২] অন্তর্যামী প্রভৃতি পরমাত্মার নামান্তর। তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান্, একমাত্র—অদ্বিতীয়।

জীবাত্মার ন্যায় ঈশ্বর বিষয়েও বহুবিধ মতবাদ বিদ্যমান। সকল মতেই 'ঈশ্বর' শব্দের অর্থ আছে, কেহই উহাকে আকাশকুসুম, শশশৃঙ্গ প্রভৃতির ন্যায় নিরর্থক শব্দ বলেন নাই। যে সম্প্রদায় যে-বস্তু বুঝাইবার উদ্দেশ্যে 'ঈশ্বর' শব্দ ব্যবহার করেন সেই মতে তাহাই ঈশ্বর। এই দৃষ্টিতে বলা যায় একান্ত নাস্তিকেরাও ঈশ্বর মানিয়া থাকেন। তাহাদের মতে রাজাই ঈশ্বর। শিল্পীরা বিশ্বকর্মা নাম দিয়া ঈশ্বরেরই পূজা করেন। পৌরাণিক মতে পিতামহ অর্থাৎ যিনি পিতারও পিতা—আদি সৃষ্টিকর্তা, তিনিই ঈশ্বর [৩]।

এইরূপে বিভিন্ন মতবাদীগণ যে সকলের পক্ষে ঈশ্বরত্বের দাবী উত্থাপিত করিয়াছেন তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র অধিক শক্তিসম্পন্ন মনুষ্য, এমন কি বৃক্ষবিশেষ হইতে আরম্ভ করিয়া বিভিন্ন দেবতার ঈশ্বরত্ব স্বীকৃত হইয়াছে [৪]।

১ বাচস্পতি মিশ্র "আকাশাদিভিঃ সম্বদ্ধ ঈশ্বরঃ মূর্তিমদ্দ্রব্যাসম্বন্ধিত্বাদ্ ঘটবৎ" এই অনুমান দ্বারা বিভুদ্বয়ে সংযোগ প্রমাণিত করিয়াছেন। বিভুদ্বয়ের সংযোগ স্বীকৃত হইলেও নিরবয়ব বস্তুর সংযোগে আকার বৃদ্ধি হয় না বলিয়া উক্ত প্রকারে আশঙ্কা জন্মে না।

২ বেদান্ত মতে নিগুর্ণ ঈশ্বরকে ব্রহ্ম বলা হয়। নৈয়ায়িকেরা বলেন—ঐ রূপ ঈশ্বরের অস্তিত্বে কোনও প্রমাণ নাই।

৩ পঞ্চদশী

৪ কুসুমাঞ্জলি ১ম স্তবক।

পঞ্চদশীকার বলিয়াছেন—দেবতা, মনুষ্য ও বৃক্ষ ত ঈশ্বর বটেই, জল, পাষাণ, মৃত্তিকা, কাষ্ঠ বাসিয়া, কোদালি প্রভৃতিও ঈশ্বর, কারণ ঈশ্বরজ্ঞানে উপাসনা করিলে উঁহারা সকলেই ফলপ্রদ হইয়া থাকেন [১]।

এই উক্তির তাৎপর্য কি? বক্তা কি বলিতে চাহেন—ঈশ্বর অনেক, তিনি চেতন ও অচেতন উভয়স্বরূপ, তাঁহারও জন্মমৃত্যু আছে, তিনিও উচ্চনীচভাবাপন্ন, মৈত্রী বিরোধ প্রভৃতির দ্বারা তিনিও নিপীড়িত? যদি তাহাই হয় তবে তিনি পরস্পরবিরুদ্ধ নানা-ধর্মাক্রান্ত হইয়া পড়েন। কিন্তু ঐরূপ কোন বস্তু কেহই স্বীকার করিতে পারে না। মনে হয়, বক্তা উহার দ্বারা প্রকাশ করিতেছেন—এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর সর্বত্র সমভাবে বিদ্যমান এবং তাঁহার অস্তিত্ববশতই ঐ সকলের অস্তিত্ব। এজন্য উপাসনার অবলম্বন যাহাই হউক না কেন সকল উপাসনাই তাঁহাকে স্পর্শ করে এবং উপাসকেরাও ফল লাভ করিয়া থাকেন।

ঈশ্বর চেতন ইহা তাঁহার আত্মন্-সংজ্ঞার দ্বারাই প্রকাশিত হইয়াছে। দেহ মন প্রভৃতি প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ বস্তুসমুদায়ের মধ্যে কে যথার্থ জীবাত্মা ইহা যেমন চেতনা দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং যেমন পূর্বস্বীকৃত অন্য কোন পদার্থকে চেতন বলিয়া স্বীকার করা অসম্ভব হওয়ায় 'আত্মন্' নামে নবম পদার্থ মানিতে হইয়াছে সেইরূপ চেতনবিশেষের ঈশ্বরত্ব নিশ্চিত হয় তাহার সর্বশক্তিমত্ত্ব অর্থাৎ সকল বিষয়ে অব্যাহত—অকুণ্ঠ শক্তির দ্বারা এবং স্বীকৃত জীবাত্মাদিগের মধ্যে কাহারও পক্ষে সর্বশক্তিমত্ত্ব সম্ভবপর না হওয়ায় ঐজন্য একটী নূতন চেতনের কল্পনা করা আবশ্যক। সৌর, গাণপত্য, বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত প্রভৃতি মতসমূহের মধ্যে যে মতে যাঁহাকে ঈশ্বর বলা হইয়াছে উক্ত মতবাদিগণ তাঁহাকেই সর্বশক্তিমান্ বলিয়া—কেবল তাঁহারই শক্তি সর্বত্র অকুণ্ঠিত বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। যদি কোনও রূপে প্রমাণিত হয় যে কুত্রাপি তাঁহার শক্তি কুণ্ঠিত অর্থাৎ ব্যাহত হইয়াছে তবে তাঁহার ঈশ্বরত্ব সিদ্ধ হয় না, তাঁহার ভক্তদিগের নিকটেও নহে।

শক্তি বা সামর্থ্য প্রত্যক্ষযোগ্য নহে, কার্য দেখিয়া উহা অনুমান করিয়া লইতে হয়। সভায় যে ছাত্রের মুখস্থ কবিতা আবৃত্তি করিবার কথা ছিল অল্পকাল পূর্বে জানা গেল সে আসিতে পারিবে না। অন্য একটি ছাত্র তখনই পুথি লইয়া মুখস্থ করিতে লাগিয়া গেল। যথাসময়ে এক ফর্মার একটি বৃহৎ কবিতা উত্তমরূপে সে আবৃত্তি করিয়া দিল। শ্রোতারা চমৎকৃত হইল, বলিল—হাঁ, মেধাবী (অভ্যাসশক্তি সম্পন্ন) ছেলে বটে!

বালকের এই মেধাশক্তির ন্যায় সকলেরই বিষয়বিশেষে অল্প বা বিস্তর শক্তি আছে। কোনও ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষের এত অধিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় যাহাতে মনে

---

[১] জলপাষাণমৃৎকাষ্ঠবাস্যাকুদ্দালকাদয়ঃ। ঈশ্বরাঃ সর্ব এবৈতে পূজিতাঃ ফলদায়িনঃ॥ পঞ্চদশী, ৬।২০৮ শ্লোক।

হয়, ঐ বিষয়ে ইহার শক্তি চরমে পৌছিয়াছে। কিন্তু ইহাও সর্বশক্তিমত্ত নহে। সকল বিষয়েই যদি কাহারও শক্তি চরম উৎকর্ষ লাভ করে তবে তাঁহাকে বলে সর্বশক্তিমান্। এরূপ শক্তি কোনও জীবের পক্ষে সম্ভব নহে। অতএব সর্বশক্তিমান্ নূতন একটী চেতন বস্তু স্বীকার করা প্রয়োজন।

এক্ষণে প্রতিবাদীরা বলিতে পারেন যে, শক্তিমানেরা প্রায়শঃ নিজ কার্যে গতানুগতিকতা রক্ষা করিয়া চলেন না এবং যাহা পূর্বেই সম্পন্ন হইয়াছে ইচ্ছানুসারে তাহারও কিছু নূতনত্ব সম্পাদন করিয়া থাকেন। শিল্পীদিগের উত্তরোত্তর অভিনব আবিষ্কার এবং পুনঃ সংস্করণ কালে কবির নিজগ্রন্থে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন প্রভৃতি সহস্র দৃষ্টান্ত দর্শনে এই সত্যে উপনীত হওয়া যায়। অতএব যদি কাহারও শক্তি সর্ব বিষয়েই প্রসার লাভ করিত এবং কিছুতেই উহার প্রতিরোধ না হইত তবে ঐ শক্তিমান্ ব্যক্তিটি এত গতানুগতিক হইতে পারিতেন না এবং স্বেচ্ছাচারী হইয়া অনেক নূতন কার্য করিয়া ফেলিতেন। তাহা হইলে প্রতিদিন পূর্বদিকেই সূর্যোদয় দেখা যাইত না, মাসে অন্ততঃ দুই চারি দিনও পশ্চিমে সূর্যোদয় দৃষ্ট হইত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইষ্টক প্রস্তর দ্বারা নির্মিত প্রাসাদ প্রতিনিয়ত বড় না হইয়া ক্বচিৎ ইট্ ও পাথর হইতে ছোট হইত; কোনও বৃহৎ বস্তু ভাঙ্গিলে উহা হইতে নির্গত খণ্ড সমুদায়ের অন্ততঃ দুই একটিও মূল বস্তু হইতে বৃহদাকার হইত; দুইয়ের সহিত দুইয়ের যোগফল (২+২=৪) নিয়মিতরূপে চার না হইয়া কখনও তিন (৩) এবং কখন বা পাঁচ (৫) হইত এবং হিমালয় স্থানান্তরিত হইয়া সাগরপরিখার কোলে অসহায় ভারতে দুর্গের প্রাকাররূপ ধারণ করিত। অথবা ইহা অপেক্ষাও এমন অনেক অদ্ভুত কাজ তিনি করিতেন যাহাতে তাঁহার অস্তিত্বে কাহারও সন্দেহের অবসর হইত না, ভয়ে অথবা ভক্তিতে সকলেই তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইত। কিন্তু ঐ প্রকার সর্ববিষয়িনী অকুণ্ঠ শক্তির কোনও পরিচয় একান্তই দুর্লভ। অতএব নূতন আর একটি চেতন বস্তু মানিবার পক্ষে কোনও প্রমাণ নাই। এইরূপ প্রমাণশূন্য বস্তু মানিয়া উহাকে সর্বশক্তিমান্ বলিয়া স্বীকার করাও শূন্যে চিত্রনির্মাণের ন্যায় উপহাসযোগ্য নহে কি?

প্রশ্ন যত সহজে হয় উহার উত্তর তত সহজ বা সরল হয় না ইহা একটি চিরন্তন সত্য। আবার ঐ প্রশ্ন যদি সাধারণের প্রত্যক্ষবহির্ভূত বস্তু সম্পর্কে উত্থিত হয় তবে তাহার উত্তর অতিশয় দুরূহ হইয়া পড়ে। সুতরাং এই নূতন চেতন বস্তু এবং তাঁহার সর্বশক্তিমত্ত সম্পর্কিত প্রশ্নের অল্পকথায় কোন সরল উত্তর দেওয়া সম্ভব নহে। বিভিন্ন শাস্ত্রে নানা দিক হইতে এই প্রশ্নের বিশেষ বিচারপূর্বক যেসকল হৃদয়গ্রাহী উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে তর্কশাস্ত্রে নৈপুণ্য ব্যতীত ঐ সমস্ত সূক্ষ্ম বিষয়ে প্রবেশলাভ করা কঠিন। ঐ সকল উত্তরের মধ্যে একটি সরল উত্তর এইরূপ—

সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় অনেক কার্যেরই উৎপত্তির জন্য চেতন কিছুর অপেক্ষা থাকে। ঘটনির্মাণে কুম্ভকার, বস্ত্রনির্মাণে তন্তুবায়, প্রাসাদনির্মাণে শিল্পী অপরিহার্য। এই সকল

দৃষ্টান্তের ফলে প্রথমসৃষ্টিতে অর্থাৎ চতুর্বিধ পরমাণু দ্বারা ঐসমস্ত দ্ব্যণুক সৃষ্টিতেও চেতনের সাহায্য অস্বীকার করা যায় না। আমাদিগের ন্যায় কোন চেতন জীবের দ্বারাও ঐ কার্য সম্ভব হয় না। অগত্যা জীব হইতে পৃথক্ ঐপ্রকার কার্যের যোগ্য অন্য একটি চেতন বস্তু স্বীকার করা একান্তই প্রয়োজন। ঐ চেতন বস্তুই ঈশ্বর। শাস্ত্র এইরূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুমান করিয়াছেন।

দ্ব্যণুকসৃষ্টির জন্য যদি উক্ত প্রকারে ঈশ্বরের প্রয়োজন স্বীকার্য হয় তবে হিমালয়পর্বত সমুদ্র, চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদির সৃষ্টিও ঈশ্বরসাপেক্ষ ইহা অস্বীকারের উপায় নাই।

স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেক জীবের এবং সম্মিলিতভাবে জীবসমুদায়ের যাহা অসাধ্য সেই সমস্ত ক্ষুদ্র দ্ব্যণুকাদির ও বৃহত্তম সূর্য সাগর প্রভৃতির সৃষ্টির জন্য যেমন জীব ব্যতিরিক্ত চেতনের (ঈশ্বরের) অস্তিত্ব মানিতে হয় সেইরূপ জীবগণের কার্যবিশেষের মূলেও ঈশ্বর বিদ্যমান রহিয়াছেন ইহা না মানিয়া পারা যায় না।

প্রত্যেকেই স্ব স্ব জীবনবৃত্তান্ত সমগ্রভাবে পর্যালোচনা করিলে অনুভব করিতে পারিবেন যে, যথাযোগ্য প্রণালী সম্পূর্ণভাবে অনুসরণ করিয়াও তাঁহার সকল চেষ্টা সফল হয় নাই, অনেক ক্ষেত্রেই উহা নিষ্ফল অথবা বিপরীত ফলদায়ক হইয়াছে। শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকের উপদেশ যথাযথভাবে পালন করিয়াও ধনিগণ অকালে পুত্রশোক পাইতেছেন। সর্বথা অল্পযোগ্যতাসম্পন্ন ছাত্রেরাও যে প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া পরীক্ষায় পাশ হইতেছে অনেক উৎকৃষ্ট ছাত্রেরাও সেই পরীক্ষাতেই উত্তীর্ণ হইতে পারিতেছে না। ইহা ত প্রত্যক্ষসিদ্ধ সত্য। অবশ্য, কতকগুলি চেষ্টার বিফলতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে আপাততঃ কোন স্পষ্ট কারণ নির্দেশ করা যাইতে পারে কিন্তু তাহাতে প্রশ্নের চরম মীমাংসা হয় না। কারণ, নির্দিষ্ট উত্তরই পুনরায় নূতন সমস্যার সৃষ্টি করে। চিন্তাশীলগণ দেখিতে পাইয়াছেন—সকল সমস্যার একমাত্র সমাধান ঈশ্বর১।

ঈশ্বরের স্বাধীনতা নিরঙ্কুশ। তাঁহার ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে সুচিকিৎসকেরা যেরূপ ক্ষেত্রে বিফল হইতেছেন অনেক অচিকিৎসকও সেইরূপ ক্ষেত্রেই সাফল্য লাভ করিতেছে। তাঁহার ইচ্ছানুসারেই নানা বিষয়ে অযোগ্য ব্যক্তিদিগেরও মনোরথ সফল হইতেছে, যোগ্যব্যক্তিরাও ব্যর্থতায় লুণ্ঠিত হইতেছেন। তাঁহার এই প্রকার ইচ্ছা হয় কেন এইরূপ প্রশ্ন কোন বিচারশীল বুদ্ধিমান ব্যক্তির পক্ষে সঙ্গত হয় না। কারণ, স্বাধীন ব্যক্তির ইচ্ছা যে নিরঙ্কুশ তাহা প্রত্যেকেই নিজের মনোবৃত্তি অনুসন্ধান করিলে মানিতে বাধ্য হইবেন। জীবের ক্ষমতাধীন এবং ক্ষমতার বহির্ভূত এইপ্রকার অসংখ্য ব্যাপারে ঈশ্বরই যদি সমাধানের উপায় বলিয়া মানিতে হয় তবে অন্য সকল কার্যের মূলেও তিনি রহিয়াছেন, ইহা অনায়াসেই অনুমান করা যায়।

শক্তি প্রত্যক্ষযোগ্য বস্তু নহে, কার্য্য দ্বারা উহা অনুমিত হয় ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। অতএব যেখানে ও যেকালে যাহা কিছু ঘটিয়াছে বা ঘটিতেছে তাহা যথার্থভাবে জানিয়া

১ "ঈশ্বরঃ কারণং পুরুষকর্মাফল্যদর্শনাৎ" ৪।১।১৯ ন্যায়সূত্র।

অনুমান করিতে হইবে যে ঐ বিষয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছা ঐপ্রকারই, নতুবা তাঁহার ইচ্ছা অন্যপ্রকার হইলে কার্যও অবশ্যই তদনুযায়ী হইত, কোনরূপেই বর্তমান আকারে উহা সঙ্ঘটিত হইতে পারিত না। ইহাই তাঁহার সর্বশক্তিমত্ত্ব। আচার্য উদ্দ্যোতকর ঈশ্বরীয় অনুগ্রহের যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে এই বিষয়ে উক্তরূপ ধারণাই দৃঢ় হয়[১]।

ঈশ্বরের এই সর্ববিষয়িনী শক্তি কার্যানুমেয় বলিয়াই ভবিষ্যতে কোথায় কি হইবে তাহা কেহই নির্দিষ্টরূপে বলিতে পারে না।

অবশ্য, সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ বিচারদৃষ্টিতে বহুক্ষেত্রে কার্যকারণভাব দেখিয়া এবং ঈশ্বরশক্তির প্রতি উদাসীন থাকিয়া কোন কোন বিষয়ের ভবিষ্যৎ কি প্রকার ইহা কল্পনা করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদিগের সেই সকল কল্পনা অনেকস্থলে সত্যও হইতেছে বটে কিন্তু অনেকক্ষেত্রে তাঁহাদিগের নির্ধারণ যে নিতান্তই ভ্রম তাহাও দেখা যায়। টাইটানিক (the Titanic) জাহাজের প্রথম যাত্রায় সমুদ্রে নিমজ্জন, বিহার ও কোয়েটার ভূমিকম্প পূর্বে কে অনুমান করিতে পারিয়াছিল ? এই সমস্ত বড় ব্যাপার ত দূরের কথা। সামান্য রন্ধন ভোজন প্রভৃতি দৈনন্দিন কার্য আরম্ভ করিলেও যথানিয়মে উহার সমাপ্তি যে অবশ্যম্ভাবী তাহাও পূর্বে স্থির করা যায় না। হাঁড়ি ফাটিয়া অগ্নি নির্বাপণে ও অকস্মাৎ মর্মন্তুদ শোকসংবাদশ্রবণে রন্ধন বন্ধ হয় এবং লড়াই করিতে করিতে কুকুর পাকশালায় প্রবেশ করিয়া আহার বন্ধ করে ইহা ত অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। এই সমস্তই ত তাঁহার নিরঙ্কুশ ইচ্ছা এবং সর্বশক্তিমত্তার স্পষ্ট সাক্ষ্য। ভবিষ্যতে ইহা হইতে আরও সুস্পষ্ট সাক্ষ্য যে কত মিলিবে তাহা কে বলিতে পারে! অতএব ঈশ্বর বলিয়া কেহ থাকিলে এবং তিনি সর্বশক্তিমান হইলে নিজের ইচ্ছানুসারে অর্থাৎ খাম-খেয়ালীর বশবর্তী হইয়া অবশ্যই নূতন অদ্ভুত কিছু করিতেন, তাহা না করায় ঐ প্রকার সর্ব-শক্তিমান্ কেহ নাই ইহা নিতান্তই ভ্রান্ত ধারণা।

সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, জ্ঞান, ইচ্ছা ও যত্ন—এই অষ্টবিধ গুণ, সত্তা, দ্রব্যত্ব, আত্মত্ব[২] —এই তিনটি জাতি এবং একটিমাত্র বিশেষ এই কয়টি ভাবপদার্থ পরমাত্মায় স্বীকৃত হয়।

এই সমুদায়ের মধ্যে একত্ব সংখ্যা, পরমমহত্ত্ব পরিমাণ, একপৃথক্ত্ব, জ্ঞান, ইচ্ছা[৩] ও যত্ন এই কয়টি ঈশ্বরের নিত্যগুণ, সংযোগ ও বিভাগ অনিত্য।

১ 'কোঽনুগ্রহার্থঃ ? যদ্ যথাভূতং যশ্চ যদা বিপাককালঃ তৎ তথা তদা বিনিযুঙ্‌ক্তে ইতি'—ন্যায়দর্শন, ৪।১।২১ সূত্রের ন্যায়বার্তিক।

২ আত্মা সুখদুঃখের সমবায়িকারণ। ঐ সমবায়িকারণতার কোন অবচ্ছেদক ধর্ম অবশ্য কল্পনীয়। ঐ ধর্ম আত্মত্ব। এইপ্রকারে আত্মত্ব-জাতি সিদ্ধ হয়। ঈশ্বর সুখদুঃখশূন্য, সুতরাং সুখদুঃখের সমবায়িকারণতাও ঈশ্বরে সম্ভাবিত নহে। ফলে আত্মত্ব-জাতিও ঈশ্বরে কল্পনীয় নহে। এইরূপ বিচারে কেহ কেহ ঈশ্বরে আত্মত্ব-জাতি স্বীকার করেন না।

৩ পদার্থধর্মসংগ্রহে প্রশস্তপাদাচার্য বলিয়াছেন—'সিসৃক্ষা জায়তে' অর্থাৎ (ঈশ্বরের) সৃষ্টি বিষয়ে ইচ্ছা জন্মে। ইহার দ্বারা আপাততঃ বুঝা যায় এই মতে ঈশ্বরে অনিত্য ইচ্ছা আছে।

ঈশ্বরের গুণ কয়প্রকার এই বিষয়ে প্রাচীন কাল হইতে আচার্যগণের মত বিভিন্ন।

ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন ঈশ্বরে ধর্মও স্বীকার করিয়াছেন। অতএব এইমতে ঈশ্বরের গুণ নয় প্রকার[১]।

জয়ন্তভট্টের মতে ঈশ্বরের গুণ দশবিধ, কারণ তাঁহাতে ধর্ম এবং নিত্য সুখ বিদ্যমান[২]।

দীধিতিকার রঘুনাথ শিরোমণির মতে ঈশ্বরের গুণ সাতপ্রকার—সংখ্যা, সংযোগ, বিভাগ, জ্ঞান, ইচ্ছা, যত্ন এবং নিত্যসুখ। এই মতে পৃথক্‌ত্ব গুণমধ্যে পরিগণিত নহে এবং ঈশ্বরে পরিমাণ গুণের অস্তিত্ব প্রমাণাভাবে অসিদ্ধ[৩]।

বার্তিককার উদ্দ্যোতকরাচার্য ঈশ্বরের জ্ঞান ও ইচ্ছা নিত্য বলিয়া 'যত্ন' সম্বন্ধে বিশেষ কিছু না বলায় মনে হয় তাঁহার মতে ঈশ্বরের গুণ সপ্তবিধ।

মত বিশেষে ঈশ্বরে ইচ্ছা ও যত্ন স্বীকৃত হয় না। এই মতে ঈশ্বরের গুণ ষড়্‌বিধ।

প্রাচীন আচার্যগণ জগতের সৃষ্টিকর্তারূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করাইবার উদ্দেশ্যে যে প্রকার অনুমান প্রয়োগ করিয়াছেন তদ্দ্বারা জ্ঞান, ইচ্ছা এবং যত্ন বিশিষ্টবস্তুই সিদ্ধ হইয়াছে[৪]। শ্রুতি বলিয়াছেন—তাঁহার (ঈশ্বরের) জ্ঞান, বল অর্থাৎ ইচ্ছা-শক্তি এবং ক্রিয়া (যত্ন) স্বাভাবিক[৫]—নিত্য। অতএব অনুমান এবং আগম এই দ্বিবিধ প্রমাণ দ্বারাই ঈশ্বরে জ্ঞান ইচ্ছা, ও যত্ন সিদ্ধ হওয়ায় সংখ্যা প্রভৃতি পঞ্চবিধ সামান্য গুণের সহযোগে ঈশ্বর অষ্টবিধগুণসম্পন্ন এইরূপ স্থির হইয়াছে। ইহাই বর্তমানে প্রচলিত ন্যায়সিদ্ধান্ত।

ঈশ্বরসিদ্ধির জন্য ন্যায়শাস্ত্রে অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু শ্রুতি বলিতেছেন—তিনি (ঈশ্বর) ঔপনিষদ[৬] অর্থাৎ ঈশ্বরবিষয়ে কেবল বেদবাক্যই প্রমাণ, অনুমান কিংবা প্রত্যক্ষ ঐ বিষয়ে প্রমাণ নহে। কারণ, বেদনিরপেক্ষ কেবল অনুমান দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধ করা যায় না। যদি তাহা সম্ভব হইত তবে সাংখ্য ও মীমাংসকসম্প্রদায়ের নিকট ঈশ্বরের অস্তিত্বে প্রমাণ সুলভ হইত। ঈশ্বর প্রত্যক্ষ-

১ ন্যায় দর্শন ৪।১।২১ সূত্রভাষ্য।

২ বিষ্ণুপ্রীতিকামনাপূর্বক কর্মানুষ্ঠানের উপদেশ শাস্ত্রে পাওয়া যায়। এই প্রীতি শাস্ত্রানুসারে সুখবিশেষ। অতএব উৎপত্তিযোগ্য অনিত্য সুখ ও ঈশ্বরে স্বীকার্য কি না ইহা লইয়া শাস্ত্রে বিচার দেখা যায়। কিন্তু প্রীতিশব্দের অর্থ যদি ভক্তি হয় তবে ঈশ্বরে অনিত্য সুখ কল্পনার প্রয়োজন থাকে না।

৩ পদার্থতত্ত্বনিরূপণ।

৪ ক্ষিতিদ্ব্যণুকং সকর্তৃকং কার্যত্বাদ্ ঘটবদিতি নিষ্কৃষ্টপ্রয়োগঃ। 'সকর্তৃকত্বং চ উপাদানগোচরাপরোক্ষজ্ঞান-চিকীর্ষা-কৃতিমজ্জন্যত্বমিতি'। ঈশ্বরানুমান চিন্তামণি।

৫ "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ"।—শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

৬ "তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি"। ১।১।৪ ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্করভাষ্য দ্রষ্টব্য।

যোগ্যও নহেন। সুতরাং ঈশ্বরবিষয়ে শ্রুতি যে প্রকার নির্দেশ করিবেন ঈশ্বর ঠিক সেই প্রকারই হইবেন, উহা হইতে ঈষৎ ব্যতিক্রমও হইবার উপায় নাই। অনুমান দ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপ যাহা স্থির হয় তাহাতে শ্রুতিনির্দিষ্ট প্রকার হইতে অল্পমাত্র নূতনত্ব (ব্যতিক্রম) থাকিলে ঐ অনুমান আগমবিরুদ্ধ হওয়ায় কোন আস্তিক ব্যক্তিই উহার প্রামাণ্য স্বীকার করিতে পারেন না। আর যদি উহার দ্বারা অবিকল শ্রুতির সিদ্ধান্তই অনুসৃত হয় তাহা হইলে প্রকৃতপক্ষে ঐ স্থলে আগমই প্রমাণ হইল, স্বাতন্ত্র্য না থাকায় অনুমান অনুবাদতুল্য হইয়া বার্তাবহ দূতের কার্য করিল মাত্র। অতএব ঈশ্বরবিষয়ে একমাত্র আগমপ্রমাণের শরণাপন্ন হওয়া উচিত।

বেদের শরণাপন্ন হইলেও ঈশ্বরবিষয়ে অনায়াসে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কঠিন। কারণ, কোন কোন শ্রুতি বলিতেছেন—তিনি নির্গুণ অর্থাৎ ঈশ্বরে কোন প্রকার গুণই নাই। অন্য অনেক শ্রুতি স্পষ্টভাবে তাঁহার নানাবিধ গুণ নির্দেশ করিতেছেন। সকল শ্রুতিবাক্যেরই প্রামাণ্য মানিতে হইবে। কোন একটিকেও অপ্রমাণ বলা যাইবে না।

বেদবাক্যসকল এই প্রকার বিরুদ্ধভাব প্রকাশ করায় এক সম্প্রদায় বলেন—ঈশ্বর সগুণ ইহাই যথার্থ শ্রুতিসিদ্ধান্ত। কিন্তু মুমুক্ষুগণ তাঁহাকে 'নির্গুণভাবে ধ্যান করিলেই মুক্তিলাভে সমর্থ হইয়া থাকেন, নতুবা সগুণভাবে ধ্যান করিলে তাঁহার ঐশ্বর্য দর্শনে বিষয়াকাঙ্ক্ষা আসিতে পারে, তাহাতে তাঁহাদিগের মুক্তিলাভ সুদূর পরাহত হইবে। ঈশ্বরের নির্গুণত্ববোধক শ্রুতিসমূহ এই অভিপ্রায়ে ধ্যানের জন্য ঈশ্বরের নির্গুণত্ব উপদেশ দিতেছেন মাত্র, ঈশ্বর যথার্থই সর্বগুণশূন্য ইহা ঐ সমস্ত শ্রুতির তাৎপর্য নহে[১]।

ঈশ্বর দিব্যকল্যাণগুণযুক্ত এবং প্রাকৃতহেয়গুণশূন্য এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া রামানুজাচার্য উক্ত শ্রুতিবিরোধের মীমাংসা করিয়াছেন[২]।

কপিলসম্মত সাংখ্যদর্শনে নিরীশ্বরবাদ সিদ্ধান্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে ঈশ্বর সাংখ্যের স্বীকৃত পদার্থ। তিনি বলেন—সংখ্যা, পরিমাণ ইত্যাদি সামান্যগুণ ঈশ্বরেও স্বীকার্য এবং এই অর্থে তিনি সগুণ। এতদ্ব্যতীত কোন বিশেষ গুণ না থাকায় তিনি নির্গুণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন[৩]।

এইরূপ মতবাদও শুনিতে পাওয়া যায় যে তিনি সর্বগুণাধার অথচ নির্গুণ অর্থাৎ তাঁহার সগুণত্ব ও নির্গুণত্ব উভয়ই সত্য। যেহেতু, বেদবাক্যই তাঁহার অস্তিত্বে একমাত্র

১ কুসুমাঞ্জলি ৩।১৭ কারিকা ও উহার প্রকাশটীকা ও ন্যায়দর্শন, চতুর্থখণ্ড ৬৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ)

২ "দিব্যকল্যাণগুণযোগেন সগুণত্বং প্রাকৃত হেয়গুণরহিতত্বেন নির্গুণত্বমিতি বিষয়ভেদবর্ণনেনৈক ক্ষৈবাবগমাৎ ব্রহ্মদ্বৈবিধ্যং দুর্বচমিতি দিক্" রামানুজকৃত বেদান্ততত্ত্বসার।

৩ সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য ও ন্যায়দর্শন (বং সাং প. সং) চতুর্থখণ্ড ৭০ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

প্রমাণ, যদি তাহা হইতেই তাঁহার 'সগুণত্ব ও নির্গুণত্ব এই উভয়রূপতা প্রতিপন্ন হয় তবে তাঁহার উভয় রূপই সত্য বলিতে হইবে। যেসকল বস্তু প্রত্যক্ষ অনুমান প্রভৃতি প্রমাণান্তরের বিষয়, বিরোধ ও উহা পরিহারের চিন্তা সেই বস্তু সম্বন্ধেই কর্তব্য। বেদমাত্রবেদ্য ভগবানের সম্বন্ধে উহার চর্চা অনাবশ্যক[১]।

তিনি জ্ঞান ও ইচ্ছাযুক্ত বলিয়া সগুণ এবং জীবাত্মা-সমূহের অধর্ম, দুঃখ, দ্বেষ প্রভৃতি শূন্য বলিয়া নির্গুণ এই প্রকারেও উক্ত শ্রুতিবিরোধের মীমাংসা হইতে পারে। 'নির্গুণ' শব্দের অর্থ "সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়শূন্য" এইরূপ হইলেও ফলতঃ উল্লিখিত অর্থই প্রকারান্তরে আসিয়া পড়ে।

'গুণ' শব্দ সামান্যবাচক। সুতরাং যে কোন একটি গুণ থাকিলে উহার আশ্রয় (দ্রব্য) সগুণ বলিয়া ব্যবহৃত হয়। অতএব 'নির্গুণ' বলিলে সর্বপ্রকারে গুণশূন্য এইরূপ বুঝাই স্বাভাবিক। নির্গুণত্ব ও সগুণত্বের বিরোধ উক্তরূপে পরিহার করিলে "নির্গুণ কথাটীর অন্তর্গত, 'গুণ'শব্দ গুণবিশেষকেই বুঝাইতেছে ইহা অবশ্য স্বীকার্য। সামান্যবাচক শব্দের কোন বিশেষ অর্থ গ্রহণ লক্ষণা ব্যতীত সম্ভবে না। লক্ষণা পরিহার করিয়া বেদবাক্যের ব্যাখ্যা করাই প্রশস্ত।

ভগবান্ শঙ্করাচার্যের মতে 'ব্রহ্ম নির্গুণ' ইহাই সত্য এবং তাহার এই রূপই আগম-মাত্রবেদ্য। তবে সর্বশক্তিময় ব্রহ্ম অনির্বচনীয় মায়াশক্তির যোগে সগুণরূপে প্রকট হইয়া থাকেন। এই অবস্থায় তাঁহার নাম ঈশ্বর; তখন তিনি অনুমানগম্যও হইতে পারেন। এই মতে উক্ত প্রকারে শ্রুতিবিরোধের পরিহার হইলেও ব্রহ্মের সগুণত্ব মায়াত্মক উপাধি দ্বারা সম্পাদিত, উহা তাঁহার স্বাভাবিক বা নিত্যস্বরূপ নহে ইহা স্বীকার করিতে হয়।

বস্তুতঃ গন্ধ, রস, রূপ, অধর্ম, দুঃখ, দ্বেষ ইত্যাদি গুণ ঈশ্বরে আছে কিনা তাহা কাহারও বিচার্য নহে। ঐসকল গুণের অভাব ঈশ্বরে সর্বসম্মত। অতএব জ্ঞান ইচ্ছা যত্ন, ইত্যাদি অন্য কোন গুণ তাঁহার আছে কিনা ইহাই যথার্থ বিবাদের বিষয়। উহাদিগের মধ্যে জ্ঞানই প্রধানতঃ আলোচ্য। কারণ, ঈশ্বরে ইচ্ছা ও যত্ন সর্বসম্মত নহে। পরন্তু জ্ঞানের আশ্রয়ত্ব বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত স্থির হইলে অন্য দুইটির সম্বন্ধেও মীমাংসা কিছু সহজ হইতে পারে।

সৎকার্যবাদী সাংখ্য ও বেদান্ত সম্প্রদায়ের মতে গুণ এবং উহার আশ্রয় (দ্রব্য) ভিন্ন নহে। যেমন শুক্ল রূপ, পরিমাণ ও গুরুত্ব এই সমুদায় লইয়াই উহা বস্ত্র। ইহাদিগের মতে পুরুষ বা ব্রহ্ম চিন্ময়, চৈতন্য বা জ্ঞানস্বরূপ। সুতরাং পুরুষ বা ব্রহ্ম জ্ঞানবান্ ও জ্ঞানস্বরূপ এই উভয়প্রকারেই নির্দেশযোগ্য। ফলতঃ এই প্রকারেও শ্রুতিসকলের বিরোধ পরিহার করা যাইতে পারে। ইহাতে অন্যদর্শনের সহিত মতবিরোধের গুরুত্বও অনেক কমিয়া যায়।

[১] ভেদাভেদবাদের সহিত এইমত তুলনাযোগ্য।

ঈশ্বর উৎপত্তিযোগ্য সকল পদার্থেরই সৃষ্টিকর্তা। জীবাত্মা নিত্য কিন্তু তাহার শরীর এবং জীবাত্মার সহিত ঐ শরীরের বিশেষ সম্বন্ধ তাঁহারই সৃষ্ট। এই ভাবে জীব ও জড়-সমষ্টিরূপ সমগ্র জগৎই ঈশ্বরসৃষ্ট। এই সিদ্ধান্তে তাঁহার সম্বন্ধে সৃষ্টির প্রয়োজন এবং বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য অবলম্বনে নানাবিধ দুরূহ প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদিত হয়—

কেন তিনি সৃষ্টি করিলেন? দুঃখভোগের জন্য কেহ ত স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কোন কাজ করে না। অতএব দুঃখভোগ কখনই সৃষ্টির উদ্দেশ্য নহে। সুখের জন্য কার্য করা লোকপ্রসিদ্ধ। কিন্তু তিনি নিত্য তৃপ্ত ও আপ্তকাম। সুতরাং তাঁহার পক্ষে বৈষয়িক সুখভোগের বাসনা সম্ভবে কি? তাহা হইলে সাধারণ জীব হইতে তাঁহার বৈশিষ্ট্য কোথায়? এই সৃষ্টিকার্য দ্বারা তিনি সুখী হইলেন কি? যদি হইয়া থাকেন তবে ক্ষণিক সুখভোগে তিনিও জীবতুল্য হইয়া পড়েন। আর যদি ইহার দ্বারা সুখী না হইয়া থাকেন তবে বলিতে হইবে তাঁহার শক্তিও কুণ্ঠিত, তিনি সর্বশক্তিমান্ নহেন।

দ্বিতীয় প্রশ্নের বিষয় বৈষম্য। যদি তিনি সৃষ্টি করিলেনই তবে এই বৈষম্য কেন? সকলকেই সমান করিয়া সৃষ্টি করিলেন না কেন? তিনি যদি পক্ষপাতশূন্য, তবে তাঁহার সৃষ্টিতে কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র, কেহ সুখী কেহ দুঃখী হয় কেন? তিনি শক্তিমান্ অতএব সকলকে সমানভাবে সুখী করাই তাঁহার উচিত ছিল।

তৃতীয় প্রশ্নের বিষয় নৈর্ঘৃণ্য অর্থাৎ নির্দয়তা। লোকমুখে শুনা যায় তিনি দয়াময়। কিন্তু প্রত্যহ মৃত্যু, ব্যাধি, অত্যাচার, পীড়নের যে নৃশংস ঘটনাসমূহ প্রত্যক্ষ হইতেছে তাহা ত তিনিই করিতেছেন। তবে তিনি কেমন দয়াময়? সকলের মূলেই যদি তিনি, তবে এমন নির্ঘৃণ—নির্দয় নৃশংস আর একটি কল্পনাও করা যায় না।

শাস্ত্র এই সমুদায় প্রশ্নের যে উত্তর দিয়াছেন তাহা উপাদেয় কিন্তু দুরূহ। সংক্ষেপে তাহা প্রকাশ করা সম্ভব নহে। তবে অল্প কথায় এইমাত্র বলা যায়—

সৃষ্টির কোনও আদি নাই। বর্তমানের জীবগণ পূর্বেও ছিল এবং পরেও থাকিবে। প্রাণিগণ স্ব স্ব কৃত কর্মের ফলভোগ করে। পূর্ব পূর্ব জন্মে যে ব্যক্তি যে প্রকার কর্ম করিয়াছে পরজন্মে কিংবা আরও পরবর্তী জন্মে তাহাকে তদনুযায়ী ফল ভোগ করিতে হয়। ঈশ্বর সর্বজ্ঞ। তিনি তাহাদিগের সঞ্চিত সেই সমুদায় কর্ম কি এবং তাহার ফলই বা কেমন তাহা জানেন এবং উহার অপক্ষপাত বিচার করিয়া থাকেন মাত্র। বিচারক্ষেত্রে বাদী প্রতিবাদী স্ব স্ব কার্যের অনুরূপ ফলভোগ করিবে তাহাতে বিচারকের দোষগুণের কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। অতএব ঈশ্বর বৈষম্য অথবা নৈর্ঘৃণ্যদোষে লিপ্ত নহেন।

সৃষ্টিপ্রবাহ বা সংসার অনাদি। জীবগণের অনাদি অদৃষ্ট দ্বারাই উহা পরিচালিত হইতেছে এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করিলে সৃষ্টিকার্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও প্রশ্ন হয় না। ফলে সৃষ্টিকার্য দ্বারা তিনি সুখী হন কিনা অথবা সৃষ্টিনাশে দুঃখী হন কিনা কিংবা সুখভোগ তাঁহার পক্ষে সম্ভব কিনা এই সকল আশঙ্কারও অবকাশ থাকে না।

উল্লিখিত প্রশ্নের আর একটি উত্তর শাস্ত্রে পাওয়া যায়। তাহা এইরূপ—

অনেকেই যাদুবিদ্যার খেলা দেখিয়াছেন। নুড়িশিলা কাঠের টুক্‌রা গাছের শিকড় ইত্যাদি অকিঞ্চিৎকর বস্তু ঐ খেলায় উপকরণ। উহার দ্বারা যাদুকর ইন্দ্রজালবিদ্যার প্রভাবে নানাবিধ জড় ও প্রাণবান্ বস্তু সৃষ্টি করিয়া এমন অনেক নৃশংস, অদ্ভুত ও বিচিত্র ব্যাপার দেখাইয়া থাকে যে-সমস্তকে জাগতিক ঘটনাসমূহের তুল্য বলা যায়। দর্শকেরা আত্মহারা হইয়া উহা দেখেন এবং কখনও আনন্দে উচ্ছ্বসিত, কখনও বা শোকে বিহ্বল হন। যতক্ষণ খেলা চলিতে থাকে ততক্ষণ এই অবস্থা। যখন যাদুকর সেই শক্তি সংবরণ করে তখন দর্শকেরা ঐরূপ কিছুই দেখেন না কিংবা যাদুকরকে দোষী ভাবেন না।

ঈশ্বর ঐরূপ যাদুকর। তিনি স্বয়ং এক—অদ্বিতীয় হইয়াও নিজের অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়াশক্তির বলে নিজেই জড়চেতনসমন্বিত এই বিচিত্র জগৎ সৃষ্টি করিয়া ক্রীড়াপুত্তলিস্থানীয় জীবসমুদায়কে নানাবিধ ব্যাপারে সুখী ও দুঃখীরূপে প্রকাশ করিতেছেন। আমাদিগের উপকরণ গৃহ, বস্ত্র, শয্যা, নগরী, সমুদ্র, পর্বত, চন্দ্র, সূর্য প্রভৃতি ঐন্দ্রজালিকের সৃষ্ট বস্তুর তুল্য সুতরাং তুচ্ছ অর্থাৎ বাস্তবতাশূন্য। ঐরূপ আমাদিগের এই সুখ দুঃখও যথার্থ নহে। উভয়ের বিশেষ এই যে, যাদুকর অর্থ লাভের উদ্দেশ্যে খেলা দেখায় এবং উহার দর্শক আমরা—জীবগণ, কিন্তু এই সংসার-ক্রীড়ার তিনিই স্রষ্টা এবং তিনিই দ্রষ্টা, ইহার অন্য কেহ দর্শক নাই। এই ক্রীড়া পূর্ব হইতে চলিয়া আসিতেছে, এখনও নিরন্তর চলিতেছে এবং পরেও চলিবে। এইরূপ ক্রীড়াই তাঁহার স্বভাব[১]। জ্ঞানিগণ তাঁহার এই স্বরূপ জানেন এজন্য তাঁহারা তাঁহার কোন দোষই দেখেন না[২]। আর আমরা—যাহারা তাঁহার এই স্বরূপ অবগত নহি, তাহারা তাঁহার দোষ এবং উহার সমাধানের উপায় খুঁজি। অজ্ঞের ভ্রান্তি স্বাভাবিক। এই জগদ্ব্যাপারকে ক্রীড়া এবং ইহার কর্তাকে যাদুকর বলিয়া স্থিরভাবে বুঝানই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। ঈশ্বরের এই স্বরূপ সাক্ষাৎকার হইলেই উপাসনা—ধ্যান, ধারণা, সমাধি সফল হয়।

ঈশ্বর সগুণ অথবা নির্গুণ এই বিষয়ে যেমন নানাবিধ মতবাদ দৃষ্ট হয় সেইরূপ তিনি জীবাত্মা হইতে ভিন্ন কিংবা অভিন্ন এই বিষয়েও মতভেদ আছে। এই বিভিন্ন মতগুলিকে স্থূলভাবে তিনভাগে বিভক্ত করা যায়। ঈশ্বর জীবাত্মা হইতে ভিন্ন—ইহা ভেদবাদ বা দ্বৈতবাদ। তিনি জীব হইতে ভিন্নও বটে অভিন্নও বটে—ইহা ভেদাভেদবাদ বা দ্বৈতাদ্বৈতবাদ। তিনি জীব হইতে অভিন্ন—ইহা অদ্বৈতবাদ নামে প্রসিদ্ধ[৩]। তন্মধ্যে ঈশ্বর জীবাত্মা হইতে ভিন্ন এইরূপ দ্বৈতবাদই ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসক প্রভৃতি বহু সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত। নিম্বার্কাচার্যের সম্প্রদায়

---

১ ভোগার্থং সৃষ্টিরিত্যন্যে ক্রীড়ার্থমিতি চাপরে। দেবস্যৈষ স্বভাবোঽয়মাপ্তকামস্য কা স্পৃহা॥ ১।৯ মাণ্ডুক্য কারিকা।

২ 'ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি'—শ্রুতি।

৩ রামানুজাচার্য-সমর্থিত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও নিম্বার্কাচার্য-সম্মত দ্বৈতাদ্বৈতবাদের মধ্যে 'অদ্বৈত' কথাটি দেখা যায়। ঐ সকলমতে জীব ও ঈশ্বরের অভেদ সমর্থিত হয় নাই। অতএব উহাকে দ্বৈতবাদের অন্তর্গত মতবিশেষ বলা উচিত কি না তাহা বিচার্য।

ভেদাভেদবাদের বিশেষ সমর্থন করিয়াছেন। ঈশ্বর ও জীবাত্মার ভেদ এবং অভেদ উভয় পক্ষই অচিন্ত্য এই প্রকার অচিন্ত্যভেদাভেদবাদও বৈষ্ণবসম্প্রদায়বিশেষে প্রচলিত[১]।

আচার্য শঙ্করের মতে ঈশ্বর জীবাত্মা হইতে ভিন্ন নহে। এইমতে একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বর বা ব্রহ্মই সত্য, আর কিছুই পারমার্থিক সত্য নহে। ফলতঃ যাহা জীবাত্মা কিংবা ঈশ্বর বলিয়া ব্যবহৃত তাহা উপাধিবিশিষ্ট ব্রহ্মই, অপর কিছু নহে।

এই উপাধির স্বরূপ কি তাহা লইয়াও ইহার অবান্তর সম্প্রদায়ের মধ্যে মতভেদ আছে। বিভিন্ন ব্যক্তিগণ মায়া, অবিদ্যা, বুদ্ধি এবং মনের পক্ষে উপাধিত্বের দাবী উপস্থিত করিয়াছেন।

অন্য এক সম্প্রদায় বলেন—প্রতিবিম্ববাদই আচার্য শঙ্করের অভিপ্রেত। যেমন বিভিন্ন জলপাত্রে একই সূর্যের প্রতিবিম্ব পড়ে এবং ঐ প্রতিবিম্বও একরূপই হইয়া থাকে, আবার জলপাত্র জলশূন্য কিংবা ভগ্ন হইলে আর প্রতিবিম্ব সম্ভবপর হয় না, সেইরূপ উল্লিখিত উপাধিতে ব্রহ্মের যে প্রতিবিম্ব তাহাই জীব। কোনও প্রকারে ঐ সমুদায় উপাধিকে প্রতিবিম্ব গ্রহণের অযোগ্য করিয়া তুলিতে পারিলে অথবা উপাধিকে বিনাশ করিতে পারিলেই মুক্তি। ইহাই ব্রহ্মাত্মভাব এবং ইহাই শান্ত শিব অদ্বৈত।

ঈশ্বর ও জীবের ভেদ অথবা অভেদ যাহাই যথার্থ হউক না কেন, সকল মতেই ইহা স্বীকৃত যে, জীবগণের পক্ষে ঈশ্বরের উপাসনা কর্তব্য।

ঈশ্বরোপাসনা দ্বারা মুক্তি লাভ হয় ইহা যেমন সকল সম্প্রদায়ের স্থির সিদ্ধান্ত সেইরূপ "জীবের আত্মসাক্ষাৎকার ব্যতীত মুক্তির দ্বিতীয় কোন পথ নাই" ইহাও সর্বসম্মত। অদ্বৈতমতে ঈশ্বর জীব হইতে ভিন্ন নহে। অতএব উপাসনার ফলে যে ঈশ্বর সাক্ষাৎকার ঘটে উহা জীবেরই যথার্থ আত্মসাক্ষাৎকার স্বরূপ হওয়ায় এই মতে মুক্তিলাভে কোনও অনুপপত্তি থাকে না কিন্তু দ্বৈতবাদিগণের মতে ঐ বিষয়ে কিঞ্চিৎ অনুপপত্তি থাকে। সুতরাং দ্বৈতবাদীদিগের ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, ঈশ্বর সাক্ষাৎকারই মুক্তির চরম কারণ নহে কিন্তু ঈশ্বর-সাক্ষাৎকারের পরে তিনি প্রসন্ন হইয়া জীবকে তাহার স্বীয় আত্মার প্রত্যক্ষ করাইয়া থাকেন, উহাই মুক্তির চরম কারণ[২]।

১ জীব ও ঈশ্বরের পরস্পর ভেদ এবং অভেদ উভয়ই অচিন্ত্য এইরূপ অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের মূল কোথায় এবং কে ইহার প্রবর্তক তাহা অনুসন্ধেয়। সর্বসংবাদিনী গ্রন্থে জীবগোস্বামীর উল্লিখিত অচিন্ত্যভেদাভেদের অর্থ—উপাদান কারণ ও কার্য ইহাদের ভেদ ও অভেদ অচিন্তনীয়। ঈশ্বর জীবের উপাদান নহেন। অতএব ঈশ্বর ও জীবের ভেদাভেদ সম্বন্ধে ঐ গ্রন্থের দ্বারা কোনরূপ সিদ্ধান্ত বুঝা যায় না। ন্যায়দর্শন, চতুর্থখণ্ড (বাং সাং পং সং) ১১৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

২ কেহ বলিয়াছেন—জীব ঈশ্বর হইতে ভিন্ন হইলেও উভয়ের সুপ্রচুর সাদৃশ্য থাকায় ঐরূপ সাদৃশ্য সহকৃত ঈশ্বরোপাসনা দ্বারাই জীবের স্বীয় আত্মসাক্ষাৎকার সম্পন্ন হয়। এইমতে ঈশ্বরের অনুগ্রহ সম্বন্ধে ঔদাসীন্যই প্রকাশ পায়।

এই প্রকারে আত্মসাক্ষাৎকার হইলে উপাসক তখনই নির্বাণমুক্তি বা বিদেহকৈবল্য লাভ করেন না কিন্তু প্রারব্ধকর্ম ক্ষয়ের জন্য তাঁহাকে কিছুকাল অপেক্ষা করিতে হয়। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী এই অবস্থায় কায়ব্যূহ নির্মাণ করতঃ[১] সত্বর ফলভোগের দ্বারা প্রারব্ধ কর্মের ক্ষয় করিয়া শরীরপাত হইলে নির্বাণ লাভ করেন, কেহ বা সাংসারিক পদ্ধতি অনুসারে অবস্থানপূর্বক ঈশ্বরাদেশে জীবগণের উপকারার্থে তত্ত্বজ্ঞান প্রচার করিয়া অবশেষে পরম মুক্তি লাভ করেন। তত্ত্বজ্ঞানীদিগের এই অবস্থা শাস্ত্রে জীবন্মুক্তি নামে বর্ণিত হইয়াছে।

এইরূপ জীবন্মুক্ত পুরুষেরাই মুমুক্ষুদিগের যথার্থ গুরু। উপনিষৎ মুক্তিকামীকে সমিৎপাণি হইয়া ঈদৃশ গুরুর শরণাপন্ন হইতে বলিয়াছেন[২]।

বৈরাগ্য মুক্তির প্রধান সোপান। সাংসারিক যাবতীয় সুখ এমন কি স্বর্গসুখেও যাঁহার বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে তিনিই যথার্থ বৈরাগ্যসম্পন্ন। অতএব মুক্তিলাভ করিতে হইলে সংসার ত্যাগ করিতেই হইবে। সন্ন্যাস গ্রহণ ব্যতীত মুক্তিলাভ হইতেই পারে না ইহাও কোন কোন আচার্য শাস্ত্র ও যুক্তিদ্বারা সমর্থন করিয়াছেন কিন্তু সত্যবাদী অতিথিপ্রিয় শ্রদ্ধাসম্পন্ন গৃহস্থও ন্যায়ার্জিতধনে সংসারপালনপূর্বক তত্ত্বজ্ঞান অনুশীলনে নিরত হইলে মুক্তিলাভ করিতে পারেন ইহাও শাস্ত্রসম্মত ব্যবস্থা[৩]।

বর্ণের উচ্চতা অনুসারে মুক্তিলাভের অধিকারেও তারতম্য ঘটে ইহা ভ্রান্তধারণা। অধিকারজনক গুণের উৎকর্ষই অধিকারীর শ্রেষ্ঠতা সূচনা করে। মার্কণ্ডেয়পুরাণের দেবীমাহাত্ম্যে বর্ণিত ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ মহারাজ সুরথ অপেক্ষা সাধকশ্রেষ্ঠ বৈশ্য কুলোৎপন্ন মহাত্মা সমাধি এবিষয়ে প্রামাণিক দৃষ্টান্ত।

অতএব শাস্ত্রের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা স্থাপন করিয়া এবং সংসারত্যাগে উৎকট আগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া নিঃশ্রেয়সার্থী গৃহস্থগণ শাস্ত্রনির্দিষ্ট পথে ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করুন। এ পর্যন্ত সগুণ নির্গুণ অথবা ভেদ অভেদের বিতর্ক নাই। তৎপরে তাঁহার প্রসাদে আত্মজ্ঞান লাভ করিলে উপাসক নিজেই ঐ সমুদায় প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারিবেন। তখন আর কোন সন্দেহ থাকিবে না।

১ কায়ব্যূহ ৩৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

২ পরীক্ষ্য লোকান্ কর্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্বেদমায়ান্ নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।
তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥
—মুণ্ডকোপনিষৎ ।

৩ ন্যায়ার্জিতধনস্তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠোঽতিথিপ্রিয়ঃ।
শ্রাদ্ধকৃৎ সত্যবাদী চ গৃহস্থোঽপি বিমুচ্যতে॥ —যাজ্ঞবল্ক্য বচন।

দ্রব্যচক্র*

	১	২	৩	৪
	পৃথিবী	জল	তেজঃ	বায়ু
১ দ্রব্য	(অবয়ব হইলে) পার্থিব অবয়বী (†)	(অবয়ব হইলে) জলীয় অবয়বী	(অবয়ব হইলে) তৈজস অবয়বী	(অবয়ব হইলে) বায়ব্য অবয়বী
২ গুণ	(১৪) গন্ধ (২) রস (৬) রূপ (৬) স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, সংস্কার (বেগ ও স্থিতি-স্থাপক)	(১৪) রস (১) রূপ (১) স্পর্শ, সংখ্যা, পরি-মাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার (বেগ)	(১১) রূপ (১) স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, দ্রবত্ব, সংস্কার (বেগ)	(৯) স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, সংস্কার (বেগ)
৩ কর্ম ‡	১	১	১	১
৪ সামান্য	সত্তা, দ্রব্যত্ব, পৃথিবীত্ব, ঘটত্ব, পটত্ব, ইত্যাদি	সত্তা, দ্রব্যত্ব, জলত্ব, হিমত্ব ইত্যাদি	সত্তা, দ্রব্যত্ব, তেজস্ত্ব, অগ্নিত্ব, স্বর্ণত্ব ইত্যাদি	সত্তা, দ্রব্যত্ব, বায়ুত্ব, প্রাণত্ব ইত্যাদি
৫ বিশেষ	প্রত্যেক পরমাণুতে ১টী	প্রত্যেক পরমাণুতে ১টী	প্রত্যেক পরমাণুতে ১টী	প্রত্যেক পরমাণুতে ১টী
৬ সমবায়	নিত্য—অনুযোগী অনিত্য—অনুযোগী ও প্রতিযোগী	নিত্য—অনুযোগী অনিত্য—অনুযোগী ও প্রতিযোগী	নিত্য—অনুযোগী অনিত্য—অনুযোগী ও প্রতিযোগী	নিত্য—অনুযোগী অনিত্য—অনুযোগী ও প্রতিযোগী

---

* কোন্ দ্রব্যে কি কি ভাব পদার্থ সমবায় সম্বন্ধে থাকে তাহা উপরে প্রদর্শিত হইল। সমবায় স্বয়ং সমবায়-সম্বন্ধে থাকে না। এজন্য উহার প্রতিযোগী ও অনুযোগী দ্রব্য নিরূপিত হইল।

† অন্ত্য অবয়বীতে অর্থাৎ যে অবয়বী স্বয়ং অবয়ব হইয়া অন্য কোন অবয়বীর সৃষ্টি না করে এইরূপ ঘট শরাব প্রভৃতি অবয়বীতে কোনও দ্রব্য সমবায় সম্বন্ধে থাকে না। ন্যায়মতে একজাতীয় দ্রব্য অন্য জাতীয় দ্রব্যের উপাদান বা সমবায়ী কারণ হয় না। যেমন—জল, তেজঃ অথবা বায়ু কোন পার্থিব দ্রব্যের উপাদান নহে। জলীয়, তৈজস এবং বায়ব্য দ্রব্য সম্বন্ধেও ঐরূপ নিয়ম।

‡ কর্ম সমসূত্রস্থিত '১' চিহ্নের দ্বারা উপরিস্থিত দ্রব্যে কর্মের অস্তিত্ব জ্ঞাপিত হইতেছে। একটিমাত্র কর্মের অস্তিত্ব জ্ঞাপন উহার উদ্দেশ্য নহে।

দ্রব্যচক্র*

৫	৬	৭	৮	৯	
				আত্মা	
আকাশ	কাল	দিক্	মন	জীবাত্মা	ঈশ্বর
০	০	০	০	০	০
৬ শব্দ সংখ্যা পরিমাণ পৃথক্‌ত্ব সংযোগ বিভাগ	৫ সংখ্যা পরিমাণ পৃথক্‌ত্ব সংযোগ বিভাগ	৫ সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্‌ত্ব, সংযোগ বিভাগ	(৮) সংখ্যা পরিমাণ পৃথক্‌ত্ব সংযোগ বিভাগ সংস্কার (বেগ) (দিক্‌কৃত-) পরত্ব ও অপরত্ব	(১৪) জ্ঞান, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, ধর্ম, অধর্ম, সংস্কার (ভাবনা) সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্‌ত্ব, সংযোগ, বিভাগ	(৮) জ্ঞান, ইচ্ছা, যত্ন, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্‌ত্ব, সংযোগ, বিভাগ
০	০	০	১	০	০
সত্তা, দ্রব্যত্ব	সত্তা, দ্রব্যত্ব,	সত্তা দ্রব্যত্ব	সত্তা, দ্রব্যত্ব, মনত্ব	সত্তা, দ্রব্যত্ব আত্মত্ব	সত্তা, দ্রব্যত্ব, আত্মত্ব,
১টী মাত্র	১টী মাত্র	১টী মাত্র	প্রত্যেকতঃ ১টী	প্রত্যেকতঃ ১টী	১টী মাত্র
অনুযোগী	অনুযোগী	অনুযোগী	অনুযোগী	অনুযোগী	অনুযোগী

* কোন্ দ্রব্যে কি কি ভাব পদার্থ সমবায় সম্বন্ধে থাকে উপরে তাহা প্রদর্শিত হইল। সমবায় স্বয়ং সমবায়-সম্বন্ধে থাকে না। এজন্য উহার প্রতিযোগী ও অনুযোগী দ্রব্য নিরূপিত হইল। ৫ম অধ্যায়ে সমবায় নিরূপণ দ্রষ্টব্য।

চতুর্থ অধ্যায়

গুণ

দ্রব্য নিরূপিত হইয়াছে। এক্ষণে পরবর্তী পদার্থ 'গুণ' নিরূপিত হইবে।

'গুণ'শব্দের লৌকিক ব্যবহারক্ষেত্র বিস্তৃত। ক্ষিপ্রকারিতা, সঙ্কোচশীলতা, প্রসারিতা, আধিক্য, অল্পতা, গাঢ়ত্ব, শৌর্য, বীর্য, গাম্ভীর্য ইত্যাদি 'গুণ' বলিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। হাসি মুখে কথা বলা মানুষের গুণ। দুষ্ট দমন ও শিষ্টপালন রাজার গুণ ইত্যাদি।

প্রাচীনগণ দ্রব্যভিন্ন যে-কোন প্রকার আধেয়, আশ্রিত বা ধর্মমাত্রকেই 'গুণ' বলিয়া ব্যবহার করিতেন। ঐ সকল ধর্মকে সর্বত্র ন্যায়-বৈশেষিকপরিভাষিত গুণে অন্তর্ভূত করা যায় না। উহাদের মধ্যে কোন কোন ধর্ম ক্রিয়া অথবা সামান্যের অন্তর্গত। স্থলবিশেষে উহা অভাব স্বরূপ ইহাও বলা যায়[১]। কিন্তু বস্ত্রাদিস্বরূপ দ্রব্য সূত্রাদি দ্রব্যের আধেয় হইলেও উহাদিগকে 'গুণ' বলা হয় না।

শীঘ্রগামিত্ব অশ্ব প্রভৃতি যানবাহনের 'গুণ' বলিয়া প্রসিদ্ধ। তীক্ষ্ণতা অর্থাৎ আশু-কারিত্ব বিষ প্রভৃতি ঔষধের বিশেষ গুণ। আপাতদৃষ্টিতে এইপ্রকার গুণসকল ন্যায়মতে কর্ম-পদার্থের অন্তর্গত।

দ্রব্যত্ব, গুণত্ব ইত্যাদি জাতি সামান্য পদার্থের অন্তর্গত কিন্তু ব্যাকরণের নিয়মানুসারে উহাদিগকেও 'গুণ' বলা আবশ্যক[২]। বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, মন্দতা, জড়তা ইত্যাদি ধর্মকে ন্যায়শাস্ত্র-পরিভাষিত 'গুণ' বলা যায় না[৩]।

সাদৃশ্যও একটি গুণ[৪]। ইহা দ্রব্যাদি সপ্ত পদার্থেই থাকে। মুখে চন্দ্রের সাদৃশ্য প্রসিদ্ধ। এই স্থলে সাদৃশ্য আহ্লাদজনকত্ব। ইহা ন্যায়শাস্ত্র-পরিভাষিত গুণ নহে। বকুল ফুলের গন্ধ মদ্যগন্ধের তুল্য, রক্তপিত্তরোগীর শ্বাসগন্ধ লৌহগন্ধের সদৃশ ইত্যাদি স্থলেও গন্ধগত সাদৃশ্য গুণ নহে। "অত্যন্তাভাবও আকাশের ন্যায় নিত্য" এই স্থানে সাদৃশ্য স্বয়ং অভাবস্বরূপ[৫] এবং অভাবের ধর্ম। ইহাও গুণ নহে।

১ 'তদ্গত ভূয়োধর্মবত্ত্বে সতি তদ্ভিন্নত্বং তৎসাদৃশ্যং' এই প্রকারেও সাদৃশ্যের লক্ষণ হইতে পারে।

২. 'সিদ্ধং তু যস্য গুণস্য ভাবাদ্ দ্রব্যে শব্দনিবেশ স্তদভিধানে ত্বতলৌ'— পাণিনি বার্তিক। ৫।১।২ গুণশব্দেন যাবান্ পরাশ্রয়ো ভেদকো জাত্যাদিরর্থঃ স সর্ব্ব ইহ গৃহ্যতে" মহাভাষ্যপ্রদীপ। যুক্তিদীপিকা ১ম কারিকা।

৩ ন্যায়মতে 'গুণ' কেবলমাত্র দ্রব্যের ধর্ম। 'বুদ্ধি' স্বয়ং গুণ পদার্থ ইহা পরে ব্যক্ত হইবে।

৪ সাদৃশ্যবশতঃ যে লক্ষণা হয় তাহার নাম গৌণী। গৌণী মতবিশেষে লক্ষণা নহে কিন্তু অভিধার ন্যায় পৃথক্ বৃত্তি। গুণের যোগই উহার 'গৌণী' সংজ্ঞার কারণ। 'গৌর্বাহীকঃ' ইহা গৌণীর উদাহরণ।

৫ ১৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সাংখ্যশাস্ত্রে 'গুণ' শব্দের অর্থ—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। উক্ত গুণত্রয় যাবতীয় সৃষ্টির উপাদান কারণ। অতএব ন্যায়মতে উহাদিগকে দ্রব্যস্থানীয় বলিয়া কল্পনা করা যাইতে পারে কিন্তু উহারা ন্যায়সম্মত গুণের অন্তর্ভূত হইতে পারে না[১]।

ন্যায়-বৈশেষিকে 'গুণ' শব্দ নির্দিষ্ট চব্বিশ প্রকার বস্তুকেই বুঝায়। ক্রমে তাহাদের পরিচয় পাওয়া যাইবে।

দ্রব্যাশ্রিতত্ব, নির্গুণত্ব ও নিষ্ক্রিয়ত্ব এই তিনটি সকল গুণেই সর্বদা বিদ্যমান। অতএব ইহারা গুণের ব্যবস্থিত বা নিয়ত ধর্ম।

দ্রব্যাশ্রিতত্ব—সকল গুণেরই আশ্রয় দ্রব্য। দ্রব্য ব্যতীত অন্য কোন পদার্থে কোনও গুণ থাকে না। কিন্তু একই দ্রব্যে নানাবিধ গুণের সমাবেশ হইয়া থাকে[২]। নিত্য দ্রব্যসকল সর্বদাই সগুণ। উৎপন্ন দ্রব্যসমূহ উৎপত্তির পরক্ষণ হইতে বিনাশক্ষণ পর্যন্ত গুণযুক্ত থাকে কিন্তু উৎপত্তিক্ষণে উহাতে কোন গুণ থাকে না। যাহা কখনও কোনপ্রকার গুণবিশিষ্ট নহে এমন কোন দ্রব্য স্বীকৃত হয় নাই[৩]। অতএব গুণসকল দ্রব্যাশ্রিত। দ্রব্যাশ্রিতের ধর্ম—দ্রব্যাশ্রিতত্ব।

নির্গুণত্ব ও নিষ্ক্রিয়ত্ব—কোন গুণেই কখনও কোন গুণ কিংবা ক্রিয়া থাকেনা সুতরাং গুণ নির্গুণ এবং নিষ্ক্রিয়। নির্গুণের ধর্ম—নির্গুণত্ব, নিষ্ক্রিয়ের ধর্ম—নিষ্ক্রিয়ত্ব[৪]।

উল্লিখিত নিয়তধর্ম ব্যতীত গুণে কতকগুলি অনিয়ত ধর্মের অস্তিত্বও জানা যায়। যেমন—নিত্যত্ব, একবৃত্তিত্ব, অনেকবৃত্তিত্ব ও ব্যাপ্যবৃত্তিত্ব ইত্যাদি। ইহারা গুণের অনিয়ত ধর্ম। কারণ, সকল গুণই নিত্য নহে, কোন একজাতীয় গুণ আশ্রয়বিশেষে নিত্য, অন্যত্র অনিত্য, আবার একজাতীয় গুণ সকলগুলিই অনিত্য। সেইরূপ কোন একজাতীয় গুণ ক্বচিৎ একবৃত্তি ও ব্যাপ্যবৃত্তি, এবং কখনও আশ্রয়ের অথবা নিজ স্বরূপের বৈলক্ষণ্যবশতঃ অনেকবৃত্তি ও অব্যাপ্যবৃত্তি হইতে পারে।

একবৃত্তিত্ব—যে সকল গুণের আশ্রয় একটিমাত্র, তাহারা—একবৃত্তি। যথা—পরিমাণ, বুদ্ধি ইত্যাদি। দুইখানি বস্ত্র দৈর্ঘ্যে সমান অর্থাৎ দশ হাত করিয়া কিন্তু প্রত্যেকের পরিমাণই পৃথক্, একের পরিমাণ অন্যটিতে নাই। রাম ও শ্যাম দুইজনে একটি বস্তু দেখিতেছে, উভয়েরই

১ অলঙ্কারশাস্ত্রে গুণ ত্রিবিধ—মাধুর্য, ওজঃ এবং প্রসাদ। দণ্ডাচার্যের মতে উহা শ্লেষপ্রভৃতি দশবিধ। ইহারা ন্যায়শাস্ত্র সম্মত গুণ হইতে পৃথক্।

২ দ্রব্য নয় প্রকার, গুণ চব্বিশ প্রকার। সুতরাং দ্রব্যের এবং অন্য সকল ভাবপদার্থের তুলনায় গুণের প্রকারভেদ বেশী। প্রত্যেক দ্রব্যে নানা গুণের সমাবেশ হওয়ায় প্রত্যেকতঃ গণনা করিলে গুণের বাস্তব সংখ্যা আরও অনেক অধিক হয়। দ্রব্য গুণের আশ্রয়। সংখ্যায় অধিক হইলেও আশ্রিত অপেক্ষা আশ্রয়ের প্রাধান্য স্বীকার্য। এজন্য গুণের পূর্বে দ্রব্য নিরূপিত হইয়াছে।

৩ বেদান্তসম্মত নির্গুণ আত্মা বা ব্রহ্ম ন্যায়ে স্বীকৃত নহে। কথঞ্চিৎ মানিলেও উহা দ্রব্যের মধ্যে গণ্য নহে।

৪ গুণে কোন বিশেষ পদার্থ থাকে না. এজন্য গুণসকল নির্বিশেষ, এবং নির্বিশেষত্ব গুণের ধর্ম।

একজাতীয় জ্ঞান হইতেছে, কিন্তু উভয়ের জ্ঞান একটি নহে, বিভিন্ন। ইহাকেই বলে—ব্যক্তি-বিশেষবিশ্রান্ত। অধিকাংশ গুণই একবৃত্তি বা ব্যক্তিবিশেষবিশ্রান্ত[১]। একবৃত্তির ধর্ম—একবৃত্তিত্ব।

অনেকবৃত্তিত্ব—যে-গুণ নিয়তই একাধিক আশ্রয়ের অপেক্ষা করে তাহা অনেকবৃত্তি। যথা—সংযোগ। দুইটি দ্রব্য ব্যতীত সংযোগ সম্ভবে না ইহা স্বতঃসিদ্ধ। অনেকবৃত্তির ধর্ম—অনেকবৃত্তিত্ব।

ব্যাপ্যবৃত্তিত্ব—যে-ধর্মীকে যে-ধর্মের[২] আশ্রয় বলা হয় ঐ ধর্ম যদি সেই ধর্মীকে ব্যাপ্ত করিয়াই থাকে অর্থাৎ কোনপ্রকারে এমন কি কোন অংশ বিশেষেও ঐ ধর্মের অভাব না থাকে তবে ঐ ধর্মকে ব্যাপ্যবৃত্তি বলে। যেমন—আকাশে পরিমাণ, 'একত্ব'সংখ্যা ইত্যাদি। ব্যাপ্যবৃত্তির ধর্ম—ব্যাপ্যবৃত্তিত্ব।

অব্যাপ্যবৃত্তিত্ব—যাহা ব্যাপ্যবৃত্তি নহে—যে-ধর্মের অভাব নিজ আশ্রয়েই সম্ভব হয় তাহা অব্যাপ্যবৃত্তি। যেমন সংযোগ। টেবিলের উপরে একখানি পুস্তক রহিয়াছে, কিন্তু উহার অনেক অংশই শূন্য রহিয়াছে, ঐ অংশে পুস্তকের সংযোগ নাই। তাই টেবিলে পুস্তকের সংযোগ অব্যাপ্যবৃত্তি। এইরূপে সংযোগাভাব এবং পুস্তক ইহারাও অব্যাপ্যবৃত্তি। অব্যপ্যবৃত্তির ধর্ম— অব্যাপ্যবৃত্তিত্ব।

লক্ষণ। যে-জাতীয়[৩] পদার্থ সকল দ্রব্যে অবস্থান করে তাহাকে গুণ বলে। ফলতঃ 'গুণত্ব'জাতি গুণের লক্ষণ। (দ্রব্যত্বব্যাপকতাবচ্ছেদক সত্তান্যজাতিমত্ত্বং গুণত্বং)

লক্ষ্য। কি কি বস্তুকে 'গুণ' বলা হয় বিভাগে তাহা পরিস্ফুট হইবে।

সমন্বয়। সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ এবং বিভাগ এই পঞ্চপ্রকার বস্তুই গুণ জাতীয় অর্থাৎ গুণত্বজাতি-বিশিষ্ট। প্রত্যেক দ্রব্যেই এই সকল গুণ থাকে। রূপ, রস প্রভৃতি যে-সকল গুণ সকল প্রকার দ্রব্যে থাকে না উহারাও সংখ্যা, পরিমাণ ইত্যাদি সর্বদ্রব্যে অবস্থিত গুণের সজাতীয় অর্থাৎ রূপ, রস ইত্যাদিও গুণত্বজাতি-বিশিষ্ট। অতএব সকল লক্ষ্যেই লক্ষণ সঙ্গত হইল।

দ্রব্যত্ব এবং কর্মত্বজাতি-বিশিষ্ট অর্থাৎ কোন দ্রব্য কিংবা ক্রিয়া সকল দ্রব্যে থাকে না। কারণ, আকাশ আত্মা দিক্ কাল ইহারা কোন দ্রব্যের উপাদান নহে[৪]। কোন ক্রিয়া বা স্পন্দনও ঐ সকলে নাই। অতএব (অর্থাৎ লক্ষণে 'সকল' শব্দ থাকায়) দ্রব্যে ও কর্মে অতিব্যাপ্তি হইল না।

---

১ প্রভাকরমতে রূপ প্রভৃতি কতিপয় গুণ ব্যক্তিবিশেষবিশ্রান্ত নহে অর্থাৎ উক্তমতে সকল নীলদ্রব্যেরই নীলরূপ এক অভিন্ন বস্তু। যুক্তি তুল্য হওয়ায় রক্তরূপ ইত্যাদি সম্বন্ধে ঐ একই কথা। —কণাদসিদ্ধান্তচন্দ্রিকা

২ ব্যাপ্যবৃত্তিত্ব এবং অব্যাপ্যবৃত্তিত্ব গুণের ন্যায় দ্রব্য এবং অভাবেরও ধর্ম হইতে পারে। এজন্য 'দ্রব্য' না বলিয়া "ধর্ম ও ধর্মী" শব্দ ব্যবহৃত হইল।

৩ এই স্থানে জাতি শব্দে সত্তা ভিন্ন অন্য জাতি গৃহীত হইয়াছে।

৪ ৫৬-৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রব্যচক্র দ্রষ্টব্য।

সামান্যত্ব ও বিশেষত্ব জাতি নহে। অতএব সামান্য এবং বিশেষ-পদার্থকে 'কোন জাতীয়' এইরূপে গ্রহণ করা যায় না। এজন্য লক্ষণে 'জাতি'পদ থাকায় উক্ত উভয় পদার্থেও অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা হয় না।

গুণ চব্বিশ প্রকার[১]—(১) গন্ধ, (২) রস, (৩) রূপ, (৪) স্পর্শ, (৫) শব্দ, (৬) গুরুত্ব, (৭) দ্রবত্ব, (৮) স্নেহ, (৯) পরিমাণ, (১০) সংখ্যা, (১১) পৃথক্ত্ব, (১২) সংযোগ, (১৩) বিভাগ, (১৪) পরত্ব, (১৫) অপরত্ব, (১৬) সংস্কার, (১৭) সুখ, (১৮) দুঃখ (১৯) ইচ্ছা, (২০) দ্বেষ, (২১) যত্ন, (২২) পুণ্য, (২৩) পাপ, (২৪) জ্ঞান।

(১) গন্ধ

গন্ধ পরিচিত গুণ[২]। উহা কেবল পৃথিবীতেই থাকে। সকল গন্ধই অনিত্য, একবৃত্তি ও ব্যাপ্যবৃত্তি।

লক্ষণ। যে গুণ ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায় তাহা **গন্ধ**। (ঘ্রাণগ্রাহ্যগুণো গন্ধঃ)

গন্ধ দ্বিবিধ—সুরভি ও অসুরভি।

---

১ কুমারিলভট্টের মতেও গুণ চব্বিশপ্রকার। তবে বিশেষ এই যে, শব্দ, পুণ্য ও পাপ এই তিনটীর পরিবর্তে ধ্বনি প্রাকট্য এবং শক্তি এই তিনটী উক্ত মতে গুণে অন্তর্ভূত। রঘুনাথ শিরোমণির মতে সংখ্যা, পৃথকত্ব, পরত্ব ও অপরত্ব গুণের অন্তর্গত নহে।

কণাদসিদ্ধান্তচন্দ্রিকায় গুণের প্রকার বিভাগে নানা মতভেদ দেখা যায়—

কেহ বলেন—পরত্ব, অপরত্ব, পৃথক্ত্ব ও গুরুত্ব স্বতন্ত্র কোন গুণ নহে। অতএব গুণ বিংশপ্রকার।

মতান্তরে বিভাগ পরিত্যক্ত হওয়ায় গুণ উনিশপ্রকার। অন্যমতে সংখ্যা ও পরিত্যক্ত। সুতরাং গুণ অষ্টাদশবিধ।

নব্যমতবিশেষে সংস্কার এবং পরিমাণ গুণের মধ্যে গণিত না হওয়ায় গুণ ষোড়শবিধ।

মতবিশেষে ধর্ম (পুণ্য) এবং অধর্ম (পাপ) ও বাদ পড়ায় গুণ চতুর্দশপ্রকার বলা হইয়াছে।

চরকমতে গুণ ৪১ প্রকার—গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ, গুরু, লঘু, শীত, উষ্ণ, স্নিগ্ধ, রুক্ষ, মন্দ, তীক্ষ্ণ, স্থির, সর, মৃদু, কঠিন, বিশদ, পিচ্ছিল, শ্লক্ষ্ণ, খর, স্থূল, সূক্ষ্ম, সান্দ্র, দ্রব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, পরত্ব, অপরত্ব, সংখ্যা, যুক্তি, সংযোগ, বিভাগ, পৃথক্ত্ব, পরিমাণ, সংস্কার, অভ্যাস। শ্লোকস্থান ২৬ অধ্যায়। এই স্থানে স্পর্শ, শীত ও উষ্ণ এই তিনটির পৃথক্ উল্লেখের কারণ অনুসন্ধেয়।

২ অধিকাংশ গুণই সাধারণের পরিচিত। পর্যায় শব্দ অর্থাৎ নামান্তর দ্বারাও উহাদিগের পরিচয় সম্ভব। অতএব বিশেষ কারণ ব্যতীত প্রত্যেক গুণের স্বতন্ত্রভাবে লক্ষ্য নির্দেশ এবং সমন্বয় প্রদর্শিত হইবে না।

(২) রস

রস স্বনাম প্রসিদ্ধ। ইহা পৃথিবী ও জলের গুণ[১]। জলীয়পরমাণুর রস নিত্য, অন্য সকল রসই অনিত্য। রস একবৃত্তি ও ব্যাপ্যবৃত্তি।

লক্ষণ। যে-গুণ জিহ্বার দ্বারা প্রত্যক্ষ হয় তাহাকে **রস** কহে। (রসনাগ্রাহ্যগুণো রসঃ)

রস ছয় প্রকার[২] —মধুর (১) অম্ল (২) তিক্ত (৩) লবণ (৪) কষায় (৫) ও কটু (৬)

বিভিন্ন পার্থিব দ্রব্যে ছয় প্রকার রসই সম্ভব হয় কিন্তু জলের রস একপ্রকারমাত্র—মধুর।

(৩) রূপ

রূপ প্রসিদ্ধ বস্তু। রূপ বুঝাইতে বর্ণ এবং 'রঙ্' শব্দও ব্যবহৃত হয়। রূপ পৃথিবী, জল এবং তৈজস দ্রব্যের গুণ। জলীয় ও তৈজস পরমাণুর রূপ নিত্য, অন্য সকল রূপই অনিত্য। রূপ একবৃত্তি এবং ব্যাপ্যবৃত্তি।

লক্ষণ। যে-গুণ কেবল মাত্র[৩] চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায় তাহা **রূপ** (চক্ষুর্মাত্র-গ্রাহ্যগুণো রূপং)।

রূপ ছয় প্রকার[৪] —শুক্ল (১) কৃষ্ণ (২) পীত (৩) রক্ত (৪) নীল (৫) ও হরিৎ (সবুজ) (৬)

বিভিন্ন পার্থিব দ্রব্যে ছয় প্রকার রূপ থাকে। জলীয় এবং তৈজস দ্রব্যের রূপ এক-বিধমাত্র—শুক্ল। বিশেষ এই—জলের শুক্লরূপ অভাস্বর, তেজের শুক্ল রূপ ভাস্বর।

১ অলঙ্কারশাস্ত্রে শৃঙ্গার, বীর, করুণ ইত্যাদি নয় প্রকার, মতান্তরে দশপ্রকার রসের পরিচয় পাওয়া যায়। উহারা বিশেষ বিশেষ চিত্তবৃত্তি এবং দর্শনশাস্ত্রোক্ত রস হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্।

২ 'চিত্র'রস স্বীকৃত হওয়ায় সপ্তপদার্থীমতে রস সপ্তবিধ।

৩ সংখ্যা, পরিমাণ প্রভৃতি গুণ, চক্ষু এবং ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ হয়, এজন্য উহাদিগকে কেবল চক্ষুর দ্বারা প্রত্যক্ষযোগ্য বলা যায় না।

৪ রূপের এই বিভাগ স্থূল দৃষ্টিতে করা হইয়াছে। কারণ, বিচিত্র ও অসংখ্য রূপ সমুদায়কে স্পষ্টভাবে বুঝাইবার যোগ্য স্বতন্ত্র শব্দ ভাষায় দুর্লভ। দুগ্ধ, চন্দ্র, কুটজপুষ্প, রাজহংস, বস্ত্র, কাগজ, হেনাফুল, রজনীগন্ধা, টগর ইহারা সমস্তই শুক্ল, তথাপি ইহাদের বর্ণগত পার্থক্য দেখিবামাত্র বুঝা যায়। কৃষ্ণ, পীত ইত্যাদি অন্য সকল বর্ণেরও বিভিন্ন দ্রব্যে এইরূপ পার্থক্য অনুভব-সিদ্ধ। অতএব রূপের সূক্ষ্ম বিভাগ করা সম্ভব নহে। তর্কসংগ্রহে কৃষ্ণবর্ণের পরিবর্তে 'কপিশ' গৃহীত হইয়াছে।

কোন অতিপ্রাচীন সম্প্রদায় 'চিত্র' নামে অন্য একপ্রকার রূপ মানিতেন। উক্তমতে রূপ সপ্তবিধ। যে দ্রব্যে শুক্ল, কৃষ্ণ ইত্যাদি নানাবিধ বর্ণের সমাবেশ দেখা যায় উহার ঐ বর্ণকে শুক্ল, কৃষ্ণ কিংবা পীত ইত্যাদি প্রকারে একটিমাত্র

(৪) স্পর্শ

স্পর্শও প্রসিদ্ধ গুণ। তবে রূপ ও রসের বিভিন্ন প্রকারগুলি সমস্তই যেমন সাধারণের নিকটে সুস্পষ্ট স্পর্শের সমুদায় বিভাগ তেমন স্পষ্ট নহে। হিমানীর (বরফের) শীতলতা এবং অগ্নির উষ্ণতা স্পর্শবিশেষ। উক্ত দুই প্রকার স্পর্শই সর্বসাধারণের অনুভবসিদ্ধ এবং শীতল ও উষ্ণ নামেই উহারা প্রসিদ্ধ। এই দুইটিই স্পর্শের পরিচয়ে প্রশস্ত ক্ষেত্র। অন্য আর এক প্রকার স্পর্শও শাস্ত্রসম্মত। শীতল কিংবা উষ্ণ স্পর্শের দ্বারা অভিভূত হওয়ায় প্রায়শঃ ঐ স্পর্শ লোকে স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারে না ১।

স্পর্শ পৃথিবী, জল, তেজঃ এবং বায়ুর গুণ। জলীয় তৈজস এবং বায়ব্য পরমাণুর স্পর্শ নিত্য, অন্য সকল স্পর্শ অনিত্য। স্পর্শ এক বৃত্তি ও ব্যাপ্যবৃত্তি।

লক্ষণ। যে-গুণ কেবল ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষযোগ্য তাহা **স্পর্শ**। (ত্বগিন্দ্রিয়-মাত্রগ্রাহ্যগুণঃ স্পর্শঃ)

স্পর্শ তিন প্রকার—শীতল, উষ্ণ এবং অনুষ্ণাশীত (অনুষ্ণ-অশীত=উষ্ণও নহে অথচ শীতলও নহে এই প্রকার বিচিত্র)

জলের স্পর্শ শীতল। তৈজস দ্রব্যের স্পর্শ উষ্ণ। পৃথিবী এবং বায়ুর স্পর্শ—অনুষ্ণাশীত।

অনুষ্ণাশীত হইলেও উক্ত দুই দ্রব্যে স্পর্শের পরস্পর বৈলক্ষণ্য আছে।

পৃথিবীর অনুষ্ণাশীত স্পর্শ পাকজ অর্থাৎ তেজোদ্রব্যের সংযোগ হইতে উৎপন্ন, পরিবর্তনশীল২। পৃথিবীর গন্ধ, রস এবং রূপও পাকজ।

বর্ণ বলিয়া নির্দেশ করা যায় না। এজন্য মিলিত ঐ প্রকার বর্ণসমুদায়কে 'চিত্ররূপ' বলা হয়। ইন্দ্রধনু, ময়ূর, হরিণ, পাতাবাহারের পাতা ইত্যাদির রূপ চিত্ররূপের উদাহরণ। সমস্ত রূপই ব্যাপ্যবৃত্তি নহে. উহা দ্রব্য বিশেষে অব্যাপ্যবৃত্তিও হইতে পারে এই মত স্বীকার করিলে চিত্ররূপ স্বীকারের আবশ্যকতা থাকে না। কারণ, ঐ সকল দ্রব্যে কোনও একটি রূপ স্বীকার না করিয়া বিভিন্ন অবয়বে রক্ত, পীত ইত্যাদি নানা বর্ণের সমাবেশ বলিতে পারা যায়।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান মতেও বর্ণ অসংখ্য প্রকার, কিন্তু সাধারণতঃ যে সাতটিকে শুদ্ধ বর্ণ ধরা হয়, উহাদের নাম—লোহিত, নারঙ্গ, পীত, হরিৎ, নীল, অতিনীল, বেগুনী। (red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet)

এই মতে শুক্ল ও কৃষ্ণ বলিয়া পৃথক্ কোন বর্ণ স্বীকৃত হয় না। যে দ্রব্যে সকল প্রকার রূপের সমন্বয় হয় তাহাই 'শুক্ল' বলিয়া এবং যাহাতে কোন রূপই থাকে না তাহা "কৃষ্ণ" বলিয়া প্রতিভাসিত হয়। মতবিশেষে বর্ণ মূলতঃ তিনটিমাত্র, অন্য সকল বর্ণ উহাদের মিশ্রণ ফল।

১ 'স্পর্শ' কথাটি শুনিলেই অস্পৃশ্যের স্পর্শ মনে আসে। "রাম অস্পৃশ্য স্পর্শ করিয়াছে" বলিলে অস্পৃশ্য মলমূত্রাদি রামের শরীরে সংযুক্ত হইয়াছে ইহাই বুঝা যায়। ঐ বাক্য হইতে "রাম মলমূত্রাদির শীতল অথবা উষ্ণস্পর্শ অনুভব করিয়াছে" ইহা কেহ বুঝে না। সুতরাং এইস্থানে 'স্পর্শ' কথাটি সংযোগনামক গুণকে বুঝাইতেছে। ঐ সংযোগ উক্ত স্পর্শ বিশেষ অনুভব করাইতেও সমর্থ এইজন্য ঐস্থানে 'স্পর্শ' শব্দ গৌণ বা লাক্ষণিক।

২ ভাষাপরিচ্ছেদে উক্ত হইয়াছে—কাঠিন্য ও কোমলত্ব পৃথিবীরই স্পর্শবিশেষ উহা সংযোগস্বরূপ নহে। ফলে বলা হইয়াছে—করকা, হিমানী ও সুবর্ণে যে কাঠিন্য অনুভূত হয় উহা ভ্রম অর্থাৎ ঐ সকলে যথার্থই কাঠিন্য নাই। ঐরূপ সর্বজনসিদ্ধ প্রতীতিকে ভ্রম না বলিয়া ঐ সকলে কাঠিন্য সত্যই আছে স্বীকার করিলে ক্ষতি কি তাহা চিন্তনীয়।

বায়ুর অনুষ্ণাশীত স্পর্শ অপাকজ,—অর্থাৎ তেজঃসংযোগে উৎপন্ন নহে, উহা বায়ুর স্বাভাবিক। জলের রস ও রূপ এবং তেজের রূপ ও অপাকজ।

(৫) শব্দ

শব্দ স্বনামপ্রসিদ্ধ। ইহা আকাশের গুণ। শব্দ অনিত্য, দ্বিক্ষণমাত্র স্থায়ী অর্থাৎ সাধারণতঃ শব্দ উৎপত্তির পরে একক্ষণমাত্র থাকিয়া বিনষ্ট হয়[১]। ইহা একবৃত্তি ও অব্যাপ্যবৃত্তি।

লক্ষণ। যে-গুণ কর্ণেন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষযোগ্য তাহা **শব্দ**। (শ্রোত্রগ্রাহ্য গুণঃ শব্দঃ)।

শব্দ দ্বিবিধ[২]—ধ্বনি ও বর্ণ।

মৃদঙ্গাদি হইতে যে অব্যক্ত শব্দ হয় তাহা ধ্বনি। অ, ই, উ, ক, খ, ইত্যাদি শব্দ বর্ণ।

(৬) গুরুত্ব

গুরুত্ব-গুণ বুঝাইতে সাধারণতঃ ‘ওজন’ এবং ‘ভার’ শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ক্বচিৎ ‘পরিমাণ’শব্দও গুরুত্ব বুঝায়। যথা—এক সের পরিমাণ চাউল, সওয়া সের পরিমাণ আটা ইত্যাদি। এই সকল প্রয়োগে পরিমাণ-শব্দ শাস্ত্রসম্মত পরিমাণ-গুণকে বুঝায় না ইহা ৯ম গুণের নিরূপণ হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়।

গুরুত্ব গন্ধপ্রভৃতির ন্যায় প্রত্যক্ষ সিদ্ধ নহে, উহা অনুমেয়[৩]। একদিকের পাল্লায় এক সেরের একটি বাট্‌খারা রাখিয়া অন্যদিকের পাল্লার চাউল রাখিলে যদি তুলাদণ্ডের কোণদ্বয় ভূতলের সমান্তরাল (level) হয় তবে চাউলের গুরুত্ব বা ওজন উক্ত বাট্‌খারার সমান অর্থাৎ একসের হয়। আর যদি উহার এক কোণ উচ্চ এবং অন্য কোণ নীচ হয় তবে নিম্ন কোণের দিকে অবস্থিত পাল্লায় স্থাপিত বস্তুটির গুরুত্ব অন্য পাল্লায় স্থাপিত বস্তুর গুরুত্বের তুলনায় অধিক ইহা স্থির হয়। তুলাদণ্ডের উভয় কোণের এই উন্নমন ও অবনমনের কারণ অনুসন্ধানে বুঝা যায়—দুই দিকের

---

১ অন্ত্যশব্দ ক্ষণিক—উৎপত্তির পরক্ষণেই উহা বিনষ্ট হয়। বৌদ্ধমতে যাবতীয় পদার্থই এই প্রকার ক্ষণিক। বর্ণস্বরূপ শব্দ নিত্য এই মতও প্রসিদ্ধ। শব্দ চতুঃক্ষণস্থায়ী এই মতও পক্ষতার জাগদীশী টীকায় পাওয়া যায়; বিশেষ বর্ণসমষ্টির নাম পদ। পদ হইতে উহার অর্থবোধ হয় ইহাস্বীকারের বিরুদ্ধে বিশেষ যুক্তি আছে। এজন্য পদের সম্পূর্ণ সমান অথচ বর্ণসমষ্টি স্বরূপ নহে এমন একটি অখণ্ড শব্দ প্রাচীনসম্মত। উহার নাম স্ফোট। মহাভাষ্যের মতে স্ফোটশব্দ নিত্য। অপর অনেক দার্শনিকেরা স্ফোটশব্দ মানেন না। মীমাংসকদিগের শব্দস্বরূপ বেদের নিত্যতা স্বীকারের তাৎপর্য অন্যরূপ।

২ অতিপ্রাচীনেরা পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী এই প্রকারেও শব্দের বিভাগ করিয়াছেন।

৩ শব্দ পর্যন্ত পাঁচটি গুণ প্রত্যক্ষ সিদ্ধ ইহা উহাদের লক্ষণের দ্বারা ব্যক্ত হইয়াছে এজন্য উহাদের সম্বন্ধে প্রমাণ আলোচিত হয় নাই।

পাল্লায় স্থাপিত বস্তুদ্বয়ের এমন কোন গুণ আছে যাহার দ্বারা উভয় কোণের এই বৈলক্ষণ্য ঘটিতে পারে। এতদ্ভিন্ন ঐ বৈলক্ষণ্যের অন্য কোন কারণ কল্পনা করা যায় না। স্থাপিত বস্তু দুইটির রূপ বা স্পর্শ প্রভৃতির দ্বারা ঐ প্রকার বৈষম্য সম্ভবে না। কারণ, উভয় বস্তুর ঐ সমস্ত গুণ সমান হইলেও কোণদ্বয়ের ঐ প্রকার উন্নতি ও অবনতি থাকিয়াই যায়। অতএব নূতন গুণ স্বীকার করিতেই হইবে। উহারই নাম **গুরুত্ব**।

গুরুত্ব পৃথিবী ও জলের গুণ ১। উক্ত দুই প্রকার পরমাণুর গুরুত্ব নিত্য, অন্যত্র উহা অনিত্য। গুরুত্ব একবৃত্তি ২ ও ব্যাপ্যবৃত্তি।

লক্ষণ। যে-গুণে 'গুরুত্বত্ব'জাতি থাকে তাহা **গুরুত্ব**। অথবা যে-গুণ অসমবায়ি-কারণ৩ হওয়ায় কোন দ্রব্য স্বস্থান হইতে বিচ্যুতিকালে প্রথমেই নিম্নাভিমুখে ধাবিত হয় তাহা **গুরুত্ব**। (গুরুত্বত্বজাতিমদেকবৃত্ত্যাদ্যপতনাসমবায়িকারণং গুরুত্বং)

গুরুত্ব-গুণের কোনও বিভাগ শাস্ত্রে প্রদর্শিত হয় নাই কিন্তু নানাবিধ গুরুত্বের ব্যবহার সাধারণের মধ্যেও প্রচলিত আছে। রক্তি, (রতি বা রত্তি) মাষক (মাষা) পল, শরাব, সের, মণ প্রভৃতি শব্দ বিভিন্ন গুরুত্বকেই বুঝায়। দেশভেদে বিশেষ বিশেষ ওজনেরও প্রচলন আছে। গ্রেণ, ড্রাম, পাউণ্ড প্রভৃতি শব্দ পাশ্চাত্যদেশে বিভিন্ন গুরুত্বের বোধক ৪।

১ সুবর্ণ তৈজস, উহার স্বীয় গুরুত্ব নাই। ন্যায়মতে স্বর্ণের সহিত পার্থিব অংশ অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশ্রিত আছে বলিয়াই উহার ওজন সম্ভবপর হয়। তৈজস দ্রব্য বিশেষে নৈমিত্তিক দ্রবত্বের ন্যায় আগন্তুক গুরুত্ব স্বীকার করা যায় কিনা তাহা ভাবিবার বিষয়। আধুনিক বিজ্ঞানে বায়ুরও গুরুত্ব স্বীকৃত হইয়াছে।

২ একসের পরিমিত গুরুত্ব কোনও একটি চাউলে সম্ভবে না, তণ্ডুলরাশির পক্ষেই একসের ওজন সম্ভবপর হয়। সপ্তপদার্থীকার বলেন—ঐরূপস্থলে প্রত্যেক চাউলের বিভিন্ন গুরুত্বসমষ্টিই বুদ্ধির বিষয় হয়, কারণ একসের নামক একটি গুরুত্বই পাল্লায় স্থিত সমস্ত চাউলগুলিকে ব্যাপ্ত করিয়া থাকিতে পারে না। সমস্ত চাউলে একটি গুরুত্ব মানিলে উহা সহস্রত্ব, লক্ষত্ব প্রভৃতি সংখ্যার ন্যায় ব্যাসজ্যবৃত্তি হইয়া পড়ে। গুরুত্ব ব্যাসজ্যবৃত্তি ইহা অনুভববিরুদ্ধ।

৩ যাহা সমবায়ি অর্থাৎ উপাদান কারণে সমবেত হইয়া কার্য জন্মায় এরূপ কারণবিশেষকে অসমবায়িকারণ বলে। গুণ ও ক্রিয়া ব্যতীত অন্য কোন পদার্থ অসমবায়িকারণ হইতে পারে না। যেমন—'বস্ত্র'কার্যে সূত্রসকল সমবায়িকারণ; সূত্রগুলির পরস্পর সংযোগ অসমবায়িকারণ।

প্রাচীন গ্রীকদার্শনিক এরিষ্টটল্ বলিতেন—যাহার গুরুত্ব যত বেশী অল্প গুরুত্ববিশিষ্ট বস্তুর তুলনায় তাহার অধঃপতন ততই শীঘ্র হয়। বর্ত্তমান বিজ্ঞানমতে ঐ সিদ্ধান্ত ভুল। এরিষ্টটলের এই সিদ্ধান্তকে কেহ কেহ ন্যায়শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত বলিয়া প্রকাশ করেন। কিন্তু ন্যায়বৈশেষিকের কোন গ্রন্থে ঐরূপ কথা পাওয়া যায় নাই।

৪ ন্যায়বৈশেষিকে গুরুত্বের বিপরীত 'লঘুত্ব' নামে কোন গুণ স্বীকৃত হয় নাই। সপ্তপদার্থীকার স্পষ্টই বলিয়াছেন—লঘুত্ব গুরুত্বের অভাব, উহা পৃথক্ কোন গুণ নহে। সুখ ও দুঃখ, পরত্ব এবং অপরত্ব যেমন পরস্পর বিরুদ্ধ দুইটি পৃথক্ গুণ, একটি অন্যটির অভাব স্বরূপ নহে, সেইরূপ 'লঘুত্ব' কেন স্বতন্ত্র গুণ বলিয়া স্বীকৃত নহে তাহা চিন্তনীয়। চরক বলিয়াছেন—'লঘুত্ব' বায়ুর গুণ। রুক্ষঃ শীতো লঘুর্বায়ুশ্চলোঽথ বিশদঃ খরঃ। সূত্রস্থান।

গুরুত্ব গুণের একটি প্রমাণিক মাত্রা প্রতীচ্য দেশে সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হইয়াছে। বর্তমানে এই মাত্রাংক (unit বা এককে) গুণিত বা বিভক্ত করিয়া নানাপ্রকার ওজন নির্ধারিত হয়। প্রাচীন কালে গুঞ্জাফল অর্থাৎ কুঁজের ওজন unit হিসাবে গৃহীত হইত। সকল কুঁজের ওজন সমান নহে। কোন একটির পক্ষেও সকলের একমত হওয়া কঠিন। এই বিষয়ে প্রাচীন প্রথা সূক্ষ্ম বা নির্দোষ নহে। এইরূপে দৈর্ঘ্য প্রভৃতিরও একক আবশ্যক।

(৭) দ্রবত্ব

দ্রবত্ব ও তারল্য শব্দে একই গুণ বুঝায়। নারিকেলতেল শীতে জমিয়া যায় এবং উত্তাপ লাগিলে গলিয়া পাতলা হয়। ইহার প্রথম অবস্থাকে বলে সান্দ্র, গাঢ় বা ঘন [১]। দ্বিতীয় অবস্থা তরল বা দ্রব। দ্রবের ধর্ম-দ্রবত্ব। চক্ষু ও ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা দ্রবত্বের প্রত্যক্ষ হয়।

দ্রবত্ব পৃথিবী, জল ও তেজের গুণ। জলপরমাণুর দ্রবত্ব নিত্য, অন্য সকল বস্তুর দ্রবত্ব অনিত্য। ইহা একবৃত্তি ও ব্যাপ্যবৃত্তি।

লক্ষণ। 'দ্রবত্বত্ব' জাতি **দ্রবত্ব** গুণের লক্ষণ। অথবা যে-গুণ স্যন্দনের [২] বিশেষ কারণ অথচ একবৃত্তি তাহা **দ্রবত্ব** (দ্রবত্বত্বজাতিমদেকবৃত্তি স্যন্দনাসমবায়িকারণং দ্রবত্বম্)।

দ্রবত্ব দ্বিবিধ—সাংসিদ্ধিক ও নৈমিত্তিক।

সাংসিদ্ধিক দ্রবত্ব—ইহা কেবল জলের গুণ।

নৈমিত্তিক দ্রবত্ব—ইহা স্থূল পৃথিবী ও স্থূল তেজের গুণ[৩]। ঘৃতাদি পার্থিব বস্তু এবং স্বর্ণাদি তৈজস বস্তু যে গলিয়া যায় উহার নিমিত্ত অর্থাৎ কারণ অগ্নিসংযোগ। এজন্য ইহা নৈমিত্তিক দ্রবত্ব।

---

(৮) স্নেহ

'স্নেহ'গুণ স্বনাম-প্রসিদ্ধ। ইহা রুক্ষতার বিপরীত[৪] এবং বস্তুর চাক্‌চিক্য সম্পাদন করে। চক্ষুও ও ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা স্নেহের প্রত্যক্ষ হয়।

স্নেহ কেবলমাত্র জলের গুণ, পার্থিব তৈজস প্রভৃতি কোন দ্রব্যে স্নেহ থাকে না। তবে তৈল ঘৃত ইত্যাদি পার্থিব দ্রব্যের মধ্যবর্ত্তী জলীয় ভাগে এমন একপ্রকার স্নেহ থাকে যাহাতে ঐ সকল সত্বর দগ্ধ হয় [৫]।

স্নেহ জলপরমাণুতে নিত্য অন্যত্র অনিত্য। ইহা একবৃত্তি ও ব্যাপ্যবৃত্তি।

লক্ষণ। স্নেহত্ব-জাতি **স্নেহ**গুণের লক্ষণ। অথবা যে-গুণ সংগ্রহের বিশেষকারণ তাহা **স্নেহ** (স্নেহত্ব জাতিমান্ দ্রবত্বশূন্যঃ সংগ্রহাসাধারণকারণং স্নেহঃ)।

সংগ্রহ অর্থাৎ পিণ্ডীভাবোন্মুখ গোধূমচূর্ণগুলির পরস্পর সংযোগ স্নেহের একটি বিশেষ কার্য। জল দ্রব ও স্নিগ্ধ এজন্য আটা প্রভৃতি মাখিয়া গুটি পাকান সম্ভব হয় [৬]।

১ চরকমতে দ্রবত্বের বিপরীত সান্দ্রত্ব স্বতন্ত্র গুণ।

২ স্যন্দন ক্ষরণ, উহা জলাদি দ্রব্যের পতন—ক্রিয়াবিশেষ।

৩ পার্থিব ও তৈজস পরমাণুতে দ্রবত্ব থাকে না।

৪ স্নেহের বিপরীত রুক্ষতা। চরকমতে উহা গুণ পদার্থ, স্নেহের অভাব স্বরূপ নহে। বায়ু রুক্ষ।

৫ লৌকিক ব্যবহারে 'স্নেহ'শব্দ অন্য অর্থে প্রচলিত—পুত্রস্নেহ, ভ্রাতৃস্নেহ ইত্যাদি। উহা আত্মা অথবা মনের ধর্ম। তবে উভয় স্নেহের সাদৃশ্য আছে। শ্লেষ বশতঃ সাহিত্যে জল ও জড় একই কথা। স্নেহ জড়েরই ধর্ম। যাহাদের স্নেহ আছে সংসারে তাহারাই জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে। যাঁহারা জড় নহেন বুদ্ধিবলে তাঁহারা স্নেহ বন্ধন কাটাইতে পারেন।

৬ উল্লেখযোগ্য বৈচিত্র্য না থাকায় স্নেহের বিভাগ শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না।

(৯) পরিমাণ

ন্যায়শাস্ত্র সম্মত বিভিন্ন তিনটি গুণ বুঝাইতে বঙ্গভাষায় 'পরিমাণ'শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যে গুরুত্ব-গুণ বুঝাইতে পরিমাণ-শব্দ প্রয়োগের উদাহরণ পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে[১]। সংখ্যা বুঝাইবার জন্যও 'পরিমাণ' শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। "একশত পরিমাণ টাকা কর্জ্জ লইলাম" এইরূপ প্রয়োগে 'একশত' এবং 'পরিমাণ' ইহারা বিশেষ্য-বিশেষণভাবাপন্ন। 'শত' শব্দ সংখ্যাবাচক। সুতরাং 'একশত পরিমাণ' ইহার অর্থ—একশতসংখ্যক। সংখ্যা-গুণ আলোচ্য পরিমাণ-গুণ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ইহা উভয়ের বিবরণ হইতে স্পষ্টরূপে বুঝা যায়[২]। তৃতীয় অর্থাৎ শাস্ত্রসম্মত 'পরিমাণ' গুণ (Dimension) বুঝাইতে বঙ্গভাষায়— 'মাপ' এবং 'পরিমাপ' শব্দ ব্যবহৃত হয়।

প্রত্যেক দ্রব্যেই **পরিমাণ**-গুণ থাকে। পরিমাণ একটি সামান্য গুণ। ইহা এক-বৃত্তি ও ব্যাপ্যবৃত্তি। পরিমাণ ক্বচিৎ নিত্য এবং ক্বচিৎ অনিত্য ইহা ক্রমশঃ স্পষ্ট হইবে। ত্বক্ ও চক্ষুর দ্বারা পরিমাণের প্রত্যক্ষ হয়।

লক্ষণ। 'পরিমাণত্ব'জাতি **পরিমাণের** লক্ষণ। অথবা যে-গুণের দ্বারা মান অর্থাৎ মাপের ব্যবহার নিষ্পন্ন হয় তাহা **পরিমাণ**। (মানব্যবহারাসাধারণকারণং পরিমাণং)

লক্ষ্য। বিভাগে পরিমাণের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইবে।

পরিমাণ চতুর্বিধ—মহত্ত্ব, দীর্ঘত্ব, অণুত্ব ও হ্রস্বত্ব। মহত্ত্ব—সাধারণতঃ বস্তুর আকৃতি এবং জন্মকাল বা বয়স অবলম্বন করিয়া উহাতে 'বড়' এইপ্রকার ব্যবহার হইয়া থাকে[৩]। তন্মধ্যে আকৃতি সাপেক্ষ উক্তরূপ ব্যবহার যে-গুণের দ্বারা সম্পাদিত হয় তাহা **মহত্ত্ব**। যেমন—পৃথিবী হইতে সূর্য বড়[৪]।

পরমাণু এবং দ্ব্যণুক ব্যতীত সকল দ্রব্যেই মহত্ত্ব পরিমাণ থাকে। মহত্ত্বের আরম্ভ ত্রসরেণুতে[৫] এবং বিশ্রান্তি অর্থাৎ শেষসীমা আকাশ প্রভৃতি দ্রব্যে।

মহত্ত্ব দ্বিবিধ—পরমমহত্ত্ব এবং সাধারণ মহত্ত্ব। পরমমহত্ত্ব—মহত্ত্ব-পরিমাণ চরম উৎকর্ষ লাভ করিলে অর্থাৎ শেষ সীমায় উপস্থিত হইলে উহার নাম হয়—পরমমহত্ত্ব। ফলতঃ যাহা অপেক্ষা বড় পরিমাণ কল্পনা করা যায় না তাহাই পরমমহত্ত্ব। ইহা আকাশ কাল দিক্

১. ৬৪ পৃষ্ঠায় গুরুত্ব নিরূপণ দ্রষ্টব্য।

২. ৭০ পৃষ্ঠায় সংখ্যা নিরূপণ দ্রষ্টব্য। সংখ্যা পরিমাণের অন্তর্গত ইহা একটী প্রাচীন মত। মুগ্ধবোধ ব্যাকরণে কারকে 'মানাদ্বীপ্সায়াং ঢে' এই সূত্রের রামতর্কবাগীশ কৃত টীকা দ্রষ্টব্য।

৩. জন্মকালসাপেক্ষ 'বড়' ব্যবহারের বিষয় কালিক পরত্ব। ১৪শ গুণ নিরূপণ দ্রষ্টব্য।

৪. 'বড়' শব্দে ক্বচিৎ দৈর্ঘ্য পরিমাণও বুঝায় ইহা পরে ব্যক্ত হইবে। ৫. ১৭ পৃষ্ঠায় পরমাণু নিরূপণ দ্রষ্টব্য।

এবং আত্মার পরিমাণ। পরমমহত্ত্ব পরিমাণ থাকায় এই সকল দ্রব্যকে অসীম ও অনন্ত বলা হয়। সকল পরমমহত্ত্ব পরিমাণই নিত্য।

সাধারণ মহত্ত্ব—পরমাণু দ্ব্যণুক আকাশ কাল দিক্ এবং আত্মা ব্যতীত অন্য যাবতীয় দ্রব্যে যে মহত্ত্ব থাকে উহা সাধারণ মহত্ত্ব অর্থাৎ মহত্ত্ব মাত্র। এইরূপ মহত্ত্ব সর্বত্রই অনিত্য।

দীর্ঘত্ব—সাধারণ মহত্ত্ব-পরিমাণ বিশিষ্ট[১] সকল দ্রব্যেই দীর্ঘত্ব বা দৈর্ঘ্য নামে অন্য এক প্রকার পরিমাণ থাকে। দীর্ঘ লম্বা ইত্যাদি শব্দে ঐ প্রকার পরিমাণ বুঝায়। তালগাছ বাঁশ রজ্জু প্রভৃতি দ্রব্যে দৈর্ঘ্য স্পষ্টরূপে অনুভূত হয়। দীর্ঘত্ব সর্বত্রই অনিত্য।

মহত্ত্ব এবং দৈর্ঘ্যের আশ্রয়ভূত দ্রব্যের তুল্যতা থাকায় অর্থাৎ যে-দ্রব্যেই মহত্ত্ব সেইখানেই দৈর্ঘ্য এবং যেখানেই দৈর্ঘ্য সেইখানেই মহত্ত্ব এই প্রকারে সমস্ত ক্ষেত্রেই উভয়ের সমাবেশরূপ ব্যাপ্যব্যাপকভাব দৃষ্ট হওয়ায় মনে হইতে পারে যে, একই পরিমাণ-গুণ মহত্ত্ব ও দৈর্ঘ্য এই উভয় নামে সর্বত্র ব্যবহৃত হয়, প্রকৃতপক্ষে ঐ ব্যবহারের বিষয় একটিমাত্র পরিমাণ, দুইটি নহে।

এই প্রকার ধারণা যথার্থ নহে। কারণ, মহত্ত্ব ও দৈর্ঘ্যের আশ্রয় উক্ত প্রকারে তুল্য হইলেও উহাদিগের পৃথক্‌ভাবেই অনুভব হইয়া থাকে। দৈর্ঘ্য আছে তথাপি কেবল মহত্ত্বের এবং মহত্ত্ব আছে তথাপি কেবল দৈর্ঘ্যের ব্যবহার হইয়া থাকে এরূপ ক্ষেত্র দুর্লভ নহে।

সম্পূর্ণ গোলাকৃতি লেবু, খেলিবার বল, ঔষধের বড়ি ইত্যাদি দ্রব্যগুলি লম্বা অথবা দীর্ঘ বলিয়া ব্যবহৃত হয় না কিন্তু ঐ সকলে 'বড়' 'ছোট' (আপেক্ষিক অল্পমহত্ত্ব বিশিষ্ট) ইত্যাদি প্রকারে মহত্ত্বের অনুভব হইয়া থাকে[২]।

বটবৃক্ষ ও তালগাছের মধ্যে বটের স্থূলতা অর্থাৎ মহত্ত্ব অধিক এবং তালের দৈর্ঘ্য বেশী। এইক্ষেত্রেও মহত্ত্ব এবং দৈর্ঘ্যের পার্থক্য স্পষ্ট।

বস্তুতঃ মহত্ত্ব ও দৈর্ঘ্য এই দুইটি পরস্পর পৃথক্ পরিমাণ ইহা মানিতেই হইবে। কারণ, "বড় জিনিষগুলির মধ্যে যেটা লম্বা সেইটাকে লইয়া আইস" এইরূপ লোকব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য করিলেও বুঝা যায় যে মহত্ত্ব-পরিমাণ হইতে দীর্ঘত্ব-পরিমাণ পৃথক্ বস্তু। 'মহৎ' ও দীর্ঘশব্দ একই পরিমাণ বুঝাইলে দীর্ঘত্ব-পরিমাণবাচক "লম্বা" শব্দটা সন্নিহিত বড় বস্তুগুলির মধ্যে কোনও একটামাত্র বস্তুকে পৃথক্ করিয়া বুঝাইতে পারিত না।

মহত্ত্ব ও দৈর্ঘ্যের প্রত্যক্ষে কারণ বিশ্লেষণ করিলেও উহাদিগের পারস্পরিক বিভিন্নতা স্বীকার করিতে হয়। কোনও দ্রব্যের দৈর্ঘ্য প্রত্যক্ষে উহার কোণ, সমাপক অংশ বা প্রান্ত

১ পরমমহত্ত্ব বিশিষ্ট আকাশাদি দ্রব্যে দৈর্ঘ্য পরিমাণের অস্তিত্ব সর্বসম্মত নহে। পরিমাণ বিষয়ে নানাবিধ মতান্তর প্রশস্তপাদ ভাষ্য ও ন্যায়কন্দলী টীকায় দ্রষ্টব্য।

২ সাধারণতঃ "ছোট" বা "বড়" বলিলে পদার্থের ক্ষেত্রমান বা ঘনমান বুঝায়।

দেশের অপেক্ষা থাকে অথবা ঐ দ্রব্যের কোন অংশকে প্রান্ত বা সীমারূপে কল্পনা করিয়াই উহার দৈর্ঘ্য প্রত্যক্ষ হয় কিন্তু মহত্ত্বের প্রত্যক্ষে ঐরূপ সীমা কল্পনা আবশ্যক হয় না।

অণুত্ব—ইহা সূক্ষ্ম পরিমাণ, পরমাণু ও দ্ব্যণুকে এই পরিমাণ স্বীকৃত। তন্মধ্যে পরমাণুর অণুত্ব নিত্য এবং পারিমাণ্ডল্য নামে প্রসিদ্ধ [১]। দ্ব্যণুক সকলের অণুত্ব অনিত্য।

হ্রস্বত্ব—মহত্ত্ব-পরিমাণবিশিষ্ট দ্রব্যে দৈর্ঘ্যের ন্যায় অণুত্ব-পরিমাণবিশিষ্ট দ্ব্যণুকে[২] অন্য একটি পরিমাণ স্বীকৃত হইয়াছে। উহার নাম হ্রস্বত্ব। হ্রস্বত্ব অনিত্য। মহত্ত্ব ও দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে যে প্রকার অভিন্নতার প্রশ্ন উত্থিত হয় অণুত্ব ও হ্রস্বত্বের সম্বন্ধেও সেইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে। সেই প্রশ্নের সমাধানও একই প্রকার।

দ্ব্যণুকে দ্বিবিধ পরিমাণ স্বীকৃত হওয়ায় স্বয়ং মহৎ না হইলেও উহা স্বীয় কারণ পরমাণুর বিপরীত স্থূলতার দিকে অগ্রসর হইতেছে ইহা মনে করা যায়। পরিমাণ-গুণের বিশেষ বৈচিত্র্য এই যে যেখানেই উহা সূক্ষ্মতা কিংবা বৃহত্ত্বের চরম উৎকর্ষে উপনীত হইয়াছে সেইখানেই উহা একবিধমাত্র এবং নিত্য।

অণুত্ব ও হ্রস্বত্ব অতীন্দ্রিয়। যোগিবিশেষের পক্ষে উহাদিগের প্রত্যক্ষ এবং ব্যবহার সম্ভব। প্রচলিত ভাষায় অণু এবং হ্রস্বশব্দের যে ব্যবহার দেখা যায় শাস্ত্রীয় এই অণুত্ব এবং হ্রস্বত্ব উহার দ্বারা বুঝায় না কিন্তু অপেক্ষা কৃত অল্প মহত্ত্ব এবং ঐ প্রকার অল্প দীর্ঘত্বই যথাক্রমে উহাদিগের অর্থ। অতএব মুখ্য অর্থে প্রযুক্ত না হওয়ায় ভাষায় ঐ শব্দ লাক্ষণিক।

পরিমাণের বিভাগ বিষয়ে নানাবিধ মতভেদ দেখা যায়। বার্তিককার উদ্দ্যোতকরাচার্যের মতে পরিমাণ ছয় প্রকার—মহত্ত্ব, দীর্ঘত্ব, অণুত্ব, হ্রস্বত্ব, পরমাণুত্ব ও পরমহ্রস্বত্ব।

তাৎপর্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র বলেন—পরিমাণ অষ্টবিধ—উক্ত ছয় প্রকার এবং পরমমহত্ত্ব ও পরমদীর্ঘত্ব।

এইমতে পরমহ্রস্বত্ব পরমাণুর এবং পরমদীর্ঘত্ব আকাশ প্রভৃতি পরমমহৎ দ্রব্যের গুণ।

সাংখ্যসূত্রকার বলেন—পরিমাণ অষ্টবিধ অথবা ষড়্‌বিধ ত নহেই, উক্তরূপ চতুর্বিধও নহে। উহা অণু ও মহৎ এইরূপ দ্বিবিধমাত্র[৩]।

পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানীরা বলেন—প্রত্যেক দ্রব্যেরই ত্রিবিধ পরিমাণ (dimension) আছে—দৈর্ঘ্য (length লম্বা) প্রস্থ (breadth চওড়া), উচ্চতা বা বেধ (hieght খাড়াই) [৪]।

১ ১৭শ পৃষ্ঠায় পরমাণু নিরূপণ দ্রষ্টব্য।

২ পরমাণুতে হ্রস্বত্বের অস্তিত্ব প্রশস্তপাদ ভাষ্যে উল্লিখিত হয় নাই।

৩ "ন পরিমাণচাতুর্বিধ্যং দ্বাভ্যাং তদযোগাৎ" ৫ম অধ্যায় ৯০ সূত্র।

৪ আধুনিক বিজ্ঞানীরা অন্য আর একপ্রকার পরিমাণের (fourth dimension এর) অস্তিত্ব বিষয়ে গবেষণা করিতেছেন।

সমন্বয়। সকল প্রকার পরিমাণই উল্লিখিত পরিমাপের ব্যবহারে কারণ। অতএব সকল লক্ষ্যে লক্ষণ সঙ্গত হইল। অন্য তেইশটি গুণের মধ্যে কোনটির দ্বারা উক্ত ব্যবহার সম্পন্ন হয় না এজন্য লক্ষণে অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনা নাই ১।

নানাবিধ পরিমাণ সাধারণতঃ পার্থিব দ্রব্যে যেমন অনুভূত হয় অন্য কোন দ্রব্যে ইহার তেমন স্পষ্ট অনুভব হয় না।

(১০) সংখ্যা

সংখ্যা প্রসিদ্ধ গুণ২। ইহা প্রত্যেক দ্রব্যে থাকে৩। সংখ্যা নিত্য ও অনিত্য, একবৃত্তি ও অনেকবৃত্তি কিন্তু ব্যাপ্যবৃত্তি। চক্ষু ও ত্বক্ দ্বারা সংখ্যার প্রত্যক্ষ হয়।

লক্ষণ। সংখ্যাত্ব জাতি **সংখ্যার** লক্ষণ। অথবা যে-গুণ থাকিবার ফলে এক দুই তিন ইত্যাদি প্রকারে পদার্থের গণনা সম্ভব হয় তাহার নাম **সংখ্যা**। (গণনাহসাধারণ-কারণং সংখ্যা)

কোন বস্তুর দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও বেধ সমান হইলে ইচ্ছানুসারে যে কোন দিকের পরিমাণকে দৈর্ঘ্য প্রস্থ কিংবা বেধ বলা যায়। সুতরাং এই সকল পরিমাণ কোন বস্তুর সর্বদা সর্বাবস্থায় নিয়ত ধর্ম নহে। কাল-দ্রব্যকে একমাত্র বস্তু স্বীকার করিয়া যেমন উপাধির দ্বারা তাহার বিভাগবশতঃ দিন রাত্রি মাস ইত্যাদি ব্যবহার হয় সেইরূপ একটিমাত্র পরিমাণ গুণ স্বীকারপূর্বক কোন বস্তুকে উপাধি কল্পনা করিয়া তদ্দ্বারা নানাবিধ পরিমাণের ব্যবহার সম্পন্ন করা যায় কি না তাহা চিন্তনীয়। যদি তাহা সম্ভব হয় তবে একই দ্রব্যে এক জাতীয় নানাবিধ ব্যাপ্যবৃত্তি গুণের সমাবেশ স্বীকার করা আবশ্যক হয় না। একবিধ পরিমাণ মানিলে উহার 'আয়াম' এইরূপ নামান্তর দেওয়া যায়।

ব্যাস, পরিধি এবং ত্রিকোণ ষট্‌কোণ ইত্যাদি দ্রব্যের পরিমাণ কোন্ বিভাগের অন্তর্গত তাহা বিচার্য।

১ পরিমাণের বিভাগ না বুঝিলে সমন্বয় বুঝা সহজ হইবে না বিবেচনায় সমন্বয় পরে প্রদর্শিত হইল।

২ মতান্তরে সংখ্যা গুণবিশেষ নহে কিন্তু স্বতন্ত্র পদার্থ। ১৩ পৃষ্ঠায় টিপ্পনী দ্রষ্টব্য।

৩ গুণ, কর্ম, সমবায় ও বিভিন্ন অভাব সমূহে যে সংখ্যার ব্যবহার হয় উহা গুণ নহে কিন্তু জ্ঞানবিশেষের বিষয়তা স্বরূপ। ঐ সংখ্যার নিয়ামক সম্বন্ধ বিশেষণতা বা স্বরূপ, সমবায় নহে।

নিয়ামক বা নির্দিষ্ট সম্বন্ধ (সমবায়) ব্যতীত সংখ্যার আর একটি সম্বন্ধ আছে উহার নাম 'পর্যাপ্তি'। 'ইমৌ দ্বৌ ইমে ত্রয়ঃ' ইত্যাদি প্রকারে সংখ্যার যে বিশেষ ব্যবহার হয় উহাতে পর্যাপ্তি-সম্বন্ধ বিষয় হয়।

সংখ্যাগুলি সমবায় সম্বন্ধে কেবল দ্রব্যেই থাকে, কিন্তু পর্যাপ্তি সম্বন্ধে উহা সকল পদার্থেই থাকিতে পারে এইরূপ স্বীকার করিয়াই সংখ্যাকে গুণের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে ইহাও সম্প্রদায় বিশেষের মত। গুণাদিগত সংখ্যা তত্তদ্‌গুণের গ্রাহক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয়।

লক্ষ্য। একত্ব দ্বিত্ব ত্রিত্ব চতুষ্ট্ব পঞ্চত্ব ষট্‌ত্ব সপ্তত্ব অষ্টত্ব নবত্ব দশত্ব শতত্ব সহস্রত্ব ইত্যাদি সংখ্যা।

সমন্বয়। স্পষ্ট।

লক্ষ্য নির্দেশেই সংখ্যার বিভাগও সম্পন্ন হইয়াছে[১]। একত্ব সংখ্যা বস্তুর স্বাভাবিক। কোন বস্তুই কদাপি একত্বশূন্য হয় না। দ্বিত্ব প্রভৃতি সকল সংখ্যাই আগন্তুক অর্থাৎ কোন পদার্থই অন্য পদার্থের সহায়তা ব্যতীত দুই বা তিন (দ্বিত্ব বা ত্রিত্ব বিশিষ্ট) হইতে পারে না। অতএব একত্ব অন্যান্য সংখ্যার মূল[২]।

নিত্য দ্রব্যের একত্ব নিত্য, অন্য যাবতীয় সংখ্যা অনিত্য। একত্ব সংখ্যা সর্বত্র একবৃত্তি, অন্য সকল সংখ্যা অনেকবৃত্তি। অনেকবৃত্তি সংখ্যাগুলিকে ব্যাসজ্যবৃত্তি[৩] বলে। সাধারণ ব্যঞ্জক রেখা ব্যতীত সংখ্যার ব্যঞ্জক স্বতন্ত্র রেখা আছে। যেমন 'এক' অথবা (১) লিখিলে একত্ব সংখ্যা বুঝাইয়া থাকে। ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ পর্যন্ত সংখ্যা লিখিয়া উহার দক্ষিণে বিন্দু (০) যোগ করিয়া ক্রমশঃ দশ (১০) শত (১০০) সহস্র (১০০০) প্রভৃতি লিখিবার যে প্রণালী বর্তমানে প্রচলিত তাহা ভারতীয় মনীষীর আবিষ্কার। পূর্বে অন্যদেশেও এইভাবে অঙ্কপাতের রীতি জ্ঞাত ছিল না[৪]।

(১১) পৃথকৃত্ব

বিন্ধ্যও হিমালয়ের মধ্যে দীর্ঘ ব্যবধান থাকায় যেমন "বিন্ধ্য হিমালয় হইতে পৃথক্" এই প্রকার ব্যবহার প্রসিদ্ধ সেইরূপ যে সকল বস্তুর পরস্পর ব্যবধান লক্ষ্য করা যায় না (লতা গাছে জড়াইয়া রহিয়াছে, উহা এমন দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত যে বৃক্ষের ত্বকে দাগ বসিয়া গিয়াছে ইত্যাদি) তাহাদিগের মধ্যেও 'একটি অন্যদ্রব্য হইতে (বৃক্ষ লতা হইতে বা লতা

১ একং দশ চ শতঞ্চ সহস্রমযুত নিযুতে তথা প্রযুতং।
কোট্যর্বুদঞ্চ বৃন্দং স্থানাৎ স্থানং দশগুণং স্যাৎ॥ আর্যভটীয় গণিতপাদ ২ শ্লোক
এক-দশ-শত-সহস্রাযুত লক্ষ-প্রযুত-কোটয়ঃ ক্রমশঃ।
অর্বুদ মজং খর্ব-নিখর্ব-মহাপদ্ম-শঙ্কব স্তস্মাৎ॥
জলধিশ্চান্ত্যং মধ্যং পরার্দ্ধমিতি দশোত্তরগুণাঃ সংজ্ঞাঃ।
সংখ্যায়াঃ স্থানানাং ব্যবহারার্থং কৃতাঃ পূর্বৈঃ॥ লীলাবতী ২।৩ সূত্র।

দুয়ের উর্দ্ধের সকল সংখ্যার সাধারণ নাম বহুত্ব। কেহ বলিয়াছেন "বহুত্ব একটী স্বতন্ত্র সংখ্যা।

২ অন্য সংখ্যার পক্ষে একত্বের ন্যায় নানাবিধ গুরুত্বেরও একটি মূল অনুসন্ধেয়।

৩ যে ধর্মের অবস্থিতি নিয়ত একাধিক বস্তুর অপেক্ষা করে তাহা ব্যাসজ্যবৃত্তি।

৪ পূর্বে পাশ্চাত্যদেশে সংখ্যা লিখিবার চিহ্ন ছিল—

I (১) II (২) III (৩) IV (৪) V (৫) VI (৬) VII (৭) VIII (৮) IX (৯) X (১০) XXV (২৫) L (৫০) C. (১০০) M (১০০০) ইত্যাদি।

বৃক্ষ হইতে) পৃথক্' এই প্রকার ব্যবহার হইয়া থাকে। উক্ত প্রকার ব্যবহারের বিষয়—**পৃথক্ত্ব**। গন্ধ রস রূপ ইত্যাদি কোন গুণের দ্বারা ঐপ্রকার ব্যবহার সম্পন্ন করা যায় না এজন্য উহা স্বতন্ত্র গুণ রূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে[১]।

আশ্রয় বিভাগ নিত্যতা ইত্যাদি বহুবিষয়ে[২] পৃথক্ত্ব-গুণ সংখ্যার সমশীল অর্থাৎ সংখ্যার ন্যায় ইহাও নববিধ দ্রব্যের প্রত্যেকেই থাকে, এবং নিত্য, অনিত্য, একবৃত্তি, অনেকবৃত্তি ও ব্যাপ্যবৃত্ত[৩]। চক্ষু ও ত্বক্ দ্বারা ইহার প্রত্যক্ষ হয়।

লক্ষণ। পৃথক্ত্বত্ব-জাতি **পৃথক্ত্বের** লক্ষণ। অথবা যে-গুণের দ্বারা 'পৃথক্' এই প্রকার ব্যবহার সম্ভবে তাহা **পৃথক্ত্ব**। (পৃথক্ব্যবহারাসাধারণকারণং পৃথক্ত্বং)

লক্ষ্য। একপৃথক্ত্ব, দ্বিপৃথক্ত্ব, ত্রিপৃথক্ত্ব ইত্যাদি উল্লিখিত লক্ষণের লক্ষ্য।

সমন্বয় ও বিভাগ। স্পষ্ট।

---

(১২) সংযোগ

সংযোগ স্বনাম প্রসিদ্ধ গুণ। ন্যায়শাস্ত্রে সম্বন্ধরূপে ইহার ব্যবহার সমধিক। সংযোগ সমস্ত দ্রব্যে থাকে এবং চক্ষু ও ত্বক্ দ্বারা প্রত্যক্ষ হয়। ইহা অনিত্য[৪] অনেকবৃত্তি এবং অব্যাপ্যবৃত্তি[৫]।

---

১ বিন্ধ্য ও হিমালয়ের ন্যায় পরস্পর সংযোগশূন্য দ্রব্যসমূহে 'পৃথক্' এই প্রকারের ব্যবহার কথঞ্চিৎ বিভাগ (১৩শ গুণ) অথবা সংযোগাভাব দ্বারা উপপন্ন করিতে পারিলেও লতা ও বৃক্ষের ন্যায় সংযুক্ত দ্রব্য স্থলে উহা সম্ভবে না।

রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণ বলেন—পৃথক্ত্ব নামে কোন গুণ স্বীকার করা নিষ্প্রয়োজন। 'পৃথক্' এই ব্যবহার সর্বসম্মত অন্যোন্যাভাবের দ্বারাই উপপন্ন হয়। বৃক্ষ লতা হইতে পৃথক্—অর্থাৎ লতা হইতে ভিন্ন।

২ সংখ্যা হইতে পৃথক্ত্বের কিছু বৈলক্ষণ্যও আছে। একত্ব দ্বিত্ব ত্রিত্ব ইত্যাদি সংখ্যাগুলিতে একত্বত্ব, দ্বিত্বত্ব, ত্রিত্বত্ব ইত্যাদি সংখ্যাত্বের অবান্তর জাতি স্বীকৃত হইয়াছে, কিন্তু একপৃথক্ত্ব দ্বিপৃথক্ত্ব ইত্যাদি নানাবিধ পৃথক্ত্ব গুণসমূহে একপৃথক্ত্বত্ব দ্বিপৃথক্ত্বত্ব ইত্যাদি জাতি বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই। প্রশস্তপাদভাষ্য এবং ন্যায়কন্দলী ১৩৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

৩ 'আকাশ কাল হইতে পৃথক্' এই ব্যবহারে কালাবধিক অর্থাৎ 'কাল'সাপেক্ষ একপৃথক্ত্ব আকাশে প্রতীত হয়। উহা নিত্য এবং একবৃত্তি। 'হিমালয় ও অর্বুদ (আবু পাহাড়) উভয়ে বিন্ধ্য হইতে পৃথক্' এই স্থলে বিন্ধ্যাবধিক দ্বিপৃথক্ত্ব হিমালয় ও অর্বুদ উভয়ে প্রতীত হয়। উহা অনিত্য ও অনেকবৃত্তি। পূর্বে বলা হইয়াছে দ্বিত্ব প্রভৃতি সংখ্যা ব্যাসজ্যবৃত্তি। তদনুসারে দ্বিত্বের সমশীল দ্বিপৃথক্ত্ব ইত্যাদি ও ব্যাসজ্যবৃত্তি। পৃথক্ত্ব ও অন্যোন্যাভাব অভিন্ন বলিলে অন্যোন্যাভাবকেও ব্যাসজ্যবৃত্তি বলিতে হয়। উহা কিন্তু নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের অনুভব বিরুদ্ধ।

৪ আকাশ আত্মা প্রভৃতি বিভু পদার্থের পরস্পর নিত্য সংযোগ মতান্তরে স্বীকৃত হইয়াছে। ৪৪ পৃষ্ঠায় আত্ম-নিরূপণ দ্রষ্টব্য।

৫ ৬০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। সংযোগের অব্যাপ্যবৃত্তিতায় বিশেষ এই যে, ইহা সজাতীয়বিরোধী নহে। কারণ, যে-সময়ে কোন দ্রব্যে যে প্রদেশে একটি সংযোগ বিদ্যমান থাকে সেই সময়ে ঐ বস্তুর সেই প্রদেশেই অন্য দ্রব্যের সংযোগ থাকিতে পারে। যে-কালে ভূতলের যে অংশে ঘটসংযোগ বিদ্যমান ঠিক সেইকালেই উহার ঐ অংশে আকাশ আত্মা প্রভৃতি বিভু দ্রব্যের নানা সংযোগও শাস্ত্র সম্মত। জ্ঞান ইচ্ছা প্রভৃতি অন্য অব্যাপ্যবৃত্তি গুণে এই প্রকার বৈচিত্র্য নাই। কারণ, একই আত্মার যে শরীর প্রদেশে যখন একটি জ্ঞান অথবা ইচ্ছা উৎপন্ন হয় ঠিক তখনই উহার সেই শরীরে অন্য একটি জ্ঞান কিংবা ইচ্ছা জন্মিতে পারে না।

সংযোগ অনেকবৃত্তি, তবে বিশেষ এই যে উহা দ্বিনিষ্ঠমাত্র বা উভয়মাত্রবৃত্তি অর্থাৎ ত্রিত্ব চতুষ্ট্ব প্রভৃতি সংখ্যা যেমন তিন বা চারিটি দ্রব্যে নির্দিষ্টরূপে সীমাবদ্ধ, তদ্রূপ কোন সংযোগই তিন বা ততোঽধিক দ্রব্যের অপেক্ষা করে না, কিন্তু প্রত্যেক সংযোগই আশ্রয় হিসাবে নির্দিষ্টরূপে দুইটি দ্রব্যের অপেক্ষা রাখে এবং উক্ত দুইটি দ্রব্য চক্ষু বা ত্বক্ দ্বারা প্রত্যক্ষ হইলে তবেই সেই সংযোগটির ঐ ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ সম্ভব হয়। কারণ, আকাশের সহিত বৃক্ষাদির সংযোগ প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্তু মাটীতে কলস থাকিলে ঐ সংযোগ চোখেও দেখা যায় এবং অন্ধকারে হস্তসঞ্চালনেও বুঝা যায়।

লক্ষণ। সংযোগত্ব-জাতি **সংযোগের** লক্ষণ। অথবা অপ্রাপ্ত অর্থাৎ পৃথক্ স্থানে অবস্থিত বস্তুদ্বয়ের প্রাপ্তির নাম **সংযোগ** (অপ্রাপ্তয়োঃ প্রাপ্তিঃ সংযোগঃ)।

সংযোগ ত্রিবিধ—একক্রিয়াজন্য, উভয়ক্রিয়াজন্য ও সংযোগজন্য।

একক্রিয়াজন্য (সংযোগ)—নিষ্পন্দবৃক্ষে একটি কাক আসিয়া বসিল। কাকের সহিত বৃক্ষের এই সংযোগ কেবলমাত্র কাকের ক্রিয়ার ফলে হইয়াছে।

উভয়ক্রিয়াজন্য —মল্লদ্বয় সংযোগ। দুই দিক্ হইতে দুইটি মল্ল দৌড়াইয়া আসিয়া বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল।

সংযোগজন্য—ন্যায়মতে অবয়ব ও অবয়বী পৃথক্ বস্তু। শাখা, কাণ্ড ইত্যাদি বৃক্ষের অবয়ব। আকাশের সহিত শাখার সংযোগের ফলস্বরূপে আকাশের সহিত বৃক্ষের যে সংযোগ জন্মিল উহা সংযোগজ।

একক্রিয়াজন্য এবং উভয়ক্রিয়াজন্য সংযোগ হইতে কদাচিৎ শব্দ (৫ম গুণ) উৎপন্ন হয়, কদাচিৎ হয় না। উহাদের মধ্যে শব্দজনক সংযোগ সমূহকে 'অভিঘাত' এবং অন্যগুলিকে 'নোদন' বলে।

(১৩) বিভাগ

বিভাগ-শব্দ নানা অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যথা—পদার্থবিভাগ, ধনবিভাগ ইত্যাদি[১]। ঐ সকল হইতে আলোচ্য **বিভাগ** (১৩শ গুণ) পৃথক্। যে দুইটি দ্রব্য পূর্বে সংযুক্ত ছিল উহারা

১ ৬৯ পৃষ্ঠায় 'বিভাগ' দ্রষ্টব্য। ধন বিভাগ—'এই ধন ইহার' এইপ্রকারে ধনের স্বামিত্ব নির্ধারণ। বিভাগ শব্দে ব্যাখ্যাও বুঝায়—'ভাষ্যং প্রসন্নগম্ভীরং তৎপ্রণীতং বিভজ্যতে'—ভামতী।

বৃক্ষ হইতে) পৃথক্‌' এই প্রকার ব্যবহার হইয়া থাকে। উক্ত প্রকার ব্যবহারের বিষয়—**পৃথকৃত্ব**। গন্ধ রস রূপ ইত্যাদি কোন গুণের দ্বারা ঐপ্রকার ব্যবহার সম্পন্ন করা যায় না এজন্য উহা স্বতন্ত্র গুণ রূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে[১]।

আশ্রয় বিভাগ নিত্যতা ইত্যাদি বহুবিষয়ে[২] পৃথকৃত্ব-গুণ সংখ্যার সমশীল অর্থাৎ সংখ্যার ন্যায় ইহাও নববিধ দ্রব্যের প্রত্যেকেই থাকে, এবং নিত্য, অনিত্য, একবৃত্তি, অনেকবৃত্তি ও ব্যাপ্যবৃত্ত[৩]। চক্ষু ও ত্বক্‌ দ্বারা ইহার প্রত্যক্ষ হয়।

লক্ষণ। পৃথকৃত্বত্ব-জাতি **পৃথকৃত্বের** লক্ষণ। অথবা যে-গুণের দ্বারা 'পৃথক্‌' এই প্রকার ব্যবহার সম্ভবে তাহা **পৃথকৃত্ব**। (পৃথক্‌ব্যবহারাসাধারণকারণং পৃথকৃত্বং)

লক্ষ্য। একপৃথকৃত্ব, দ্বিপৃথকৃত্ব, ত্রিপৃথকৃত্ব ইত্যাদি উল্লিখিত লক্ষণের লক্ষ্য।

সমন্বয় ও বিভাগ। স্পষ্ট।

(১২) সংযোগ

সংযোগ স্বনাম প্রসিদ্ধ গুণ। ন্যায়শাস্ত্রে সম্বন্ধরূপে ইহার ব্যবহার সমধিক। সংযোগ সমস্ত দ্রব্যে থাকে এবং চক্ষু ও ত্বক্‌ দ্বারা প্রত্যক্ষ হয়। ইহা অনিত্য[৪] অনেকবৃত্তি এবং অব্যাপ্যবৃত্তি[৫]।

---

১ বিন্ধ্য ও হিমালয়ের ন্যায় পরস্পর সংযোগশূন্য দ্রব্যসমূহে 'পৃথক্‌' এই প্রকারের ব্যবহার কথঞ্চিৎ বিভাগ (১৩শ গুণ) অথবা সংযোগাভাব দ্বারা উপপন্ন করিতে পারিলেও লতা ও বৃক্ষের ন্যায় সংযুক্ত দ্রব্য স্থলে উহা সম্ভবে না।

রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণ বলেন—পৃথকৃত্ব নামে কোন গুণ স্বীকার করা নিষ্প্রয়োজন। 'পৃথক্‌' এই ব্যবহার সর্বসম্মত অন্যোন্যাভাবের দ্বারাই উপপন্ন হয়। বৃক্ষ লতা হইতে পৃথক্‌—অর্থাৎ লতা হইতে ভিন্ন।

২ সংখ্যা হইতে পৃথকৃত্বের কিছু বৈলক্ষণ্যও আছে। একত্ব দ্বিত্ব ত্রিত্ব ইত্যাদি সংখ্যাগুলিতে একত্বত্ব, দ্বিত্বত্ব, ত্রিত্বত্ব ইত্যাদি সংখ্যাত্বের অবান্তর জাতি স্বীকৃত হইয়াছে, কিন্তু একপৃথকৃত্ব দ্বিপৃথকৃত্ব ইত্যাদি নানাবিধ পৃথকত্ব গুণসমূহে একপৃথকৃত্বত্ব দ্বিপৃথকৃত্বত্ব ইত্যাদি জাতি বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই। প্রশস্তপাদভাষ্য এবং ন্যায়কন্দলী ১৩৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

৩ 'আকাশ কাল হইতে পৃথক্‌' এই ব্যবহারে কালাবধিক অর্থাৎ 'কাল'সাপেক্ষ একপৃথকৃত্ব আকাশে প্রতীত হয়। উহা নিত্য এবং একবৃত্তি। 'হিমালয় ও অর্বুদ (আবু পাহাড়) উভয়ে বিন্ধ্য হইতে পৃথক্‌' এই স্থলে বিন্ধ্যাবধিক দ্বিপৃথকৃত্ব হিমালয় ও অর্বুদ উভয়ে প্রতীত হয়। উহা অনিত্য ও অনেকবৃত্তি। পূর্বে বলা হইয়াছে দ্বিত্ব প্রভৃতি সংখ্যা ব্যাসজ্যবৃত্তি। তদনুসারে দ্বিত্বের সমশীল দ্বিপৃথকৃত্ব ইত্যাদি ও ব্যাসজ্যবৃত্তি। পৃথকৃত্ব ও অন্যোন্যাভাব অভিন্ন বলিলে অন্যোন্যাভাবকেও ব্যাসজ্যবৃত্তি বলিতে হয়। উহা কিন্তু নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের অনুভব বিরুদ্ধ।

৪ আকাশ আত্মা প্রভৃতি বিভু পদার্থের পরস্পর নিত্য সংযোগ মতান্তরে স্বীকৃত হইয়াছে। ৪৪ পৃষ্ঠায় আত্ম-নিরূপণ দ্রষ্টব্য।

৫ ৬০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। সংযোগের অব্যাপ্যবৃত্তিতায় বিশেষ এই যে, ইহা সজাতীয়বিরোধী নহে। কারণ, যে-সময়ে কোন দ্রব্যে যে প্রদেশে একটি সংযোগ বিদ্যমান থাকে সেই সময়ে ঐ বস্তুর সেই প্রদেশেই অন্য দ্রব্যের সংযোগ থাকিতে পারে। যে-কালে ভূতলের যে অংশে ঘটসংযোগ বিদ্যমান ঠিক সেইকালেই উহার ঐ অংশে আকাশ আত্মা প্রভৃতি বিভু দ্রব্যের নানা সংযোগও শাস্ত্র সম্মত। জ্ঞান ইচ্ছা প্রভৃতি অন্য অব্যাপ্যবৃত্তি গুণে এই প্রকার বৈচিত্র্য নাই। কারণ, একই আত্মার যে শরীর প্রদেশে যখন একটি জ্ঞান অথবা ইচ্ছা উৎপন্ন হয় ঠিক তখনই উহার সেই শরীরে অন্য একটি জ্ঞান কিংবা ইচ্ছা জন্মিতে পারে না।

সংযোগ অনেকবৃত্তি, তবে বিশেষ এই যে উহা দ্বিনিষ্ঠমাত্র বা উভয়মাত্রবৃত্তি অর্থাৎ ত্রিত্ব চতুষ্ট্ব প্রভৃতি সংখ্যা যেমন তিন বা চারিটি দ্রব্যে নির্দিষ্টরূপে সীমাবদ্ধ, তদ্রূপ কোন সংযোগই তিন বা ততোঽধিক দ্রব্যের অপেক্ষা করে না, কিন্তু প্রত্যেক সংযোগই আশ্রয় হিসাবে নির্দিষ্টরূপে দুইটি দ্রব্যের অপেক্ষা রাখে এবং উক্ত দুইটি দ্রব্য চক্ষু বা ত্বক্ দ্বারা প্রত্যক্ষ হইলে তবেই সেই সংযোগটির ঐ ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ সম্ভব হয়। কারণ, আকাশের সহিত বৃক্ষাদির সংযোগ প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্তু মাটীতে কলস থাকিলে ঐ সংযোগ চোখেও দেখা যায় এবং অন্ধকারে হস্তসঞ্চালনেও বুঝা যায়।

লক্ষণ। সংযোগত্ব-জাতি **সংযোগের** লক্ষণ। অথবা অপ্রাপ্ত অর্থাৎ পৃথক্ স্থানে অবস্থিত বস্তুদ্বয়ের প্রাপ্তির নাম **সংযোগ** (অপ্রাপ্তয়োঃ প্রাপ্তিঃ সংযোগঃ)।

সংযোগ ত্রিবিধ—একক্রিয়াজন্য, উভয়ক্রিয়াজন্য ও সংযোগজন্য।

একক্রিয়াজন্য (সংযোগ)—নিস্পন্দবৃক্ষে একটি কাক আসিয়া বসিল। কাকের সহিত বৃক্ষের এই সংযোগ কেবলমাত্র কাকের ক্রিয়ার ফলে হইয়াছে।

উভয়ক্রিয়াজন্য —মল্লদ্বয় সংযোগ। দুই দিক্ হইতে দুইটি মল্ল দৌড়াইয়া আসিয়া বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল।

সংযোগজন্য—ন্যায়মতে অবয়ব ও অবয়বী পৃথক্ বস্তু। শাখা, কাণ্ড ইত্যাদি বৃক্ষের অবয়ব। আকাশের সহিত শাখার সংযোগের ফলস্বরূপে আকাশের সহিত বৃক্ষের যে সংযোগ জন্মিল উহা সংযোগজ।

একক্রিয়াজন্য এবং উভয়ক্রিয়াজন্য সংযোগ হইতে কদাচিৎ শব্দ (৫ম গুণ) উৎপন্ন হয়, কদাচিৎ হয় না। উহাদের মধ্যে শব্দজনক সংযোগ সমূহকে 'অভিঘাত' এবং অন্যগুলিকে 'নোদন' বলে।

(১৩) বিভাগ

বিভাগ-শব্দ নানা অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যথা—পদার্থবিভাগ, ধনবিভাগ ইত্যাদি[১]। ঐ সকল হইতে আলোচ্য **বিভাগ** (১৩শ গুণ) পৃথক্। যে দুইটি দ্রব্য পূর্বে সংযুক্ত ছিল উহারা

১ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় 'বিভাগ' দ্রষ্টব্য। ধন বিভাগ—'এই ধন ইহার' এইপ্রকারে ধনের স্বামিত্ব নির্ধারণ। বিভাগ শব্দে ব্যাখ্যাও বুঝায়—'ভাষ্যং প্রসন্নগম্ভীরং তৎপ্রণীতং বিভজ্যতে'—ভামতী।

পৃথক্ অবস্থিত অর্থাৎ উহাদের ব্যবধান হইলে উহাদের বিভাগ প্রতীত হয়[১]। স্থূলদৃষ্টিতে উহা (বিভাগ) 'সংযোগের অভাব' বলিয়া মনে হয় কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। কারণ, ঐপ্রকার মত স্বীকারে বিনিগমনাবিরহ-দোষ উপস্থিত হয়।

যে যুক্তি উভয় পক্ষের মধ্যে কোনও একটি পক্ষের সমর্থক তাহার নাম বিনিগমনা[২]। কোনও পক্ষে বিশেষ যুক্তি না থাকাই বিনিগমনার অভাব বা বিনিগমনাবিরহ। সাধারণতঃ বস্তুদ্বয়ের মিলন (সংযোগ) ও ব্যবধান (বিভাগ) উভয় অবস্থাই প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হয়[৩]। এমতস্থলে যদি ব্যবধানকে 'সংযোগের অভাব' বলা হয়, তবে মিলনই (সংযোগই) বিভাগের অভাব' ইহা বলা হইবে না কেন? প্রথম পক্ষে অর্থাৎ 'বিভাগ সংযোগাভাবমাত্র' এইমতে যেমন সংযোগ-গুণ এবং 'তাহার অভাব' এই দুইটিমাত্র পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার দ্বারা তৃতীয়টির (বিভাগের) অস্তিত্ব অস্বীকার করা সম্ভব, সেইরূপ দ্বিতীয়কল্পে অর্থাৎ 'সংযোগ বিভাগের অভাবমাত্র' এইমতেও 'বিভাগ-গুণ এবং উহার অভাব' এই দুইটিমাত্র পদার্থ স্বীকার করিয়া অন্যটির (সংযোগের) অপলাপ করা যাইতে পারে। উক্তপ্রকারে বিভিন্ন মতের মধ্যে এরূপক্ষেত্রে কোনও একপক্ষে কিছু বিশেষ যুক্তি না থাকায় বিনিগমনাবিরহ-দোষ ঘটে। এজন্য সংযোগ এবং বিভাগ উভয়েই পৃথক্ পৃথক্ গুণ, কোনটি অন্যের অভাব স্বরূপ নহে ইহা স্বীকার্য।

সংযোগের ন্যায় বিভাগও অনিত্য,[৪] অনেকবৃত্তি অর্থাৎ দ্বিনিষ্ঠ, অব্যাপ্যবৃত্তি, সকল দ্রব্যে থাকে এবং চক্ষু ও ত্বক্‌দ্বারা প্রত্যক্ষ হয়।

লক্ষণ। বিভাগত্ব-জাতি **বিভাগের** লক্ষণ। অথবা যে-গুণ দ্বারা 'ইহা উহা হইতে বিভক্ত' এইরূপ ব্যবহার হয় তাহা **বিভাগ**। (বিভক্তপ্রত্যয়াসাধারণকারণং বিভাগঃ)।

বিভাগও ত্রিবিধ—একক্রিয়াজন্য, উভয়ক্রিয়াজন্য এবং বিভাগজন্য। ইহাদের উদাহরণ সংযোগের উদাহরণ অনুসারে উহনীয়[৫]।

১ 'প্রাপ্তিপূর্বিকাঽপ্রাপ্তির্বিভাগঃ' প্রশস্তপাদভাষ্য ১৫১ পৃঃ ও ন্যায়কন্দলী ১৫৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য। ইহাতে বুঝা যায়—হিমালয় ও বিন্ধ্যের মধ্যে যে ব্যবধান তাহা বিভাগ নহে কিন্ত সংযোগাভাবমাত্র।

২ একতরপক্ষপাতিনী যুক্তির্বিনিগমনা।

৩ "কোন বস্তুর সহিত অন্য বস্তুর একান্ত মিলন অর্থাৎ অব্যবধান সংযোগ সম্ভব নহে, উহারা যতই নিকটবর্তী হউক না কেন মধ্যে একটু অন্তর—অবকাশ অর্থাৎ ব্যবধান বা ফাঁক থাকিবেই সুতরাং কেহ কাহাকেও স্পর্শ করে না" এইরূপ মতবাদ প্রাচীন বৌদ্ধ সম্প্রদায় বিশেষের গ্রন্থে পাওয়া যায়। আধুনিক বিজ্ঞানী পরীক্ষা দ্বারা এইমত দৃঢ় করিয়াছেন।

৪ নিত্য সংযোগের ন্যায় নিত্যবিভাগবাদী মতান্তর দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

৫ দ্বিত্বে চ পাকজোৎপত্তৌ বিভাগে চ বিভাগজে। যস্য ন স্খলিতা বুদ্ধি স্তংবৈ বৈশেষিকং বিদুঃ॥ এই প্রাচীন কথা হইতে বুঝা যায় বিভাগের অবান্তর বিভাগ অতিদুরূহ। নিষ্প্রয়োজনবোধে ঐ বিষয়ের বিস্তার উপেক্ষিত হইল।

(১৪) পরত্ব

'বড়' এবং 'দূরত্ব' এই দ্বিবিধ প্রয়োগেই শাস্ত্রসম্মত পরত্ব-গুণ প্রকাশিত হয়। তবে 'বড়' কথাটির অর্থ সর্বত্র সমান নহে।

ভাষায় 'বড়' শব্দ নানাবিধ ভাব প্রকাশ করে। 'তিনি বড় লোক' এই স্থলে 'বড়' শব্দে 'তাঁহার (ব্যক্তিবিশেষের) ধনসম্পত্তির প্রাচুর্য বুঝায়। 'বলরাম হইতে কৃষ্ণ বড়' কেহ এইরূপ বলিলে বুঝা যায়—কৃষ্ণের গুণাধিক্য বক্তার অভিপ্রেত অর্থ। 'কামানের গোলা পিস্তলের গুলি হইতে বড়', 'তালগাছ বাঁশ হইতে বড়' ইত্যাদি স্থলে 'বড়' শব্দের অর্থ পরিমাণ বিশেষ[১]। বিভীষণ হইতে রাবণ বড়, কৃষ্ণ হইতে বলরাম বড় ইত্যাদি স্থানে বড়-শব্দ কিন্তু উল্লিখিত কোন অর্থ প্রকাশ করে না। এইরূপ স্থলে 'বড়'র অর্থ সম্পূর্ণ পৃথক্[২]। বিভীষণ হইতে রাবণের এবং কৃষ্ণ হইতে বলরামের জন্ম পূর্বে হইয়াছিল ইহাই এই সকল বড়-শব্দের তাৎপর্য। সরল ভাষায় রাবণ ও বলরামের এই বড়ত্বের অর্থ—জ্যেষ্ঠত্ব বা বয়োবৃদ্ধত্ব। যে দুইটি বস্তু সমসাময়িক (contemporary) অর্থাৎ কোনও একই সময়ে বর্তমান থাকে উহাদের মধ্যে যে বস্তুটি পূর্বে জন্মে তাহাতেই এই প্রকার বড়ত্ব বা জ্যেষ্ঠত্বের ব্যবহার হয়। দূরত্ব সকলের পরিচিত বস্তু।

দূরত্ব এবং উক্ত প্রকার বড়ত্বের বা জ্যেষ্ঠত্বের দ্বারা পরত্ব-গুণের পরিচয় পাওয়া যায়[৩]।

কি কি দ্রব্যে পরত্ব-গুণ থাকে এবং উহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ কিনা তাহা ক্রমশঃ ব্যক্ত হইবে। সকল পরত্বই অনিত্য, একবৃত্তি ও ব্যাপ্যবৃত্তি।

লক্ষণ। পরত্বত্ব-জাতি **পরত্বের** লক্ষণ। অথবা যে গুণের দ্বারা ইহা উহা হইতে 'পর' এই প্রকারে ('উৎকর্ষ বিশিষ্ট বা বিপ্রকৃষ্ট' এইরূপে কিন্তু ভিন্ন এই অর্থে নহে) ব্যবহার হয় তাহা **পরত্ব** (পরব্যবহারাসাধারণকারণং পরত্বং)

লক্ষ্য। জ্যেষ্ঠত্ব ও দূরত্ব এই দুইটি পরত্ব লক্ষণের লক্ষ্য।

সমন্বয়। সমকালীন বস্তুদ্বয়ের মধ্যে প্রথমোৎপন্ন দ্রব্যে পরত্ব গুণ থাকায় (অপর বস্তুটি হইতে) ইহা 'পর' (অর্থাৎ উৎকর্ষবিশিষ্ট বা জ্যেষ্ঠ) এইরূপে এবং কলিকাতা হইতে (পাটলিপুত্রের তুলনায়) কাশী 'পর' (অর্থাৎ দূর) এইরূপে ব্যবহার হওয়ায় উভয়বিধ পরত্বে লক্ষণ সঙ্গত হইল।

---

১ ৬৮ পৃঃ পরিমাণ নিরূপণ দ্রষ্টব্য।

২ দুই ভ্রাতার মধ্যে জ্যেষ্ঠ খর্বাকৃতি এবং কনিষ্ঠ দীর্ঘাকৃতি এইরূপ ক্ষেত্র চিন্তা করিলে পার্থক্য আরও পরিস্ফুট হইবে।

৩ জ্যেষ্ঠত্ব ও দূরত্ব পরত্বের এবং কনিষ্ঠত্ব ও নিকটত্ব অপরত্বের নামান্তর ইহা কোন কোন টীকায় পাওয়া যায়। ঐরূপ শিক্ষাও সম্প্রদায়পরম্পরায় টোলে চলিয়া আসিতেছে কিন্তু পদার্থতত্ত্ব নিরূপণের "পরত্ব ও অপরত্ব পৃথক্ কোন গুণ নহে জ্যেষ্ঠত্ব ও দূরত্ব এবং কনিষ্ঠত্ব ও নৈকট্যের দ্বারা উহার কার্য সম্পন্ন করা যায়" এই কথার দ্বারা মনে হয় মহামনীষী রঘুনাথ শিরোমণি উহাদিগের পরস্পর বৈলক্ষণ্য অনুভব করিয়াছিলেন। কারণ, নামান্তরমাত্র স্বীকার দ্বারা কোন পদার্থের খণ্ডন তাদৃশ প্রতিভার অবতারের পক্ষে সম্ভব নহে। এইরূপ চিন্তার ফলেই উৎকর্ষ বিপ্রকর্ষ ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

পরত্ব দ্বিবিধ—কালিক অর্থাৎ কালকৃত এবং দৈশিক বা দিক্‌কৃত।

কালিক পরত্ব—কালিকপরত্ব সকল অনিত্য দ্রব্যের গুণ। ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে কিন্তু অনুমেয়।

একই কালে বর্তমান[১] দুইজন মানুষের মধ্যে একজন অজাতশ্মশ্রু—বালক, অন্যজন পলিত কেশশ্মশ্রু—বৃদ্ধ। শুভ্র কেশশ্মশ্রু দেখিয়া অপরিচিত ব্যক্তিরও বুঝিতে বিলম্ব হয় না যে এই ব্যক্তি প্রথমোক্ত (অজাতশ্মশ্রু) ব্যক্তি হইতে পর অর্থাৎ বড় (জ্যেষ্ঠ বা বয়োবৃদ্ধ)। এই প্রকার বুঝাই বৃদ্ধ ব্যক্তিতে বালকাবধিক (অর্থাৎ বালকের তুলনায় বা বালক হইতে) কালিক পরত্ব গুণের অনুমান[২]।

দৈশিক পরত্ব—মূর্ত—অর্থাৎ পরমমহৎ নহে[৩] এইরূপ সমস্ত দ্রব্যেই দৈশিকপরত্ব থাকে এবং চক্ষু ও ত্বক্ দ্বারা ইহার প্রত্যক্ষও হয়।

কোন বস্তু হইতে দুইটি দ্রব্য একই দিকে[৪] অবস্থিত হইলে উভয়ের মধ্যে যেটীর ব্যবধান কিম্বা মূর্তসংযোগ-পরম্পরা অধিক হয় তাহাতে অল্পমূর্তসংযোগ-বিশিষ্ট দ্বিতীয় বস্তুর তুলনায় দিক্‌কৃত-পরত্বের (দূরত্বের) জ্ঞান হয়।

কলিকাতা হইতে ইন্দোর এবং বোম্বে-সহর উভয়েই পশ্চিম দিকে অবস্থিত। তবে কলিকাতা ও ইন্দোরের মধ্যে যে কয়টি দেশের ব্যবধান আছে অর্থাৎ উভয়ের মধ্যস্থলে যে কয়টি দেশ পরস্পর সংযুক্ত তদপেক্ষা কলিকাতা ও বোম্বে সহরের মধ্যে ব্যবধান অর্থাৎ পরস্পরসংযুক্ত দেশসমূহের সংখ্যা বেশী। এই প্রকারে মধ্যবর্তী দেশসমূহের সংখ্যা অধিক হওয়ায় কলিকাতা ও ইন্দোরের মধ্যবর্তী পরস্পরসংলগ্ন দেশগুলির সংযোগসমুদায়ের তুলনায় কলিকাতা ও বোম্বে-সহরের ব্যবধান বা মধ্যবর্তী দেশ (মূর্ত) সমুদায়ের সংযোগপরম্পরা অধিক হয় বলিয়া কলিকাতা হইতে ইন্দোর অপেক্ষা বোম্বে সহর 'পর' অর্থাৎ দৈশিক পরত্ব-গুণ বিশিষ্ট বা 'দূর' বলিয়া ব্যবহৃত হয়। ন্যায়ের ভাষায় বলা যায়—ইহা কলিকাতাবধিক ইন্দোরসাপেক্ষ বোম্বে-সহরের দিক্‌কৃত পরত্ব বা দূরত্ব।

ঊর্ধ্বস্থিত গ্রহ নক্ষত্র ও ভূপৃষ্ঠের মধ্যে ক্বচিৎ কোন মূর্তদ্রব্য (পক্ষী প্রভৃতি) দৃষ্টি গোচর

১ বিভিন্ন সময়ে জীবিত রামচন্দ্র এবং যুধিষ্ঠিরের মধ্যে 'বড়' 'ছোট' এই প্রকারে কালিক পরত্ব ও অপরত্বের ব্যবহার হয় না, ইহা লক্ষ্য করা আবশ্যক।

২ 'বয়স' কথাটি প্রায়শঃ মনুষ্য সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হয়। গৃহপালিত গবাদি পশুর প্রতিও উহাদিগের জন্মদর্শীরা ক্বচিৎ বয়সের ব্যবহার করিয়া থাকেন কিন্তু উদ্‌ভিদ্ সম্বন্ধে ঐরূপ ব্যবহার দুর্লভ। শাস্ত্রানুসারে উদ্‌ভিদ প্রভৃতি যাবতীয় উৎপন্ন দ্রব্যেই কালিক পরত্ব ও অপরত্ব থাকে।

৩ ৬৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

৪ দিক্‌কৃত পরত্ব ও অপরত্বের উদাহরণে দ্রব্যদ্বয়ের একদিকে অবস্থানের কথা প্রশস্তপাদ ভাষ্যে পাওয়া যায় কিন্তু 'কলিকাতা হইতে ডায়মণ্ড হারবার অপেক্ষা পাটনা দূর' এইরূপে বিভিন্নদিকে অবস্থিত দ্রব্য সম্বন্ধেও ঐপ্রকার ব্যবহার প্রসিদ্ধ।

না হইলেও পরস্পর সংলগ্ন বায়ুস্তরের কিংবা আলোককণার সংযোগের অল্পতা ও আধিক্যের দ্বারা পৃথিবী হইতে ঐ সকলের দূরত্ব বা দৈশিকপরত্ব নিরূপিত হয়।

গৃহস্থিত জিনিষগুলির মধ্যে একটির তুলনায় অন্যটির দূরত্ব দৃষ্টিপাত করিলেই এবং অন্ধকারে হস্তস্পর্শের দ্বারাও বুঝা যায়।

'পরত্ব' এইরূপে নামতঃ সাম্য থাকিলেও কালিক ও দৈশিক পরত্বের পরস্পর বৈলক্ষণ্য অন্য প্রকারেও স্পষ্টরূপে অনুভব করা যায়। প্রথমটি অর্থাৎ কালিকপরত্ব বস্তুর নিয়ত ধর্ম এবং উহার ব্যবহার দুইটিমাত্র দ্রব্যের দ্বারাই সম্পন্ন হয় কিন্তু দ্বিতীয়টি অর্থাৎ দিক্‌কৃতপরত্ব পারস্পরিক অর্থাৎ কোন একটি দ্রব্যের নিয়তধর্ম নহে, উহা অবধি ও অবধিমান উভয়েই তুল্যভাবে থাকে এবং উহার ব্যবহারেও তিনটি দ্রব্য অপেক্ষিত হয়।

রাম লক্ষ্মণ হইতে বড় (কালিকপরত্ববিশিষ্ট) এই স্থলে লক্ষ্মণাবধিক পরত্ব রামের নিয়তধর্ম, কারণ রামচন্দ্র কোন অবস্থাতেই লক্ষ্মণ হইতে ছোট (কালিক-অপরত্ববিশিষ্ট অথবা কালিকপরত্বশূন্য) হইতে পারেন না এবং লক্ষ্মণ (অবধি) ও রাম (অবধিমান্) এই উভয়ের দ্বারাই এই প্রকার ব্যবহার নিষ্পন্ন হইতেছে, এজন্য এইরূপ তৃতীয় কোন বস্তুর আবশ্যক হয় না; কিন্তু 'কলিকাতা হইতে ইন্দোর অপেক্ষা বোম্বে-সহর দূর' (দিক্‌কৃতপরত্ববিশিষ্ট) এই স্থলে দিক্‌কৃত পরত্ব বোম্বে সহরেরই নিয়তধর্ম নহে। কারণ, কলিকাতা (অবধি) হইতে ইন্দোরের তুলনায় বোম্বে সহরে (অবধিমান্) যেরূপ দিক্‌কৃত পরত্ব আছে বোম্বেসহর (অবধি) হইতে ও কলিকাতার (অবধিমান্) তদ্রূপ দূরত্ব বা দিক্‌কৃতপরত্ব অবশ্যম্ভাবী। অবধি এবং অবধিমান্ দুইটি দ্রব্য ব্যতীত এই প্রকার ব্যবহারে ইন্দোরের ন্যায় তৃতীয় আর একটি বস্তুর ও অপেক্ষা রহিয়াছে।

(১৫) অপরত্ব

পরত্বের পরে 'অপরত্ব' শব্দ শুনিলেই মনে হয়, বুঝি উহা পরত্বেরই অভাব স্বরূপ, স্বতন্ত্র কোন গুণ নহে। কেহ ঐ প্রকারে বুঝিলেও উহাকে শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত বলা যায় না। কারণ, যে বিনিগমনাবিরহ-দোষের ভয়ে সংযোগ এবং বিভাগ পৃথক্ পৃথক্ গুণ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে[১] 'পরত্ব' ও 'অপরত্ব' উভয়কে স্বতন্ত্র গুণরূপে মানিবার পক্ষেও তাহা সমানভাবেই খাটে।

১ ৭৪ পৃঃ বিভাগ নিরূপণ দ্রষ্টব্য।

সমকালীন বস্তুদ্বয়ের মধ্যে যাহা শেষে জন্মে তাহাকে কনিষ্ঠ বলে। যেমন—রাম হইতে লক্ষ্মণ কনিষ্ঠ। যে দুইটি বস্তুর মধ্যবর্তী ব্যবধান যাহার তুলনায় অল্প উহার তুলনায় সেই দুই বস্তু পরস্পর 'নিকট' বলিয়া ব্যবহৃত হয়। যেমন—কালীঘাটের মন্দিরের তুলনায় মনুমেণ্ট (Monument) ও মিউজিয়াম (Museum যাদুঘর) পরস্পর নিকট।

অপরত্ব-গুণে বস্তুর উক্তরূপ কনিষ্ঠত্ব ও নৈকট্য (বা সামীপ্য) এই উভয়ই বুঝায়। আমরা এই গুণটীকে প্রকাশ করিতে 'অপকর্ষ' বা নিকর্ষ' শব্দও ব্যবহার করিতে পারি। কারণ, অন্য বিশেষ গুণ না থাকিলেও কেবল বয়সের আধিক্যবশতঃই যেমন বৃদ্ধদিগের উৎকর্ষ স্বীকৃত হয়, সেইরূপ কেবল বয়সের অল্পতাই কিশোরদিগের অপকর্ষও সূচনা করে; এবং ব্যবধান অধিক হওয়ায় সাধারণতঃ দূরস্থকে যেমন 'উৎকৃষ্ট' বলিয়া মনে হয় সেইরূপ ব্যবধান অল্প হওয়ায় (সম্ভবতঃ বিশেষভাবে জানিবার সুযোগ ঘটায়[১]) গুণাধিক নিকটস্থকেও তত উৎকৃষ্ট মনে হয় না (প্রকারান্তরে অপকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট বলিয়াই মনে হয়)। ফলতঃ কালকৃত ও দিক্‌কৃত ব্যবধানের অল্পতাবশতঃ বয়ঃকনিষ্ঠ ও নিকটস্থের অপকর্ষ যেন স্বতই আসিয়া পড়ে।

অপরত্ব সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ পরত্বের আলোচনা দ্বারাই ব্যক্ত করা হইয়াছে।

লক্ষণ। যে-গুণে অপরত্ব-জাতি থাকে তাহা **অপরত্ব**। অথবা যেগুণ দ্বারা (ইহা) 'অপর' এইপ্রকারে ব্যবহার হয় তাহা **অপরত্ব**। (অপরব্যবহারাসাধারণকারণং অপরত্বম্)

অপরত্ব দ্বিবিধ—কালিক ও দৈশিক।

কালিক অপরত্ব—কাল কৃত অপরত্ব সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্যের গুণ এবং নিয়ত—অপারম্পরিক (পারম্পরিক নহে) ধর্ম অর্থাৎ ইহা অনিত্য, একবৃত্তি, ব্যাপ্যবৃত্তি ও অনুমেয়।

দৈশিক অপরত্ব—দিক্‌কৃত অপরত্ব সকল মূর্তদ্রব্যের[২] গুণ ও অনিয়ত ধর্ম, ইহা অনিত্য, একবৃত্তি ও ব্যাপ্যবৃত্তি। চক্ষু ও ত্বক্ দ্বারা ইহার প্রত্যক্ষ হয়।

(৬) সংস্কার

'সংস্কার' কথাটি নানাপ্রকারে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যেমন—দশবিধ সংস্কার, বিবাহ উপনয়ন প্রভৃতি। স্থূলদৃষ্টিতে মনে হয় এই স্থানের সংস্কার—শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াসমষ্টি। মণি রত্ন

১ অতি পরিচয় দোষঃ কস্য নো হন্তি মানং—উদ্ভট শ্লোক।

২ ভূত পরমাণু এবং মনেও দিক্‌কৃত পরত্ব ও অপরত্ব থাকে তবে উহারা স্বয়ং প্রত্যক্ষযোগ্য না হওয়ায় ঐ সমস্ত পরত্ব ও অপরত্বের লৌকিক প্রত্যক্ষ সম্ভবে না।

ইত্যাদির পালিশ করাও (ক্রিয়াবিশেষ) সংস্কার। উৎকৃষ্টভাবে অন্নপানাদি প্রস্তুত করাও সংস্কার বলিয়া প্রসিদ্ধ।

যাগাদি কার্যে চরু প্রস্তুত করিবার জন্য ধান, যব ইত্যাদির প্রোক্ষণ (বিশেষভাবে জলের ছিটা দেওয়া) বেদে বিহিত হইয়াছে। আচার্য কুমারিলভট্টের মতে উহার ফলে ধান, যব প্রভৃতিতে একপ্রকার অদৃষ্ট—অর্থাৎ অলৌকিক—প্রত্যক্ষবহির্ভূত ধর্ম জন্মে, উহারও নাম সংস্কার[১]। শাস্ত্রীয় সংস্কারের ক্ষেত্রেও সংস্কার্য পুত্র কন্যাদিতে উক্তপ্রকারে অলৌকিক ধর্মবিশেষ স্বীকৃত হওয়ায় বিবাহ উপনয়নাদি ব্যাপারে সংস্কার-শব্দ প্রয়োগের হেতু পাওয়া যায়।

ন্যায়শাস্ত্রসম্মত সংস্কার-গুণ পূর্বোক্ত সংস্কার হইতে পৃথক্ কিন্তু উহাও প্রত্যক্ষযোগ্য নহে এই অংশে উভয় সম্মত সংস্কারের মধ্যে সাদৃশ্য আছে।

ন্যায়-বৈশেষিক সম্মত সংস্কার কি এবং উহা কাহার গুণ বিভাগে তাহা স্পষ্ট হইবে। সকল সংস্কারই একবৃত্তি ও অতীন্দ্রিয়। ইহা নিত্য ও অনিত্য এবং ব্যাপ্যবৃত্তি ও অব্যাপ্যবৃত্তি—উভয় প্রকার।

লক্ষণ। সংস্কারত্ব-জাতি **সংস্কার**-গুণের লক্ষণ। (সংস্কারত্ব জাতিমান্ সংস্কারঃ)।

সংস্কার ত্রিবিধ—বেগ, স্থিতিস্থাপক[২] ও ভাবনা।

বেগ (Speed) – অনিত্য, ইহা মূর্ত দ্রব্যের গুণ অর্থাৎ বিভু ব্যতীত অন্য সকল দ্রব্যেই বেগ জন্মিতে পারে। ইহার অস্তিত্ব অনুমানসিদ্ধ[৩]।

বলবান্ ব্যক্তি আকর্ণ সন্ধান করিয়া তীর নিক্ষেপ করিলে উহা বহু দূরে যায় কিন্তু দুর্বল ব্যক্তির শিথিল হস্তে নিক্ষিপ্ত তীর বেশী দূরে যাইতে পারে না, নিকটেই ভূপতিত হয়। ইহার দ্বারা কল্পনা করা হয় যে প্রথম ব্যক্তির চেষ্টায় তীরে যে ক্রিয়া জন্মিয়াছে তদ্দ্বারা বহু দূরে গমনোপযোগী কোন গুণ তীরে উৎপন্ন হয় অন্যথা ঐ তীর দূরে যাইতে পারে না; উক্ত গুণেরই নাম বেগ এবং ঐরূপ কল্পনা—অনুমান। প্রথম স্থলে তীরের বেগ তীব্র, দ্বিতীয় তীরের বেগ মন্দ। বেগের মূল কারণ প্রযত্ন (২১শ গুণ) নষ্ট হইলেও বেগের তীব্রতা অনুসারে উহার আশ্রয়-তীরাদির দূর ও দূরতর দেশে গমন সম্ভব হয়।

বেগ ব্যাপ্যবৃত্তি এবং অব্যাপ্যবৃত্তি—উভয়রূপ হইতে পারে। পূর্বোল্লিখিত স্থলে

১ "সংস্কারঃ পুংসএবেষ্টঃ প্রোক্ষণাভ্যুক্ষণাদিভিঃ।" ন্যায় কুসুমাঞ্জলি ১ম স্তবক।

২ কোন কোন স্থানে 'স্থিতস্থাপক' শব্দ পাওয়া যায়। ন্যায়কন্দলী ২৬৭ পৃঃ সপ্তপদার্থী ৬১ পৃঃ পাঠান্তর দ্রষ্টব্য।

৩ মতান্তরে বেগ চক্ষুর্দ্বারা প্রত্যক্ষযোগ্য।

তীরের বেগ ব্যাপ্যবৃত্তি। বৃক্ষের একটিমাত্র শাখা পক্ষীর ক্রিয়ায় স্পন্দিত হইতেছে কিন্তু উহার অন্য শাখা কাণ্ড একেবারে স্থির—নিস্পন্দ। এইখানে বৃক্ষের বেগ অব্যাপ্যবৃত্তি, কারণ উহা শাখারূপ প্রদেশমাত্রে সীমাবদ্ধ।

স্থিতিস্থাপক—ইহা পৃথিবীর গুণ[১] এবং ব্যাপ্যবৃত্তি। পার্থিব পরমাণুর স্থিতি-স্থাপক সংস্কার নিত্য ; অন্যত্র উহা অনিত্য। স্থিতি-স্থাপকের অস্তিত্ব নিম্নলিখিতরূপে অনুমিত হয়—

ফুল ফল ইত্যাদি পাড়িবার জন্য গাছের উচ্চ শাখা নামাইয়া যখন ছাড়িয়া দেওয়া যায় তখন ঐ শাখা আপনা হইতেই যথাস্থানে চলিয়া যায়। জ্যা খুলিয়া লইলে ধনুক স্বয়ং বক্রতা ত্যাগ করিয়া ঋজু অর্থাৎ সিধা বা সোজা হয়। এই সমস্ত দেখিয়া স্থির করা যায় যে, পূর্বাবস্থা বা পূর্বস্থান প্রাপ্তির উপযুক্ত কোন গুণ বা শক্তি ঐ সমস্ত দ্রব্যে অবশ্যই আছে নতুবা আকৃষ্ট বৃক্ষশাখা নিম্ন হইয়াই থাকিত এবং ধনুকের বক্রাবস্থাও স্থির হইত[২]। উক্তপ্রকারে অনুমিত ঐ শক্তি বা গুণের নাম—স্থিতিস্থাপকসংস্কার।

ভাবনা—পূর্বোক্ত দুই প্রকার সংস্কার থাকা সত্ত্বেও 'সংস্কার' শব্দ 'ভাবনা' নামক এই তৃতীয় প্রকারেই সমধিক প্রসিদ্ধ। জ্ঞানের (২৪শ গুণের) অন্তর্গত স্মৃতি নিরূপণে ইহার বিষয় আলোচিত হইবে।

ভাবনা জীবাত্মার গুণ এবং অতীন্দ্রিয়। অনিত্য হইলেও ইহা অতিদীর্ঘকাল অর্থাৎ বহুজন্ম পর্যন্ত স্থায়ী হইতে পারে। ইহা একবৃত্তি ও অব্যাপ্যবৃত্তি।

(১৭) সুখ

সুখ স্বনাম প্রসিদ্ধ। উহার পর্যায় শব্দ—আনন্দ, প্রমোদ ইত্যাদি[৩]। ইহা জীবাত্মার গুণ, ক্ষণিক অর্থাৎ শব্দের ন্যায় দ্বিলক্ষণমাত্র স্থায়ী অনিত্য[৪] একবৃত্তি ও অব্যাপ্যবৃত্তি[৫]। সুখ মানস প্রত্যক্ষের বিষয় অর্থাৎ মনের দ্বারা ইহার প্রত্যক্ষ হয়।

লক্ষণ। সুখত্ব-জাতি **সুখের** লক্ষণ। অথবা যে-জাতীয় গুণ প্রাণীমাত্রের চরম

১ প্রাচীন সম্প্রদায়বিশেষের মতে স্থিতিস্থাপক পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ুর গুণ।

২ উর্ধে নিক্ষপ্ত লোষ্ট্রাদির পূর্বস্থিতিদেশ ভূতলাভিমুখে গতি মাধ্যাকর্ষণের ফলে ঘটিয়া থাকে, ইহা মহামতি নিউটনের আবিষ্কার ; স্থিতিস্থাপক সংস্কারের সহিত ইহার সম্বন্ধ বিচারযোগ্য।

৩ বৃহদারণ্যকে উপনিষদে বিভিন্ন সুখের প্রিয়, মোদ, প্রমোদ, আনন্দ ইত্যাদি নাম পাওয়া যায়।

৪ মত বিশেষে সুখ ঈশ্বরের ও গুণ এবং উহা নিত্য বলিয়া স্বীকৃত। ৪৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য। ভট্টমতে মুক্তিকালে নিত্যসুখ অভিব্যক্ত হয়। বেদান্তমতে ব্রহ্মস্বরূপতা লাভই মুক্তি। ব্রহ্ম নিত্য, স্বয়ংপ্রকাশ এবং আনন্দস্বরূপ।

৫ অব্যাপ্যবৃত্তি ৬০ পৃঃ দ্রষ্টব্য। সর্বব্যাপী জীবাত্মার শরীর স্বরূপ প্রদেশবিশেষেই সুখাদি জন্মে। অনত্র সুখাদি জন্মিতে না পারায় একই আত্মায় একই সময়ে সুখ এবং সুখাভাব উভয়ই থাকে।

কাম্য কিংবা যাহার স্বরূপ বুঝিলেই ঐ বিষয়ে 'ইহা আমার হউক' এই প্রকারে ইচ্ছা জন্মে তাহা **সুখ**। (সুখত্বসামান্যবন্নিরুপাধ্যনুকূলবেদ্যং সুখং)

সমন্বয়। যাহা পুরুষের অর্থাৎ প্রাণিগণের প্রার্থনা বা অর্থনার বিষয় তাহাই পুরুষার্থ (পুরুষ + অর্থ = পুরুষার্থ) প্রকৃতপক্ষে কেবলমাত্র সুখই পুরুষার্থ। বিদ্যা স্বাস্থ্য ধন প্রভৃতি মানব সমাজের কাম্য অতএব ঐ সকল ও পুরুষার্থ কিন্তু উহারা গৌণ পুরুষার্থ। কারণ, সুখের উপায় বলিয়াই লোকে ঐ সমস্তের আকাঙ্ক্ষা করে। ইহাও দেখা যায় যে, যাহারা যে প্রকার উপায়ের দ্বারা লভ্য সুখ চাহে না তাহারা সেই উপায়ের প্রতিও উদাসীন। ফলে, কেহ বিদ্যার্জন না করায় মূর্খ থাকে কেহ বা ঐশ্বর্য ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হয় ইত্যাদি। নির্দিষ্ট উপায়ে সুখ পাইলে তখন আর তদ্দ্বারা লভ্য কিছুই অবশিষ্ট থাকে না এজন্য সুখই চরম কাম্য এবং মুখ্য পুরুষার্থ।

কেবল দুঃখাভাব ও জীবের চরম কাম্য বলিয়া স্বীকার করিলে উহাতে সুখ-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়। ঐ দোষ বারণের জন্য লক্ষণে 'গুণ' শব্দ প্রদত্ত হইয়াছে।

সুখ দ্বিবিধ[১] —সংসারসুখ ও স্বর্গসুখ।

সংসারসুখ—বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ বশতঃ অর্থাৎ সুরভি পুষ্পাদির আঘ্রাণ, উপাদেয় অন্নপানাদির আস্বাদ, পর্বত সমুদ্র পূর্ণচন্দ্র প্রভৃতির দর্শন, প্রখর গ্রীষ্মে ঘর্মাপ্লুত শরীরে বায়ুর স্পর্শ, তাললয় শুদ্ধ সুকণ্ঠোত্থিত গীতাদি শ্রবণ এবং একাগ্রচিত্তে প্রিয় বস্তুর চিন্তা ইত্যাদি কারণ বশতঃ যে সমস্ত সুখ জন্মে তাহা সংসারসুখ।

স্বর্গ সুখ—ইচ্ছা মাত্রে অভিলষিত বস্তু উপস্থিত হওয়ায় যে আনন্দধারা উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন দুঃখের দ্বারা যাহার মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে না সেই প্রকার সুখবিশেষের নাম স্বর্গ[২]। জাগতিক সমস্ত সুখই ক্ষুধা পিপাসা জরা মৃত্যুভয় ইত্যাদি নিবন্ধন নানাবিধ দুঃখের দ্বারা আক্রান্ত। সুতরাং পরিদৃশ্যমান জগতে কুত্রাপি স্বর্গসুখ সম্ভবে না। এজন্য ঐপ্রকার সুখভোগের যোগ্য নূতন স্থানও কল্পনা করিতে হয়, উহারও নাম স্বর্গ[৩]।

১ সাত্ত্বিক, রাজস এবং তামস ভেদে ও সুখের বিভাগ করা হইয়াছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১৮ অধ্যায় ৩৬—৩৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

২ যন্ন দুঃখেন সম্ভিন্নং নচ গ্রস্তমনন্তরং। অভিলাষোপনীতঞ্চ তৎ সুখং স্বঃপদাস্পদং॥

৩ স্বর্গে লোকে ন ভয়ং কিঞ্চনাস্তি ন তত্র ত্বং ন জরয়া বিভেতি।
উভে তীর্ত্বা অশনায়াপিপাসে শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে॥

—কঠোপনিষৎ ১ম বল্লী।

(১৮) দুঃখ

দুঃখ ও স্বনাম প্রসিদ্ধ। উহা গুণবিশেষ কিন্তু সুখের অভাবস্বরূপ নহে। কারণ, তাহা হইলে ঘটাদি অচেতন বস্তুসমূহ সুখশূন্য হওয়ায় উহারাও দুঃখী বলিয়া ব্যবহার হইত। দুঃখ সুখের অভাব মাত্র, পৃথক্ গুণ নহে এইরূপ বলিলে বিনিগমনাবিরহ-দোষও হয়[১]।

দুঃখ জীবাত্মার গুণ। ইহা ক্ষণিক অতএব অনিত্য, একবৃত্তি এবং অব্যাপ্যবৃত্তি। মনের দ্বারা ইহার প্রত্যক্ষ হয়।

লক্ষণ। দুঃখত্ব-জাতি **দুঃখের** লক্ষণ। অথবা যাহা প্রতিকূলবেদনীয় অর্থাৎ ইহা আমার না হউক এই প্রকারে যে বস্তুর (গুণের) নিবৃত্তি সকল প্রাণিগণ কামনা করে তাহা **দুঃখ** (দুঃখত্ব সামান্যবন্নিরুপাধিপ্রতিকূলবেদনীয়ং দুঃখং)।

সমন্বয়। দুঃখ এমন বিচিত্র বস্তু যে কখন উহা কেহ চাহে না অতএব লক্ষ্যে লক্ষণ সঙ্গত হইল। ইহা হইতে অবশ্যই দুঃখ হইবে এই প্রকার দৃঢ়নিশ্চয় বশতঃ যে-বস্তু বিষয়ে কাহারও কোন কামনা জন্মে না সেইরূপ (মাখাল ফল, বিষ ইত্যাদি) বস্তুতে অতিব্যাপ্তি দোষ বারণের জন্য উল্লিখিত লক্ষণে 'গুণ' শব্দ সন্নিবেশ করা আবশ্যক।

বৈরাগ্য ব্যতীত মোক্ষধর্মের অনুশীলনে যথার্থ অধিকার জন্মে না, ইহা বহুসম্মত সিদ্ধান্ত। পান-ভোজনাদি-জনিত সাংসারিক সুখ হইতে আরম্ভ করিয়া স্বর্গরাজ্যে আধিপত্যের ফল পর্যন্ত কোন সুখই স্থায়ী নহে। যাহা ঐ সমস্ত অস্থায়ী সুখের উপায়, অন্যদিক্ হইতে চিন্তা করিলে দেখা যায় তাহা দুঃখেরও কারণ। সঙ্গীত শ্রবণে সুখ হয় সত্য কিন্তু উহাতে মুগ্ধ হওয়ায় হরিণ সর্প প্রভৃতি ধৃত হইয়া বিপদে পড়ে। স্ত্রীসম্ভোগ সুখকর কিন্তু রোগের নিদান। আলোক দৃষ্টির সাহায্য করিয়া সর্প, শত্রু বিষ ইত্যাদি অনিষ্টকর বস্তু হইতে পরিত্রাণের পথ প্রশস্ত করে কিন্তু আত্মগোপনেচ্ছু ব্যক্তিকে ধরাইয়া দেয়। অন্ধকারে ধন রত্নাদি লুকাইয়া রাখার সুবিধা হয় কিন্তু উহাতেই অলক্ষিত হইয়া তস্করেরা অনায়াসে অপহরণ করে। আধুনিক ইওরোপীয় বিজ্ঞান মানুষের অসংখ্য সুখ বর্দ্ধন করিয়াছে কিন্তু তাহা মারণাস্ত্রেরও সহায়ক। অশ্ব-মেধ প্রভৃতি যজ্ঞের ফলে দীর্ঘকাল স্বর্গ ভোগ করা যায় বটে কিন্তু পশুহত্যার ফলে যজ্ঞকারীকে দুঃখও ভোগ করিতে হয়[২]। এই প্রকারে বিচার করিলে দেখা যায় যে জগতে এমন কোন বস্তু নাই যাহা হইতে কেবল সুখই জন্মে, কখনও দুঃখ জন্মে না। বরঞ্চ সূক্ষ্মদৃষ্টিতে বিচার করিলে ইহাই বুঝা যায় যে, যে বস্তুর সুখ প্রদানের ক্ষমতা যে পরিমাণ, দুঃখদানের শক্তি তাহা হইতে কম নহে[৩]! ইহাই দুঃখবাদের ভিত্তি ; সুখের খণ্ডন অর্থাৎ আকাশ কুসুমের ন্যায় সুখ একান্ত

১ বিনিগমনাবিরহ-দোষ ৭৪ পৃঃ বিভাগনিরূপণে দ্রষ্টব্য।

২ 'দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ স হ্যবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয় যুক্তঃ' সাংখ্যকারিকা ২ শ্লোক।

৩ মহামনীষী বাল গঙ্গাধর তিলক সম্পাদিত গীতার ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

অলীক ইহাই সিদ্ধান্ত করা মহামনীষী দার্শনিকদিগের উদ্দেশ্য নহে। বৈরাগ্যের উপায় স্বরূপেই তাঁহারা সর্বত্র দুঃখভাবনার উপদেশ দিয়াছেন১।

সুখের ন্যায় দুঃখেরও দ্বিবিধ বিভাগ করা যায়—সংসারদুঃখ ও নরকদুঃখ। সংসারদুঃখ অল্পবিস্তর সকলেরই অনুভূত। 'নরক'শব্দের অর্থ দুঃখবিশেষ, উহা স্বর্গের ঠিক বিপরীত।২ পুরাণে বহু স্থানে উক্ত হইয়াছে যে—স্বর্গ ও নরক নামে পৃথক, কিছুই নাই কিন্তু উহারা ইহলোকেই ভোগ্য। অনেক কাব্যেও ঐরূপ দেখা যায়। বস্তুতঃ উহা সিদ্ধান্ত নহে, উহার দ্বারা সাংসারিক সুখ ও দুঃখের চরম অবস্থা মাত্র বর্ণিত হইয়াছে। অতএব ঐপ্রকার প্রয়োগ লাক্ষণিক।

(১৯) ইচ্ছা

ইচ্ছাও স্বনামপ্রসিদ্ধ গুণ। "সুখ হউক, দুঃখ না হউক্" ইত্যাদি প্রকারে সুখ এবং দুঃখাভাব বিষয়ে **ইচ্ছা** জীবগণের অনুভব সিদ্ধ। ইচ্ছা অর্থে কাম-শব্দেরও প্রচুর প্রয়োগ দেখা যায়৩। ইহা আত্মার গুণ, মানস প্রত্যক্ষের বিষয়, একবৃত্তি, কিন্তু নিত্য ও অনিত্য এবং ব্যাপ্যবৃত্তি ও অব্যাপ্যবৃত্তি উভয়বিধ।

লক্ষণ। ইচ্ছাত্ব-জাতি **ইচ্ছার** লক্ষণ। অথবা অপ্রাপ্ত বস্তু বিষয়ে 'ইহা আমার হউক' এই প্রকারে যে প্রার্থনা তাহা **ইচ্ছা**। (ইচ্ছাত্বসামান্যবত্যর্থিত্বলক্ষণা ইচ্ছা)

লক্ষ্য ও সমন্বয়। স্পষ্ট।

ইচ্ছা দ্বিবিধ—সর্ববিষয়ক ও অসর্ববিষয়ক।

সর্ববিষয়ক ইচ্ছা—ইহা কেবল ঈশ্বরের গুণ ; নিত্য, ব্যাপ্যবৃত্তি এবং একটিমাত্র অর্থাৎ অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান যাবতীয় বিষয়ে একটিমাত্র ইচ্ছা ঈশ্বরে বিদ্যমান৪।

অসর্ববিষয়ক ইচ্ছা—যে বস্তু যাহার কাম্য, সেই বিষয়ে তাহার ঐ ইচ্ছাকে ফলেচ্ছা এবং যাহার দ্বারা সেই কাম্যবস্তু অর্জ্জন করিতে হইবে তদ্বিষয়ক ইচ্ছাকে উপায়েচ্ছা বলে।

১ পরিণাম তাপ সংস্কারদুঃখৈর্গুণবৃত্তি বিরোধাচ্চ দুঃখমেব সর্বং বিবেকিনঃ।

—পাতঞ্জল সূত্র সাধনপাদ ১৫ সূ

সুখ ও দুঃখের নানাবিধ বিভাগ নানাগ্রন্থে দৃষ্ট হয়। বাহুল্য ভয়ে উহা উপেক্ষিত হইল।

২ স্বর্গ ৪৮৭ পৃঃ সুখ নিরূপণে দ্রষ্টব্য।

৩ "ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।" মহাভারত, বনপর্ব। "কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণ-সমুদ্ভবঃ।" গীতা

ইচ্ছাবিশেষ অর্থাৎ মৈথুনেচ্ছা অর্থেও 'কাম'শব্দ প্রসিদ্ধ। এইরূপে বিভিন্ন ইচ্ছার নাম শাস্ত্রে পাওয়া যায়। ভোজনেচ্ছা—অভিলাষ, পুনঃ পুনঃ বিষয়ভোগেচ্ছা—রাগ, ভাবিবস্তু নিষ্পাদনের ইচ্ছা—সংকল্প, স্বার্থনিরপেক্ষভাবে পরদুঃখ মোচনেচ্ছা—কারুণ্য অর্থাৎ দয়া, দোষদর্শন বশতঃ বিষয়ত্যাগেচ্ছা—বৈরাগ্য, পরবঞ্চনেচ্ছা—উপধা (কাপট্য) অন্তরে নিগূঢ় ইচ্ছা—ভাব। প্রশস্তপাদভাষ্য।

৪ ঈশ্বরে ইচ্ছার অস্তিত্ব সর্বসম্মত নহে। ৪৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য

এইভাবে বিভিন্নকালে পৃথক্ পৃথক্ বিষয় অবলম্বনে উৎপন্ন হওয়ায় ইহা (ফলেচ্ছা ও উপায়েচ্ছা) অসর্ববিষয়ক—সর্ববিষয়িনী নহে। ইহা জীবাত্মার গুণ, অনিত্য—দ্বিক্ষণমাত্র স্থায়ী এবং অব্যাপ্যবৃত্তি।

---

(২০) দ্বেষ

দ্বেষ ও অনুভবসিদ্ধ গুণ। ক্রোধ, অমর্ষ প্রভৃতি শব্দেও দ্বেষ বুঝায়[১]। যে-বস্তু যাহার অপ্রিয়, সেই বিষয়ে তাহার দ্বেষ স্বাভাবিক। নিজের দুঃখ কেহই চাহে না এবং যাহা দুঃখের হেতু বলিয়া নিশ্চিত, সাধারণতঃ সেই সমস্ত অপ্রিয় সুতরাং দ্বেষের বিষয়।

দ্বেষ জীবাত্মার গুণ, অনিত্য, একবৃত্তি এবং অব্যাপ্যবৃত্তি। মনের দ্বারা ইহার প্রত্যক্ষ হয়।

লক্ষণ। দ্বেষত্ব-জাতি **দ্বেষের** লক্ষণ। অথবা যে-গুণ উৎপন্ন হইলে নিজেকে দগ্ধবৎ মনে হয় তাহার নাম **দ্বেষ**[২]। (দ্বেষত্বসামান্যবান্ প্রজ্বলনাত্মকো দ্বেষঃ)

লক্ষ্য ও সমন্বয়। স্পষ্ট। দ্বেষের বিভাগ শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না।

(২১) যত্ন

সংরম্ভ ও উৎসাহ যত্নের নামান্তর। শব্দশাস্ত্রে যত্ন অর্থে 'কৃতি'শব্দের প্রচুর প্রয়োগ দেখা যায়। মীমাংসাশাস্ত্রে শাব্দীভাবনা ও আর্থীভাবনার বিশেষ বিচার দেখিতে পাওয়া যায়। যাগাদি কর্মে পুরুষের প্রবৃত্তিরূপ প্রযত্নই মীমাংসকমতে আর্থী ভাবনা[৩]। কিন্তু বেদে শাব্দী ভাবনা,[৪] লিঙ্ প্রভৃতি শব্দের ধর্মবিশেষ। সুতরাং শাব্দীভাবনা ন্যায়সম্মত কোন গুণবিশেষ নহে[৫]।

প্রয়োজনীয় বিষয়ে জীবগণের স্বভাবতঃই ইচ্ছা জন্মে। কোন বস্তু প্রিয় হইলে উহা লাভ করিবার জন্য ইচ্ছাও উৎকট হয়। প্রবল ইচ্ছা হইলেও সর্বত্র অনুরূপ চেষ্টা[৬] হয় না।

১ ক্রোধো দ্রোহঃ মন্যুরক্ষমাঽমর্ষ ইতি দ্বেষভেদাঃ। প্রশস্তপাদভাষ্য। দ্বেষপক্ষঃ—ক্রোধ ঈর্ষ্যা অসূয়া দ্রোহোঽমর্ষ ইতি। ন্যায়ভাষ্য ৪।১।৩ সূত্র।

২ প্রশস্তপাদভাষ্য দ্রষ্টব্য।

৩ 'ভাবনা নাম? ভবিতুর্ভবনানুকূলো ভাবকব্যাপারবিশেষঃ' মীমাংসা ন্যায়প্রকাশ।

৪ 'অপৌরুষেয়ে বেদে তু লিঙাদিশব্দনিষ্ঠৈব' মীমাংসাপরিভাষা।

৫ মীমাংসকমতে শব্দ দ্রব্যবিশেষ, এজন্য শব্দগত ভাবনাকে গুণ বলা চলে। কিন্তু ন্যায়মতে শব্দ গুণপদার্থ, সুতরাং শব্দের ধর্ম ভাবনা গুণে অন্তর্ভূত হইতে পারে না।

৬ যত্ন উৎপন্ন হইলে জীবের হস্ত পদ ইত্যাদি শরীরাবয়বে ক্রিয়া জন্মে। ঐ ক্রিয়ার নাম চেষ্টা। উহার কারণ এই যত্ন-গুণ বুঝাইতেও চেষ্টা পদের প্রয়োগ দেখা যায়।

ছয় সাত দিন নিরন্তর বৃষ্টি চলিতেছে। ঘরে ভিজা কাপড়ের স্তূপ জমিয়াছে। এমত অবস্থায় সকলেই সূর্যের উদয় আকাঙ্ক্ষা করে কিন্তু কেহ ঐ উদ্দেশ্যে চেষ্টা করে না, অথচ ভোজনেচ্ছা হইলে পাকের জন্য চেষ্টা করে। ইহার দ্বারা স্থির করা যায় যে, ইচ্ছা এবং চেষ্টার মধ্যস্থলে এমন একটি বস্তু আছে যাহা থাকিলে আকাঙ্ক্ষিত বিষয়ের জন্য চেষ্টা জন্মে এবং যাহার অভাবে নিতান্ত ঈপ্সিত বিষয়েও চেষ্টা জন্মে না ; এই মধ্যবর্তী বস্তুটিই যত্ন।

যত্ন আত্মার গুণ। ইহা নিত্য ও অনিত্য, ব্যাপ্যবৃত্তি ও অব্যাপ্যবৃত্তি কিন্তু একবৃত্তি। ইহা কচিৎ প্রত্যক্ষসিদ্ধ এবং কচিৎ অতীন্দ্রিয়।

ঈশ্বরের যত্ন নিত্য, ব্যাপ্যবৃত্তি ও একটিমাত্র। জীবাত্মার যত্ন অনিত্য—ক্ষণিক, অব্যাপ্যবৃত্তি এবং নানা।

লক্ষণ। 'যত্নত্ব'জাতি যত্নের লক্ষণ। (প্রযত্নত্বসামান্যবান্ প্রযত্নঃ)

যত্ন ত্রিবিধ[১]—প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি ও জীবনযোনি।

প্রবৃত্তি—সাধারণতঃ 'যত্ন'শব্দে 'প্রবৃত্তি'ই বুঝায়। প্রবৃত্তি হইতে চেষ্টা জন্মে।

নিবৃত্তি—যাহা দ্বেষের বিষয়, তাহা হইতে জীবের নিবৃত্তি জন্মে।

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব দুইটি বিভিন্ন শ্রেণীর যত্ন, একটি অন্যটির অভাব-স্বরূপ নহে। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি মানসপ্রত্যক্ষের বিষয়[২]।

জীবনযোনি[৩]—ইহার অস্তিত্ববশতঃ নিদ্রাকালে জীবিত ব্যক্তির শরীরে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ইত্যাদি প্রাণবায়ুর ক্রিয়া এবং জাগরণাবস্থায় অন্তঃকরণের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগ সংঘটিত হয়। ইহা অতীন্দ্রিয়।

(২২) ধর্ম

ধর্ম-শব্দের প্রয়োগক্ষেত্র অতি বিস্তৃত। পরস্পর পৃথক্ নানাবিধ অর্থ বুঝাইতে বিভিন্ন শাস্ত্রে 'ধর্ম'শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ন্যায়শাস্ত্রেও ধর্ম-শব্দের বিভিন্ন দুইটী অর্থে প্রয়োগ দেখা যায়। প্রথম অর্থ—আধেয়। যাহা কোন অধিকরণে থাকে তাহা আধেয় বা ধর্ম। তদনুসারে গুণ কর্ম সামান্য বিশেষ সমবায় অভাব এমন কি আকাশ আত্মা দিক্ ও কাল

১ যত্নের এইরূপ বিভাগ প্রশস্তপাদ ভাষ্যে দেখা যায় না কিন্তু ভাষাপরিচ্ছেদে পাওয়া যায়। ইহার মূল অনুসন্ধেয়।

২ অভাব পদার্থ কোন ভাব-কার্যের কারণ হইতে পারে না এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া শাস্ত্রকারগণ 'নিত্যকর্মের অকরণ (অনুষ্ঠানের অভাব) কিরূপে পাপের কারণ হইতে পারে' এই বিষয়ে প্রচুর বিচার করিয়াছেন। 'অকরণ' শব্দের অর্থ নিবৃত্তি (বিরোধার্থে নঞ্, নিবৃত্তি গুণ বিশেষ ভাবপদার্থ, অভাব নহে) স্বীকার করিলে দোষ হয় কিনা তাহা বিচার্য।

৩ জীবনযোনি যত্ন সর্বসম্মত নহে।

ব্যতীত সমস্ত দ্রব্য ও 'ধর্ম'নামে নির্দেশের যোগ্য[১]। দ্বিতীয় অর্থ—আলোচ্য গুণবিশেষ, ইহার অন্য নাম পুণ্য[২]।

পুণ্য জীবাত্মার গুণ[৩]। ইহা অনিত্য, কিন্তু দীর্ঘকালস্থায়ী, একবৃত্তি ও অব্যাপ্যবৃত্তি। পুণ্য সাধারণের প্রত্যক্ষযোগ্য নহে, পরন্তু অনুমান দ্বারা উহার অস্তিত্ব সাধিত হয়।

বেদে কথিত হইয়াছে—"স্বর্গকামোঽশ্বমেধেন যজেত" ইত্যাদি অর্থাৎ অশ্বমেধ অগ্নিহোত্র দর্শপূর্ণমাস ইত্যাদি যজ্ঞ স্বর্গের সাধন।

ঐ স্বর্গ কি?—এই প্রশ্নের উত্তরে—এমন এক প্রকার সুখবিশেষ স্বর্গনামে নির্দিষ্ট হইয়াছে[৪] যাহা যজ্ঞকারী কোন ব্যক্তির পক্ষে মনুষ্যলোকে থাকিয়া ভোগ করা সম্ভব নহে। সুতরাং ঐরূপ সুখভোগের অনুরোধে স্বর্গনামে নূতন কোন স্থানও স্বীকার করিতে হইবে, নতুবা বেদের বিধান ব্যর্থ হয়। কেবলমাত্র নূতনস্থান কল্পনা করিলেও অব্যাহতি নাই পরন্তু ঐ জন্য যজ্ঞকারীর আত্মার দীর্ঘকাল স্থায়িত্বও আবশ্যক। নতুবা মৃত্যুর পরে দেহের সহিত যদি আত্মাও ভস্মীভূত হয় তবে যজ্ঞকারী স্বর্গ ভোগ করিবে কিরূপে?

এই প্রকারে আত্মার চিরস্থায়িত্ব এবং স্বর্গ নামে নূতন স্থান এই উভয় স্বীকার করিলেও পুণ্য বা ধর্ম নামে এই গুণ স্বীকার ব্যতীত বেদ বিধানের সার্থক্য সম্ভবে না। কারণ, অশ্বমেধ অগ্নিহোত্র ইত্যাদি যে সকল ক্রিয়াকলাপ স্বর্গের কারণ বলিয়া বেদে কথিত হইয়াছে তাহাদের কোনটীই স্বর্গভোগকাল পর্যন্ত স্থায়ী নহে, অন্যান্য অনুষ্ঠানের পরে দক্ষিণা প্রদত্ত হইলেই অগ্নি নির্বাপণে পাক ক্রিয়ার ন্যায় উহার (যজ্ঞের) সমাপ্তি ঘটে অর্থাৎ যজ্ঞাদিও নষ্ট হইয়া যায়। এইরূপে যে-যজ্ঞ কর্তার সমক্ষেই নষ্ট হইল অর্থাৎ যাহার কোনরূপ অস্তিত্বই থাকিল না তাহা যজ্ঞকর্তার দেহাবসানের পরবর্তী কালে ভোগ্য স্বর্গের কারণ হইবে কিরূপে? যেহেতু উহা (যজ্ঞ) ঐ সময়ে একান্তভাবে অবিদ্যমান, আর যাহা অবিদ্যমান, তাহা ত কোন কার্যে কারণ হইতে পারে না। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে—যজ্ঞ সম্পাদনের ফলে যজ্ঞকর্তার আত্মায় এমন কোন গুণ জন্মে, যাহা স্বর্গভোগ-কাল পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে; উহাই **ধর্ম** বা **পুণ্য**।

গঙ্গাস্নান দান সন্ধ্যোপাসনা প্রভৃতি হইতেও পুণ্য জন্মে এজন্য ঐ সমস্ত কার্যকেও

১ 'তত্র ন সন্দিগ্ধসাধ্যধর্মত্বং পক্ষত্বং' এই তত্ত্বচিন্তামণি সন্দর্ভ ও ইহার জাগদীশীটীকা দ্রষ্টব্য।

২ পুণ্য বুঝাইতে অন্য শাস্ত্রে 'অপূর্ব' এবং 'অতিশয় শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

৩ মত বিশেষে ধর্ম ঈশ্বরেরও গুণ। ৪৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য। ভট্টমতে ধর্ম শক্তিবিশেষ, উহা ভোগ্যবস্তুতে (মাল্য-চন্দনাদিতে) থাকে।

৪ ৮১ পৃঃ সুখনিরূপণ দ্রষ্টব্য।

ধর্ম বা পুণ্য কার্য বলা হয়[১]। কিন্তু ন্যায়মতে পুণ্যশব্দের মুখ্য অর্থ উক্ত প্রকার গুণবিশেষ, গঙ্গাস্নান যজ্ঞ ইত্যাদি উহার গৌণ অর্থ। পুণ্যের কারণ গঙ্গাস্নানাদি ব্যাপারে 'পুণ্য' শব্দের ন্যায় অশ্বমেধ প্রভৃতি কর্মের ফল এই ধর্ম-গুণ বুঝাইতেও কর্ম-শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়[২]।

লক্ষণ। ধর্মত্ব-জাতি **ধর্মের** লক্ষণ। অথবা যাহা সুখের অসাধারণ কারণ, তাহা **ধর্ম** (ধর্মত্বসামান্যবান্ সুখাসাধরণকারণং ধর্মঃ

সমন্বয়। জগৎপ্রবাহ অনাদি। এই বিপুল ভূমণ্ডল সূর্য হইতে উদ্ভূত। বিজ্ঞানীরা উহার একটি সূচনাকাল অনুমান করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রাচ্য দর্শন ও প্রতীচ্য বিজ্ঞান মতে উহাই আদি সৃষ্টি নহে, উহার পূর্বেও অন্য ভূলোক এবং চন্দ্র সূর্য বিদ্যমান ছিল[৩] বিজ্ঞানীদিগের অনুমিত পৃথিবী-সৃষ্টিকাল কোনও খণ্ড প্রলয়ের পরবর্তী সৃষ্টির আরম্ভকাল মাত্র।

জগৎপ্রবাহকে অনাদি স্বীকার করিলে উহার অন্তর্গত জীবসমূহ এবং তাহাদিগের কর্ম অর্থাৎ ভাল মন্দ কর্মের ফলস্বরূপ ধর্ম এবং অধর্ম ও অনাদি বলিয়া স্বীকার্য।

অধিকন্তু ইহাও সত্য যে, যেমন কোন জীবের পক্ষেই বর্তমান জন্মে অনুষ্ঠিত যাবতীয় কর্মের সমুদায় ফলভোগ ইহজীবনেই সম্ভাবিত নহে, সেইরূপ বর্তমান জন্মে ভোগ্য সমস্ত সুখ দুঃখের কারণও ইহজীবনে সম্পাদিত হইতে পারে না। পূর্ব জীবনের কর্ম অস্বীকার করিলে জীবগণের শৈশবকালে সুখ দুঃখ ভোগের কোনও হৃদয়ঙ্গম মীমাংসা করা কখনই সম্ভব হয় না। কোন কার্যই বিশেষ কারণ ব্যতীত সম্ভবে না ইহা একটি স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম। জীবগণের সুখভোগও একপ্রকার কার্য এজন্য উহারও বিশেষ কোন কারণ থাকা আবশ্যক। যাহা এই সুখভোগের বিশেষ কারণ, তাহারই নাম **ধর্ম** অর্থাৎ পূর্ব পূর্ব জন্মে অথবা কচিৎ ইহজন্মে অনুষ্ঠিত কর্মের ফলেই (ধর্মবশতঃই) জীবের ইহজন্মে সুখের কারণসমূহ (শৈশবে পিতামাতা প্রভৃতি, ধনরত্নাদি, এবং অনুকূল আলোক বায়ু স্বাস্থ্য ইত্যাদি) জুটিয়া যায় বলিয়া কোন জীব সুখী হয় এবং ধর্ম না থাকায় অন্যে সেই প্রকারে সুখী হইতে পারে না। এই দৃষ্টিতে 'ধর্মের' অদৃষ্ট (অর্থাৎ দৃষ্ট বা প্রত্যক্ষ যোগ্য নহে) নামও সার্থক হয়। কীট পতঙ্গাদি যাবতীয় জীবের পূর্ব পূর্ব জন্মে অনুষ্ঠিত

১ মীমাংসাচার্য গুরুপ্রভাকরেরও ইহাই মত। কিন্তু কুমারিল ভট্টের মতে যাগাদি সৎকর্মই "ধর্ম" শব্দের বাচ্য এবং সেই সমস্ত কর্মের শক্তি বিশেষই অপূর্ব বা অদৃষ্ট নামে কথিত হয়। সেই অদৃষ্ট কর্মকর্তা জীবাত্মার গুণবিশেষ নহে। "শ্লোক বার্তিকে" কুমারিল ভট্ট এবিষয়ে বিচারপূর্বক বলিয়াছেন—"তস্মাৎ ফলে প্রবৃত্তস্য যাগাদেঃ শক্তিমাত্রকং। উৎপত্তৌ বাপি পশ্চাদেরপূর্বং ন ততঃ পৃথক্।"

২ "কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ" শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ। 'প্রারব্ধকর্মণাং ভোগাদেব ক্ষয়ঃ' ইত্যাদি।

৩ "সূর্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্বমকল্পয়ৎ" ঋগ্‌বেদ।

কর্মবশতঃ ধর্ম থাকা অসম্ভব নহে। সুতরাং যাবতীয় জীবের সর্ববিধ সুখে ধর্ম কারণ হওয়ায় লক্ষ্যে লক্ষণ সমন্বিত হইল।

ধর্মের কোন বিভাগ শাস্ত্রে উল্লিখিত হয় নাই। তথাপি বিভিন্ন শাস্ত্রে বিচিত্র সুখের পরিচয় পাওয়া যায় তদনুসারে একই জীবাত্মায় নানাবিধ ধর্মের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়।

যজ্ঞ ব্রত ইত্যাদি এক একটি কর্মানুষ্ঠান হইতেও উহার বিভিন্ন অঙ্গ সমূহের দ্বারা একাধিক ধর্মের উৎপত্তি শাস্ত্রসম্মত।

(২৩) অধর্ম

অধর্মের প্রসিদ্ধ নামান্তর পাপ[১]। যে যুক্তি অনুসারে[২] সংযোগ ও বিভাগ এবং পরত্ব ও অপরত্ব প্রত্যেকে স্বতন্ত্র গুণবিশেষ, একটী অপরের অভাবস্বরূপ নহে সেই যুক্তিবশতঃই স্বীকার করিতে হয় – অধর্মও পৃথক্ গুণ, ধর্মের অভাবমাত্র নহে।

ধর্মের সহিত এই আলোচ্য গুণ অধর্মের সাদৃশ্য এতই অধিক যে অধর্ম কথাটীর অন্তর্গত নঞ্-শব্দের (ন ধর্ম=অধর্ম) অর্থ বিরোধের পরিবর্তে সাদৃশ্য হইলেও যেন সঙ্গত হয়। কারণ, ধর্মের ন্যায় অধর্ম ও জীবাত্মার গুণ, অনিত্য কিন্তু দীর্ঘকাল স্থায়ী, একবৃত্তি, অব্যাপ্যবৃত্তি এবং অতীন্দ্রিয়—অনুমেয়।

ধর্ম স্বীকারে যেমন আত্মার চিরস্থায়িত্ব এবং স্বর্গলোক আনুষঙ্গিকভাবে সিদ্ধ হইয়াছে সেইরূপ শাস্ত্রবিধান সার্থক করিবার অনুরোধে আত্মার চিরস্থায়িত্ব এবং নরক-লোকের অস্তিত্ব এই উভয়ের সহযোগেই অধর্ম-গুণও স্বীকার করা আবশ্যক।

লক্ষণ। অধর্মত্ব-জাতি **অধর্মের** লক্ষণ। অথবা যাহা দুঃখের অসাধারণ কারণ তাহা **অধর্ম** (অধর্মত্বসামান্যবান্ দুঃখাসাধারণকারণমধর্মঃ)

লক্ষ্য। স্পষ্ট।

সমন্বয়। ধর্মলক্ষণের লক্ষ্যে সমন্বয়প্রণালী অনুসরণ করিয়া উহার কারণ অগ্নি-হোত্রাদির স্থানে চৌর্য-হিংসা ইত্যাদি এবং উহার ফল সুখের পরিবর্তে দুঃখের উদাহরণ গ্রহণ করিলে অধর্ম লক্ষণের লক্ষ্যে সঙ্গতি পরিস্ফুট হইবে।

ন্যায় বৈশেষিক শাস্ত্রে অধর্মের কোন বিভাগ প্রদর্শিত হয় নাই কিন্তু বেদ ও ধর্মশাস্ত্রে অতিপাতক, মহাপাতক, অনুপাতক উপপাতক ভেদে ইহার বিভাগ দৃষ্ট হয়।

১ প্রভাকর মতানুসারী তন্ত্ররহস্যগ্রন্থে গুণ গণনায় অধর্মের নাম দৃষ্ট হয় না কিন্তু 'বিহিতক্রিয়য়া সাধ্যো ধর্মঃ পুংসো গুণোমতঃ। প্রতিষিদ্ধ ক্রিয়াসাধ্যঃ স গুণোঽধর্ম উচ্যতে॥' এই শ্লোক অনুসারে অধর্মও প্রভাকরাচার্য-সম্মত ইহা বুঝা যায়।

২ যুক্তি-বিনিগমনাবিরহ-দোষ, ৭৪পৃঃ দ্রষ্টব্য।

ধর্ম ও অধর্ম এই উভয় গুণের সাধারণ নাম কর্ম[১] ও অদৃষ্ট। অদৃষ্ট অর্থাৎ যাহা দৃষ্ট কিংবা দৃষ্টিযোগ্য বা প্রত্যক্ষযোগ্য নহে (অ [নঞ্] + দৃষ্ট) এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে 'অদৃষ্ট' কথাটী আরও অনেক বস্তু বুঝাইতে পারে, তথাপি উল্লিখিত দ্বিবিধ গুণ বুঝাইতেই শাস্ত্রে অদৃষ্ট শব্দ পরিভাষিত।

এক্ষণে প্রতিবাদী বলিতে পারেন যে উল্লিখিতক্রমে ধর্ম ও অধর্মের লক্ষণ যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ, পশু পক্ষী সরীসৃপ ইত্যাদি প্রাণীমাত্রই সুখদুঃখ অনুভব করিয়া থাকে, কিন্তু শাস্ত্রোক্ত উপাসনা যজ্ঞাদি কার্যে অধিকার না থাকায় উহারা ঐ সমস্ত কার্য করিতে পারে না; ফলে উহাদের কোনরূপ ধর্ম জন্মে ইহা বলা যায় না, প্রত্যুত হিংসাদি ও উহাদের পক্ষে শাস্ত্রনিষিদ্ধ নহে এজন্য যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে কোন অধর্মও উহাদের হয় না। উক্তপ্রকারে যদি ধর্ম ব্যতীত সুখ এবং অধর্ম ব্যতিরেকে দুঃখ জন্মিতে পারে তবে ধর্ম সুখের ও অধর্ম দুঃখের কারণ ইহা কিরূপে স্বীকার করা যায়? যে বস্তুর উৎপত্তি যাহা ব্যতীতও সম্ভবে তাহা ত সেই বস্তুর কারণ হইতে পারে না।

ইহার উত্তরে সাম্প্রদায়িকেরা বলেন যে—সৃষ্টিপ্রবাহ অনাদি। সমগ্র জীবাত্মাই অনাদি কাল হইতে অসংখ্যবার মানবজন্ম লাভ করিয়া নিজের অধিকারানুসারে অসংখ্য সৎকর্ম ও অসংখ্য অসৎকর্ম করিয়া তজ্জন্য অসংখ্য ধর্ম ও অসংখ্য অধর্ম সঞ্চয় করিতেছে এবং তদনুসারেই অসংখ্য বিচিত্রজন্ম লাভ করিয়া অসংখ্য বিচিত্র সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছে। ন্যায়দর্শনে গৌতমও বলিয়াছেন—"পূর্বকৃতফলানুবন্ধাৎ তদুৎপত্তিঃ।" সুতরাং পশু পক্ষী প্রভৃতি শরীরধারী জীবগণেরও পূর্ব পূর্ব মানবজন্মে অনুষ্ঠিত সৎকর্মজন্য বহু ধর্ম এবং অসৎকর্মজন্য বহু অধর্ম বিদ্যমান আছে। অতএব পশু পক্ষী ইত্যাদির কোনপ্রকার ধর্ম ও অধর্ম নাই ইহা সত্য নহে।

সঞ্চিত বহু কর্মের ফলে এক একটি জন্ম লাভ হয়[২] এবং বহু লক্ষ বিভিন্ন জীব-যোনিতে জন্মগ্রহণের পরে জীবাত্মা মানব জন্ম লাভ করে এই সিদ্ধান্তানুসারে কেবলমাত্র মানব জীবনে সঞ্চিত কর্মের ফলে বহু লক্ষ জন্ম লাভ সম্ভব কিনা এইরূপ সংশয় যাহারা করেন তাহাদিগকেও উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতে পারে যে—পশু পক্ষী প্রভৃতির ত বটেই, তৃণগুচ্ছ হইতে ব্রহ্মা পর্যন্ত জীবমাত্রেরই ধর্ম এবং অধর্ম আছে কিন্তু বিশেষ এই যে উহার (ধর্ম ও অধর্মের) পন্থা সকলের পক্ষে সমান নহে। বেদ এবং শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াকলাপে বর্ণাশ্রমীদিগের ধর্ম হয় কিন্তু ঐ ধর্মে ম্লেচ্ছাদির অধিকার নাই; তথাপি তাহাদিগেরও ধর্ম আছে। অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায়—যাহারা অদ্যাপি সর্বথা উচ্ছৃঙ্খল বলিয়া পরিচিত তাহারাও

১. ৮৭ পৃঃ টিপ্পনী দ্রষ্টব্য।

২. পাতঞ্জল দর্শন, সাধনপাদ, ১৩শ সূত্রের ব্যাসভাষ্য দ্রষ্টব্য।

জন্মকাল হইতে কতকগুলি বিধি ও নিষেধের অধীন হইয়াই জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়া থাকে। যদি পশুতুল্য হইলেও মনুষ্যদেহ ধারণমাত্রে জীবাত্মার ধর্ম ও অধর্ম সম্ভবপর হয় তবে মনুষ্যতুল্য বা সাধারণ মনুষ্যের তুলনায় উৎকৃষ্ট এবং অপকৃষ্ট অথচ পশু প্রভৃতির শরীরধারী জীবাত্মার পক্ষে উহা অসম্ভব হইবে কেন[১]? অতএব গো-মার্জারাদি পশুর এমন কি তৃণ-গুল্মাদিরও ঐরূপ স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম ও অধর্ম অবশ্যই আছে কিন্তু কি প্রকার 'কর্ম' উহার কারণ তাহা আমরা জানি না এবং জানিনা বলিয়াই বৈসাদৃশ্যবশতঃ উহাদের ধর্ম ও অধর্মে অবিশ্বাস করি। পরমেশ্বর সর্বজ্ঞ, তিনি সকলেরই ধর্ম-অধর্মের সাক্ষী।

শাস্ত্রকারগণ একবাক্যে বলিয়াছেন—যাবতীয় সৃষ্টিকার্যে অদৃষ্ট অর্থাৎ উল্লিখিত ধর্ম এবং অধর্ম কারণ। এই ধর্ম ও অধর্ম কাহার? উহা যাবতীয় জীবের, কোনও একব্যক্তির নহে।

আজ যে বস্তুটী একান্তভাবে আমারই ভোগ্য তাহার সৃষ্টিও কেবল আমার অদৃষ্টের দ্বারা সংঘটিত হয় নাই, যাহারা উহা না পাওয়ায় দুঃখিত তাহাদিগের অদৃষ্টও ঐ ক্ষেত্রে স্পষ্টভাবেই কার্য করিতেছে। এই দৃষ্টিতে বিচার করিলে দেখা যায়—কোন একটী বস্তু ও ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে একান্ত নির্দিষ্ট নহে উহা অন্যেরও সুখ দুঃখের হেতু। জগতে ভোগ্যবস্তুর যেমন ইয়ত্তা নাই সেইরূপ ভোক্তা জীবও অনন্ত। এই অনন্ত জীবের অনাদিকাল হইতে সঞ্চিত কর্মরাশি একত্র সমাবেশিত করিতে পারিলে উহা কিরূপ বিচিত্র হয়, তাহা বুঝা যায় এই জগতের বৈচিত্র্যদর্শনে। জগদ্বৈচিত্র্য যিনি যত দেখিয়াছেন প্রাণিগণের কর্ম-বৈচিত্র্যও তিনিই তত বেশী অনুভব করিতে পারিবেন ইহা অন্যের অবোধ্য।

(২৪) জ্ঞান

জ্ঞান স্বনাম প্রসিদ্ধ গুণ[২]। বুদ্ধি চেতনা ইত্যাদি নামান্তর[৩] ব্যতীত অন্য প্রকারে ইহার পরিচয় দেওয়া সম্ভব নহে। সুখ দুঃখাদির ন্যায় জ্ঞান আত্মার গুণবিশেষ ইহা ব্যতীত জ্ঞান-পদার্থের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ন্যায়-বৈশেষিকশাস্ত্রের গ্রন্থে সুলভ নহে কিন্তু অন্যদর্শনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে জ্ঞানের আরও বিশ্লেষণ করা যায়।

সাঙ্খ্যমতে পুরুষ চিৎ বা জ্ঞানস্বরূপ, বেদান্তমতে ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ এবং তিনিই আত্মা। উভয় মতেই জ্ঞান-শব্দের মুখ্যার্থ এই আত্মা প্রদীপবৎ প্রকাশ-স্বভাব-সম্পন্ন অর্থাৎ দীপালোক যেমন ঘটাদি বস্তুসমূহ প্রকাশিত করে এবং অন্য আলোকের অপেক্ষা

১. "তত্রাযোনিজমনপেক্ষ্য শুক্রশোণিতং দেবর্ষীণাং শরীরং ধর্মবিশেষসহিতেভ্যোঽণুভ্যো জায়তে, ক্ষুদ্র-জন্তূনাং যাতনাশরীরাণ্যধর্মবিশেষসহিতেভ্যোঽণুভ্যো জায়ন্তে" প্রশস্তপাদভাষ্য ২৮ পৃঃ।

নর্মদাতীরসঞ্জাতাঃ সরলার্জুনপাদপাঃ। নর্মদাতোয়সংস্পর্শাৎ তে যান্তি পরমাং গতিং॥

২. বিশিষ্টাদ্বৈতমতে জ্ঞান দ্রব্যস্বরূপ—তত্ত্বত্রয় ৩৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

৩. ৪০ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

না রাখিয়া স্বয়ং উদ্ভাসিত হয় সেই প্রকার জ্ঞানস্বরূপ আত্মাও যাবতীয় বস্তু প্রকাশিত করেন এবং নিজেও নিজের নিকটে প্রকাশিত হন, ইহার জন্য অন্য কোন প্রকাশক বস্তুর আবশ্যক হয় না।

সাঙ্খ্যমতে মূল প্রকৃতির প্রথম বিকারের নাম মহৎ বা বুদ্ধিতত্ত্ব। উহা জলহ্রদের তুল্য। বায়ুসংযোগে জলাশয়ে যেমন তরঙ্গ জন্মে সেইরূপ বিষয়ের (ঘটাদির) সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হইলে ঐ মহৎ-তত্ত্বে বিষয়াকারে (ঘটাদির তুল্য) যে বিকার উপস্থিত হয় উহার নাম **বৃত্তি**। সত্ত্ব-গুণের আধিক্য বশতঃ ঐ সকল বৃত্তি অতিশয় স্বচ্ছ হওয়ায় উহাতে চৈতন্যস্বরূপ আত্মার প্রতিবিম্ব পড়ে। প্রতিবিম্বসমন্বিত ঐ বৃত্তির নাম জ্ঞান। যেমন—চৈতন্য প্রতিবিম্বযুক্ত ঘটাকারবৃত্তি—ঘটজ্ঞান ইত্যাদি। পুরুষ-চৈতন্যের ঐ সমস্ত প্রতিবিম্বও স্ব স্ব বৃত্তির তুল্যাকারই হইয়া থাকে[১] এজন্য বিভিন্ন জ্ঞান সমূহের বৈচিত্র্য ও অক্ষুণ্ণ থাকে। সাঙ্খ্যও বৈদান্তিকেরা ইহাকে **বৃত্তিজ্ঞান** বলিয়া থাকেন। এই সকল বৃত্তিজ্ঞানই ন্যায়মতে আলোচ্য ২৪শ গুণের স্বরূপ।

জ্ঞান নিত্য ও অনিত্য, ব্যাপ্যবৃত্তি ও অব্যাপ্যবৃত্তি কিন্তু একবৃত্তি। মনের দ্বারা ইহার প্রত্যক্ষ হয়[২]।

লক্ষণ। যাহাতে জ্ঞানত্ব-জাতি থাকে তাহা **জ্ঞান**। অথবা যাহা সর্ববিধ ব্যবহারের অসাধারণ হেতু তাহা **জ্ঞান** (জ্ঞানত্ব-সামান্যবৎ সর্বব্যবহারাসাধারণকারণং জ্ঞানং)।

লক্ষ্য ও সমন্বয়। স্পষ্ট।

জ্ঞান দ্বিবিধ—নিত্য ও অনিত্য।

নিত্যজ্ঞান—ঈশ্বরে একটীমাত্র জ্ঞান স্বীকৃত হইয়াছে, উহা সর্ববিষয়ক—অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সর্ববস্তু উহার বিষয়। উহা কেবল প্রত্যক্ষমাত্র—অনুমান অথবা শাব্দবোধাদি নহে, নিত্য এবং ব্যাপ্যবৃত্তি।

অনিত্য জ্ঞান—ইহা জীবাত্মার গুণ, অব্যাপ্যবৃত্তি।

অনিত্য জ্ঞানের বিভাগ

অনিত্য জ্ঞান সমূহের জাতি ও উপাধি অনুসারে নানাভাবে বিভাগ করা হইয়াছে। জাতি অনুসারে উহার বিভাগ এইরূপ—

১ এই সমুদয় কল্পিত প্রতিবিম্বাকারের সহিত পুরুষের সম্বন্ধই উপলব্ধি। পুরুষ অপরিণামী কূটস্থ নিত্য হইয়াও এইরূপে সন্নিধিমাত্রবশতঃ ভোক্তা বা উপলব্ধিভাজন হইয়া থাকেন—ন্যায়কন্দলী ১৭১ পৃঃ।

২ ভট্টমতে জ্ঞান অতীন্দ্রিয় কিন্তু উৎপন্ন জ্ঞান স্বীয় বিষয় ঘটাদিবস্তুতে জ্ঞাততা নামে যে একটী ধর্ম জন্মায় তাহা প্রত্যক্ষযোগ্য। উক্ত জ্ঞাততা ধর্মের দ্বারা জ্ঞান অনুমিত হয়।

জ্ঞান দ্বিবিধ—অনুভূতি বা অনুভব এবং স্মৃতি।

অনুভব-জ্ঞান চতুর্বিধ—প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি ও শাব্দবোধ।

প্রত্যক্ষ—ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ষ বা সম্বন্ধবশতঃ[১] যে জ্ঞান জন্মে তাহা **প্রত্যক্ষ**। পুস্তক পাঠকালে অক্ষরের[২] উপরে চক্ষুর রশ্মি পতিত[৩] হয় বলিয়াই অক্ষর দেখা যায়। অক্ষরের এই দর্শন প্রত্যক্ষ-জ্ঞান বিশেষ (চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ)। এইরূপে সূর্য চন্দ্র প্রভৃতির সহিত নেত্ররশ্মির সংযোগ দ্বারা সূর্যাদির চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ সম্ভবে[৪]।

উপাধি এবং জাতি অনুসারে প্রত্যক্ষের প্রবিভাগ

প্রত্যক্ষ-জ্ঞান সমুদয়কেও তিন প্রকারে বিভক্ত করা যায়। যথা—

(১) প্রত্যক্ষ দ্বিবিধ—লৌকিক ও অলৌকিক।

লৌকিক প্রত্যক্ষ—বহিরিন্দ্রিয় অর্থাৎ ঘ্রাণ, রসনা, চক্ষু, ত্বক্ ও কর্ণ, ইহাদের বিষয় এবং বিভিন্ন বিষয়ের সহিত ঐ ইন্দ্রিয়গণের সম্বন্ধ কিরূপ তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। অন্তরিন্দ্রিয় মনের বিষয়—আত্মা, আত্মগত জাতি—আত্মত্ব দ্রব্যত্ব, সত্তা; সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন ও জ্ঞান এই কয়টি গুণ এবং ইহাদের জাতি—সুখত্ব, দুঃখত্ব ইত্যাদি। এই সকলের মধ্যে আত্মার সহিত মনের সম্বন্ধ—সংযোগ, আত্মায় স্থিত জাতি এবং গুণ সমূহের সহিত উহার সম্বন্ধ—সংযুক্ত-সমবায় এবং সুখত্ব ইত্যাদি জাতির সহিত সম্বন্ধ—সংযুক্ত-সমবেত-সমবায়।

উল্লিখিত বিষয়েন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ সকল অর্থাৎ সংযোগ, সংযুক্ত-সমবায়, সংযুক্ত-সমবেত-সমবায়, সমবায়, সমবেত-সমবায় এবং বিশেষণতা—এই ছয় প্রকার লৌকিক সন্নিকর্ষ হইতে যে প্রত্যক্ষ জন্মে তাহা **লৌকিক প্রত্যক্ষ**।

প্রভাকর ও বেদান্তি সম্প্রদায় মতে জ্ঞান স্বপ্রকাশ অর্থাৎ যে সকল কারণ হইতে যে জ্ঞান জন্মে উহার প্রকাশও (প্রত্যক্ষও) ঐ সকল কারণ দ্বারাই সম্ভবে, ঐজন্য অন্য কোন বস্তুর প্রয়োজন হয় না।

মুরারিমিশ্রের মতে জ্ঞান মানসপ্রত্যক্ষের বিষয় অর্থাৎ অনুব্যবসায়গম্য। ফলতঃ এই বিষয়ে নৈয়ায়িক সম্প্রদায় ও মুরারিমিশ্র একমত।

১. ইন্দ্রিয়বর্গ, ও তাহাদের বিষয় এবং উহাদের সম্বন্ধ ২য় অধ্যায় ১৮-২১ পৃঃ এবং ৩য় অধ্যায় ২৫-৩৩ ও ৩৭-৩৯পৃঃ দ্রষ্টব্য।

২. অক্ষর শব্দবিশেষ (৫ম গুণ) উহা কর্ণেন্দ্রিয়ের বিষয়, চক্ষুর দ্বারা প্রত্যক্ষযোগ্য নহে। এখানে অক্ষরের ব্যঞ্জক লিপি বা রেখাগুলিকেই অক্ষর বলা হইয়াছে।

৩. আধুনিক বিজ্ঞানমতে চক্ষুর রশ্মি বিষয়ে পতিত হয় না কিন্তু দ্রষ্টব্য বস্তুর (ঘটাদির) উপরে পতিত আলোক প্রতিহত হইয়া নেত্রে সংলগ্ন হয়। তাহাতেই বস্তুর প্রত্যক্ষ জন্মে।

৪. জৈনমতে চক্ষুরিন্দ্রিয় প্রাপ্যকারী নহে। ফলে রশ্মিসংযোগ না হইলেও সূর্যাদির প্রত্যক্ষ হইতে বাধা নাই। এবিষয়ে উহাদিগের কবিত্বপূর্ণ বিচার রত্নাকরাবতারিকা টীকায় উপভোগ্য।

অলৌকিক প্রত্যক্ষ—সামান্যলক্ষণ-সন্নিকর্ষ, জ্ঞানলক্ষণ-সন্নিকর্ষ এবং যোগজ-সন্নিকর্ষ বশতঃ যে প্রত্যক্ষ জন্মে তাহা **অলৌকিক প্রত্যক্ষ**।

সামান্যলক্ষণ-সন্নিকর্ষ—কাহাকেও অপরিচিত কোন জীব জন্তু দেখাইয়া দিলে তখনই সে ঐজাতীয় সকল জন্তু বিষয়ে একপ্রকার ধারণা (conception) করে ইহা অনেকেরই অনুভব-সিদ্ধ। এমন কি—দৃষ্ট জন্তুটি হইতে বর্ণে, পরিমাপে এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বৈকল্যবশতঃ বিশেষ বৈলক্ষণ্য থাকিলেও উক্ত প্রকার ধারণা প্রায়শঃ জন্মে। নতুবা সময়ান্তরে সে স্বয়ং ঐজাতীয় অন্য জন্তুকে চিনিয়া লইতে পারিত না। ইহার দ্বারা স্থির করা যায় যে, প্রথম দর্শনেই দ্রষ্টা ঐ জন্তুর সামান্যধর্মের (গোত্ব ইত্যাদির) জ্ঞান বশতঃ ঐ জাতীয় যাবতীয় জন্তুর প্রত্যক্ষ করে। সুতরাং ইহা অলৌকিক প্রত্যক্ষ, সামান্যধর্মবিষয়ক জ্ঞানের ফল। এই সামান্যধর্মবিষয়ক জ্ঞানই সামান্যলক্ষণ-সন্নিকর্ষ এবং সামান্য লক্ষণা ইহারই নামান্তর[১]।

জ্ঞানলক্ষণ-সন্নিকর্ষ—উহাও জ্ঞানবিশেষস্বরূপ। যে বস্তু যেখানে নাই সেই স্থানেও উহার প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। যেমন—রজ্জুতে সর্পবুদ্ধি। ভূতলে একগাছা রজ্জু পড়িয়া রহিয়াছে (সর্প নাই) অন্ধকারবশতঃ দ্রষ্টা উহাকে 'রজ্জু' বলিয়া চিনিতে পারে নাই, কিন্তু উহাতে (রজ্জুতে) সর্পের সাদৃশ্য থাকায় তৎক্ষণাৎ দ্রষ্টার সর্প বিষয়ে স্মরণ হইল। পরক্ষণেই সে সম্মুখে দেখিল—সাপ (অয়ং সর্পঃ) এবং দ্রুত সরিয়া গেল।

দেখা যাইতেছে—এইস্থানে সর্প না থাকিলেও দ্রষ্টা সর্পের দর্শন (অলৌকিক প্রত্যক্ষ) করিতেছে। অতএব স্থির করিতে হয়—উহার পূর্ববর্তী সর্পস্মৃতিই (সর্পের জ্ঞান) ঐরূপ সর্প-প্রত্যক্ষের কারণ এবং উহাই (সর্পের) **জ্ঞানলক্ষণ**- (বা জ্ঞানস্বরূপ) সন্নিকর্ষ। ইহারই নামান্তর উপনয় সন্নিকর্ষ। উপনয়-সন্নিকর্ষ জন্য প্রত্যক্ষ 'উপনীত ভান' নামেও প্রসিদ্ধ। ভ্রমস্থলে উপনয় সন্নিকর্ষের প্রয়োজন স্পষ্ট কিন্তু অনেক যথার্থ প্রত্যক্ষেও উপনয় সন্নিকর্ষ আবশ্যক হয়।

যোগজ সন্নিকর্ষ—বিশিষ্ট যোগিগণ যোগানুষ্ঠানদ্বারা লব্ধ শক্তিবিশেষের ফলে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান, সূক্ষ্ম, ব্যবহিত, অতিদূরস্থ এবং অতিনিকটস্থ, এমনকি—অতীন্দ্রিয় বস্তুও প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন, পুরাণাদিশাস্ত্রে ইহা পাওয়া যায়। পাতঞ্জলসূত্রে এইরূপ শক্তি লাভের উপায় বর্ণিত আছে। আমাদিগের পক্ষে এবিষয়ে আর অধিক কিছু বলা সম্ভব নহে।

প্রকারান্তরে প্রত্যক্ষের প্রবিভাগ

(২) প্রত্যক্ষ দ্বিবিধ[২]—সবিকল্প ও নির্বিকল্প।

---

১. প্রতিভার অবতার বঙ্গভূষণ রঘুনাথ শিরোমণির মতে সামান্যলক্ষণা স্বীকার নিষ্প্রয়োজন। প্রবাদ আছে যে—তদানীন্তন মিথিলার প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক জয়দেব মিশ্রের (ইনি পক্ষধর মিশ্র নামে প্রসিদ্ধ, শিরোমণির এবং তাঁহার অধ্যাপক বাসুদেব সার্বভৌমেরও অধ্যাপক) সহিত সামান্যলক্ষণা সম্বন্ধীয় বিচারে শিরোমণি পক্ষধর মিশ্রকেও নিরস্ত করিয়াছিলেন। তত্ত্বচিন্তামণি-গ্রন্থে অনুমান খণ্ডের "সামান্য লক্ষণা" গ্রন্থভাগে এই বিচার পাওয়া যায়।

২. অনুমিতি উপমিতি প্রভৃতি অন্যবিধ জ্ঞানসমূহ সর্বত্রই সবিকল্প। উহারা কখনও নির্বিকল্প হয় না এজন্য কেবল প্রত্যক্ষের পক্ষেই এই বিভাগ দর্শিত হইল।

সবিকল্প প্রত্যক্ষ—প্রায়শঃ আমাদিগের সকল প্রত্যক্ষেই বিষয়সমূহ বিশেষ্যবিশেষণ-ভাবাপন্ন হইয়া থাকে। যেমন—'ঘট' এইপ্রকার প্রত্যক্ষে 'ঘটত্ব' বিশেষণ এবং ঘট বিশেষ্য; 'নীল উৎপল' এইস্থলে নীল (গুণ) বিশেষণ, উৎপল বিশেষ্য ইত্যাদি। এই প্রকার বিশেষ্য-বিশেষণভাবাপন্ন প্রত্যক্ষকে **সবিকল্প প্রত্যক্ষ** বলে। সবিকল্পজ্ঞানসমূহ 'বিশিষ্টবুদ্ধি' নামেও প্রসিদ্ধ।

নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ—ইহা অতীন্দ্রিয় অর্থাৎ ইহার মানসপ্রত্যক্ষও সম্ভবে না, কেবল যুক্তির দ্বারা ইহার অস্তিত্ব অনুমিত হয়।

যুক্তি এইরূপ—কোনও বিশিষ্টজ্ঞান উহার বিশেষণজ্ঞান ব্যতীত জন্মিতে পারে না। অতএব স্বীকার করিতে হয় যে—সকল বিশিষ্ট জ্ঞানেরই কারণ বিশেষণ-জ্ঞান। 'ঘট' ইহা একটি বিশিষ্ট জ্ঞান, যদি ইহার জন্য পূর্বে ঘটত্ব- (বিশে ণ) জ্ঞান আবশ্যক হয় তবে ঘটত্ব জ্ঞানেও ঘটত্বত্ব-জ্ঞান আবশ্যক হইবে। ফলে কোন জ্ঞানেরই উৎপত্তি সম্ভবে না। এই অনবস্থা দোষ নিবারণের জন্য বিশেষণ ও বিশেষ্য উভয়ের বিশকলিত অর্থাৎ বিশেষণ-বিশেষ্যভাবশূন্য একটি স্বতন্ত্র প্রত্যক্ষ স্বীকার করিতে হয় ইহাই **নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ**[১]।

জাতি অনুসারে প্রত্যক্ষের প্রবিভাগ

(৩) প্রত্যক্ষ ছয় প্রকার—ঘ্রাণজ, রাসন, চাক্ষুষ, ত্বাচ, শ্রাবণ ও মানস। ঘ্রাণ রসনা চক্ষুঃ ত্বক্ (ত্বচ্) শ্রবণ ও মনঃ—ইহারা যথাক্রমে করণ হইয়া ঐ সমস্ত বিভিন্ন প্রত্যক্ষ উৎপাদন করে ইহাই প্রত্যক্ষবিশেষের উল্লিখিত সংজ্ঞার কারণ।

নির্বিকল্প ও সবিকল্প এবং লৌকিক ও অলৌকিক এই দ্বিবিধ বিভাগ উক্ত ছয় প্রকার প্রত্যক্ষেই সম্ভবে। শ্রাবণপর্যন্ত পঞ্চবিধ বাহ্যপ্রত্যক্ষের আরও অবান্তর বিভাগ আছে কিন্তু উহার ব্যবহারক্ষেত্র অল্প। আভ্যন্তর অর্থাৎ মানস প্রত্যক্ষে কিছু বিশেষ আছে।

সুখদুঃখাদি বিষয়ে মানসপ্রত্যক্ষের বিশেষ কোন নামান্তর পাওয়া যায় না কিন্তু জ্ঞানের মানসপ্রত্যক্ষ অনুব্যবসায় নামে প্রসিদ্ধ। অনু—পশ্চাৎ 'ব্যবসায়' জ্ঞান-অনুব্যবসায় অর্থাৎ পূর্বোৎপন্ন জ্ঞান বিষয়ক পরবর্তী জ্ঞানের নাম **অনুব্যবসায়**। ন্যায়মতে অন্য সকল প্রকার বিশিষ্ট জ্ঞান যথার্থ ও অযথার্থ উভয়বিধ হইতে পারে কিন্তু অনুব্যবসায় কখনও অযথার্থ হয় না, সর্বত্র উহা যথার্থ[২]।

১. এই নির্বিকল্প জ্ঞান শাস্ত্রান্তরপ্রসিদ্ধ আলোচন-জ্ঞানের সহিত তুলনাযোগ্য। বেদান্তোক্ত নির্বিকল্পজ্ঞানের সহিত ইহার বৈলক্ষণ্য আছে।

ক্ষেত্রবিশেষে একই জ্ঞান অংশবিশেষে সবিকল্প এবং অংশান্তরে নির্বিকল্প বলিয়া স্বীকৃত হয়। উহাকে নৃসিংহাকার নির্বিকল্প বলে।

২. লৌকিক ব্যবহারে অনুভব বলিলে প্রায়শঃ অনুব্যবসায়ই বুঝায়। অনুব্যবসায়ে পূর্বজ্ঞানের বিষয়গুলিও প্রকাশিত হয়। পূর্বজ্ঞানটি ভ্রমাত্মক হইলে উহার অনুব্যবসায় হয় বিষয়তোরাগে। যেমন—রজ্জুসর্প স্থলে "ইহাকে

মানস প্রত্যক্ষে উপনীত ভানের প্রাচুর্য লক্ষিত হয়। মন বহির্বিষয়ে অস্বতন্ত্র অর্থাৎ চন্দ্র সূর্য গিরি নদী প্রভৃতি বাহ্যবিষয়ের প্রত্যক্ষ চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতীত কেবল মনের দ্বারা সম্ভবে না বলিয়া ঐ বিষয়ে মন পরাধীন এইরূপ মতবাদ মীমাংসা গ্রন্থে পাওয়া যায়[১] কিন্তু নৈয়ায়িক সম্প্রদায় উহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন—উপনয় সন্নিকর্ষবশতঃ নানাবিধ বাহ্যবস্তুর মানস প্রত্যক্ষ হয় এবং কোন বাধা উপস্থিত না হইলে ঐ সকল বস্তুর পরস্পর সম্বন্ধও জ্ঞানের বিষয় হওয়ায় উহাদের বিশিষ্টজ্ঞান কেবল মনের দ্বারাও হইতে পারে নতুবা কবিদিগের কাব্য রচনা সম্ভব হইত না[২]।

তর্কত্ব বা আপত্তিত্ব মানসত্বের অবান্তর জাতি অর্থাৎ এক জাতীয় মানস প্রত্যক্ষ তর্ক বা আপত্তি নামে প্রসিদ্ধ। উহা সর্বত্রই ভ্রম বা অযথার্থ। কতকগুলি ভ্রমজ্ঞান আহার্য নামে কথিত হয়। তর্কও একপ্রকার আহার্য জ্ঞান। বিপরীত অর্থাৎ বিরোধি জ্ঞান বিদ্যমান থাকিলে ইচ্ছাবশতঃ যে জ্ঞান জন্মে তাহা **আহার্য জ্ঞান**। 'অগ্নি উষ্ণ' এই প্রকার জ্ঞান-কালে যদি কেহ ইচ্ছাপুর্বক 'অগ্নি উষ্ণ নহে' এইরূপে বুঝে তবে তাহার এই জ্ঞান অহার্য-জ্ঞান। সকল প্রকার সবিকল্প প্রত্যক্ষই আহার্য হইতে পারে কিন্তু প্রত্যক্ষ ব্যতীত অর্থাৎ অনুমিতি বা উপমিতি প্রভৃতি কোন জ্ঞানে আহার্যতা স্বীকৃত হয় না[৩]।

"মানুষের যদি পাখা থাকিত তবে সে (পক্ষীর ন্যায় স্বাধীনভাবে) শূন্যপথে ভ্রমণ করিত" ইহা একটী আপত্তির উদাহরণ।

তর্ক পঞ্চবিধ[৪]—আত্মাশ্রয়, অন্যোন্যাশ্রয় (ইতরেতরাশ্রয়) চক্রক, অনবস্থা ও অন্যবিধ বাধিতার্থপ্রসঙ্গ।

(রজ্জুকে) সর্পরূপে জানিতেছি" (সর্পত্বেন ইদং জানামি)। অতএব ভ্রমজ্ঞানের অনুব্যবসায়ও যথার্থ বা প্রমা। প্রমা-জ্ঞানের অনুব্যবসায় বিষয়োপরাগে (যথা—রজ্জুবিষয়ক জ্ঞানবান্ অহং—আমি রজ্জু দেখিতেছি) এবং বিষয়তোপরাগে উভয় প্রকারেই সম্ভবে। সর্ববিধ ভ্রমজ্ঞানের অস্তিত্বে অস্বীকারী প্রভাকর মতের সহিত এই অংশ তুলনাযোগ্য।

১. "চক্ষুরাদ্যুক্তবিষয়ং পরতন্ত্রং বহির্মনঃ" শ্লোক বার্তিক।

২. 'বহিরিন্দ্রিয়লিঙ্গসাদৃশ্যাদিব্যাপারং বিনাপি চিন্তোপনীতপদার্থানাং বাধকানবতারে মনসা সংসর্গানুভবস্য সকলজনসিদ্ধত্বাৎ কথমন্যথা কবিকাব্যাদিকমিতি' তত্ত্বচিন্তামণি, পরামর্শ-সিদ্ধান্ত।

৩. মতান্তরে শাব্দবোধে ও আহার্যতা স্বীকৃত হয়। "তর্ক সংশয় বিশেষ" এইরূপ মতান্তর ন্যায়কন্দলী গ্রন্থে পাওয়া যায়।

৪. বিস্তৃতি ভয়ে আত্মাশ্রয়াদির বিবরণ দেওয়া সম্ভব হইল না। কুতূহলী পাঠক ন্যায় দর্শনের প্রথম অধ্যায়ে তর্ক লক্ষণে ইহা পাইবেন। সর্বদর্শন সংগ্রহে বলা হইয়াছে তর্ক একাদশ প্রকার—'ব্যাঘাত, আত্মাশ্রয়, অন্যোন্যাশ্রয় চক্রকাশ্রয়, অনবস্থা, প্রতিবন্ধি, কল্পনালাঘব, কল্পনাগৌরব, উৎসর্গ, অপবাদ ও বৈজাত্য; অক্ষপাদ দর্শন।

অনুমিতি

অনুমিতি—পরামর্শ হইতে যে জ্ঞান জন্মে তাহা **অনুমিতি**।

সাধারণতঃ অনুমিতি জন্মিবার পূর্বে লিঙ্গদর্শন বা হেতুজ্ঞান, ব্যাপ্তি-জ্ঞান ও পরামর্শ এই তিনটী জ্ঞান ক্রমশঃ জন্মিয়া থাকে। পথিক চলিতে চলিতে প্রথমে দেখিল—পর্বত হইতে পুঞ্জীভূত ধূম উঠিতেছে। পথিকের এই ধূমজ্ঞান **লিঙ্গদর্শন** বা **হেতুজ্ঞান**। কারণ, বহ্নির অনুমানে ধূম হেতু। ধূমদর্শনের পরে ধূম বহ্নির ব্যাপ্য (বহ্নিব্যাপ্যো ধূমঃ) এই প্রকারে যে দ্বিতীয় জ্ঞান জন্মে তাহা **ব্যাপ্তিজ্ঞান**। ইহার পরে 'এই পর্বত বহ্নিব্যাপ্য ধূমবিশিষ্ট' (বহ্নি ব্যাপ্যধূমবান্ অয়ং) এই প্রকারে যে তৃতীয় জ্ঞান হয় তাহা **পরামর্শ**। পরামর্শের পরে 'পর্বত বহ্নিমান্' (পর্বতো বহ্নিমান্) এই প্রকারে যে চতুর্থ জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহাই **অনুমিতি** [১]।

উপমিতি

উপমিতি—সাদৃশ্য জ্ঞানবশতঃ 'ইহা এই পদের বাচ্য বা শক্যার্থ' [২] (অয়ং এতৎপদশক্যঃ ; যথা গবয়ঃ গবয়পদবাচ্যঃ) এই প্রকারে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহা **উপমিতি**। অনুমিতির ন্যায় উপমিতির পূর্বেও ক্রমশঃ সাদৃশ্যজ্ঞান ও অতিদেশ বাক্যার্থ স্মরণ এই দুইটি জ্ঞান জন্মে।

গরু দেখিয়াছে অথচ গবয় দেখে নাই এমন কোন ব্যক্তি অভিজ্ঞ গুরুকে জিজ্ঞাসা করিল গবয় কি অর্থাৎ গবয় শব্দের অর্থ কি ? গুরু বলিলেন—গো সদৃশ জন্তু গবয় (গো-সদৃশো গবয়পদবাচ্যঃ—যাহা গরুর মত তাহাই গবয় শব্দের অর্থ)। পরে একদিন সেই ব্যক্তি কোন পশুশালায় যাইয়া একটি জন্তুতে গরুর সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করিবামাত্র অভিজ্ঞের উপদেশ তাহার মনে পড়িল—"গো-সদৃশ গবয়", (ইহা অতিদেশ বাক্যার্থ স্মরণ) তাহার পরেই সে বুঝিল—"ইহা গবয়—অর্থাৎ গবয়পদের বাচ্য বা শক্যার্থ [২]। এই তৃতীয় জ্ঞান **উপমিতি**।

(ক্রমশঃ)

১. চতুর্থ জ্ঞানটিকেই 'অনুমিতি' নাম দেওয়ায় উহার পূর্ববর্তী জ্ঞান সকল প্রত্যক্ষ শাব্দবোধ বা স্মৃতিই হইবে ইহা বুঝা যায় কিন্তু তাহা ঠিক নহে. উহারা অনুমিতিও হইতে পারে। তাহা হইলে ঐ প্রকার অনুমিতির জন্য অন্য প্রকার লিঙ্গদর্শন, ব্যাপ্তিজ্ঞান ও পরামর্শ আবশ্যক।

২. উপমিতি-জ্ঞানের আকার বিষয়েও মতভেদ আছে— (১) গবয়ো গবয়পদবাচ্যঃ (২) অয়ং গবয়পদবাচ্যঃ (৩) গোসদৃশো গবয়পদবাচ্যঃ (৪) মতান্তরে গোঃ এতৎ (গবয়) সদৃশঃ। পদবাচ্যত্ব ব্যতীত অন্যবিধ অর্থও উপমিতির বিধেয় হইতে পারে—গৌতমসূত্র, বিশ্বনাথবৃত্তি দ্রষ্টব্য।

শব্দবোধ

শাব্দবোধ—দুই বা বহু পদের জ্ঞানবশতঃ উহাদের অর্থবিষয়ে বিশেষ্য-বিশেষণভাবে যে জ্ঞান হয় তাহা **শাব্দবোধ**। অন্বয়বোধ ও বাক্যার্থবোধ ইহারই নামান্তর।

শাব্দবোধের পূর্বে বাক্যের অংশভূত যাবতীয় পদের জ্ঞান এবং 'এই পদের ইহা অর্থ' এই প্রকারে শক্তিজ্ঞান দ্বারা উৎপন্ন প্রত্যেক পদার্থের উপস্থিতি (জ্ঞান) আবশ্যক।

'রাম যাইতেছে' এই বাক্যে দুইটি পদ আছে। এই বাক্যের বক্তা 'রাম' কথাটির দ্বারা কাহাকে বুঝাইতে চাহেন এবং গমন কি ইহা যে জানে উক্ত বাক্য শ্রবণের পরে তাহার ঐ বাক্যের অর্থ (রাম এবং তাহার তৎকালীন গমন) বিষয়ে যে বিশিষ্টজ্ঞান তাহা **শাব্দবোধ**।

স্মৃতি

স্মরণ স্মৃতির নামান্তর। পূর্বে যাহা বিশেষরূপে[১] অনুভূত অর্থাৎ প্রত্যক্ষ শাব্দবোধ ইত্যাদি নিশ্চয়াত্মক অনুভবের বিষয় হইয়াছে সেই বিষয়েরই স্মৃতি হয়, যাহা পূর্বে অনুভূত হয় নাই তাহার স্মরণ হয় না। ইহাতে স্থির হয় যে—স্মৃতি-জ্ঞান জন্মিবার পূর্বে স্মরণীয় বিষয়ে অনুভব থাকা আবশ্যক। এই অনুভব স্মরণের অব্যবহিত পূর্ব কালেই উৎপন্ন হইবে এমন কোন নিয়ম নাই; কারণ, দীর্ঘকাল পূর্বে—এমন কি—জন্মান্তরে অনুভূত বস্তুরও স্মরণ হইয়া থাকে[২]।

অনুভব সকল ক্ষণিক—দ্বিক্ষণমাত্র স্থায়ী। অতএব প্রশ্ন হয় যে—যে অনুভব পূর্বে জন্মিয়া বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে তাহা স্মৃতি-জ্ঞান জন্মাইতে সমর্থ হইবে কিরূপে? ইহার সমাধান হইয়াছে—'ভাবনা'র স্বীকার দ্বারা।

যে-বস্তু যে প্রকারে অনুভূত হয় তাহা সেইরূপেই স্মৃতির বিষয় হয় ইহা অনুভব-সিদ্ধ। তদনুসারে কল্পনা করিতে হয় যে—বিশেষ বিশেষ অনুভব এমন কোনও গুণ জীবাত্মায় উৎপন্ন করে যাহা নিজের অনুরূপ অর্থাৎ সর্বপ্রকারে সমান অথচ অতি দীর্ঘ—যুগান্তকাল পর্যন্ত বিদ্যমান থাকিতে সমর্থ। ইহারই নাম ভাবনা[৩]।

১. 'বিশেষরূপ—অনুপেক্ষা' ইহা পরে ব্যক্ত হইবে।

২. 'তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্বদেহিকং' ভগবদ্গীতা ৬ অঃ ৪৩ শ্লোক। "তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্বং ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি' শাকুন্তল ৫ম অঙ্ক।

৩. ৮০ পৃঃ দ্রষ্টব্য। সাংখ্যমতে বলা যায়—বিষয়ের অস্পষ্ট ছাপযুক্ত স্থায়ী বুদ্ধিবৃত্তি। কাচের মধ্য দিয়া প্রবিষ্ট সূর্য প্রতিবিম্বে যেমন অস্পষ্ট রেখাযুক্ত প্রাকার ভাগ উদ্ভাসিত হয় তদ্রূপ উদ্বোধক সমবধানে ঐ বুদ্ধিবৃত্তিও পুরুষ চৈতন্যে প্রকাশিত হয়, উহাই স্মৃতি।

প্রত্যেক জীবাত্মায় নানাবিধ অসংখ্য ভাবনা পুঞ্জীভূত হইয়া থাকিলেও সর্বদা সমস্ত বিষয়ের স্মরণ হয় না কিন্তু কদাচিৎ কোন বিষয়বিশেষেরই স্মরণ হইয়া থাকে ইহা অনুভবসিদ্ধ। এজন্য স্বীকার করিতে হয় যে—ভাবনা সকল উদ্বুদ্ধ হইলে অর্থাৎ স্ব স্ব উদ্বোধকের সমবধান বা সহযোগ ঘটিলেই উহারা স্মৃতি জন্মাইতে সমর্থ হয়; নতুবা, অনুদ্বুদ্ধ ভাবনা হইতে স্মৃতি জন্মে না।

যদিও ভাবনার উদ্বোধক ফলবশতঃ কল্পনীয় অর্থাৎ কোন্ ভাবনার উদ্বোধক কি তাহা নির্দিষ্ট করিয়া বলা সম্ভব নহে কিন্তু স্মরণরূপ ফল উৎপন্ন হইলে উহার পূর্ববর্তী কোন কিছু ঐপ্রকার ভাবনার উদ্বোধক ইহাই স্বীকার্য তথাপি সম্বন্ধ ও সম্বন্ধীর জ্ঞান, সাদৃশ্য ইত্যাদি কতিপয় পদার্থ[1] নিয়মিতভাবে উদ্বোধক বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। ফলে, উহাদের কোন একটি ঘটিলে প্রায়শঃ স্মৃতি জন্মে।

জাগ্রদবস্থায় জীবাত্মায় যে-সকল স্মৃতি জন্মে তাহার বৈচিত্র্য তত অধিক নহে এবং উহার কোন বিশেষ নামও পাওয়া যায় না কিন্তু নিদ্রাকালে যে স্মৃতি হয় উহারই নাম **স্বপ্ন**[2]।

"স্বপ্নে এমন অনেক বস্তুও দেখা যায় যাহা একেবারেই অসম্ভব। সুতরাং অলীক হওয়ায় জন্মান্তরেও ঐরূপ বিষয়ে অনুভব এবং তাহার ফলে ভাবনা কিরূপে হইতে পারে" স্বপ্ন স্মৃতি-বিশেষ এই মতে এইরূপ প্রশ্ন উঠিতে পারে। ইহার উত্তরে বলা যায় যে—

সকল অনুভবই ভাবনা জন্মায় না, কিন্তু অনুপেক্ষাত্মক অনুভবই ভাবনা-সংস্কারের কারণ। যদি কোন একটি অখণ্ড জ্ঞানেরও অংশবিশেষে উপেক্ষা (অদৃঢ়তা বা অবহেলা) থাকে তবে ঐ অংশের দ্বারা কোন ভাবনা জন্মে না, আর যে অংশে উহা অনুপেক্ষাস্বরূপ কেবল সেই অংশই তুল্যাকার ভাবনা জন্মাইবে।

একখানি পুস্তকের কিছু অংশ আমার মতের পরিপোষক এবং অন্য এক অংশ আমার মতের যুক্তিপূর্ণ প্রতিবাদ কিন্তু অন্যভাগ অতি সাধারণ। এইরূপ পুস্তক পাঠের ফলে প্রথমোক্ত দুইভাগের শাব্দবোধ অনুপেক্ষাত্মক হয় এবং উহার দ্বারা ভাবনা জন্মে এজন্য ঐ কথাগুলি মনে উদিত হয় (অর্থাৎ স্মরণে আসে) কিন্তু শেষোক্ত ভাগের জ্ঞান প্রায়শঃ উপেক্ষাত্মক হয় বলিয়াই উহাতে ভাবনা জন্মে না, ফলে উহার কথাও মনে আসে না, ইহা অনুভবসিদ্ধ।

১. "প্রণিধান নিবন্ধাভ্যাস-লিঙ্গ-লক্ষণ-সাদৃশ্য-পরিগ্রহাশ্রয়াশ্রিত-সম্বন্ধানন্তর্য-বিয়োগৈককার্য-বিরোধাতিশয়-প্রাপ্তি-ব্যবধান-সুখ-দুঃখেচ্ছাদ্বেষ-ভয়ার্থিত্ব-ক্রিয়া-রাগ-ধর্মাধর্ম নিমিত্তেভ্যঃ" ৩.২।৪১ ন্যায়সূত্র।

২. 'স্বপ্ন-জ্ঞান সংস্কারজন্য নিদ্রাকালীন অলৌকিক প্রত্যক্ষ বিশেষ' স্বপ্নসম্বন্ধে নৈয়ায়িক এবং বৈশেষিক আচার্য-গণের এই সিদ্ধান্তই প্রধান। ন্যায়দর্শন (ব° সা° প° সংস্করণ) ৫ম খণ্ড ১৪১-১৪২ পৃঃ দ্রষ্টব্য। বিবর্তবাদ মতেও স্বপ্নদর্শন প্রত্যক্ষবিশেষ। বিশেষ এই যে—এই মতে শ্রুতি অনুসারে স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের তৎকালে সৃষ্টি স্বীকৃত হয়। ভগবান শঙ্করাচার্য—শ্রুতি প্রমাণে অবিশ্বাসীদিগকে লক্ষ্য করিয়া 'তুষ্যতু দুর্জ্জনঃ' এই ন্যায়ানুসারে বলিয়াছেন—"অপিচ স্মৃতিরেষা যৎ স্বপ্নদর্শনং" ২।২।২৯ ব্রহ্মসূত্রভাষ্য। "স্বপ্ন স্মৃতিবিশেষ" ইহাও অতিপ্রাচীন মত। কুমারিলভট্ট শ্লোকবার্তিকের নিরালম্বনবাদে

নিদ্রাকালে বহিরিন্দ্রিয়সমূহ নিষ্ক্রিয় থাকায় মন অপ্রতিহতভাবে ক্রিয়া করিতে থাকে। তখন বায়োস্কোপে পটপরিবর্তনের ন্যায় ভাবনাসমূহ অতিশয় দ্রুত উদ্বুদ্ধ হইয়া ধারাক্রমে একটির পরে আর একটি স্মৃতি জন্মাইতে থাকে। ফলে ইহাই দাঁড়ায় যে—দুইটি বিশিষ্টজ্ঞানের পরস্পর বিরুদ্ধ দুইটি অংশের দ্বারা উৎপাদিত ভাবনা অব্যবধানে দ্রুত উদ্বুদ্ধ হওয়ায় ক্রমে দুইটি অথবা যুগপৎ সমূহালম্বন[১] স্মৃতি জন্মে এবং জাগ্রতকালে অনুসন্ধান দ্বারা উহাদের ভেদ বুঝিতে না পারায় উহার (স্বপ্নের) বিষয় অসম্ভব বলিয়া প্রতীতি হয়।

একটি মানুষ ও একটি গরু দেখিতেছি কিন্তু মানুষের মাথাটি এবং গরুর দেহটির দিকেই নজর পড়িতেছে বেশী। ফলে মানুষের মাথা এবং গরুর দেহ বিষয়ে সংস্কার (ভাবনা) জন্মিল, মানুষের দেহ এবং গরুর মাথা বিষয়ে সংস্কার জন্মিল না অথবা জন্মিলেও ঐ অংশের উদ্বোধক জুটিল না বলিয়া কেবল মানুষের মাথা ও গরুর দেহ স্বপ্নে দেখিলাম। পরে যখন অনুসন্ধান হইল তখন দেখিলাম—গো-দেহে নরমুণ্ড!

উপাধি অনুসারে অনিত্যজ্ঞানের বিভাগ

অনিত্যজ্ঞান ত্রিবিধ[২] —প্রমা, অপ্রমা ও তদুভয় বিলক্ষণ।

প্রমা—ইহার অন্য নাম যথার্থজ্ঞান। যে জ্ঞানের বিশেষ্যে বিশেষণ বাস্তব অর্থাৎ প্রমাণসিদ্ধ তাহা **প্রমা**[৩]। প্রমা একপ্রকার বিশিষ্টবুদ্ধি। স্বভাবতই বিশিষ্টবুদ্ধির বিষয় সমুদায়কে তিনভাগে বিভক্ত করা যায়—বিশেষ্য, বিশেষণ বা প্রকার এবং উহাদের সম্বন্ধ।

১০৭-৯ শ্লোকের দ্বারা এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। শঙ্করমিশ্র বৈশেষিক ৯।২।৮ সূত্রের ব্যাখ্যায় 'উহা বৃত্তিকারের মত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বিশেষ কারণবশতঃ উপরে এই দ্বিতীয় মত গৃহীত হইয়াছে।

১. যে জ্ঞানের মুখ্য বিশেষ্যতা এবং মুখ্য প্রকারতা বহু, তাহা সমূহালম্বন। "পর্বতো বহ্নিমান্, হ্রদো জলবান" এইরূপে একটি জ্ঞান হইলে উহা 'সমূহালম্বন' হয়। প্রত্যক্ষ অনুমিতি ইত্যাদি সমস্ত জ্ঞানই সমূহালম্বন হইতে পারে।

২. প্রশস্তপাদাচার্য বলিয়াছেন—জ্ঞান দ্বিবিধ—অবিদ্যা ও বিদ্যা; অবিদ্যা চতুর্বিধ—সংশয়, বিপর্যয়, স্বপ্ন, ও অনধ্যবসায়। অনধ্যবসায়—যে জ্ঞানে জ্ঞেয় বস্তুর নাম প্রকাশ পায় না, কেবল "ইহা কি"? এই প্রকারে উৎপন্ন হয় তাহা অনধ্যবসায়। বিদ্যাও চতুর্বিধ—প্রত্যক্ষ, অনুমান, স্মৃতি ও আর্ষ। আর্ষজ্ঞানের নামান্তর প্রাতিভ জ্ঞান। ইহা প্রায়শঃ যোগজ সন্নিকর্ষ জন্য অলৌকিক প্রত্যক্ষ কদাচিৎ সাধারণ মনুষ্যেরও প্রাতিভ জ্ঞান হয়।

৩. প্রমাত্ব উপাধি আংশিক। সুতরাং একই জ্ঞানে প্রমাত্ব ও অপ্রমাত্ব উভয়ই সম্ভবে। বিশেষ এই যে প্রমাত্ব কচিৎ ব্যাপ্যবৃত্তিও হইতে পারে অর্থাৎ কোনও জ্ঞান সর্বাংশেই যথার্থ হইতে পারে কিন্তু কোন জ্ঞান সর্বাংশে অযথার্থ হইতে পারে না। রজ্জু সর্পাদি ভ্রমস্থলেও বিশেষ্যাংশে যথার্থতা স্বীকৃত হয়। অতএব "সমস্ত জ্ঞানই যথার্থ, এইরূপ প্রভাকর মতের সহিত ইহা তুলনাযোগ্য।

বিষয়ের ধর্ম—বিষয়তা। সুতরাং বিশিষ্টবুদ্ধির বিষয় ত্রিবিধ হওয়ায় উহার বিষয়তাও তিন প্রকার—বিশেষ্যতা, বিশেষণতা বা প্রকারতা[১] এবং সাংসর্গিক (অর্থাৎ সম্বন্ধগত) বিষয়তা।

যদি কোনও ধর্ম ঐ সকল বিষয়ে বিশেষণরূপে প্রকাশিত হয় তবে সেই ধর্ম উক্ত বিষয়তার **অবচ্ছেদক** হয়। অবচ্ছেদকের ধর্ম—অবচ্ছেদকতা, উহাও প্রকারতাবিশেষ।

উক্ত বিষয়তাত্রয়ের পরস্পর বিশেষ বৈলক্ষণ্য স্বীকৃত হইয়াছে। বিশেষ্যতা—কোনও ধর্ম ইহার অবচ্ছেদক হইতে পারে কিন্তু কোনও সম্বন্ধ ইহার অবচ্ছেদক হয় না অর্থাৎ বিশেষ্যতা ধর্মাবাচ্ছিন্ন হয় কিন্তু কখনও কোন সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হয় না। প্রকারতা—ইহা নিয়তই কোন সম্বন্ধের দ্বারা অবচ্ছিন্ন, ফলতঃ প্রকারতা মাত্রেরই কোন একটি সম্বন্ধ অবচ্ছেদক হইবে[২]। সাংসর্গিক বিষয়তা—বিশেষ্যতার ন্যায় ইহার কোন অবচ্ছেদ সম্বন্ধ স্বীকৃত হয় না অর্থাৎ ইহা কোনও সম্বন্ধের দ্বারা অবচ্ছিন্ন নহে তবে সাধারণতঃ[৩] কোন ধর্মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয়।

"ভূতল ঘটবিশিষ্ট" (ঘটবদ্ ভূতলং) ইহা একটি বিশিষ্টবুদ্ধি। যে ভূমিভাগ অবলম্বনে এই জ্ঞান জন্মিয়াছে তাহাতে (বিশেষ্যে) ঘট (বিশেষণ) বাস্তব অর্থাৎ প্রত্যক্ষসিদ্ধ এজন্য এই জ্ঞান **প্রমা**। ইহাতে 'ভূতল' বিশেষ্য, 'ঘট' বিশেষণ (বা প্রকার) এবং ঘটের সংযোগ সম্বন্ধরূপে প্রকাশ পাইতেছে। সুতরাং এই জ্ঞানের বিশেষ্যতা ভূতলে,[৪] বিশেষণতা (বা প্রকরতা) ঘটে এবং সাংসর্গিকবিষয়তা সংযোগে রহিয়াছে।

ভূতলত্ব-ধর্ম ভূতলে বিশেষণরূপে প্রতীত হওয়ায় উহা বিশেষ্যতার বিচ্ছেদক, ঘটত্ব-ধর্ম ঘটে বিশেষণ হওয়ায় উহা প্রকারতাবচ্ছেদক এবং সংযোগ-গুণ সম্বন্ধরূপে প্রকাশিত হওয়ায় সংযোগস্থ বিষয়তা—সাংসর্গিক বিষয়তা।

ন্যায়ের ভাষায় এই জ্ঞানের পরিচয় দিতে হইলে বলা যায়—ইহা ('ঘটবদ্ ভূতলং' এই জ্ঞান) ভূতলত্বাবচ্ছিন্নবিশেষ্যতানিরূপিত[৫] সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন ঘটত্বাবচ্ছিন্ন প্রকারতা বিশিষ্ট জ্ঞান।

১. বিশেষণতা প্রকারতার নামান্তর হইলেও কচিৎ উহাদের বিভিন্নতা স্বীকৃত হয়। কোনও সখণ্ড ধর্ম সম্বন্ধরূপে প্রকাশ পাইলে ঐধর্ম সমূহের বিশেষ্য বিশেষণভাব স্বীকৃত হওয়ায় সাংসর্গিক বিষয়তার মধ্যেও বিশেষ্যতা এবং বিশেষণতা থাকে কিন্তু ঐ বিশেষণতা প্রকারতা নহে বা উহা কোন সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বলিয়াও স্বীকৃত হয় না।

২. আন্তরালিক বা মধ্যবর্তী বিশেষ্যতা ও প্রকারতা সম্বন্ধে মতভেদ আছে। 'বহ্নিমৎ পর্বতবান্ দেশঃ' এই প্রকার জ্ঞানে পর্বত বহ্নির বিশেষ্য এবং 'দেশ'এর বিশেষণ। সুতরাং পর্বত গত এই বিশেষ্যতা ও প্রকারতা জগদীশ মতে অভিন্ন। গদাধর মতে উহারা অবচ্ছেদ্যাবচ্ছেদকভাবাপন্ন।

৩. সমবায় গত সাংসর্গিক বিষয়তা কোন ধর্মের (সমবায়ত্বের) দ্বারা অবচ্ছিন্ন বলিয়া স্বীকৃত নহে (সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন ত নহেই)।

৪. একই দ্রব্যে যেমন রূপ রস গন্ধ ইত্যাদি নানা গুণের স্বতন্ত্রভাবে অস্তিত্ব সম্ভবে সেইরূপ একই ভূতলে বিশেষ্যতা, ভূতলত্ব ইত্যাদির পৃথক্ অবস্থান স্বীকৃত হয়।

৫. 'নিরূপিত' কথাটি প্রকারতার বিশেষণ হইয়া জ্ঞানের অখণ্ডতা বা বিশিষ্টতা প্রকাশ করিতেছে। সাধারণতঃ তর্কশাস্ত্রের 'অবচ্ছিন্ন' পদগুলি পরবর্তী ভাব প্রত্যয়ে অন্বিত হয়। সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন এবং ঘটত্বাবচ্ছিন্ন এই দুইটি 'প্রকারতা'র সহিত অন্বিত।

অপ্রমা—যে জ্ঞানের বিশেষ্যে বিশেষণ অবাস্তব অর্থাৎ প্রমাণ বিরুদ্ধ তাহা **অপ্রমা**। শঙ্খ শ্বেতবর্ণ কিন্তু কামলারোগগ্রস্ত ব্যক্তিরা দেখে—শঙ্খ পীতবর্ণ। এইস্থলে শঙ্খে (বিশেষ্যে) পীতবর্ণ (বিশেষণ) প্রমাণ বিরুদ্ধ। কারণ, কামলারোগীর দর্শন কালে সেই শঙ্খই অন্যেরা শ্বেতবর্ণ দেখিয়া থাকে। অতএব (কামলারোগীর) 'শঙ্খ পীতবর্ণ' এই জ্ঞান অপ্রমা। অপ্রমার নামান্তর ভ্রম।

অপ্রমা দ্বিবিধ—সংশয় ও বিপর্যয়।

সংশয়—যে জ্ঞানের বিশেষ্যে বা ধর্মীতে একাধিক বিশেষণ বা ধর্ম বিরুদ্ধভাবে প্রকাশ পায় তাহা **সংশয়**।

সংশয়স্থলে সাধারণতঃ কোন ভাবপদার্থ এবং উহারই অভাব[১] কোন একটি বিশেষ্যে বিরুদ্ধরূপে[২] প্রতীত হয়। যথা—পর্বত বহ্নিমান্ কিনা? (পর্বতো বহ্নিমান্ ন বা) এই জ্ঞানে পর্বত বিশেষ্য বা ধর্মী, উহাতে বহ্নি (ভাবপদার্থ) এবং বহ্ন্যভাব এই দুইটী পদার্থ বিষয় হইয়াছে। ধর্মীতে যে পদার্থ সকল বিরুদ্ধরূপে প্রতীত হয় উহাদিগকে সংশয়ের 'কোটি' বলে। উল্লিখিত স্থলে বহ্নি এবং বহ্নির অভাব এই দুইটি সংশয়ের কোটি।

প্রাচীনগণ কেবল ভাবকোটিক সংশয়ও মানিতেন। যথা—

কিমিন্দুঃ? কিং পদ্মং? কিমু মুকুরবিম্বং? কিমু মুখং?
কিমব্জে? কিং মীনৌ? কিমু মদনবাণৌ? কিমু দৃশৌ?।
নগৌ বা? গুচ্ছৌ বা? কনককলসৌ বা কিমু কুচৌ?
তড়িদ্ বা? তারা বা? কনকলতিকা বা? কিমবলা?॥

'স্থাণুর্বা পুরুষো বা' ইত্যাদি।

উল্লিখিত স্থানে চন্দ্র পদ্ম ইত্যাদি ভাব পদার্থ সকলই সংশয়ের কোটি। উদাহরণে উহাদের অভাবগুলিও কোটি হইয়াছে ইহা বলিলে অনুভব বাধা পায়।

সংশয়ের কোটি সমুদায়ের মধ্যে কোনটি উৎকট অর্থাৎ প্রবল হইলে ঐরূপ সংশয়কে 'সম্ভাবনা'[৩] বলা হয়। যথা—মুখখানি যেন কলঙ্কহীন পূর্ণচন্দ্র।

সংশয় প্রত্যক্ষেরই প্রকার ভেদ অর্থাৎ ষড়্বিধ প্রত্যক্ষই সংশয়াত্মক হইতে পারে কিন্তু প্রত্যক্ষ ব্যতীত অনুমিতি প্রভৃতি কোন জ্ঞান সংশয়স্বরূপ হইতে পারে না ইহাই বহুসম্মত সিদ্ধান্ত[৪]। সংশয়ের অন্ততঃ একটি কোটি নিয়তই ধর্মীতে থাকেনা এজন্য ইহা অপ্রমা। সংশয়ত্ব

---

১. সাধারণতঃ অত্যন্তাভাবই সংশয়ের কোটি হইয়া থাকে। [illegible] দ্রব্যং নবা ইত্যাদি ভেদকোটিক সংশয়ও মতান্তরে স্বীকৃত হইয়াছে।

২. (সংশয়ের) কোটি অব্যাপ্যবৃত্তি হইলে উহাদের পরস্পর বিরোধ থাকে না। ফলে 'বৃক্ষঃ সংযোগবান্ সংযোগাভাববাংশ্চ' এই প্রকার জ্ঞান সংশয় বলিয়া স্বীকৃত হয় না।

৩. আলঙ্কারিকেরা ইহাকেই উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার বলেন।

৪. রত্নকোষকার পৃথ্বীধরাচার্য্য সৎপ্রতিপক্ষস্থলে সংশয়াত্মক অনুমিতি স্বীকার করিয়াছেন। বিপ্রতিপত্তিবাক্য হইতে সংশয়াত্মক শাব্দবোধ জন্মে এইরূপ মতান্তর দৃষ্ট হয়।

অব্যাপ্যবৃত্তি অর্থাৎ সংশয়-জ্ঞান সমূহে কোটিসমুদয়ের সহিত বিশেষ্যের সম্বন্ধ-অংশেই উহা 'সংশয়' সংজ্ঞা লাভ করে অন্য অংশে উহাও নিশ্চয়াত্মক।

বিপর্যয়—সংশয় ব্যতীত বিশিষ্টবুদ্ধি সমূহের নাম **নিশ্চয়**। সুতরাং নিশ্চয়ত্ব প্রমা ও অপ্রমা উভয়বিধ জ্ঞানেই সম্ভবে। যে-নিশ্চয়ের বিশেষ্যে উহার বিশেষণের অস্তিত্ব প্রমাণবিরুদ্ধ তাহা **বিপর্যয়**। যথা রজ্জুতে সর্প বুদ্ধি (অয়ং সর্পঃ) স্থাণুতে পুরুষবুদ্ধি (অয়ং পুরুষঃ) ইত্যাদি[১]।

উভয়-(প্রমা ও অপ্রমা) বিলক্ষণ—নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ।

ইহা বিশেষ্যবিশেষণভাবশূন্য কিন্তু প্রমা ও অপ্রমা উভয়েই বিশেষ্যবিশেষণভাব নিয়মিত; এজন্য নির্বিকল্প উভয়বিলক্ষণ।
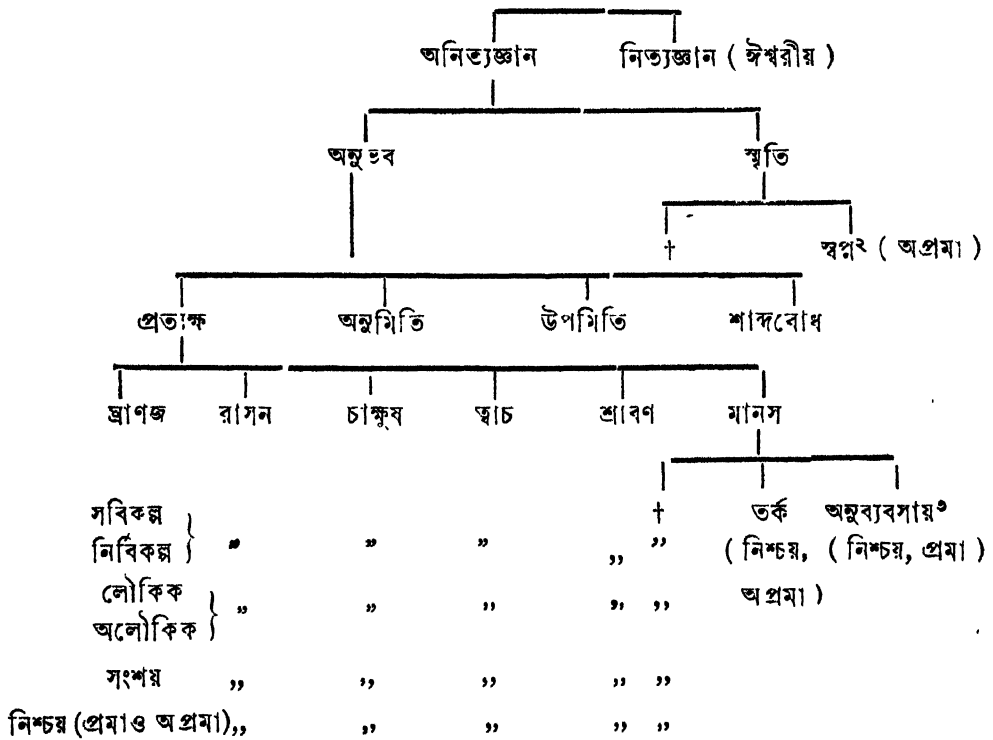
১. বিপর্যয়-জ্ঞান কিরূপে সম্ভবে মতভেদে তাহার বিভিন্ন ব্যাখ্যা ও নামান্তর দৃষ্ট হয়—বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধের মতে উহা আত্মখ্যাতি, শূন্যবাদী, নাস্তিক ও মাধ্বমতে অসৎখ্যাতি, প্রভাকরমতে অখ্যাতি, ন্যায়মতে অন্যথাখ্যাতি, সাংখ্যমতে সদসৎখ্যাতি এবং বিবর্তবাদমতে অনির্বচনীয়খ্যাতি।

† সাধারণ বিভাগের বিশেষ কোন সংজ্ঞা পাওয়া যায় না।

২. সকল স্বপ্নজ্ঞানই ভ্রম, কারণ স্বপ্ন-দৃষ্ট বিষয়সমূহ সম্মুখে না থাকিলেও উহা সম্মুখস্থ বলিয়া প্রতীত হয়। স্বপ্ন-দৃষ্ট বিষয়ের স্মৃতির নাম স্বপ্নান্তিক।

৩. ইহাকে 'জাগরিতান্তও' বলা হয়।

পঞ্চম অধ্যায়

কর্ম

গুণ নিরূপিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ে ক্রমশঃ কর্ম সামান্য বিশেষ ও সমবায় নিরূপিত হইবে।

বিভিন্ন পদার্থ বুঝাইতে 'কর্ম' এবং 'ক্রিয়া' শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ব্যাকরণে 'কর্ম' ও 'ক্রিয়া' পৃথক্। এইমতে কর্ম কারকবিশেষ; যেমন—সূর্যকে দেখিতেছে (সূর্যং পশ্যতি) এই ক্ষেত্রে সূর্য কর্ম, (ন্যায়মতে উহা দ্রব্য)। এইরূপে সকল পদার্থই ক্রিয়াবিশেষের 'কর্ম' হইতে পারে। উক্ত মতে ক্রিয়া ধাত্বর্থ অর্থাৎ দ্রব্য গুণ এমন কি অভাবও যদি ধাতুর অর্থ হয় তবে তাহাও 'ক্রিয়া'। যেমন—'সূর্যকে দেখিতেছে' এই উদাহরণেই 'পশ্যতি'র অন্তর্গত 'দৃশ' ধাতুর অর্থ হওয়ায় দর্শন 'ক্রিয়া'[১]। ন্যায়মতে কিন্তু উহা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ—সুতরাং জ্ঞানবিশেষ বলিয়া গুণের অন্তর্গত। গণ্ড মুখের অংশবিশেষ সুতরাং দ্রব্য, তথাপি 'গডি' ধাতুর অর্থ এজন্য 'গণ্ডতি' এইরূপ স্থলে উহাও ক্রিয়া।

সামান্যতঃ কার্যমাত্র অর্থাৎ যাহা কিছু করা যায় তাহা সমস্তই 'কর্ম' ও 'ক্রিয়া' শব্দে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা 'জ্ঞান মনের ক্রিয়া' সকল কর্মের পরিসমাপ্তি জ্ঞানে[২] ইত্যাদি। কর্ম শব্দে 'অদৃষ্ট'ও বুঝায়[৩]।

ন্যায়শাস্ত্রে একমাত্র স্পন্দন পদার্থ বুঝাইতে 'কর্ম' ও 'ক্রিয়া' শব্দ পরিভাষিত। স্পন্দনের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য এই যে—যখনই যে-দ্রব্যে স্পন্দন জন্মে পরক্ষণেই উহাতে একটি বিভাগ এবং একটি সংযোগ অবশ্য উৎপন্ন হয়।

গুণের ন্যায় দ্রব্যাশ্রিত হইলেও গুণ হইতে কর্মের বিশেষ বৈলক্ষণ্য আছে[৪]। গুণ যেমন নিত্য ও অনিত্য উভয়বিধ, কর্ম সেরূপ নহে; সকল কর্মই অনিত্য—চতুঃক্ষণমাত্র স্থায়ী[৫] এবং ইহা পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু এবং মন এই পঞ্চবিধ দ্রব্যে থাকে সুতরাং গুণের ন্যায়

১. ক্রিয়াপদ বুঝাইতেও সংক্ষেপে 'ক্রিয়া' শব্দ ব্যবহৃত হয়; যথা 'পশ্যতি' এই ক্রিয়া।

২. "ননু জ্ঞানং নাম মানসী ক্রিয়া" ব্রহ্মসূত্র শাঙ্করভাষ্য ১।১।৪ সূত্র। "সর্বকর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে" —গীতা।

৩. ৮৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

৪. ৫৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য। ভূষণাচার্য মতে কর্ম সংযোগবিশেষ সুতরাং উহা গুণের অন্তর্গত।

৫. মীমাংসকমতে কর্ম ত্রিক্ষণস্থায়ী কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চাননকৃত মলমাসতত্ত্ব টীকা ১১ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

সর্বদ্রব্যবর্তী নহে। কর্ম একবৃত্তি এবং ব্যাপ্যবৃত্তি ও অব্যাপ্যবৃত্তি উভয়বিধ। চক্ষু ও ত্বক্ দ্বারা ইহার প্রত্যক্ষ সম্ভবে[১]।

লক্ষণ। যাহাতে কর্মত্ব-জাতি থাকে তাহা **কর্ম**। অথবা যাহা সংযোগ এবং বিভাগের অন্যনিরপেক্ষভাবে কারণ তাহা **কর্ম** (কর্মত্বসামন্যবৎ সংযোগবিভাগয়োরনপেক্ষকারণং কর্ম)।

লক্ষ্য ও সমন্বয়। স্পষ্ট।

কর্ম পঞ্চবিধ—উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ,[২] আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন।

উৎক্ষেপণ প্রভৃতি চারি প্রকারের ক্রিয়া ব্যতীত সকল কর্মই[৩] গমন।

বস্তুতঃ সকল ক্রিয়াই গমনমাত্র অর্থাৎ গমন ও কর্ম এই দুইটি শব্দ আত্মাও পুরুষের ন্যায় একই পদার্থের বিভিন্ন সংজ্ঞা মাত্র[৪]।

সামান্য

'সমানের ভাব' এই অর্থে সমান-শব্দের উত্তর ষ্ণ্য-প্রত্যয়ের দ্বারা নিষ্পন্ন সামান্য-শব্দের অর্থ—সমানের ধর্ম। অভিন্ন বা এক (individual) এবং ভিন্ন অর্থাৎ অনেক (class) এই দ্বিবিধ তাৎপর্যেই সমান-শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। প্রথম অর্থে উদাহরণ—সপত্নী; সমানঃ পতির্যস্যাঃ সা এইরূপ বহুব্রীহি সমাসে বুঝায়—যাহার নিজের পতি অন্য নারীর পতির সমান অর্থাৎ অন্য যে নারীর পতি হইতে অভিন্ন, সে তাহার সপত্নী। পতির একত্ব বা অভিন্নতা এই ক্ষেত্রে সমান শব্দের দ্বারা বিবক্ষিত।

দ্বিতীয় অর্থে উদাহরণ—মুখ চন্দ্রের সমান অর্থাৎ চন্দ্রতুল্য। চন্দ্র ও মুখ এই বস্তুদ্বয় ভিন্ন বলিয়াই এই স্থলে সমান-শব্দের প্রয়োগ সম্ভব হইয়াছে। ঐ দুই পদার্থের আহ্লাদকত্ব-ধর্ম এখানে সামান্য। অথবা—'ক খ গ ঘ ঙ' ইহারা সমান' এইস্থলে উক্ত পাঁচটি বর্ণ কণ্ঠনামক একটি শরীরাবয়ব হইতে উৎপন্ন অথচ উহারা পরস্পর ভিন্ন। কণ্ঠ্যত্ব বা কণ্ঠদেশোদ্ভবত্ব উহাদের সামান্য ধর্ম[৫]।

---

১. প্রভাকরমতে কর্ম অতীন্দ্রিয়। কর্মের ব্যাপার অর্থাৎ কার্য—সংযোগ ও বিভাগদ্বারা উহার অস্তিত্ব অনুমিত হয়—তন্ত্র রহস্য। ভট্টমতে উহা প্রত্যক্ষ।

২. কচিৎ "অপক্ষেপণ" এইরূপ পাঠ দেখা যায়। ২৯১ পৃঃ প্রশস্তপাদ ভাষ্য। সপ্তপদার্থী গ্রন্থে বলা হইয়াছে—উৎক্ষেপণাদি কর্মও ত্রিবিধ—বিহিত, নিষিদ্ধ এবং উদাসীন।

৩. ভ্রমণ, রেচন স্যন্দন উর্দ্ধজ্বলন ও তির্যগ্‌গমন—ইহারা গমন বিশেষ।

৪. প্রশস্তপাদ ভাষ্য, ২৯৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য। ন্যায়কোষ, কর্মশব্দ দ্রষ্টব্য।

৫. আয়ুর্বেদে বাতঘ্ন পিত্তঘ্ন ও কফঘ্ন হিসাবে নানাবিধ বিজাতীয় দ্রব্যেরও সামান্য স্বীকৃত হইয়াছে।—চরকসংহিতা।

ন্যায়শাস্ত্রসম্মত এই সামান্য-পদার্থের মধ্যে উল্লিখিত দ্বিবিধ ভাবেরই প্রকাশ আছে। যাহা স্বয়ং এক—অভিন্ন থাকিয়াই পরস্পর ভিন্ন (নিজের) আশ্রয় বস্তুসমূহকে এক[১] বলিয়া গণ্য করায়—অভিন্নাকারে বুঝায় তাহা **সামান্য**। যেমন—গোত্ব। ইহা নিজের আশ্রয়—ছোট বড় শুক্ল কৃষ্ণ গাভী বৃষ—সকল গরুকে 'গো' এই রূপ অভিন্নাকারে বুঝায় অথচ স্বয়ং এক, অতএব গোত্ব **সামান্য**।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে—

গোত্বের আশ্রয় বলিয়া স্বীকৃত গো-সমূহ যে পরস্পর ভিন্ন তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ কিন্তু উহাতে গোত্ব নামে কিছু ত দৃষ্ট হয় না। সুতরাং সকল গরুতে গোত্ব নামে একটি ধর্ম মানিব কেন? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে—বিভিন্ন বস্তু বিষয়ে জ্ঞানও বিভিন্নাকারেই প্রতীত হয় এবং উহাদিগের বাচক শব্দসমূহও পৃথক্ হইয়া থাকে ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। যেমন—মনুষ্য, অশ্ব, মহিষ প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান স্পষ্টতঃ পৃথক্ আকারে প্রকাশ পায় এবং উহার বোধক শব্দও সম্পূর্ণ পৃথক্। যদি বিষয় পৃথক্ হইলেও জ্ঞানের আকারে কোন পরিবর্তন না ঘটায় উহা একরূপেই চলিতে থাকে তবে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে ঐ জ্ঞানের বিষয়গুলির মধ্যে কোথায়ও ঐক্য আছে, নতুবা জ্ঞানের আকার এবং উহার বোধক শব্দের ঐক্য কোনরূপেই সম্ভব হইত না। গো-সমুদায়ে প্রত্যেকতঃ 'ইহা একটি গরু, ইহা একটি গরু' (অয়ং গৌঃ অয়ং গৌঃ) এইরূপ বুদ্ধি সর্বসম্মত। ইহারই নাম অনুবৃত্তিপ্রত্যয়। 'গো' এই প্রকার জ্ঞানের বিশেষ্য—গো-সমুদায় অনেক এজন্য প্রত্যক্ষবিরোধবশতঃ উহার একত্ব কল্পনা করা অসম্ভব সুতরাং উহার বিশেষণ ভাগে ঐক্য স্বীকার ব্যতীত গত্যন্তর নাই। এইরূপে যাবতীয় গো-সমূহে যে একটি ধর্ম স্বীকৃত হয় ইহাই গোত্ব।

যদিও জ্ঞানের বিষয়ে ঐক্য সম্পাদনের অনুরোধে গোত্ব-ধর্মের কল্পনা আবশ্যক তথাপি উহার অস্তিত্ব প্রত্যক্ষসিদ্ধও বটে। কারণ, একটি গরু দেখিলেই অশ্ব, মহিষাদি অন্য সমগ্র জন্তু হইতে উহার (গরুর) বৈলক্ষণ্য তখনই প্রত্যক্ষ হয় ইহা অনুভবসিদ্ধ। এই বৈলক্ষণ্য গোত্ব ব্যতীত আর কিছুই নহে।

যে সকল শব্দে একই পদার্থ বুঝায় তাহারা পর্যায় শব্দ। সামান্য ও জাতি এই দুইটীও পর্যায়-শব্দ[২]। জাতি দ্রব্য, গুণ ও কর্ম এই ত্রিবিধ পদার্থে থাকে[৩]। জাতি সকল নিত্য, ব্যাপ্যবৃত্তি

১. "সামান্যমেকত্বকরং"—চরকসংহিতা।

২. সপ্তপদার্থী মতে "সামান্য" ও "জাতি" ইহারা পর্য্যায়শব্দ নহে। ঐ মতে "সামান্য" অর্থে সাধারণ (generic) ধর্ম। সামান্য দ্বিবিধ—জাতি ও উপাধি। জাতি—দ্রব্যত্ব, গুণত্ব ইত্যাদি। উপাধি দ্বিবিধ—সখণ্ডোপাধি ও অখণ্ডোপাধি। যে উপাধিকে খণ্ড-বিশ্লেষণ করা যায় অর্থাৎ যাহা কতিপয় পদার্থের দ্বারা ঘটিত হয় তাহা সখণ্ডোপাধি যথা—ইন্দ্রিয়ত্ব, পশুত্ব প্রভৃতি। যে উপাধিকে বিশ্লেষণ করা যায় না তাহা অখণ্ডোপাধি। যথা—অভাবত্ব, ভেদত্ব, বিষয়ত্ব, অধিকরণত্ব, তদ্ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি। কণাদসিদ্ধান্তচন্দ্রিকায় এই মতই গৃহীত হইয়াছে।

৩. প্রভাকরমতে গুণে ও কর্মে জাতি স্বীকৃত নহে।

এবং অনেকবৃত্তি অর্থাৎ যেমন—রূপ, রস প্রভৃতি গুণ এবং উৎক্ষেপণ অবক্ষেপণ প্রভৃতি কর্ম স্ব স্ব অধিকরণ দ্রব্যের ভেদবশতঃ বিভিন্ন হয় সেইরূপ জাতি আশ্রয় ভেদে পৃথক্ হয় না, কিন্তু আশ্রয় বহু হইলেও উহা একই থাকে। এমন কি আশ্রয় বস্তু অনেক না হইলে কোন ধর্মই "জাতি" বলিয়া পরিগণিত হয় না ১।

জাতির জ্ঞান উহার আশ্রয়ের জ্ঞান অনুসারে হয় অর্থাৎ জাতির আশ্রয় দ্রব্য, গুণ বা কর্ম প্রত্যক্ষ যোগ্য হইলে,যে-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উহার আশ্রয়ের প্রত্যক্ষ হয় উক্ত জাতিও সেই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হইয়া থাকে। যেমন—গন্ধ নাসিকাগ্রাহ্য হওয়ায় গন্ধত্ব এবং সুরভিত্ব ও অসুরভিত্ব (গন্ধত্বের অবান্তর জাতি) নাসিকাদ্বারা, রস জিহ্বাগ্রাহ্য এজন্য রসত্ব এবং কটুত্ব লবণত্ব ইত্যাদি (রসত্বের ব্যাপ্যজাতি) রসনাদ্বারা, রূপ চক্ষুগ্রাহ্য হওয়ায় রূপত্ব ও শুক্লত্ব, পীতত্ব প্রভৃতি (রূপত্বের অবান্তর জাতি) চক্ষুদ্বারা, স্পর্শ ত্বগিন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয় এজন্য স্পর্শত্ব এবং শীতত্ব উষ্ণত্ব প্রভৃতি (স্পর্শত্বের অবান্তর জাতি) ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা এবং শব্দ কর্ণ দ্বারা শ্রুত হয় বলিয়া শব্দত্ব, ধ্বনিত্ব, বর্ণত্ব, (শব্দ বিভাজক জাতি) কত্ব, খত্ব প্রভৃতি (বর্ণত্বের অবান্তর জাতি) কর্ণ দ্বারা গৃহীত হইয়া থাকে। ঘট, বস্ত্র ইত্যাদি দ্রব্য; সংখ্যা সংযোগ ইত্যাদি গুণ এবং বৃক্ষাদির কর্ম চক্ষু ও ত্বক্ এই দুই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয় এজন্য ঘটত্ব, পটত্ব, সংখ্যাত্ব, একত্বত্ব, দ্বিত্বত্ব, (সংখ্যাত্বের ব্যাপ্য জাতি) সংযোগত্ব এবং কর্মত্ব ইত্যাদি জাতিগুলিও উক্ত দুই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয়।

আত্মা এবং আত্মার গুণ—সুখ দুঃখ ইত্যাদি মনের দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায় এজন্য আত্মত্ব, সুখত্ব, দুঃখত্ব প্রভৃতি জাতি মানস-প্রত্যক্ষসিদ্ধ।

অতীন্দ্রিয় দ্রব্য, গুণ এবং কর্মের জাতিও অতীন্দ্রিয় অর্থাৎ ঐরূপ স্থলে যুক্তি দ্বারা "জাতি" সাধিত হইয়া থাকে। অতএব জাতিবিষয়ে প্রত্যক্ষ ও অনুমান যথাসম্ভব প্রমাণ হয়২।

লক্ষণ। যাহা নিত্য অথচ অনেক পদার্থে সমবেত তাহা জাতি। (নিত্যানেক-সমবেতা জাতিঃ)।

১. দ্রব্যত্বের আশ্রয় পৃথিবী প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য, উহারা বিভিন্ন। এইরূপ গুণত্বের আশ্রয় ২৪ প্রকার গুণ এবং কর্মত্বের আশ্রয় পঞ্চবিধ কর্ম, ইহারাও পরস্পর বিভিন্ন। রামত্ব, কৃষ্ণত্ব, বুদ্ধত্ব, দেবদত্তত্ব প্রভৃতিও জাতি। ঐ সকল জাতির আশ্রয় রাম কৃষ্ণ প্রভৃতির শরীরও বাল্য, কৌমার, যৌবন ও বার্ধক্য ভেদে বিভিন্ন। অতএব অনেক সমবেত হওয়ায় উক্ত ধর্মগুলিরও জাতিত্ব সিদ্ধ হয়।

২. মনুষ্য, গো, মহিষ, বিড়াল কুকুর প্রভৃতি দেখিবামাত্রই উহাদিগের এমন একটী বৈলক্ষণ্য অনুভূত হয় যাহাতে উহাদিগের উচ্চতা, রঙ্ ইত্যাদি তুল্য হইলেও মহিষে 'গো'বুদ্ধি অথবা 'গরু'তে 'মহিষ'বুদ্ধি হয় না, প্রত্যুত উচ্চতা বর্ণ ইত্যাদি বিসদৃশ হইলেও সকল মানুষে 'মনুষ্য'বুদ্ধি, সকল গরুতেই 'গো'বুদ্ধি এবং সকল মহিষেই 'মহিষ'বুদ্ধি জন্মিয়া থাকে, উহারই বিষয় মনুষ্যত্বাদি জাতি। অতএব এই সকল জাতি প্রত্যক্ষসিদ্ধ।

মন, পুণ্য, পাপ ইত্যাদি অতীন্দ্রিয় বস্তুগুলিতে মনস্ত্ব, পুণ্যত্ব, পাপত্ব ইত্যাদি জাতি বিষয়ে অনুমানই প্রমাণ।

লক্ষ্য। জাতি এত অধিক যে প্রত্যেকতঃ উহার নাম নির্দেশ করা অসম্ভব। সাধারণতঃ কার্য-কারণভাব কল্পনার অনুরোধে বহু জাতি স্বীকৃত হয়[১]। দিগ্‌দর্শনার্থ নিম্নে কয়েকটি জাতির নাম নির্দেশ করা হইতেছে—

সত্তা (বা সত্ত্ব) দ্রব্যত্ব গুণত্ব[২] কর্মত্ব পৃথিবীত্ব জলত্ব তেজস্ত্ব বায়ুত্ব,[৩] মনস্ত্ব আত্মত্ব, গন্ধত্ব, রসত্ব, রূপত্ব, স্পর্শত্ব, শব্দত্ব, গুরুত্বত্ব, দ্রবত্বত্ব, স্নেহত্ব, পরিমাণত্ব, সংখ্যাত্ব, পৃথক্ত্বত্ব, সংযোগত্ব, বিভাগত্ব, পরত্বত্ব, অপরত্বত্ব, সংস্কারত্ব, সুখত্ব, দুঃখত্ব, ইচ্ছাত্ব, দ্বেষত্ব, যত্নত্ব, ধর্মত্ব, (পুণ্যত্ব), অধর্মত্ব (পাপত্ব)[৪], জ্ঞানত্ব,[৫] উৎক্ষেপণত্ব, অবক্ষেপণত্ব, আকুঞ্চনত্ব, প্রসারণত্ব, গমনত্ব ইত্যাদি[৬]।

১. মনুষ্যত্ব গোত্ব ইত্যাদি অনেক জাতি স্বরূপতঃ প্রত্যক্ষসিদ্ধ অর্থাৎ কোন মনুষ্য বা গরুর সংস্থান বা আকৃতি দেখিলেই ঐ সমস্ত জাতির প্রত্যক্ষ হয়, এজন্য প্রাভাকর সম্প্রদায় বলেন—জাতি সংস্থানব্যঙ্গ্য, কিন্তু এমন অনেক জাতি স্বীকৃত হয় যাহা আকৃতি দ্বারা ব্যক্ত হয় না; উহারা কার্যকারণভাবের অনুরোধে স্বীকার্য। যেমন—দ্রব্যত্ব। সকল সংযোগই দ্রব্যের কার্য এবং সকল দ্রব্যই সংযোগের কারণ এজন্য সংযোগমাত্রে দ্রব্যের কার্যতা এবং দ্রব্যমাত্রে সংযোগের কারণতা স্বীকৃত হয়। এই কার্যতা ও কারণতার এক একটি অবচ্ছেদক (বিশেষক বা সীমানির্ধারক) ধর্ম আবশ্যক। তদনুসারে সংযোগত্ব কার্যতাবচ্ছেদক এবং দ্রব্যত্ব কারণতাবচ্ছেদক স্বীকৃত হয়। এইরূপে সমস্ত সংযোগে সংযোগত্ব এবং সমস্ত দ্রব্যে দ্রব্যত্ব স্বরূপতঃ সিদ্ধ হয়। পরে 'উহাকে নিত্য বলিয়া মানিলে কল্পনা লাঘব হয়' এইরূপ বিচার দ্বারা পর্যবসানে উহাতে নিত্যত্ব সিদ্ধ হওয়ায় নিত্যত্ব এবং অনেক-সমবেতত্বরূপ জাতিত্ব সিদ্ধ হয়। যে-সকল জাতি স্বরূপতঃ প্রত্যক্ষ তাহাতেও এই প্রকারে জাতিত্ব সাধন করিতে হয়।

উক্ত প্রকারে অবচ্ছেদক কল্পনার অনুরোধে স্বীকৃত হইলেও সকল ধর্মই জাতি নামে গণ্য হয় না। কারণ, ব্যক্তির অভেদ, তুল্যতা, সঙ্কর, অনবস্থা, রূপহানি এবং অসম্বন্ধ এই ছয়টী জাতিবাধক অর্থাৎ স্বীকৃত ধর্মের আশ্রয় যদি একটি মাত্র হয় (১) অথবা ঐরূপ ধর্মদ্বয় যদি সর্বাংশে তুল্য হয় (২) কিম্বা যদি সাঙ্কর্য (৩) অথবা অনবস্থা (৪) ঘটে, অথবা কল্পনীয় বস্তুর স্বরূপহানির সম্ভাবনা হয় (৫) অথবা সমবায় সম্বন্ধের যোগ না থাকে (৬) তবে বুঝিতে হইবে সেই সমস্ত ধর্ম জাতিলক্ষণের লক্ষ্য নহে।

২. ক্বচিৎ শক্যতাবচ্ছেদকরূপে স্বীকৃত ধর্মও জাতি বলিয়া গণ্য হয়; যথা গুণত্ব। গুণত্ব কোন কার্যতা বা কারণতার অবেচ্ছদক হয় না। রঘুনাথ শিরোমণির মতে গুণত্ব জাতি নহে।

৩. আশ্রয় দ্রব্য একটি মাত্র এজন্য আকাশত্ব, কালত্ব এবং দিক্ত্ব জাতি নহে। অনবস্থা দোষে সামান্যে কোন জাতি স্বীকৃত হয় না অর্থাৎ সামান্যত্ব জাতি নহে।

৪. ধর্ম ও অধর্ম উভয় সাধারণ অদৃষ্টত্ব জাতি নহে। কিন্তু অদৃষ্টত্ব মতান্তরে কারণতাবচ্ছেদক বলিয়া স্বীকৃত।

৫, অনুভবত্ব জ্ঞানত্বের অবান্তর ধর্ম। অনুভবত্ব জাতি ইহাই প্রসিদ্ধ মত। দীধিতিকারমতে অনুভবত্ব সাক্ষাৎকারিত্ব, উহা প্রত্যক্ষত্বের অবান্তর ধর্ম, তদ্ব্যতীত প্রত্যক্ষ অনুমিতি ইত্যাদির সাধারণ অনুভবত্ব জাতি নহে।

৬. উপরে দ্রব্যত্ব, গুণত্ব এবং কর্মত্বের সাক্ষাৎ ব্যাপ্য জাতি সকলই নির্দিষ্ট হইয়াছে। পৃথিবীত্ব গুণত্ব প্রভৃতি অনেক জাতিরই অবান্তর জাতি এবং তাহারও অবান্তর জাতি স্বীকৃত হয়। যেমন পৃথিবীত্বের ব্যাপ্য মনুষ্যত্ব, এবং মনুষ্যত্বের ব্যাপ্য ব্রাহ্মণত্ব ক্ষত্রিয়ত্ব ইত্যাদি। উহাদিগেরও অবান্তর ধর্ম রামত্ব কৃষ্ণত্ব ইত্যাদিও জাতি। একটি বিশেষ কথা এই যে দ্রব্যত্বের ব্যাপ্য কোন জাতি হইলে উহার ব্যাপ্যজাতি পরমাণুতে স্বীকৃত হয় না। যেমন—দ্রব্যত্বের

সমন্বয়। যাবতীয় দ্রব্যে সমুদায় গুণে এবং সকল কর্মে সমবায় সম্বন্ধে বিদ্যমান থাকায় এবং নিত্য বলিয়া সিদ্ধ হওয়ায় 'সত্তা'য় লক্ষণ সমন্বিত হইল।

নিত্য—সংযোগ, বিভাগ, ত্রিত্ব (সংখ্যা) প্রভৃতি অনেকসমবেত কিন্তু উহারা গুণ পদার্থ, সুতরাং লক্ষ্য নহে। ঐ সকলে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য "নিত্য" বলা আবশ্যক[১]।

সমবেত—অর্থাৎ সমবায়-সম্বন্ধে বৃত্তি। অতএব 'সমবেত' কথাটীর মধ্যে সমবায় ও বৃত্তি এই দুইটী অংশ আছে। যদি লক্ষণে কেবল "বৃত্তি"মাত্র বলা যায় তবে আকাশ আত্মা প্রভৃতি নিত্য দ্রব্যসকল আধেয় না হওয়ায় ঐগুলিতে অতিব্যাপ্তি দোষ হয় না কিন্তু অন্যোন্যাভাব এবং অত্যন্তাভাব নিত্য অথচ বহু বস্তুতে বৃত্তি হওয়ায় উহাতে অতিব্যাপ্তি ঘটে। এজন্য "সমবেত" ("সমবায় সম্বন্ধে বৃত্তি") বলিতে হয়। অভাব কখনও সমবায় সম্বন্ধে থাকে না। সুতরাং "সমবেত" বলিলে লক্ষণ নির্দোষ হয়।

অনেক—আত্মার মহত্ত্ব (পরিমাণ) তৈজস পরমাণুর রূপ ইত্যাদি অলক্ষ্য। নিত্য এবং সমবেত হওয়ায় ঐ সকলে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য 'অনেকে সমবেত'।

সামান্য দ্বিবিধ[২]—পর-(সামান্য) ও অপর (সামান্য)।

পর সামান্য—সত্তা (বা সত্ত্ব)

অপর সামান্য—দ্রব্যত্ব গুণত্ব কর্মত্ব প্রভৃতি যাবতীয় জাতি।

সত্তা—জাতি স্বীকারের যুক্তি অনুবৃত্তিপ্রত্যয় ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে[৩]। দ্রব্য সৎ, গুণ সৎ, কর্ম সৎ—এই প্রকারে দ্রব্য, গুণ ও কর্মে 'সৎ' এই অনুবৃত্তিপ্রত্যয় অনুভবসিদ্ধ এজন্য 'সত্তা' নামে একটি সামান্য ঐ তিন পদার্থে স্বীকৃত হয়[৪]। দ্রব্যত্ব গুণত্ব প্রভৃতি অন্যান্য যাবতীয় সামান্য অপেক্ষা ইহা (সত্তা) অধিক স্থানে থাকে এজন্য ইহা পর-সামান্য।

ব্যাপ্য জাতি পৃথিবীত্ব, উহার ব্যাপ্য জাতি দুগ্ধত্ব। স্থূল দুগ্ধ ভাগপরম্পরা দ্বারা পরমাণু পর্যন্ত পৌঁছিলে উহাতে আর দুগ্ধত্ব-জাতি স্বীকৃত হয় না অর্থাৎ পার্থিব পরমাণু দুগ্ধত্বজাতি বিশিষ্ট নহে। দ্রব্যত্বব্যাপ্য-ব্যাপ্যজাতি কচিৎ অবয়ব এবং অবয়বী উভয়ে স্বীকৃত হয়। যেমন—পুষ্পত্ব মৎস্যত্ব ইত্যাদি। ফুলের পাপড়ি এবং ফুল উভয়েই পুষ্পত্ব এবং মৎস্যের খণ্ডে এবং সম্পূর্ণ মৎস্যে মৎস্যত্ব জাতি স্বীকৃত হইয়াছে, কিন্তু ছিন্ন বৃক্ষশাখায় বৃক্ষত্ব অথবা ছিন্ন হস্তাদি অবয়বে মনুষ্যত্ব স্বীকৃত হয় না।

১. "নিত্য" বস্তুটীর মধ্যে অবিনাশিত্ব এবং অজন্যত্ব এই দুইটী অংশ আছে। জাতি লক্ষণে উহার যে-কোনটী বলিলেই দোষ বারণ হয়, সুতরাং তাহাই বলা উচিত। দুইটী অংশ বলা নিষ্প্রয়োজন, বলিলে ব্যর্থতা দোষও হয়। (নিত্য-লক্ষণ ১৪–১৬ পৃঃ দেখ) "নিত্য" শব্দের দ্বারা উক্ত প্রকারে দুইটী লক্ষণ সূচিত হইতেছে।

২. সপ্তপদার্থী গ্রন্থে বলা হইয়াছে—সামান্য ত্রিবিধ—উক্ত দুই প্রকার এবং পরাপর-সামান্য।

৩. অনুবৃত্তি প্রত্যয় ১০৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

৪. জাতি সৎ, বিশেষ সৎ, এবং সমবায় সৎ এইরূপ অনুভবও হয় সত্য এবং সত্ত্ব উহার বিষয়ও বটে তথাপি সত্তা সমবায়-সম্বন্ধে জাতি, বিশেষ এবং সমবায়ে স্বীকৃত হয় নাই। প্রাচীনেরা একার্থসমবায় সম্বন্ধের দ্বারা উক্তপ্রতীতি

দ্রব্যত্ব গুণত্ব ইত্যাদি অপর-সামান্যসমূহ সামান্য-বিশেষ (সামান্য অথচ বিশেষ) অর্থাৎ পৃথিবী দ্রব্য, জল দ্রব্য এইরূপে অনুবৃত্তিপ্রত্যয়ে হেতু বলিয়া উহাদিগের সামান্য সংজ্ঞা এবং দ্রব্য রূপ নহে, দ্রব্য রস নহে এইরূপে ব্যাবৃত্তিপ্রত্যয়ে হেতু এজন্য বিশেষ সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে[১]।

দ্রব্যত্ব কেবল নয় প্রকার দ্রব্যেই থাকে, গুণ অথবা কর্মে থাকে না। গুণত্ব চব্বিশ প্রকারে গুণেই থাকে, কোন দ্রব্যে বা কর্মে থাকে না এজন্য সত্তার তুলনায় ইহাদের স্থান অল্প হওয়ায় ইহারা অপর-সামান্য[২]।

বিশেষ

বিশেষ পঞ্চম ভাবপদার্থ। মহর্ষি কণাদপ্রণীত সূত্রসমূহ বৈশেষিকসূত্র ও বৈশেষিক দর্শন নামে প্রসিদ্ধ। 'বৈশেষিক'শব্দ 'বিশেষ'শব্দের উত্তর ষ্ণিক-প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন। সুতরাং

উপপাদন করিয়াছেন।

সত্ত্ব দর্শনশাস্ত্রের একটি বিশেষ আলোচ্য বস্তু। এমন কি ইহাকে (সত্ত্বকে) দর্শনশাস্ত্রের ভিত্তিও বলা যাইতে পারে। যাহা বর্তমান—বর্তমান কালের সহিত যাহার সম্বন্ধ আছে, সাধারণতঃ তাহাকেই 'সৎ' বলে। ঐ 'সৎ'বস্তুর ধর্ম-ই 'সত্ত্ব' বা সত্তা। অতএব সত্ত্ব বর্তমানকালের সম্বন্ধ ব্যতীত আর কিছুই নহে। অস্তিত্ব ইহার পর্যায় শব্দ। এই দৃষ্টিতে বিচার করিলে অভাবকেও "সৎ" বলিতে হয়। কিন্তু অনেকে অনুভব করেন—'সৎ' এবং 'ভাব' এই দুইটী পর্যায় শব্দ। যেমন—যাহা অভাব (অ-ভাব) অর্থাৎ ভাববিরোধী তাহা কিছুতেই ভাব হইতে পারে না সেইরূপ যাহা কিছুই নহে—কেবল (প্রতিযোগীর) নিষেধ ব্যতীত যাহার কোন স্বরূপ নাই তাহাকেই বা কিরূপে 'সৎ' বলা যায় ? সুতরাং সত্ত্ব ও ভাবত্ব একই বস্তু, অন্ততঃ সমনিয়ত ইহাতে সন্দেহ নাই। ভাবত্ব দ্রব্যাদি ছয় পদার্থের ধর্ম। রঘুনাথ শিরোমণির মতে উহাই সত্ত্ব, দ্রব্যাদি পদার্থত্রয়মাত্রে বর্তমান সত্ত্ব নামে অন্য কোনও জাতি তিনি স্বীকার করেন নাই। চরকের 'সর্বদা সর্ব-ভাবাণাং সামান্যং বৃদ্ধিকারণম্' এই উক্তির সহিত শিরোমণিমতের আপাত সামঞ্জস্য আলোচনাযোগ্য।

'বর্তমান কালের সম্বন্ধরূপ 'অস্তিত্ব'ই সত্ত্ব এইরূপ একটি মত পাওয়া যায়। সত্ত্ব প্রমাণগম্যতা ও প্রমাণ-সম্বন্ধযোগ্য বস্তুস্বরূপ ; সত্তা সম্বন্ধে এই প্রকার মতদ্বয় ন্যায়কন্দলী (১২পৃঃ) গ্রন্থে খণ্ডিত হইয়াছে। বৌদ্ধমতে সত্ত্ব অর্থক্রিয়াকারিত্ব। অদ্বৈতবেদান্তমতে উহা প্রকাশমানত্ব।

১. যাহা বিশেষ অর্থাৎ ব্যাবৃত্তি করে তাহা বিশেষ এইরূপ অর্থে 'বিশেষ' একটি যৌগিক শব্দ এবং উহা জাতি গুণ ইত্যাদি সকল ব্যাবর্তক বস্তুকেই বুঝায়। বৈশেষিকসম্মত ৫ম পদার্থ বুঝাইতে উহা পরিভাষা, কিন্তু তখনও উহার যৌগিকত্ব অব্যাহত আছে।

সত্তা স্বীয় আশ্রয়—দ্রব্য গুণ কর্মকে সামান্য, বিশেষ বা সমবায় হইতে ব্যাবৃত্ত করে না এজন্য উহা কেবল সামান্য, বিশেষ নহে। প্রশস্তপাদভাষ্য, ন্যায়কন্দলী ১১—১২ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

২. ৭৮ পৃঃ অপরত্ব গুণ দ্রষ্টব্য।

বিশেষ পদার্থের প্রথম আবিষ্কারই[১] কণাদপ্রণীত সূত্রসমূহের 'বৈশেষিক' নামে প্রসিদ্ধির মূল ইহা মনে হয় কিন্তু এ বিষয়ে অন্য কোন হৃদয়গ্রাহী প্রমাণ সুলভ নহে।

'বিশেষয়তি ইতরেভ্যো ব্যাবর্তয়তি ইতি বিশেষঃ' যাহা নিজের আশ্রয় দ্রব্যকে অন্য যাবতীয় পদার্থ হইতে ভিন্ন বলিয়া বুঝায় তাহা **বিশেষ**।

'গুণ, কর্ম এবং সামান্য[২] ইহারাও স্ব স্ব আশ্রয় দ্রব্যকে পৃথক্ করিয়া নির্দেশ করিতে সক্ষম এবং তদনুসারে যদিও উহাদিগকে 'বিশেষ সংজ্ঞা দেওয়া চলে[৩] তথাপি শাস্ত্রসম্মত এই বিশেষ পদার্থ ঐ সমুদায় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। কারণ, গুণ প্রভৃতি স্ব স্ব আশ্রয়ের ভেদক অর্থাৎ পৃথক্ করণের উপায় হইলেও উহাদিগের পরস্পর ভেদ সিদ্ধির জন্য অন্য বস্তুর অপেক্ষা করিতে হয় কিন্তু শাস্ত্রোক্ত এই বিশেষ পদার্থ স্বয়ং ব্যাবৃত্ত অর্থাৎ এক একটি বিশেষ যেমন স্বীয় আশ্রয়ের ভেদক সেইরূপ উহা অন্য বিশেষসমূহ হইতে নিজেরও স্বতন্ত্রতা রক্ষা করে, ঐজন্য অন্য কোন বস্তুর অপেক্ষা রাখে না। এক কথায় ইহা পরম বিশেষ—ইহার আর কোন বিশেষ নাই।

প্রত্যেক নিত্য দ্রব্যে[৪] এক একটি বিশেষ সমবায় সম্বন্ধে থাকে। ইহারা নিত্য, ব্যাপ্যবৃত্তি এবং একবৃত্তি বলিয়া স্বীকৃত। সুতরাং দ্রব্যাদি অন্য সকল পদার্থ হইতে ইহার বৈলক্ষণ্য অতিশয় স্পষ্ট। উৎপত্তিযোগ্য দ্রব্যসমূহ অনেক দ্রব্যে সমবেত এবং বিনাশী, অন্য দ্রব্যসমূহ অসমবেত কিন্তু বিশেষ একটিমাত্র দ্রব্যে সমবেত, অবিনাশী। গুণ সমস্ত দ্রব্যেই থাকে এবং কোন গুণ নিত্য, কোনটি বা অনিত্য, বিশেষ কেবল নিত্য কয়টি দ্রব্যে থাকে ও নিত্য। কর্মসকল একবৃত্তি ও অনিত্য; বিশেষ একবৃত্তি কিন্তু নিত্য। সামান্য অনেক পদার্থে সমবেত, বিশেষ একসমবেত[৫]।

বিশেষ পদার্থ অতীন্দ্রিয়—কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ইহার প্রত্যক্ষ হয় না, যুক্তি অনুসারেই ঐরূপ পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। এবিষয়ে প্রশস্তপাদভাষ্যের যুক্তি এইরূপ—

আকৃতি, গুণ, ক্রিয়া, অবয়ব এবং সংযোগ বশতঃ বস্তু সকলের বৈলক্ষণ্য জ্ঞানে প্রকাশ পায় ইহা অনুভবসিদ্ধ। যেমন—অশ্ব হইতে গরুর আকৃতিদ্বারা, কৃশব্যক্তি হইতে স্থূল ব্যক্তির

১. ন্যায়সূত্রে বিশেষ পদার্থ সম্বন্ধে স্পষ্ট আলোচনা পাওয়া যায় না। ন্যায়ভাষ্যে বিশেষ পদার্থের উল্লেখ দেখা যায়। চরক সংহিতায় দেখা যায়—সর্বদা সর্বভাবানাং সামান্যং বৃদ্ধিকারণং। হ্রাসহেতুর্বিশেষশ্চ প্রবৃত্তিরুভয়স্য তু॥ ইহাদের সংক্ষিপ্ত লক্ষণ—'সামান্যমেকত্বকরং বিশেষস্তু বিশেষকৃৎ"। ইহাতে বুঝা যায় নৈয়ায়িকসম্মত বিশেষ পদার্থ হইতে আয়ুর্বেদোক্ত বিশেষ পৃথক্।

২. নিত্য দ্রব্যের আশ্রয় প্রসিদ্ধ নহে। উৎপন্ন দ্রব্যের নামও এস্থলে উল্লেখ করা চলে।

৩. অপর সামান্য সমূহের 'সামান্য বিশেষ' সংজ্ঞা শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ—১০৯পৃঃ দেখ।

৪. নিত্যদ্রব্য—পৃথিবী, জল, তেজঃ এবং বায়ুর পরমাণু, আকাশ, কাল, দিক্, মনঃ ও আত্মা। কোন নব্য নৈয়ায়িক সম্প্রদায় আকাশে ও ঈশ্বরে বিশেষ-পদার্থ স্বীকার করেন না।—দিনকরী।

৫, বিশেষ পদার্থের যে-প্রকার স্বরূপ নির্ধারিত হইয়াছে তাহাতে বৌদ্ধসম্মত কুর্বদ্রূপত্বপদার্থের স্মরণ হয়।

অবয়ব দ্বারা, দণ্ডশূন্য ব্যক্তি হইতে দণ্ডবান্ ব্যক্তির (দণ্ড) সংযোগ দ্বারা বিলক্ষণ প্রতীতি হয়। পরমাণু, মুক্ত ব্যক্তিগণের আত্মা এবং মন ইহাদিগের আকৃতি গুণ ইত্যাদি একরূপ তথাপি ঐ সকল বিষয়ে যোগিগণের ভেদজ্ঞান হইয়া থাকে—অর্থাৎ তাঁহারা এই পরামাণু ঐ পরমাণু হইতে পৃথক্ ইত্যাদি প্রকারে ঐ সমুদায়কে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে চিনিয়া থাকেন। অতএব যোগিগণের এই প্রতীতি বৈলক্ষণ্যে আকৃতি প্রভৃতি কারণ নহে। সুতরাং ঐজন্য নূতন পদার্থ স্বীকার আবশ্যক, উহারই নাম **বিশেষ**।

এই বিষয়ে নব্য সম্প্রদায়ের উক্তি এই যে—কার্য এবং আধেয় বস্তুর ভেদ উহা-দিগের স্ব স্ব কারণ ও অধিকরণের ভেদবশতঃ সিদ্ধ হয়, কিন্তু যে বস্তুসকলের কারণ এবং অধিকরণ প্রসিদ্ধ নহে তাহাদের পরস্পর ভেদসিদ্ধির নিমিত্ত বিশেষ পদার্থ স্বীকার আবশ্যক।

এই প্রকার যুক্তি প্রদর্শিত হইলেও নৈয়ায়িক সম্প্রদায় বিশেষ-পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকারে একমত হইতে পারেন নাই।

মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য বলিয়াছেন—"স্বগুণাঃ পরমাণুনাং বিশেষাঃ পাকজাদয়ঃ" অর্থাৎ পাকজ রূপ রসাদি পরমাণুদিগের ভেদসাধক[১]।

কারণভূত অবয়ব দ্রব্য যদি কার্যের ভেদসাধক হইতে পারে তবে কার্যই বা কারণের ভেদসাধক হইতে পারিবে না কেন? তাহা হইলে পরমাণুগত রূপ রসাদি দ্বারাই উহাদিগের বিশেষের কার্য সিদ্ধ হইতে পারে। অধিকন্তু যাহা কার্য কিংবা কারণ নহে এইরূপ কোন বস্তুকে ভেদসাধক হেতুরূপে প্রয়োগ করিলে যদি ব্যভিচারাদি দোষ না ঘটে তবে সেইরূপ ধর্ম সকলের দ্বারাও বিশেষের কার্য নির্বাহ হইতে পারে। অতএব আকাশ, আত্মা, দিক্, কাল এবং মনের প্রত্যেকগত পরিমাণ কিংবা একত্ব সংখ্যাই উহাদিগের পরস্পর ব্যাবর্তক এইরূপ স্বীকার করা সঙ্গত। এই দৃষ্টিতে উক্ত কারিকাটীর বিচার করিলে মনে হয় বিশেষ নামে পঞ্চম পদার্থ স্বীকারের যুক্তি উদয়নাচার্যের মনঃপূত হয় নাই।

বিশেষ পদার্থের আশ্রয়গুলিকেই স্বতোব্যাবৃত্ত বলিলে কোনও ক্ষতি হয় না; অতএব তাহাই বলা সঙ্গত এই দৃষ্টিতে দীধিতিকার বিশেষের অস্তিত্ব খণ্ডন করিয়াছেন।

কোন নব্য সম্প্রদায় বিশেষ-পদার্থ মানিবার পক্ষে অন্যরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন—যদিও নিত্য পদার্থের কোন কারণ সম্ভবে না তথাপি উহাদিগের প্রযোজক কল্পনা করা আবশ্যক। নতুবা, 'কারণাভাবাৎ কার্যাভাবঃ' অর্থাৎ কার্যের অভাব কারণাভাবের প্রযোজ্য (কারণাভাব জন্য নহে, যেহেতু অত্যন্তাভাব নিত্য ইহাই সিদ্ধান্ত) এইরূপ সর্বসম্মত ব্যবহার অন্য প্রকারে উপপন্ন করা যায় না।

১. "অতএব বীজবিশেষস্যাপরমাণ্বন্তভঙ্গেঽপি পরমাণূনামবান্তরজাত্যভাবেঽপি প্রাচীনপাকজবিশেষাদেব বিশিষ্টাঃ পরমাণবঃ তং তং কার্যবিশেষমারভন্তে। যথাহি কলমবীজং যবাদেঃ নরবীজং বানরাদেঃ গোক্ষীরং মাহিষাদের্জাত্যা ব্যাবর্ত্ততে তথা তৎপরমাণবোঽপি মূলভূতাঃ পাকজৈরেব ব্যাবর্ত্তন্তে,' উদয়নাচার্যকৃত ব্যাখ্যা। কুসুমাঞ্জলি প্রথম স্তবক।

অন্যোন্যাভাব অর্থাৎ ভেদ নিত্য পদার্থ সুতরাং বিভিন্নক্ষেত্রে উহারও প্রযোজক স্বীকার করিতে হইবে।

গুণ, কর্ম এবং জাতিসকলের পারস্পরিক ভেদে উহাদিগের আশ্রয় বস্তুর ভেদ প্রয়োজক। অবয়বিদ্রব্যসমূহের পরস্পর ভেদেও উহার আশ্রয়ভূত অবয়বের ভেদ প্রযোজক হইতে পারে। কিন্তু যাহা চরম অবয়ব—কোনরূপেই যাহাকে অবয়বী বলা যায় না সেইরূপ বস্তুর (পরমাণুর) এবং আকাশ প্রভৃতি নিরবয়ব দ্রব্যের ও পরস্পর ভেদ আছে। উহাদের প্রয়োজক কে? কোন অবয়ব না থাকায় পূর্বোক্তরূপে এই সকল ভেদের প্রয়োজক কল্পনা সম্ভব নহে। এজন্য "বিশেষ" নামে একবিধ পৃথক্ পদার্থ স্বীকার করা প্রয়োজন।

লক্ষণ। যাহা স্বয়ং ব্যাবৃত্ত অর্থাৎ যাহাতে স্বভিন্ন স্বসজাতীয় যাবতীয় বস্তুর ভেদ সাধন করিতে হইলে উহা স্বয়ংই হেতুরূপে গণ্য হয়, (অন্য কোন পদার্থ হেতু হইতে পারে না) তাহা **বিশেষ**। অথবা যাহা জাতিমান্ অথবা জাতি স্বরূপ নহে অথচ সমবেত তাহা **বিশেষ** (স্বতো ব্যাবৃত্তো বিশেষঃ, স্বতোব্যাবৃত্তত্বঞ্চ স্বভিন্নলিঙ্গজন্য-স্ববিশেষ্যকস্বসজাতীয় স্বেতরভেদানুমিত্যবিষয়ত্বং, অথবা জাতি-জাতিমদ্ভিন্নত্বে সতি সমবেতত্বং)।

লক্ষ্য ও সমন্বয়। স্পষ্ট।

বিশেষত্ব জাতি নহে। বিশেষে জাতি স্বীকার করিলে উহার স্বরূপ হানি হয় অর্থাৎ স্বতোব্যাবৃত্তত্ব থাকে না। ফলতঃ বিশেষ স্বীকার নিরর্থক হইয়া পড়ে।

বিশেষের কোন বিভাগ নাই।

সমবায়

সমবায় একটী সম্বন্ধবিশেষ। 'সম্বন্ধ'শব্দটী এতই লোক-প্রসিদ্ধ যে উহার পরিবর্তে অন্য শব্দ প্রয়োগ করিলে যাহা বুঝাইতে হইবে হয়ত তাহা দুর্বোধ হইয়া পড়িবে। অতএব বুঝাইবার অন্য পদ্ধতি অনুসরণ করা আবশ্যক।

'সম্বন্ধ'কথাটী বিবাহ ব্যাপারে লোকে অধিক প্রয়োগ করে। বিবাহে একটী কন্যা ও একটী পুরুষের মিলন হয়। ফলে কন্যাতে পুরুষের ভার্যাত্ব-সম্বন্ধ এবং পুরুষে কন্যার পতিত্ব-সম্বন্ধ হয়। এই প্রকারে উভয়সম্পর্ক সাধারণতঃ সকল সম্বন্ধেরই স্বভাব। সম্পর্ক উভয়ের, এই দৃষ্টিতে কন্যা এবং পুরুষের তুল্যতা আছে সত্য. কিন্তু এমন বৈষম্যও আছে যাহার ফলে কন্যাটীকে পতি বা পতিত্ব সম্বন্ধযুক্ত অথবা পুরুষটীকে ভার্যা বা ভার্যাত্ব-সম্বন্ধবিশিষ্ট বলা হয় না। ব্যবহারের এই বৈষম্যে স্থির হয় যে, উভয়ের মধ্যে একটী পদার্থ সম্বন্ধের প্রতিযোগী এবং অপরটী অনুযোগী। সম্বন্ধ অবলম্বন করিয়া যেখানে ব্যবহার হয় তাহা অনুযোগী এবং অপরটী প্রতিযোগী। যেমন—উক্তস্থলে ভার্যাত্ব-সম্বন্ধের অনুযোগী কন্যা ও প্রতিযোগী পুরুষ; পতিত্ব-সম্বন্ধের অনুযোগী পুরুষ এবং প্রতিযোগী কন্যা।

উল্লিখিত পদার্থসমূহের মধ্যে সংযোগও (১২শ গুণ) একটি সম্বন্ধ। কলসের সহিত জলের এবং টেবিলের সহিত পুস্তকের সম্বন্ধ সংযোগ। এই দুই স্থলে কলস ও টেবিল সংযোগের অনুযোগী এবং জল ও পুস্তক উহার প্রতিযোগী। তদনুসারে 'কলস জলবান্' এবং 'টেবিল পুস্তকবান্' এই প্রকার ব্যবহার হয়। এই সমস্ত বিভিন্ন স্থলের সংযোগ সম্বন্ধও পৃথক্। সমবায় সম্বন্ধ কিন্তু একটিমাত্র, প্রতিযোগী নানা হইলেও উহা বস্তুতঃ পৃথক্ নহে[১]। সমবায়ের প্রতিযোগীকে সমবেত এবং অনুযোগীকে সমবায়ী বলে। দ্রব্য প্রভৃতি পাঁচটী পদার্থ সমবায়সম্বন্ধবিশিষ্ট অর্থাৎ সমবায়ের প্রতিযোগী কিংবা অনুযোগী হয়। তন্মধ্যে নিত্য দ্রব্যগুলি 'সমবায়ী' হয় কিন্তু সমবেত হয় না। জাতি ও বিশেষ 'সমবেত'ই হয়, সমবায়ী হইতে পারে না। উৎপন্ন দ্রব্যসকল এবং গুণ ও কর্মসমূহ সমবেত এবং সমবায়ী উভয় প্রকারই হইয়া থাকে[২]।

অবয়বী দ্রব্যসকল স্ব স্ব অবয়ব গুলিতে, গুণ ও কর্ম দ্রব্যে, জাতিসকল (যথা সম্ভব)

১. টেবিলের উপরে পুস্তক রাখিলে এবং কলস জলে পূর্ণ করিলে উহাদিগের সংযোগ স্পষ্ট দেখা যায়। শরীরে অস্থিগুলির পরস্পর সংযোগও শবব্যবচ্ছেদে প্রত্যক্ষ হয়। হস্ত পাদ প্রভৃতি দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকলও পরস্পর সংযুক্ত' কিন্তু পরস্পর সংযুক্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিই শরীর নহে, পরন্তু শরীর উহাদিগের উক্ত প্রকার সংযোগের ফলে উৎপন্ন আর একটি স্বতন্ত্র বস্তু। ন্যায়মতে অবয়ব ও অবয়বী পৃথক্ বস্তু। অবয়বীর স্বতন্ত্র সত্তা বা পৃথক্ অস্তিত্ব মতান্তর খণ্ডন পূর্বক নৈয়ায়িকেরা এমন যুক্তিবলে সমর্থন করিয়াছেন যাহাতে উহা হৃদয়ঙ্গম হয়। সত্য বটে, অবয়বগুলির পরস্পর সম্বন্ধ সংযোগ, কিন্তু ঐরূপে সংযুক্ত অবয়বগুলির সহিত অবয়বীর সম্বন্ধ কি হইবে? এইরূপে দুগ্ধাদির সহিত উহার ধবলতা-বর্ণ (গুণ), বৃক্ষ শাখাদির সহিত উহার কম্পন (ক্রিয়া) এবং জাতিমানের সহিত জাতির সম্বন্ধ কি তাহাও বলা প্রয়োজন। টেবিল এবং পুস্তকের যে সম্বন্ধ (সংযোগ) উহা হইতে এই সকল স্থলের সম্বন্ধ যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন তাহা একটু প্রণিধান করিলেই বুঝা যায়। নৈয়ায়িকেরা বলেন এই সম্বন্ধেরই নাম 'সমবায়।' সমবায়সম্বন্ধের সম্বন্ধী দুইটিকে (প্রতিযোগী—সমবেত, ও অনুযোগী—সমবায়ীকে) অযুতসিদ্ধ বলা হয়। সংযোগ-সম্বন্ধের প্রতিযোগী ও অনুযোগী (পুস্তক ও টেবিল) যুতসিদ্ধ অর্থাৎ পৃথক্‌ভাবে সিদ্ধ; কিন্তু সমবেত পদার্থের সমবায়ী হইতে পৃথক্‌ভাবে অবস্থান সম্ভব হয় না এজন্য উহারা অযুতসিদ্ধ। আচার্য শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয়পাদের ভাষ্যে 'অযুতসিদ্ধ'পদার্থ বিচার পূর্বক সমবায়ের অস্তিত্ব খণ্ডন করিয়াছেন। তথাপি তিনিও সংযোগ অপেক্ষা ঐসমুদায় স্থলের সম্বন্ধ-গত বৈলক্ষণ্য অনুভব করিয়াছিলেন। বেদান্তমতে ঐ সম্বন্ধকে 'তাদাত্ম্য' বলা হয়। নৈয়ায়িকসম্মত তাদাত্ম্যের স্থলে বেদান্তমতে কোন সম্বন্ধই স্বীকৃত হয় না।

সংযোগ হইতে সমবায়ের শাস্ত্র সম্মত আর একটি বৈলক্ষণ্য এই যে সংযোগ স্বয়ং সমবেত অর্থাৎ দ্রব্যে সংযোগের আধেয়তা নির্বাহক সম্বন্ধ সমবায়, কিন্তু সমবায়ী বস্তুতে থাকিবার জন্য সমবায় অপর কোন সম্বন্ধের অপেক্ষা রাখে না। উহা স্বরূপ (অর্থাৎ সমবায় হইতে যাহা ভিন্ন নহে এরূপ) সম্বন্ধে থাকে। ফলতঃ শাস্ত্রীয় ব্যবহারে কোথায়ও সম্বন্ধের সম্বন্ধ বিষয়ে আলোচনা হইলে সংযোগ স্থলে সমবায়ের ন্যায় সমবায়ের স্থলে কোনও সম্বন্ধ উল্লিখিত হইবে না। অধিকন্তু সংযোগ প্রভৃতির সম্বন্ধতা (সংসর্গতা) যেরূপ সংযোগত্বাদি ধর্মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয় সেইরূপ সমবায়ের সংসর্গতা সমবায়ত্ব-ধর্মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয় না। কোনও ধর্মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন না হওয়ায় ঐ সংসর্গতা নিরবচ্ছিন্ন থাকে।

দ্রব্যের সমবায়, রূপের সমবায় ইত্যাদি প্রকারে সমবায়েরও পৃথক্‌ভাবে উল্লেখ হয় সত্য, কিন্তু উহা কালের (ষষ্ঠ দ্রব্য) রাত্রি দিনাদি ব্যবহারের ন্যায় ঔপাধিক ভেদ মাত্র। রঘুনাথ শিরোমণি সমবায়ের নানাত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

২. ৫৬-৫৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

দ্রব্য, গুণ ও কর্মে এবং বিশেষগুলি নিত্যদ্রব্যে সমবেত হয়। সমবায় নিত্য[১]। সমবায়ী ও উহাতে সমবেত বস্তু প্রত্যক্ষযোগ্য হইলে উহাদিগের সমবায়ের প্রত্যক্ষ হয়[২]।

লক্ষণ। যে সম্বন্ধ নিত্য তাহাই **সমবায়**। (নিত্যসম্বন্ধঃ সমবায়ঃ)।

লক্ষ্য ও সমন্বয়। স্পষ্ট।

সংযোগ সম্বন্ধ কিন্তু নিত্য নহে; আত্মা আকাশ প্রভৃতি নিত্য কিন্তু সম্বন্ধ নহে। অতএব "নিত্য"পদের দ্বারা সংযোগে এবং 'সম্বন্ধ' পদের দ্বারা আকাশাদিতে অতিব্যাপ্তি দোষ বারিত হইল। একত্ব নিবন্ধন সমবায়ের কোনও বিভাগ নাই।

নব্যন্যায়ে যে সকল সম্বন্ধের নাম পাওয়া যায় তাহাদের মধ্যে কয়েকটি পরে উল্লিখিত হইবে। উহাদিগের মধ্যে বৃত্তিনিয়ামক ও বৃত্ত্যনিয়ামক এইরূপে শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে। এই শ্রেণীবিভাগের মূলে যে সূক্ষ্ম অনুভব রহিয়াছে একটি দৃষ্টান্ত লইলে উহা পরিষ্কাররূপে বুঝা যায়।

পর্বত এবং আকাশ উভয়ের সহিতই বৃক্ষের সংযোগ সম্বন্ধ হয়; কিন্তু ঐ সংযোগের ব্যবহারে বৈষম্য আছে। "পর্বত বৃক্ষবান্" বা "পর্বতে বৃক্ষ আছে" এইরূপ ব্যবহার সর্বসম্মত; কিন্তু 'বৃক্ষে আকাশ রহিয়াছে' কিংবা 'বৃক্ষ আকাশবান্' এই প্রকার ব্যবহার কেহ করে না। 'আকাশ বৃক্ষবান্' বা 'বৃক্ষটি আকাশে আছে' এই প্রকার শব্দ প্রয়োগ করিলে বক্তা উপহাসাস্পদ হয়।

সম্বন্ধ একজাতীয় হইলেও বিভিন্নক্ষেত্রে জ্ঞানের এই বৈষম্য দ্বারা স্থির হয় যে প্রথম স্থলের সম্বন্ধ (সংযোগ) প্রতিযোগী এবং অনুযোগী উভয়ের আধার-আধেয়ভাব নির্বাহ করে এবং দ্বিতীয়স্থলে তাহা করে না; এজন্য প্রথম ক্ষেত্রে সম্বন্ধ (সংযোগ) বৃত্তিনিয়ামক এবং দ্বিতীয় স্থলে উহা বৃত্ত্যনিয়ামক[৩]।

সংযোগ-সম্বন্ধ বৃত্তিনিয়ামক এবং বৃত্ত্যনিয়ামক উভয় প্রকারই হইতে পারে কিন্তু

১. মতান্তরে সমবায় অনিত্য।

২. বৈশেষিকমতে সমবায় অবৃত্তি—অর্থাৎ কুত্রাপি উহা আধেয় হয় না; এজন্য লৌকিক সন্নিকর্ষ অসম্ভব হওয়ায় উহার প্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু ন্যায়মতে সমবায় দ্রব্য, গুণ এবং কর্মে বৃত্তি অর্থাৎ আধেয় হয় বটে; তবে ঐ আধেয়তানির্বাহক সম্বন্ধ স্বরূপ বা বিশেষণতা, অর্থাৎ উহা সমবায়স্বরূপ হইলেও সম্বন্ধরূপে কিছু ভিন্ন। এজন্য সংযুক্ত-বিশেষণতা ইত্যাদি সম্বন্ধে উহার প্রত্যক্ষ সম্ভবে। ভাষাপরিচ্ছেদ ৬১ তম কারিকা দ্রষ্টব্য।

৩. বিশেষ বিশেষ সংযোগ আধার-আধেয়ভাব নির্বাহ করে না ইহা শাস্ত্রসম্মত। মার্কণ্ডেয়পুরাণের দেবীমাহাত্ম্যে শুম্ভবধ অধ্যায়ে—

উৎপত্য চ প্রগৃহ্যোচ্চৈর্দেবীং গগনমাস্থিতঃ। তত্রাপি সা নিরাধারা যুযুধে তেন চণ্ডিকা॥

এই শ্লোকে আকাশ-সংযোগের বৃত্ত্যনিয়ামকত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

অন্যান্য সম্বন্ধ সাধারণতঃ বৃত্তিনিয়ামক অথবা বৃত্ত্যনিয়ামক একপ্রকারই স্বীকৃত হয়। নিম্নে কতিপয় প্রসিদ্ধ সম্বন্ধের প্রতিযোগী, অনুযোগী ও প্রকারভেদ উল্লিখিত হইল—

সম্বন্ধ	প্রতিযোগী	অনুযোগী	প্রকার
সমবায়	উৎপত্তিযোগ্য দ্রব্যসমূহ	অবয়ব দ্রব্য	বৃত্তিনিয়ামক
,,	গুণ ও কর্ম	দ্রব্য	,,
,,	জাতি	দ্রব্য, গুণ, কর্ম	,,
,,	বিশেষ	নিত্যদ্রব্য	,,
একার্থ সমবায়[১]	উৎপন্ন দ্রব্য, গুণ, কর্ম জাতি, বিশেষ, সমবায়	উৎপন্ন দ্রব্য গুণ, কর্ম, জাতি বিশেষ সমবায়	,,
সংযোগ	দ্রব্য	দ্রব্য	ক্বচিৎ বৃত্তিনিয়ামক ও ক্বচিৎ বৃত্ত্যনিয়ামক
স্বরূপ	দ্রব্য, গুণ কর্ম সামান্য ও বিশেষ ব্যতীত যাবতীয় পদার্থ	পদার্থমাত্র	বৃত্তিনিয়ামক
কালিক বা কালিকবিশেষণতা	নিত্য দ্রব্য[২] ব্যতীত যাবতীয় পদার্থ	কাল (৭ম দ্রব্য) ক্রিয়া[৩]	বৃত্তিনিয়ামক
দৈশিক বা দিক্-কৃত বিশেষণতা	,,	দিক্ (৬ষ্ঠ দ্রব্য)	,,
বিষয়িতা	যাবতীয় পদার্থ	জ্ঞান[৪]	বৃত্ত্যনিয়ামক
বিষয়তা	জ্ঞান	যাবতীয় পদার্থ	,,

---

১ সমবায়-সম্বন্ধ ঘটিত সামাধিকরণ্যই একার্থসমবায় সম্বন্ধ। যে দুইটি বস্তু কোন এক অধিকরণে সমবায় সম্বন্ধে অবস্থান করে তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ—একার্থসমবায়। যেমন—সূত্রের রূপ (বর্ণ) ও বস্ত্র উভয়ে সমবায় সম্বন্ধে সূত্রে থাকে এজন্য উহাদের পরস্পর সম্বন্ধ—একার্থসমবায়।

২. নিত্যদ্রব্য—আকাশ ইত্যাদিও কালিক-সম্বন্ধের প্রতিযোগী হইতে পারে এইরূপ মতান্তর সিদ্ধান্তলক্ষণ-দীধিতির শেষে উল্লিখিত হইয়াছে।

৩. জন্য পদার্থ মাত্রই কালিকসম্বন্ধের অনুযোগী হইতে পারে ইহাও প্রসিদ্ধ মতান্তর। বিশেষ এই যে যে বস্তুদ্বয় সমসাময়িক (contemporary) অর্থাৎ কোনও এক সময়ে বিদ্যমান, কালিক সম্বন্ধে আধার-আধেয়ভাব উহাদিগেরই পক্ষে স্বীকৃত, বিভিন্নকালবর্তী পদার্থসকলের কালিক সম্বন্ধে ও আধারআধেয়ভাব স্বীকৃত হয় না।

৪. ইচ্ছা, যত্ন এবং দ্বেষ ইহারাও স্ব স্ব বিষয়ের বিষয়িতা সম্বন্ধের অনুযোগী হইতে পারে। কেবল প্রসিদ্ধি বশতঃই জ্ঞানের নাম উল্লিখিত হইয়াছে।

উল্লিখিত সম্বন্ধ অনুসারে প্রতিযোগী ও অনুযোগীর ব্যবহারের কতিপয় উদাহরণ—সমবায়—সূত্র-পটবান্, কপাল ঘটবান্; ঘট রূপবান্ বৃক্ষ, স্পন্দনবান্; ঘট দ্রব্যত্ববান্, রূপ গুণত্ববান্, স্পন্দন জাতিমান্; আকাশ বিশেষবান্।

একার্থ সমবায়—জাতি সৎ (সত্তাবান্) ইত্যাদি।

স্বরূপ—ঘট প্রতিযোগিতাবান্, ঘটত্ব অবচ্ছেদকতাবান্।

কালিক—এখন (ইদানীং) আকাশ শব্দবান্ ইত্যাদি।

এতদ্ব্যতীত 'তাদাত্ম্য' নামে যে অন্য একটি সম্বন্ধের প্রচুর ব্যবহার দৃষ্ট হয় তাহার বিশেষ বৈলক্ষণ্য এই যে—উহার প্রতিযোগী ও অনুযোগী বিভিন্ন বস্তু নহে অর্থাৎ কোন বস্তুর নিজের সহিত যে সম্বন্ধ তাহাই তাদাত্ম্য। যেমন—আকাশের সহিত আকাশের সম্বন্ধ তাদাত্ম্য, ঘটের সহিত ঘটের সম্বন্ধ তাদাত্ম্য[১]।

১. অন্য কোনও সম্বন্ধের প্রতিযোগী এবং অনুযোগী একই বস্তু হইতে পারে না। তাদাত্ম্যের এই বৈলক্ষণ্য থাকায় সম্প্রদায় বিশেষের মতে উহা সম্বন্ধ নামে গণ্য হইবার অযোগ্য। সম্বন্ধরূপে গণ্য হইলেও উহা বৃত্তি-নিয়ামক নহে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

অভাব

ভাব কি তাহা বলা হইয়াছে। এখন দ্বিতীয় পদার্থ[1] **অভাব** নিরূপিত হইবে।

অভাব-শব্দটি ভাব-শব্দের সহিত নঞ্‌-পদের সমাস দ্বারা নিষ্পন্ন—নঞ্‌ (অ)+ভাব—অভাব। নঞ্‌-পদের অন্যতম প্রসিদ্ধ অর্থ[2] ভেদ এবং বিরোধ। তদনুসারে যদি উহার (নঞ্‌-পদের) 'ভিন্ন' এবং 'বিরুদ্ধ' এইরূপ অর্থ গ্রহণ করা যায় তাহা হইলে অভাব-কথাটির ব্যাখ্যা হয়—যাহা ভাব হইতে ভিন্ন তাহা **অভাব**, অথবা যাহা ভাবের বিরুদ্ধ তাহা **অভাব**।

মতবিশেষে ভাব-পদার্থ হইতে অভাব স্বতন্ত্র কোন পদার্থ নহে কিন্তু বিভিন্ন ভাব পদার্থ সমূহই অবস্থা বিশেষে অন্য ভাব-বস্তুর অভাব রূপে প্রতীত হয়[3]। যাহা হউক্, ভাবের সহিত অভাবের বিরোধিতা অনুভবসিদ্ধ; এজন্য বলা যায় যে—যে ভাব যাহার বিরোধী তাহাই (ঐ ভাবের) **অভাব**। যেমন—(শূন্য) কলসে জলাভাব। এই অভাবের বিরোধী 'জল'রূপ ভাব। কারণ, কলস জলপূর্ণ থাকিলে উহাতে ('জল নাই' এইরূপে) জলাভাব প্রতীত হয় না।

অসামানাধিকরণ্য অর্থাৎ একত্র থাকিতে না পারাই বিরোধ। ইহা পারস্পরিক বা উভয়গত ধর্ম। সুতরাং জলে যদি জলাভাবের বিরোধ থাকে তবে জলাভাবেও জলের বিরোধ থাকিবেই। ফলে, যেমন জল জলাভাবের বিরোধী বা প্রতিযোগী সেইরূপ জলাভাবও জলের (অর্থাৎ জলাভাবাভাবের) বিরোধী বা প্রতিযোগী। এই দৃষ্টিতে বিচার করিলে বুঝা যায়—জ্ঞানগত বিরোধের উপপাদনই পৃথক্ অভাবপদার্থ স্বীকারের মূল। যদি তাহাই হয় তবে জল এবং জলাভাব এই উভয় পদার্থ স্বীকারই যথেষ্ট, ঐ জন্য জলাভাবেরও স্বতন্ত্ররূপে অভাব স্বীকার নিষ্প্রয়োজন। ফলে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে—অভাবের অভাব প্রতিযোগি-স্বরূপ[4]। যেমন—জলাভাবের অভাব (জলাভাবাভাব) 'জল' স্বরূপ।

১, ভাষাপরিচ্ছেদে বর্ণিত বিভাগ অনুসারে ইহা সপ্তম পদার্থ। "সপ্তম পদার্থ"—এইভাবে অভাবের উল্লেখ অনেক গ্রন্থে পাওয়া যায়।

২. তৎসাদৃশ্যমভাবশ্চ তদন্যত্বং তদল্পতা। অপ্রাশস্ত্যং বিরোধশ্চ নঞর্থাঃ ষট্ প্রকীর্তিতাঃ॥

৩, ভাবান্তরমভাবো হি কয়াচিত্ত ব্যপেক্ষয়া—১২ পৃঃ টিপ্পনী দ্রষ্টব্য। আচার্য কুমারিল ভট্ট নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের মত অভাব পদার্থ স্বতন্ত্ররূপে মানিয়াছেন। জল অগ্নির বিরোধী কিন্তু অগ্নির অভাবই জল নহে। যদি ঐরূপ স্বীকার করা যায় তবে যেখানে জল নাই সেস্থানে অগ্নির অভাব প্রতীত হইতে পারিত না। জলযুক্ত স্থানে অগ্নির অভাব জলস্বরূপ অন্যত্র যথাসম্ভব অন্য বস্তুস্বরূপ ইহা স্বীকার অপেক্ষা ভাব পদার্থ হইতে পৃথক অভাব স্বীকারই যুক্তিসঙ্গত।

৪. 'অভাববিরহাত্মত্বং বস্তুনঃ প্রতিযোগিতা' কুসুমাঞ্জলি।

অভাবের অভাব প্রতিযোগিস্বরূপ নহে, উহাও অভাব বিশেষ এইরূপ মতান্তরও নানা গ্রন্থে পাওয়া যায়।

যে-ভাব যে-অভাবের বিরোধী সেই ভাবই[১] ঐ অভাবের **প্রতিযোগী**। যেমন জলাভাবের প্রতিযোগী জল, ঘটাভাবের প্রতিযোগী ঘট ইত্যাদি।

অভাব পদার্থ এই প্রকারে নিয়মিতরূপে প্রতিযোগীর দ্বারা বিশেষিত হয় বলিয়াই প্রাচীনেরা বলিয়াছেন 'অভাব ভাবপরতন্ত্র'। কারণ, প্রতিযোগী ভাব পদার্থের জ্ঞান ব্যতীত অভাবের স্বরূপ বুঝা যায় না। কিন্তু প্রতিযোগী পদার্থ পরিচিত হইলেই যেখানে উহা থাকে তদ্ভিন্ন অন্য স্থানে উহার অভাব জ্ঞানের বিষয় হয়। ফলে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে—অভাব জ্ঞানে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবিশিষ্ট প্রতিযোগীর জ্ঞান কারণ। অতএব প্রতিযোগিতা অবচ্ছেদক ইত্যাদির স্বরূপ বুঝা আবশ্যক।

প্রতিযোগিতা ও প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম

প্রতিযোগীর ধর্ম—প্রতিযোগিতা[২]।

প্রতিযোগিতা, অবচ্ছেদকতা, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ ইত্যাদি শব্দ নব্যন্যায়ে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই সকল পারিভাষিক শব্দ ব্যতীত অভাব সমূহের পরস্পর বিভিন্নতা স্পষ্টরূপে বুঝা সম্ভব নহে। অভাব সমুদায়ের পরস্পর পার্থক্য বুঝিতে না পারিলে অভাব বিষয়ে জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। অভাব জ্ঞানের পরিপূর্ণতা ব্যতীত নব্যন্যায়শাস্ত্রে প্রবেশ করা অসম্ভব। অতএব ঐ সমস্ত বিষয়ের বিশেষ আলোচনা প্রয়োজন।

পারিভাষিক শব্দের অর্থ সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে প্রথমতঃ পরিভাষা সৃষ্টির প্রয়োজন অনুসন্ধান করা আবশ্যক। কোন উদাহরণের সাহায্য ব্যতীত ঐ প্রয়োজন ব্যক্ত করা সম্ভব নহে। এজন্য (১) দ্রব্যাভাব (২) নীলঘটাভাব এবং (৩) ঘটাভাব এই তিনটি অভাব এস্থলে উদাহরণ স্বরূপে গৃহীত হইতেছে।

১ম—দ্রব্যাভাব—ইহার প্রতিযোগী যাবতীয় দ্রব্য; সুতরাং অন্ন বস্ত্র টেবিল চেয়ার প্রভৃতি অন্য সমস্ত দ্রব্যের ন্যায় যাবতীয় ঘটেও ইহার প্রতিযোগিতা স্বীকার্য্য। কারণ, অন্ন বস্ত্র প্রভৃতি কোন একটি দ্রব্য যেখানে বিদ্যমান, সেইস্থানে যেমন "দ্রব্য নাই" (অত্র দ্রব্যং নাস্তি) এই প্রকারে দ্রব্যাভাব প্রতীত হয় না তদ্রূপ একটি ঘট থাকিলেও ঐ স্থানে দ্রব্যাভাব প্রতীত

১. গগনকুসুম শশশৃঙ্গ ইত্যাদি অলীক বিষয় অভাবের প্রতিযোগী হয় না ইহা বুঝাইবার জন্য 'ভাব' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ফলে, শশশৃঙ্গাভাব, গগন-কুসুমাভাব ইত্যাদি অভাবের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই। নাস্তিক, বৌদ্ধ, কুমারিল ভট্ট এবং মাধ্ব সম্প্রদায় মতে অলীকও অভাবের প্রতিযোগী হইতে পারে। সুতরাং ঐ সকল মতে শশশৃঙ্গাভাব ইত্যাদিও স্বীকৃত। বঙ্গীয় মহাকোষে 'অত্যন্তাভাব' শব্দ দ্রষ্টব্য। মতবিশেষে শশশৃঙ্গাভাব প্রভৃতিই অত্যন্তাভাবের উদাহরণ। ইহা অত্যন্তাভাব নিরূপণে ব্যক্ত হইবে।

২. প্রতিযোগিতা অবচ্ছেদকতা ইত্যাদি পারিভাষিক পদার্থসকল প্রতিযোগী ঘট প্রভৃতি বস্তুতেই থাকে তথাপি উহারা ঘটত্ব বা ঘটের রূপ রসাদি স্বরূপ নহে। একই পদার্থে এই প্রকার নানা পদার্থ স্বীকার নব্যন্যায়শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়।

হয় না। অতএব মানিতে হইল—দ্রব্যাভাবের প্রতিযোগী ঘটও বটে। তবে ঘট ব্যতীত ইহার (দ্রব্যাভাবের) আরও অনেক প্রতিযোগী আছে, সত্য।

২য়—নীলঘটাভাব—ইহার প্রতিযোগী কেবল নীলবর্ণ ঘটসমূহ। কারণ, একটিমাত্র নীলবর্ণ ঘট থাকিলে সেই স্থানে নীলঘট নাই (অত্র নীলঘটো নাস্তি) এই প্রকারে নীলঘটাভাবের জ্ঞান হয় না, কিন্তু দ্রব্যাভাবের ন্যায় অন্ন বস্ত্র ইত্যাদি অন্যান্য দ্রব্য ইহার (নীলঘটাভাবের) প্রতিযোগী নহে; এমন কি রক্তবর্ণ বা শ্বেতবর্ণ ঘটও ইহার প্রতিযোগী নহে। তথাপি এই নীলঘটাভাবেরও প্রতিযোগী ঘটই বটে।

৩য়—ঘটাভাব—ইহার প্রতিযোগী যাবতীয় ঘট। সুতরাং শ্বেত রক্ত নীল ভগ্ন বক্র অতীত অনাগত বর্তমান সমস্ত ঘটেই এই অভাবের ('ঘটো নাস্তি' এই প্রকার ঘটাভাবের) প্রতিযোগিতা স্বীকার্য, কিন্তু ঘট ব্যতীত চেয়ার টেবিল অন্ন বস্ত্র প্রভৃতি অন্য কোন বস্তুই ইহার প্রতিযোগী নহে। কারণ, উল্লিখিত প্রকারের কোন একটি ঘট থাকিলে সেই স্থানে "ঘট নাই" (অত্র ঘটো নাস্তি) এই প্রকারে ঘটাভাব প্রতীত হয় না কিন্তু অন্যান্য দ্রব্য থাকিলেও যেস্থান একেবারেই ঘটশূন্য সেই খানেই "ঘট নাই" এইরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে।

অতএব দেখা যাইতেছে—উল্লিখিত তিনটি অভাবেরই প্রতিযোগী ঘট তথাপি ইহাদের পরস্পর ভেদ আছে। এই ভেদ কিরূপে সম্ভবে তাহা চিন্তা করিলে বুঝা যায়—প্রথম অভাবের (দ্রব্যাভাবের) প্রতিযোগিতা প্রত্যেকতঃ সমস্ত দ্রব্যে আছে কিন্তু গুণ কর্ম ইত্যাদি অন্য কোন পদার্থে উহা নাই।

২য় অভাবের (নীলঘটাভাবের) প্রতিযোগিতা নীলবর্ণ প্রত্যেক ঘটে বিদ্যমান, উহা রক্ত ঘটেও নাই।

৩য়—অভাবের (ঘটো নাস্তি—এইরূপ ঘটাভাবের) প্রতিযোগিতা কেবল প্রত্যেকতঃ ঘটসমূহে সীমাবদ্ধ—ঐ প্রতিযোগিতা কোন ঘটে বাদ পড়ে নাই আবার উহা ঘট ভিন্ন অন্য কুত্রাপি নাই।

এক্ষণে এই তিনটি প্রতিযোগিতাকে যদি স্বতন্ত্রভাবে নির্দেশ করিতে হয় তবে ইহাদের সীমা নির্ধারণই প্রশস্ত পথ। তদনুসারে ১ম অভাবের (দ্রব্যাভাবের) প্রতিযোগিতার সীমানির্দেশক বা অবচ্ছেদক (কিংবা বিশেষক) হইল দ্রব্যত্ব-ধর্ম, ২য় অভাবের (নীলঘটাভাবের) প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হইল নীলঘটত্ব এবং ৩য় অভাবের (ঘটাভাবের) প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হইল ঘটত্ব। আর দ্রব্যত্ব, নীলঘটত্ব এবং ঘটত্ব ইহারা যদি প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হইল তবে প্রতিযোগিতাও হইল দ্রব্যত্বাবচ্ছিন্ন, নীলঘটত্বাবচ্ছিন্ন এবং ঘটত্বাবচ্ছিন্ন[১]। ফলে,

---

১. অবচ্ছেদক—অব+ছিদ্+ণক (কর্তৃবাচ্য)। ইহার অর্থ—বিশেষক বা বিশেষণ, ব্যাবর্তক, সীমানির্ধারক। অবচ্ছিন্ন—অব+ছিদ্+ক্ত (কর্মণি) ইহার অর্থ—বিশেষিত, ব্যাবর্তিত, স্বতন্ত্রীকৃত বা নির্ধারিতসীম অর্থাৎ যাহার সীমা নির্ধারিত হইয়াছে এরূপ। রাম পর্বতের দর্শক হইলে পর্বত রাম কর্তৃক দৃষ্ট হয় এই দৃষ্টান্তানুসারে উল্লিখিত প্রতিযোগিতা এবং উহাদের অবচ্ছেদক ধর্মগুলির কর্তৃবাচ্যে এবং কর্ম বাচ্যে প্রত্যয়ের অর্থ গত বৈলক্ষণ্য চিন্তনীয়।

১ম—অভাবের প্রতিযোগিতা—দ্রব্যত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা,

২য়—অভাবের প্রতিযোগিতা—নীলঘটত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা, এবং

৩য়—অভাবের প্রতিযোগিতা— ঘটত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা।

প্রতিযোগিতার এইরূপ বৈলক্ষণ্য থাকায়—"দ্রব্যং নাস্তি" এইরূপ অভাব—দ্রব্যত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব, "নীলঘটো নাস্তি" এই প্রকার অভাব—নীল ঘটত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব এবং "ঘটো নাস্তি" ইত্যাকারেরঅভাব—ঘটাত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব—এই প্রকারে উল্লিখিত হয়[১]।

প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ

দ্রব্যত্ব ঘটত্ব প্রভৃতি ধর্মের ন্যায় সংযোগ সমবায় ইত্যাদি সম্বন্ধও প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হয়।

রূপ পার্থিব জলীয় এবং তৈজস দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে থাকে কিন্তু বায়ু বা আকাশে উহা থাকে না। অতএব বলা হয়—বায়ুতে 'রূপ নাই' (বায়ুঃ রূপাভাববান্ বা বায়ৌ রূপং নাস্তি)।

রূপ সংযোগ-সম্বন্ধে কুত্রাপি থাকে না। সুতরাং যাহা রূপের আশ্রয় সেই বস্তু লক্ষ্য করিয়াও বলা যায়—ইহাতে সংযোগ-সম্বন্ধে রূপ নাই—অর্থাৎ ঘটে সংযোগ-সম্বন্ধে রূপ নাই, জলে সংযোগ-সম্বন্ধে রূপ নাই ইত্যাদি।

উভয় স্থলেই জ্ঞানের বিষয়—রূপাভাব। উহার প্রতিযোগিতা রূপত্ব-ধর্ম দ্বারা অবচ্ছিন্ন। তথাপি ১ম অভাব রূপবিশিষ্ট কোন দ্রব্যে থাকে না কিন্তু ২য় অভাব সর্বত্র অর্থাৎ রূপশূন্য বায়ু প্রভৃতি এবং রূপবিশিষ্ট যাবতীয় পার্থিব জলীয় এবং তৈজস দ্রব্যে থাকে। অতএব উক্ত দুই স্থলে অভাবের পার্থক্য করিতে হইবে।

অভাবের পার্থক্য উহার প্রতিযোগীর কোন অংশ দ্বারাই সম্ভবে।

প্রতিযোগী পদার্থকে বাদ দিলে উহা (অভাব) নির্বচনের অযোগ্য।

অথচ এক্ষেত্রে পূর্ব স্বীকৃত প্রতিযোগী রূপ এবং প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক রূপত্ব উভয় ক্ষেত্রেই সমান। অবশিষ্ট একমাত্র সম্বন্ধ। অতএব উহা দ্বারাই ভেদ নির্বাহ করিতে হইবে। সুতরাং স্বীকার করিতে হইল—

১ম রূপাভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ— সমবায়।

তদনুসারে ঐ প্রতিযোগিতা সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন। ২য় রূপাভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ—সংযোগ। তদনুসারে উহা (প্রতিযোগিতা) সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন।

১. 'দ্রব্যত্বেন অবচ্ছিন্না প্রতিযোগিতা যস্য' এইরূপে বহুব্রীহি সমাসে 'ক' প্রত্যয় দ্বারা উক্ত প্রকার বাক্য রচিত হইয়াছে।

ন্যায়ের ভাষায় ১ম ও ২য় অভাবের যথাক্রমে পরিচয়—

সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-রূপত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতানিরূপক অভাব এবং সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-রূপত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতানিরূপক অভাব।

অবচ্ছেদক ধর্ম এবং অবচ্ছেদক সম্বন্ধ কেবল 'প্রতিযোগিতা'র পক্ষেই স্বীকৃত হয় না; পরন্তু অনুরূপ যুক্তিবশতঃ অবচ্ছেদকতা, বিশেষ্যতা,[১] প্রকারতা, আধেয়তা, অধিকরণতা, প্রতিবধ্যতা, প্রতিবন্ধকতা, কার্যতা, কারণতা, সাধ্যতা, হেতুতা, সংসর্গতা, উত্তেজকতা ইত্যাদি বহুবিধ পদার্থেরই ঘটত্ব দ্রব্যত্ব প্রভৃতি ধর্ম এবং সংযোগ সমবায় ইত্যাদি সম্বন্ধ 'অবচ্ছেদক' রূপে স্বীকৃত হইয়াছে। তদনুসারে—সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন আধেয়তা, দণ্ডত্বাবচ্ছিন্ন কারণতা, পর্বতত্বাবচ্ছিন্ন বিশেষ্যতা, বহ্নিত্বাবচ্ছিন্ন সাধ্যতা, ধূমত্বাবচ্ছিন্ন হেতুতা ইত্যাদি শব্দসকল নব্যন্যায়শাস্ত্রে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

অবচ্ছেদকতা

অবচ্ছেদকের ধর্ম—অবচ্ছেদকতা। ইহা ধর্ম এবং সম্বন্ধ উভয়ের পক্ষেই কল্পিত হয়।

ধর্মগত অবচ্ছেদকতা—যেমন—ঘটাভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক ঘটত্ব (ধর্ম) সুতরাং প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতা ঘটত্বে স্বীকার্য। এই অবচ্ছেদকতা ঘটত্বগত তথাপি ঘটত্বত্ব-স্বরূপ নহে, উহা হইতে পৃথক্।

সম্বন্ধগত অবচ্ছেদকতা—'সংযোগসম্বন্ধে ঘট নাই' (সংযোগেন ঘটো নাস্তি) বলিলে সম্বন্ধ হিসাবে উক্ত ঘটাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হয় সংযোগ। সুতরাং উক্ত অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতা সংযোগে ও বিদ্যমান। সম্বন্ধরূপে অবচ্ছেদক হওয়ায় সংযোগগত এই অবচ্ছেদকতা 'সাংসর্গিক অবচ্ছেদকতা[২] নামে ব্যবহৃত হয়।

ক্বচিৎ 'অবচ্ছেদকতা'রও অবচ্ছেদক ধর্ম এবং অবচ্ছেদক সম্বন্ধ কল্পনা করিতে হয়। 'দণ্ডী নাই' (দণ্ডী নাস্তি) এই প্রকার অভাবের প্রতিযোগী—দণ্ডী, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম—দণ্ডিত্ব অর্থাৎ দণ্ড; প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক ধর্ম—দণ্ডত্ব; এবং উক্ত অভাবেরই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ—সংযোগ; প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ—সংযোগ, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ—সমবায় ইত্যাদি।

দ্রব্যাভাব, নীলঘটাভাব এবং ঘটাভাব এই অভাবত্রয় অবলম্বনে 'প্রতিযোগিতা বচ্ছেদকে'র যে পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে তদ্দ্বারা ঐ বিষয়ে যে একটি সিদ্ধান্ত পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে; তাহা এইরূপ—

---

১. সম্বন্ধ হিসাবে মুখ্য বিশেষ্যতার কোন অবচ্ছেদক স্বীকৃত হয় না; ১০০ পৃঃ দ্রষ্টব্য। বিশেষ্যতা, প্রকারতা ইত্যাদিরও অবচ্ছেদক ধর্ম সর্বত্র স্বীকৃত হয় না। ফলে, নিরবচ্ছিন্ন বিশেষ্যতা নিরবচ্ছিন্ন প্রকারতা ইত্যাদিও প্রসিদ্ধ।

২. 'অবচ্ছেদকতা' এই সংজ্ঞা তুল্য হইলেও ঘটত্ব ইত্যাদি ধর্মগত 'অবচ্ছেদকতা' এবং 'সংযোগ' ইত্যাদি গত সাংসর্গিক অবচ্ছেদকতার পরস্পর বৈলক্ষণ্য স্বীকৃত হয়।

দ্রব্যত্ব ঘটত্ব ইত্যাদি যে ধর্ম যে 'প্রতিযোগিতা'র 'অবচ্ছেদক'রূপে স্বীকার্য উহার পক্ষে দুইটি বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক। প্রথমতঃ প্রতিযোগিতাসামানাধিকরণ্য অর্থাৎ প্রতিযোগিতার অধিকরণ—প্রতিযোগিপদার্থে (ঘটাদিতে) বাস্তবরূপে বিদ্যমান হওয়া। দ্বিতীয়তঃ প্রতিযোগি-পদার্থের জ্ঞানকালে উহার বিশেষণরূপে প্রকাশিত থাকা। নতুবা, যে-ধর্ম যে-প্রতিযোগিতার ব্যধিকরণ অর্থাৎ যে-প্রতিযোগিপদার্থে বিদ্যমান নহে কিংবা যে প্রতিযোগীর বিশেষণরূপে যাহার প্রকাশ হয় নাই তাহা সেই 'প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক' রূপে স্বীকৃত হয় না[১]। ফলে, গোত্ব অশ্বাভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক নহে; কারণ অশ্বাভাবের প্রতিযোগী অশ্ব; উহাতে গোত্ব অবিদ্যমান এবং প্রতিযোগীর বিশেষণরূপে প্রকাশিত না থাকায় দ্রব্যত্ব, প্রাণিত্ব কিংবা অশ্বের রূপ ক্রিয়া ইত্যাদি অশ্বগত অন্য কোন ধর্মও ঐ অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইতে পারে না; কেবল অশ্বত্বই উক্ত প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক।

প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকরূপে গণ্য করিবার পক্ষে ধর্ম-(দ্রব্যত্ব ঘটত্বইত্যাদি) বিষয়ে যে দুইটি বৈশিষ্ট্যের আবশ্যকতা উল্লিখিত হইয়াছে সম্বন্ধ (সংযোগ, সমবায় ইত্যাদি) বিষয়ে অবচ্ছেদক স্বীকারে উহা (উক্ত বৈশিষ্ট্য) নিষ্প্রয়োজন।

সাধারণতঃ প্রতিযোগী পদার্থ যে-সম্বন্ধে কুত্রাপি বর্তমান থাকে সেই সম্বন্ধই উক্ত পদার্থের অভাবীয় প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হয় এবং "প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক"রূপে অভিমত ধর্ম যে-সম্বন্ধে প্রতিযোগী পদার্থে থাকে সেই সম্বন্ধই হয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ।

গুণ সমবায়-সম্বন্ধে দ্রব্যে থাকে, সুতরাং ('গুণো নাস্তি' এই প্রকার) গুণাভাবীয় প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ সমবায়; এবং গুণত্ব জাতি গুণে সমবায় সম্বন্ধে থাকে এজন্য উক্ত অভাবের (গুণাভাবের) প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ ও সমবায়। এইরূপে দণ্ড্যভাবের (ইহা 'দণ্ডী নাস্তি' এইরূপ প্রতীতিসিদ্ধ) প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ ও সমবায়; কারণ, ঐ অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক ধর্ম—দণ্ডত্ব দণ্ড-পদার্থে সমবায় সম্বন্ধে বিদ্যমান।

১, সোন্দড় উপাধ্যায়ের মতে প্রতিযোগিতার ব্যধিকরণ ধর্ম ও প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইতে পারে। অতএব ঐ মতে গোত্ব-রূপে অশ্বের অভাব (গোত্বেন অশ্বো নাস্তি)ও স্বীকৃত। ইহারই নাম ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব। ব্যধিকরণ—প্রতিযোগিতার ব্যধিকরণ। অবচ্ছিন্ন—অর্থাৎ অবচ্ছেদকতা-নিরূপিত। 'ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্না প্রতিযোগিতা যস্য' এইরূপ বাক্যে বহুব্রীহি সমাসে 'ক' প্রত্যয় দ্বারা 'ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক' শব্দ নিষ্পন্ন হয়। উহা অভাবের বিশেষণ। সমাসবদ্ধ শব্দের অর্থ—যাহার (যে-অভাবের,) প্রতিযোগিতা ব্যধিকরণ ধর্মগত অবচ্ছেদকতা দ্বারা নিরূপিত। ঐস্থলে গোত্ব অশ্বগত প্রতিযোগিতার ব্যধিকরণ। "ঘটত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব" ইত্যাদি স্থলে ও এই প্রকার অর্থ বুঝিতে হইবে। প্রকারতা বিশেষ্যতা ইত্যাদির পক্ষে ঐরূপ নিয়ম নাই। জ্ঞান প্রকার অর্থাৎ বিশেষণে অবিদ্যমান ধর্ম ও প্রকারতাবচ্ছেদক হয়। ভ্রমস্থলে এইরূপ অবচ্ছেদক স্বীকৃত।

যে-সম্বন্ধে প্রতিযোগী পদার্থ কুত্রাপি থাকে না তাহাও সেই পদার্থের অভাবে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ হইতে পারে। যেমন 'সংযোগ-সম্বন্ধে রূপ নাই' (সংযোগেন রূপং নাস্তি) এই প্রকার ব্যবহারে রূপাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ সংযোগ। রূপ কুত্রাপি সংযোগ সম্বন্ধে থাকে না এজন্য এই জাতীয় অভাব সমূহ 'ব্যধিকরণসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক অভাব' নামে নির্দিষ্ট হয়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে[১]—অভাব-পদার্থ ভাবপরতন্ত্র। ইহার তাৎপর্য এই যে—প্রত্যেক ভাব পদার্থই অভাবের প্রতিযোগী হয় এবং প্রতিযোগী পদার্থের জ্ঞান ব্যতীত উহার অভাবের জ্ঞান সম্ভবপর হয় না। একটি দৃষ্টান্ত লইলে কথাটি আরও স্পষ্ট হয়—

মধ্যপ্রদেশের অনেক অধিবাসীর নিকটে বঙ্গদেশপ্রসিদ্ধ পটোল এবং আনারস পরিচিত নহে। ঐরূপ কোন ব্যক্তিকে পটোল এবং আনারস তাহাদিগের বাজারে আছে কিনা জিজ্ঞসা করিলে ঐ দুই দ্রব্য বাজারে না থাকিলেও সে "উহা (পটোল বা আনারস) নাই" এইরূপে উত্তর দিতে পারে না। কারণ, ঐ অভাবের প্রতিযোগী (পটোল বা আনারস) তাহার পরিচিত না হওয়ায় পটোলের অভাব এবং আনারসের অভাব কিরূপ তাহা সে জানে না এবং যাহা তাহার অজ্ঞাত তাহা অন্যকে বুঝাইবার জন্য শব্দ প্রয়োগই বা সে করিবে কিরূপে ?

উল্লিখিত যুক্তি অনুসারে অভাবের স্বরূপতঃ (প্রতিযোগিনির্দেশহীন অবস্থায়) জ্ঞান অসম্ভব হওয়ায় অভাব স্বরূতঃ নিরুপাখ্য অর্থাৎ নিরূপণের অযোগ্য। তদনুসারে—

অভাব গগনকুসুমাদিবৎ তুচ্ছ বা অলীক এইরূপ মতবিশেষও নানাগ্রন্থে পাওয়া যায়।

এই অভাব পদার্থ বুঝাইতে প্রাচীনেরা 'অসৎ' শব্দও প্রয়োগ করিয়াছেন[২]। 'অসৎ' কথাটির অন্য অর্থ অলীক। যেমন—আকাশকুসুম শশশৃঙ্গ ইত্যাদি অসৎ বা অলীক।

'অসৎ' এইরূপে ব্যবহার হইলেও অভাব (জলাভাবাদি) হইতে আকাশকুসুম প্রভৃতির বিশেষ বৈলক্ষণ্য আছে। কারণ, অভাব প্রমাণসিদ্ধ এজন্য উহা পদার্থ এবং গগনকুসুম ইত্যাদি কোন প্রমাণের বিষয় হয় না বলিয়া উহা কোন পদার্থ নহে।

অভাবের প্রতিযোগিপরতন্ত্রতা আরও পরিস্ফুট হয় উহার অধিকরণ (বা অবস্থিতির স্থান) নির্দেশে। যদিও সাধারণভাবে বলা হয় অভাব সর্বত্রই থাকে অর্থাৎ ছয় প্রকার ভাব এবং অভাব প্রত্যেকতঃ অভাবের অধিকরণ হইতে পারে তথাপি প্রত্যেক অভাবের অধিকরণ স্ব স্ব প্রতিযোগীর অধিকরণ দ্বারাই নির্ধারিত হয়। ফল কথা—যাহা যে-অভাবের প্রতিযোগীর অধিকরণ তদ্ভিন্ন অপর সমস্ত বস্তুই সেই অভাবের অধিকরণ

১. ১১৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

২. "তদেবং সতঃ প্রকাশকং প্রমাণমসদপি প্রকাশয়তি" বাৎস্যায়নভাষ্য। 'দ্বিবিধমেব খলু সর্বং সচ্চাসচ্চ' চরক সংহিতা : ১।১১। বঙ্গীয় মহাকোষে 'অত্যন্তাভাব' শব্দ দ্রষ্টব্য।

হয়, কিন্তু যাহা প্রতিযোগীর অধিকরণ তাহা ঐ অভাবের অধিকরণ হইতে পারে না। যেমন—দ্রব্যত্বের অধিকরণ নয়প্রকার দ্রব্য; উহাতে দ্রব্যত্বাভাব থাকে না, গুণ প্রভৃতি অন্য ছয় পদার্থই দ্রব্যত্বাভাবের অধিকরণ হয়।

অতএব দেখা যাইতেছে যে—যদি প্রতিযোগীর অধিকরণ একটি মাত্র হয় তবে উহার অভাবের অধিকরণ হয় বহু বা অসংখ্য।

এইরূপে প্রতিযোগী ব্যাপ্যবৃত্তি হইলে উহার অভাবও ব্যাপ্যবৃত্তি এবং প্রতিযোগী অব্যাপ্যবৃত্তি হইলে উহার অভাব অব্যাপ্যবৃত্তি হইয়া থাকে[১]। যেমন—দ্রব্যত্ব জাতি ব্যাপ্যবৃত্তি এজন্য দ্রব্যত্বাভাবও ব্যাপ্যবৃত্তি এবং সংযোগ অব্যাপ্যবৃত্তি সুতরাং সংযোগাভাব অব্যাপ্যবৃত্তি।

নিত্যতা এবং অনিত্যতা বিষয়ে অভাব প্রতিযোগিপরতন্ত্র নহে। কারণ, কোন কোন অভাব স্বভাবতই নিত্য, প্রতিযোগীর নিত্যতা এবং অনিত্যতা বশতঃ উহা কখনও নিত্য বা অনিত্য হয় না কিন্তু যে-অভাব অনিত্য কোন অবস্থা বিশেষেও তাহার নিত্যতা স্বীকৃত হয় না; তবে বিশেষ এই যে—এই প্রকার অভাবের প্রতিযোগী অনিত্য পদার্থই হইয়া থাকে কোন নিত্য পদার্থ ইহাদের প্রতিযোগী হয় না। ইহা ক্রমশঃ ব্যক্ত হইবে।

পূর্বে বলা হইয়াছে—অভাব প্রমাণসিদ্ধ। এই বিষয়েও অভাব প্রতিযোগিপরতন্ত্র। কারণ; প্রত্যক্ষ এবং অনুমান প্রমাণের দ্বারা অভাব সিদ্ধ হয়[২]। প্রত্যক্ষসিদ্ধ অভাব সম্বন্ধেও বিশেষ এই যে—যে-প্রতিযোগীর প্রত্যক্ষ যে-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সম্ভব হয় উহার অভাবেরও কেবল সেই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা লৌকিক প্রত্যক্ষ হইতে পারে, অন্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হয় না। যেমন—রূপ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিষয় এজন্য রূপাভাব চক্ষুদ্বারাই প্রত্যক্ষ হয়, ত্বক্ বা কর্ণের দ্বারা উহা প্রত্যক্ষ করা যায় না[৩]। যে প্রতিযোগী প্রত্যক্ষের অযোগ্য তাহার অস্তিত্ব অনুমান দ্বারা সিদ্ধ হয় এজন্য তাহার অভাবও অনুমানগম্য।

লক্ষণ। যাহা সমুদায় ভাবপদার্থ হইতে ভিন্ন তাহা **অভাব**[৪]। (ভাবভিন্নত্বম্ অভাবত্বং)

১. গুণাদির ন্যায় অভাবেরও ব্যাপ্যবৃত্তিত্বাদি ধর্ম আছে। এই স্থানে প্রসঙ্গতঃ অভাবের প্রতিযোগিপরতন্ত্রতা ব্যক্ত করাই উদ্দেশ্য। উক্তরূপ আলোচনা অত্যন্তাভাবের সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে, অন্যোন্যাভাবের সম্বন্ধে নহে। অন্যোন্যাভাব সর্বত্রই ব্যাপ্যবৃত্তি, ঐ বিষয়ে উহার প্রতিযোগিপরতন্ত্রতা নাই। তবে অব্যাপ্যবৃত্তি ধর্ম বিশিষ্টের ভেদ ('সংযোগী ন' ইত্যাদি) অব্যাপ্যবৃত্তি এইরূপ প্রাচীন মত দীধিতিকার বিশেষব্যাপ্তির টীকায় দৃঢ়ভাবে সমর্থন করিয়াছেন।

২. কুমারিলভট্টের মতে অভাব বা অনুপলব্ধি প্রমাণ দ্বারা অভাব সিদ্ধ হয়। জৈনমতে অভাব অনুমান-সিদ্ধ। বেদান্তপরিভাষাকার ধর্মরাজ অধ্বরীন্দ্র বলেন—অনুপলব্ধি প্রমাণ দ্বারা অভাবের প্রত্যক্ষ হয়।

৩. এই আলোচনা অত্যন্তাভাব সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে।

৪. ১৩ পৃঃ ভাবনিরূপণ দ্রষ্টব্য। অভাবের নানাবিধ লক্ষণ নির্দেশ করিয়া উহাতে দোষ প্রদর্শন করতঃ গ্রন্থান্তরে বলা হইয়াছে যে অভাবের নির্দোষ কোন লক্ষণই সম্ভব নহে—চিৎসুখী ২য় অধ্যায়; খণ্ডন খণ্ডখাদ্য ৪র্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

লক্ষ্য। অভাব লক্ষণের লক্ষ্য কি কি তাহা বিভাগে পরিস্ফুট হইবে।

সমন্বয়। অভাবের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব প্রথমেই সমর্থিত হইয়াছে। অতএব সমন্বয় স্পষ্ট।

লক্ষণে 'সমুদায়' না বলিলে অগ্নি জল-স্বরূপ ভাবপদার্থ হইতে ভিন্ন এজন্য অগ্নিতে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটে। 'সমুদায়' পদ থাকিলে আর ঐ দোষ হয় না। কারণ অগ্নিও ভাব (তেজঃ) পদার্থের অন্তর্গত।

অভাব চতুর্বিধ[১] —অন্যোন্যাভাব, অত্যন্তাভাব, প্রাগভাব এবং ধ্বংস।

অন্যোন্যাভাব।

অন্যোন্যাভাবের প্রসিদ্ধ নামান্তর ভেদ। অন্য, ভিন্ন, অপর, পৃথক্, (বঙ্গভাষায়) নহে, নয় ইত্যাদি শব্দ হইতে অন্যোন্যাভাবের প্রতীতি হয়। যেমন—রস রূপ হইতে অন্য (রসে রূপের ভেদ) গুণ দ্রব্য হইতে ভিন্ন (গুণে দ্রব্যের ভেদ) বিশেষ সামান্য হইতে অপর বস্তু (বিশেষে সামান্যের ভেদ) ক্রিয়া গুণ হইতে পৃথক্[২] (কর্মে গুণের ভেদ) রাম শ্যাম নহে (রামে শ্যামের ভেদ) তেঁতুল মিষ্ট নয় (তেঁতুলে মিষ্টের —মধুররসযুক্ত দ্রব্যের ভেদ) ইত্যাদি।

সম্বন্ধের ন্যায়[৩] অভাবেরও কোন পদার্থ প্রতিযোগী এবং কোন পদার্থ অনুযোগী নামে ব্যবহৃত হয়। যাহার অভাব, সে প্রতিযোগী এবং যাহাতে ঐ অভাব থাকে তাহা অনুযোগী। জলে অগ্নির অভাব থাকে এজন্য জল অগ্ন্যভাবের অনুযোগী এবং অগ্নি উহার (অগ্ন্যভাবের) প্রতিযোগী।

১. ভাবপদার্থের ন্যায় অভাবের বিভাগেও মতভেদ দেখা যায়। কেহ বলিয়াছেন—অভাব দ্বিবিধ—সংসর্গাভাব এবং অন্যোন্যাভাব। সংসর্গাভাব ত্রিবিধ—অত্যন্তাভাব, প্রাগভাব এবং ধ্বংস।

মতান্তরে উৎপত্তি এবং বিনাশশীল পঞ্চম অভাব স্বীকৃত হইয়াছে। মুক্তাবলী-অভাব নিরূপণ দ্রষ্টব্য। অত্যন্তাভাব নিরূপণে এই বিষয় আলোচিত হইবে।

মহারাজ ভোজরাজের মতে অভাব ছয় প্রকার—অন্যোন্যভাব, অত্যন্তাভাব, প্রাগভাব, ধ্বংস, অপেক্ষাভাব এবং সামর্থ্যাভাব। সরস্বতীকণ্ঠাভরণ, তৃতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

জয়ন্ত ভট্টের মতে অভাব দুইপ্রকার মাত্র—প্রাগভাব ও ধ্বংস। এই মতে অন্যোন্যাভাব এবং অত্যন্তাভাব প্রাগভাবের অন্তর্গত। ন প্রাগভাবাদন্যো তু ভিদ্যন্তে পরমার্থতঃ। স হি বস্ত্বন্তরোপাধিরন্যোন্যাভাব উচ্যতে। স এবাবধি-শূন্যত্বাদত্যন্তাভাবতাং গতঃ।—ন্যায়মঞ্জরী।

২. 'অগ্নি জল হইতে পৃথক্' এই স্থলে পৃথক্-শব্দে পৃথক্ত্ব-গুণ বুঝায়, ৭২ পৃঃ টিপ্পনী দ্রষ্টব্য। উল্লিখিত উদাহরণে পৃথক্ত্ব ক্রিয়ার ধর্ম অতএব উহা গুণ নহে।

৩. ১১৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

'অন্যোন্য'শব্দের অর্থ—পরস্পর। প্রকৃত স্থলে উহা প্রতিযোগী ও অনুযোগী। অন্যোন্যের অভাব—অন্যোন্যাভাব। ইহার স্বাভাবিক অসাধারণ্য দুই প্রকার। প্রথমতঃ—যে-ভেদ-বিশেষের যাহা প্রতিযোগী তাহা উহারই অনুযোগী হয় না। জলভেদের প্রতিযোগী জল, উহা (জল) জলভেদের অনুযোগী নহে। যদি তাহা হইত তবে জল 'জল ভিন্ন হইয়া পড়িত। ভেদের প্রতিযোগী এবং অনুযোগী পরস্পর বিভিন্ন পদার্থই হইবে এইরূপ স্বভাব নির্ধারিত থাকায় জল কখনও জল ভিন্ন হয় না কিন্তু জলভিন্ন হয় অগ্নি।

দ্বিতীয়তঃ যে প্রতিযোগী পদার্থের ভেদ যে-অনুযোগী পদার্থে থাকে সেই অনুযোগী পদার্থের ভেদও সেই প্রতিযোগী পদার্থে অবশ্যই থাকে। রাম শ্যাম হইতে ভিন্ন সুতরাং শ্যামও রাম হইতে ভিন্ন হইবেই। প্রতিযোগী এবং অনুযোগীর পরস্পর এই বৈপরীত্য হইতে ভেদের অন্যোন্যাভাব-সংজ্ঞার তাৎপর্য বুঝা যায়[১]।

ভেদের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ তাদাত্ম্য, অন্য কোনও সম্বন্ধ ইহার প্রতিযোগিতা-বচ্ছেদক হয় না। পরন্তু তাদাত্ম্যও অন্য কোন অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ হয় না। ভেদ নিত্য এবং ব্যাপ্যবৃত্তি[২]।

প্রত্যেক পদার্থেরই অন্যোন্যাভাব সম্ভবে। এজন্য বলা যায় অন্যোন্যাভাব সর্বত্র থাকে।

লক্ষণ। ভেদত্ব বা অন্যোন্যাভাবত্ব অখণ্ডোপাধি[৩], এবং উহাই **অন্যোন্যাভাবের** লক্ষণ।

লক্ষ্য। দ্রব্যভেদ, গুণভেদ, ঘটভেদ ইত্যাদি।

সমন্বয় —স্পষ্ট

ন্যায়শাস্ত্রে অন্যোন্যাভাবের কোন বিভাগ প্রদর্শিত হয় নাই[৪]।

অত্যন্তাভাব

অভাবগুলির মধ্যে অত্যন্তাভাবের ব্যবহার সমধিক। 'অত্যন্ত'অংশ বাদ দিয়া কেবলমাত্র 'অভাব' বলিলেও সাধারণতঃ অত্যন্তাভাবই বুঝাইয়া থাকে। কচিৎ 'অত্যন্তাভাব' অর্থে 'বিরহ'-শব্দেরও প্রয়োগ দেখা যায়।

১. অত্যন্তাভাবে এইরূপ পারস্পরিকতা সর্বত্র সম্ভবে না তাহা যথাস্থানে ব্যক্ত হইবে।

২. সকল ভেদই ব্যাপ্যবৃত্তি ইহাই বহুসম্মত সিদ্ধান্ত। ১২৪ পৃঃ ১নং টিপ্পনী দ্রষ্টব্য।

৩. ১০৫ পৃঃ ২নং টিপ্পনী দ্রষ্টব্য।

৪. বেদান্তে (১) স্বগত ভেদ (২) সজাতীয় ভেদ (৩) ও বিজাতীয় ভেদ এইভাবে ভেদের বিভাগ দেখা যায়। পুষ্প ফল, শাখা, পল্লবাদির সহিত বৃক্ষের যে-ভেদ অনুভূত হয় উহা (১) স্বগত ভেদ। এক বৃক্ষের সহিত অপর বৃক্ষের যে ভেদ উহা (২) সজাতীয় ভেদ। প্রস্তর প্রভৃতির সহিত বৃক্ষের যে ভেদ উহা (৩) বিজাতীয় ভেদ। "একমেবাদ্বিতীয়ম্" এই মহাবাক্যে 'একম্' 'এব' 'অদ্বিতীয়ম্' এই পদত্রয়ের দ্বারা উক্ত ত্রিবিধ ভেদ বুঝাইতেছে। পঞ্চদশী।

অত্যন্তাভাব একটি অখণ্ড নাম, ইহা অল্পতাব্যঞ্জক নহে। 'অত্যন্ত' শব্দের অর্থ—অতিশয়, এবং সাধারণতঃ উহা অন্যক্ষেত্রের অল্পতা প্রকাশ করে। "জ্বরাক্রান্ত রোগীর শরীর মধ্যাহ্নে অত্যন্ত উষ্ণ হইয়াছিল" বলিলে অন্যসময়ে উষ্ণতা অল্প ইহা বুঝা যায় কিন্তু ঐ সময়ে উষ্ণতা একেবারেই নাই এরূপ বুঝা যায় না। উক্ত দৃষ্টান্তানুসারে 'এই কলসে জলের অত্যন্তাভাব' এই বাক্য হইতে বুঝা যাইতে পারে যে—এই কলসটিতে এক বিন্দুও জল নাই তবে অন্য কলসে যে জলের অভাব আছে উহা অল্প অর্থাৎ উহাতে জলের অভাব আছে এবং জলও একটু আছে। শাস্ত্রানুসারে কথাটী কিন্তু অন্যরূপ। যেখানে একটিমাত্র প্রতিযোগী থাকে সেখানে উহার অত্যন্তাভাব থাকে না অথবা উহার দ্বারা অন্যত্র অল্প পরিমাণে প্রতিযোগী পদার্থের অস্তিত্বও বুঝায় না। কলসে একবিন্দু জল থাকিলেও উহাতে জলের অত্যন্তাভাব থাকিবে না অথবা অন্য কলসে অল্প জল এবং জলাভাব আছে ইহাও শাস্ত্রসম্মতভাবে উহার দ্বারা বুঝায় না। এইরূপ—গাছের কোন একটী শাখায় একটীমাত্র ফুল থাকিলে ঐ বৃক্ষ পুষ্পের অত্যন্তাভাববিশিষ্ট হইবে না। সুতরাং অন্য বৃক্ষ লক্ষ্য করিয়া ইহা পুষ্পাত্যন্তা ভাববান্ বলিলে যদি কেহ—পূর্বোক্ত বৃক্ষ অল্পমাত্রায় পুষ্পাভাব-বিশিষ্ট' এইরূপ বুঝে তবে ভুল হইবে। অতএব অত্যন্তাভাব অভাব মাত্র; অল্পতার সহিত উহার কোনই সম্বন্ধ নাই। অভাবরূপেই উহার জ্ঞান ও ব্যবহার হইয়া থাকে, 'অত্যন্ত'-পদটী নামের অন্তর্গত থাকিয়া উহাকে ভেদ, প্রাগভাব ও ধ্বংস হইতে পৃথক্ করিতেছে মাত্র।

সাধারণতঃ 'নাই' (নাস্তি) এই প্রকারে অত্যন্তাভাবের ব্যবহার হইয়া থাকে। যথা—কলসে জল নাই (কলসে জলং নাস্তি) গাছে ফুল নাই (বৃক্ষে কুসুমং নাস্তি) বায়ুতে রূপ নাই (বায়ৌ রূপং নাস্তি)। উক্ত উদাহরণ গুলিতে কলস, বৃক্ষ ও বায়ু অত্যন্তাভাবের অনুযোগী, জল, ফুল এবং রূপ যথাক্রমে প্রতিযোগী[১]।

অত্যন্তাভাব স্বীয় প্রতিযোগীর অধিকরণ ব্যতীত অন্য সকল স্থানেই থাকে। শীতল স্পর্শ জলের ধর্ম সুতরাং জল ব্যতীত সর্বত্র শীতলস্পর্শাভাব আছে। এইরূপ—পৃথিবীত্বাভাব জলাদি অষ্টবিধ দ্রব্যে এবং গুণাদি ছয় পদার্থে সর্বত্র বিদ্যমান[২]। ইহা

১. সংস্কৃত ভাষায় 'নঞ্' শব্দের দ্বারা অত্যন্তাভাব বুঝাইতে হইলে সাধারণতঃ প্রতিযোগিবোধক পদে প্রথমা এবং অনুযোগিবোধক পদে সপ্তমী বিভক্তি হয়। উপরিস্থ উদাহরণে তাহা পরিস্ফুট। কিন্তু উহা নিয়ম নহে। ন পচতি রামঃ (রাম পাক করে না) ইত্যাদি বহু স্থলে অনুযোগী পদে (চৈত্র-পদে) সপ্তমী হয় নাই। অভাব এবং নির্ (বা নিস্) উপসর্গে ও অত্যন্তাভাব বুঝায়, যথা ভূতলং ঘটাভাবব (ভূতলে ঘট নাই), ব্রহ্ম নির্গুণম্ (ব্রহ্ম নির্গুণ)।

২. আকাশ, আত্মা প্রভৃতি সকল দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত কিন্তু কোন দ্রব্যই সংযোগ সম্বন্ধে উহাদিগের অধিকরণ নহে। কারণ, জ্ঞানবিশেষের অনুসারে অধিকরণতা স্বীকৃত হয়। যেমন "ভূতলং ঘটবৎ" এইরূপ বুদ্ধি বশতঃ ভূতলে ঘটের অধিকরণতা স্বীকৃত হইয়াছে তদ্রূপ কোন বস্তুতেই 'ইহা আকাশবান্' অথবা 'ইহা আত্মবান্' এই প্রকার বিশেষ বুদ্ধি হয় না। এজন্য আকাশাভাব, আত্মাভাব প্রভৃতি বিভুদ্রব্যাভাব সপ্তবিধ পদার্থে—সর্বত্র থাকে। এইরূপ সর্ব পদার্থে অবস্থিত বস্তুকে 'কেবলান্বয়ী' কহে।

নিত্য। প্রতিযোগী ব্যাপ্যবৃত্তি হইলে অত্যন্তাভাব ব্যাপ্যবৃত্তি এবং প্রতিযোগী অব্যাপ্য-বৃত্তি হইলে অত্যন্তাভাব অব্যাপ্যবৃত্তি বলিয়া স্বীকৃত হয়।

অত্যন্তাভাবের জ্ঞান প্রতিযোগিজ্ঞানের তুল্যস্বভাবসম্পন্ন অর্থাৎ যে-ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা প্রতিযোগীর যে প্রকার জ্ঞান হয় উহার অভাবও সেই ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা সেইভাবে জ্ঞাত হয়। যেমন—শব্দ কর্ণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য অতএব শব্দাভাবও কর্ণের দ্বারাই গৃহীত হইবে, চক্ষু বা ত্বক্ শব্দাভাব বিষয়ে জ্ঞান উৎপাদনে অসমর্থ।

লক্ষণ। যে-অভাব অন্যোন্যাভাব হইতে ভিন্ন অথচ নিত্য তাহা **অত্যন্তাভাব** (নিত্য সংসর্গাভাবোঽত্যন্তাভাবঃ)

লক্ষ্য। দ্রব্যত্বাভাব, গুণাভাব ঘটাভাব ইত্যাদি অত্যন্তাভাব।

সমন্বয়। অভাব পদার্থের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার দ্বারাই উক্ত লক্ষণের লক্ষ্যে সমন্বয় স্পষ্ট হইয়াছে।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে—কোন একটি কলসে এখন জল নাই, কিছুক্ষণ পরে কেহ উহা জলপূর্ণ করিল; পুনরায় উহার সম্পূর্ণ জল ফেলিয়া দেওয়া হইল, এইরূপ অবস্থায় কলসে যে জলাভাব প্রতীত হয়, উহা নিত্য কিনা? যদি উহা নিত্য না হয় তবে ঐস্থলে লক্ষণ সঙ্গত না হওয়ায় অব্যাপ্তি দোষ হইল। আর যদি বলা যায়—উহা নিত্য তবে জলপূর্ণতা কালে উহা গেল কোথায়? ঐসময়ে উহা (জলাভাব) প্রতীত না হওয়ায় উহার বিনাশ হইয়াছে ইহাই ত স্বীকার করা উচিত।

ইহার উত্তরে বলা হয়—উক্ত স্থলেও জলাভাব নিত্য; কারণ, নির্দিষ্ট কলসের জল-পূর্ণতা কালেও অন্যত্র জলাভাব প্রতীত হইয়া থাকে, ঐসময়ে জলাভাবের বিনাশ স্বীকার করিলে অন্যত্রও জলাভাবের প্রতীতি সম্ভব হইত না। তবে নির্দিষ্ট কলসে পূর্বে যে জলাভাব ছিল জলপূর্ণতাকালে তাহা ঐস্থানে প্রতীত হয় না কেন ইহা জিজ্ঞাসা করিলে তদুত্তরে বলিব যে—ঐসময়ে জলাভাবের সহিত কলসের সম্বন্ধ নাই, এই জন্যই ঐ সময়ে কলসে জলাভাব জ্ঞাত হয় না। কারণ, স্ব স্ব অধিকরণের সহিত অভাবের স্বরূপ বা বিশেষণতা নামে যে সম্বন্ধ স্বীকৃত হয় উহা কালঘটিত অর্থাৎ প্রতিযোগী পদার্থ যে অধিকরণে যে-কালে সেই অধিকরণে থাকে, কেবল তদ্ভিন্ন-কালাবচ্ছিন্ন-বিশেষণতাই অভাবের সম্বন্ধ স্বীকৃত হয়, উহা কেবলমাত্র বিশেষণতা নহে। সুতরাং জলপূর্ণতাকালে উহাতে জলাভাব নিয়মিত সম্বন্ধে বিদ্যমান নহে এই কারণে উক্ত স্থলে জলাভাবের প্রত্যক্ষ সম্ভবে না।

মতবিশেষে উল্লিখিত স্থলে এবং ঐ জাতীয় অন্যান্যক্ষেত্রে নূতন এক প্রকার অভাব স্বীকৃত হয়; তাহা উৎপত্তিশীল এবং বিনাশযোগ্য।

পূর্বে বলা হইয়াছে—অন্যোন্যাভাব স্বীয় প্রতিযোগী পদার্থে থাকে না কিন্তু অত্যন্তাভাব স্বীয় প্রতিযোগী পদার্থেও থাকে। একটি দৃষ্টান্ত লইলে কথাটি পরিষ্কার রূপে বুঝা যাইবে। উপর্যুপরি কয়েকটি কুণ্ড (স্থালী=হাঁড়ি) স্থাপিত রহিয়াছে। উহার মধ্যে নিম্নস্থ কুণ্ডটি কুণ্ডবান্; কারণ, উহার উপরে আর একটি কুণ্ড আছে; কিন্তু উপরিস্থ কুণ্ডটি কুণ্ডাভাববান্; কারণ, সেইটির উপরে অন্য কোন কুণ্ড না থাকায় উহাতে কুণ্ডাভাব (অত্যন্তাভাব) প্রত্যক্ষসিদ্ধ এবং নির্বাধ, তথাপি উহাতে (উপরিস্থ কুণ্ডে) কুণ্ডের ভেদ প্রতীত হয় না। যদি অত্যন্তাভাব এবং অন্যোন্যাভাব পরস্পর বিভিন্ন না হইয়া উহারা অভিন্ন হইত তবে উপরিস্থ কুণ্ডটি যেমন 'কুণ্ডাভাববান্' এইরূপে প্রতীত হয় তদ্রূপ 'কুণ্ডভিন্ন' এইরূপেও প্রতীত হইত। অতএব অন্যোন্যাভাব হইতে অত্যন্তাভাবের পার্থক্য সুস্পষ্ট।

অত্যন্তাভাবের উদাহরণ বা লক্ষ্য বিষয়ে নানারূপ মতভেদ দেখা যায়।

কেহ বলেন[১] —ত্রৈকালিক নিষেধই অত্যন্তাভাব—অর্থাৎ যে-অধিকরণে যে-বস্তু কখনও ছিল না এবং কখনও থাকিবে না অথচ বর্তমান কালেও নাই সেই অধিকরণে উক্ত বস্তুর অভাবই **অত্যন্তাভাব।** যেমন—বায়ুতে রূপাভাব।

অন্য মতে[২] শশশৃঙ্গ, আকাশপুষ্প ইত্যাদি অলীক বস্তুর অভাবই **অত্যন্তাভাব।**

অত্যন্তাভাবের কোন বিভাগ শাস্ত্রে উল্লিখিত হয় নাই, তথাপি সামান্যধর্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব বা সামান্যাভাব এবং বৈশিষ্ট্যাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক অভাব বা বিশিষ্টাভাব এই প্রকারে এবং ব্যধিকরণসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক অভাব ও সমানাধিকরণ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক অভাব এই প্রকারে অত্যন্তাভাবের বিভাগ করা যাইতে পারে।

প্রাগভাব

প্রাক্ অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ববর্তী+অভাব=**প্রাগভাব**। প্রদর্শিত ব্যুৎপত্তি অনুসারে 'প্রাগভাব'শব্দ হইতে বুঝা যায়—যে-অভাব প্রতিযোগী পদার্থের উৎপত্তির পূর্বকালে বিদ্যমান

১. বেদান্তপরিভাষা, অনুপলব্ধিপরিচ্ছেদ। 'নাস্তি ঘটো গেহে ইতি সতো ঘটস্য সংসর্গপ্রতিষেধঃ' (৯।১।১০ বৈশেষিকসূত্র) "গেহে ঘটস্য যঃ সংসর্গঃ সংযোগস্তস্য প্রতিষেধঃ। স চ যদি কদাচিদপি ন ঘটস্তদা অত্যন্তাভাবএব, ভবিষ্যতঃ প্রাগভাবঃ, ভূতস্য প্রধ্বংসাভাবঃ'' উপস্কার।

২. 'অত্যন্তাভাবে তু সর্বথা অসদ্ভূতস্যৈব বুদ্ধাবারোপিতস্য দেশকালানবচ্ছিন্নঃ প্রতিষেধঃ, যথা ষট্পদার্থেভ্যো-ন্যাস্তৎ প্রমেয়মস্তীতি' ন্যায়কন্দলী ২৩০ পৃঃ। ''অতদ্দ্বয়ীজিত্বরসুন্দরান্তরে ন তন্মুখস্য প্রতিমা চরাচরে' নৈষধচরিত ১ম সর্গ। "ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্যশঃ" শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ। মাধ্বসম্প্রদায় ও নাস্তিকসম্প্রদায় এই মতাবলম্বী।

থাকে তাহাই **প্রাগভাব**। ফলতঃ, যে-পদার্থ উৎপত্তিযোগ্য তাহারই প্রাগভাব সম্ভবে এজন্য অনিত্য দ্রব্য, অনিত্য গুণ, সমুদায় কর্ম এবং ধ্বংস—ইহারাই প্রাগভাবের প্রতিযোগী হইয়া থাকে[১]। প্রাগভাব অনাদি—আদিশূন্য অর্থাৎ প্রাগভাবের উৎপত্তি স্বীকৃত হয় না এজন্য প্রাগভাবের আর প্রাগভাব সম্ভবে না। সুতরাং প্রাগভাব স্বয়ং কোন প্রাগভাবের প্রতিযোগী হয় না।

প্রাগভাব প্রত্যক্ষযোগ্য কি না এ বিষয়ে মতভেদ আছে। উহা প্রত্যক্ষযোগ্য এইমতে 'ভবিষ্যতি'—অর্থাৎ 'হইবে' এই আকারে প্রাগভাব অনুভূত হয়। যেমন—ঘট হইবে (ইহা ঘটের প্রাগভাব); পুত্র জন্মিবে (ইহা পুত্রের প্রাগভাব) ইত্যাদি।

প্রাগভাব সামান্যাভাব নহে অর্থাৎ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতা যেমন ঘটত্ব দ্রব্যত্ব ইত্যাদি সামান্য ধর্ম দ্বারা অবচ্ছিন্ন তদ্রূপ কোন সামান্য ধর্ম প্রাগভাবীয় প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকরূপে স্বীকৃত হয় না[২] সুতরাং প্রত্যেক প্রাগভাবের প্রতিযোগী[৩] এক একটিমাত্র।

প্রাগভাব প্রত্যক্ষযোগ্য নহে এই প্রকার মতও সামান্যলক্ষণাদীধিতি গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। যে-বস্তু একবার উৎপন্ন হইয়াছে, কারণসমূহ স্থির থাকিলে উহারই পুনর্বার উৎপত্তি কেন হয় না এই প্রশ্নের সমাধানের জন্য প্রত্যেক পদার্থের উৎপত্তির জন্য প্রাগভাব কারণরূপে কল্পিত হইয়া থাকে। ঐ বস্তুর উৎপত্তিমাত্রই উহার (প্রাগভাবের) নাশ ঘটে এই প্রকারে কল্পিতপ্রাগভাবের স্বরূপ নির্ধারিত হওয়ায় পূর্বোক্ত প্রশ্ন আর হইতে পারে না। কারণ, বস্তুর উৎপত্তি হইলে প্রাগভাবস্বরূপ অন্যতম কারণ না থাকায় "উহার সামগ্রী অর্থাৎ সমুদায় কারণ আছে" ইহা বলিতে পারা যায় না। ঐ প্রশ্নের অন্য প্রকার সমাধান সম্ভব বলিয়া সম্প্রদায় বিশেষের মতে[৪] প্রাগভাব স্বীকৃত হয় নাই।

প্রাগভাব ব্যাপ্যবৃত্তি। যে-প্রাগভাবের প্রতিযোগী কোন দ্রব্য, গুণ অথবা কর্ম সেই

১. যে-বস্তু কখনও উৎপন্ন হইবে না মতবিশেষে উহারও প্রাগভাব স্বীকৃত হইয়াছে। যথা—"অনুৎপত্তিং তথা চান্যে প্রত্যবায়স্য মন্বতে"। ঐপ্রকার প্রাগভাবের বিনাশ সম্ভাবিত নহে। সুতরাং উক্তমতবাদীরা বলিতে বাধ্য যে, উহা নিত্য। এমত অবস্থায় উহার 'প্রাগভাব' সংজ্ঞা দেওয়া সঙ্গত কি না তাহা বিচার্য। বিশেষতঃ প্রতিযোগিরূপে অভিপ্রেত ঐ প্রকার বস্তু সর্বত্র ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগী অর্থাৎ অলীক। অতএব ঐ প্রকার প্রাগভাবও অলীকপ্রতিযোগিক হইয়া পড়ে, ইহাও চিন্তনীয়।

২. নব্যমতে প্রাগভাবের কোনও প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম স্বীকৃত হয় না, ফলে তদ্‌ঘটের প্রাগভাবীয় প্রতিযোগিতা তদ্‌ঘটত্বাবচ্ছিন্নও নহে। প্রাগভাব এবং ধ্বংস সামান্যাভাবও হইতে পারে এইরূপ মতান্তর সিদ্ধান্তলক্ষণ-দীধিতি গ্রন্থে পাওয়া যায়।

৩. মতান্তরে প্রত্যেক প্রাগভাবের প্রতিযোগী তিনটি—যেমন ঘট, ঘটধ্বংস এবং ঘটাত্যন্তাভাব—ইহারা ঘটপ্রাগভাবের প্রতিযোগী। 'ত্রিবিবাহং কৃতং যেন ন করোতি চতুর্থকং' ইহার প্রাচীনসম্মত ব্যাখ্যার এই সিদ্ধান্ত-স্বীকৃত।

৪. কণাদসিদ্ধান্ত চন্দ্রিকায় উক্ত হইয়াছে—নব্য সম্প্রদায় এবং বেদান্তমতে প্রাগভাব স্বীকৃত হয় নাই। বেদান্ত-পরিভাষায় দেখিতে পাওয়া যায়—"অতএব বিবরণে অবিদ্যানুমানে প্রাগভাবব্যতিরিক্তত্ববিশেষণম্"।

প্রাগভাব প্রতিযোগী পদার্থটি জন্মিবার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত উহার সমবায়ী বা উপাদান কারণে অবস্থান করে এবং প্রতিযোগী জন্মিলে পরক্ষণেই বিনষ্ট হয়[১]। অন্য সময়ে অর্থাৎ প্রতিযোগীর সমবায়ী জন্মিবার পূর্বে এবং সমবায়ীর নাশ হইলে পরে উহা কালিক-বিশেষণতা সম্বন্ধে কালে থাকে।

ধ্বংসের প্রাগভাব স্বীয় প্রতিযোগীর (ধ্বংসের) যাহা প্রতিযোগী সেই ভাবপদার্থের সমবায়ী কারণে থাকে। যেমন—ঘটধ্বংসের প্রাগভাব ঘটস্বরূপ ভাবের সমবায়ী মৃৎপিণ্ডে থাকে।

প্রাগভাব একবৃত্তি ও অনেকবৃত্তি উভয়প্রকারই হইতে পারে। শব্দের অধিকরণ একটিমাত্র দ্রব্য—আকাশ; এজন্য শব্দসমূহের প্রাগভাবসকল কেবল আকাশে থাকে অতএব উহা (শব্দপ্রাগভাব) একবৃত্তি। একখানি বস্ত্রনির্মাণে বহু সূত্র আবশ্যক। প্রত্যেক সূত্রই বস্ত্রের সমবায়ী কারণ। সুতরাং প্রত্যেক সূত্রে অবস্থিত হওয়ায় বস্ত্রপ্রাগভাব অনেকবৃত্তি। প্রাগভাব অনিত্য।

লক্ষণ। যে-অভাব বিনাশ প্রাপ্ত হয় তাহা **প্রাগভাব** (নাশ্যাভাবঃ প্রাগভাবঃ)।

লক্ষ্য। ঘটপ্রাগভাব, পটপ্রাগভাব ইত্যাদি।

সমন্বয়। স্পষ্ট।

প্রাগভাবের কোন বিভাগ দৃষ্ট হয় না।

ধ্বংস

ধ্বংস ধ্বংসাভাব (ধ্বংসাত্মক অভাব, ধ্বংসের অভাব নহে) প্রধ্বংস, নাশ, বিনাশ ইত্যাদি শব্দে একই অভাব বুঝায়।

উৎপত্তিযোগ্য দ্রব্য ও গুণসমূহ, যাবতীয় কর্ম এবং প্রাগভাব—ইহারা ধ্বংসের প্রতিযোগী।

ধ্বংসের ধ্বংস স্বীকৃত হয় না[২] এজন্য ধ্বংস স্বয়ং কোন ধ্বংসের প্রতিযোগী নহে।

ধ্বংস (ইহা) 'নষ্ট' এই প্রকারে জ্ঞানের বিষয় হয়। ধ্বংস প্রায় সর্বতোভাবে প্রাগভাবের তুল্য। যেহেতু, ইহা অনিত্য, ব্যাপ্যবৃত্তি এবং একবৃত্তি ও অনেকবৃত্তি উভয়বিধ। ইহাও প্রাগভাববৎ স্বীয় প্রতিযোগীর সমবায়ী কারণে অবস্থিত হয়

১. প্রতিযোগীর উৎপত্তিক্ষণেই প্রাগভাব নষ্ট হয় এইরূপ মতান্তরও প্রসিদ্ধ।

২. ১৫ পৃঃ টিপ্পনী দ্রষ্টব্য। অদ্বৈতবেদান্তমতে ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা প্রপঞ্চের বাধ অর্থাৎ জগতের নাশ হয়। ঐ নাশ ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত নহে; কারণ, 'অধিষ্ঠানাবশেষো হি নাশঃ কল্পিত বস্তুনঃ'। সুতরাং অদ্বৈতবাদ ব্যাহত হয় না, বেদান্তপরিভাষা। গঙ্গাধর দীক্ষিত বলেন—'বেদান্তমতে সমস্ত কার্যবস্তুর চরম ক্ষণের সহিত সম্বন্ধই ধ্বংস' কণাদ-সিদ্ধান্তচন্দ্রিকা।

এবং ঐ সমবায়ী কারণ নষ্ট হইলে কালিক সম্বন্ধে কালে থাকে[১] এবং সামান্যাভাব নহে[২]। বিশেষ এই যে—প্রাগভাব প্রতিযোগী পদার্থ উৎপন্ন হইবার পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত থাকে কিন্তু ধ্বংস প্রতিযোগী বস্তুর উৎপত্তির পরে অন্যান্য কারণ উপস্থিত হইলে[৩] আত্মলাভ করে। ফলে, কোন বস্তু জন্মিবার পরেই বিনষ্ট হয় আবার কোন বস্তু জন্মিয়া দীর্ঘকাল বিদ্যমান থাকে এবং পরে উহার নাশ ঘটে।

লক্ষণ। যে অভাব উৎপন্ন হয় তাহা **ধ্বংস** (জন্যাভাবো ধ্বংসঃ) অথবা ধ্বংসত্ব অখণ্ডোপাধি, উহাই ধ্বংসের লক্ষণ[৪]।

লক্ষ্য। ঘটধ্বংস, পটধ্বংস ইত্যাদি।

সমন্বয়। স্পষ্ট।

শাস্ত্রে ধ্বংসের কোন বিভাগ দৃষ্ট হয় না।

সংসর্গাভাব

অত্যন্তাভাব, প্রাগভাব ও ধ্বংস এই তিনটীর সাধারণ নাম সংসর্গাভাব। প্রাচীনেরা মনে করিতেন—উক্ত অভাবত্রয়ের জ্ঞান প্রতিযোগী পদার্থের কোনও সম্বন্ধের আরোপ ব্যতীত হইতে পারে না। অতএব প্রতিযোগীর সম্বন্ধারোপ অভাব প্রত্যক্ষে কারণ। 'ভূতলে যদি ঘট থাকিত তবে অবশ্যই ভূতল সংযোগসম্বন্ধে ঘটবিশিষ্ট বলিয়া প্রতীত হইত' এই জ্ঞানই অত্যন্তাভাবীয় প্রতিযোগীর সম্বন্ধারোপ। ইহার পরে ভূতল ঘটাভাববিশিষ্ট (ভূতলং ঘটাভাববৎ) এই প্রকারে ভূতলে ঘটাত্যন্তাভাবের প্রত্যক্ষ হয়। সংযোগের ন্যায় সমবায়, বিশেষণতা প্রভৃতি নানা সম্বন্ধে অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী আরোপিত হইতে পারে।

* প্রাগভাব এবং প্রধ্বংসের স্থলেও যথাক্রমে তাঁহারা প্রতিযোগীর পূর্বকাল ও উত্তরকাল এই দুই সম্বন্ধের আরোপ স্বীকার করিতেন। যখন প্রতিযোগীর যে-সম্বন্ধ আরোপিত হইবে তখন সেই সম্বন্ধ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধরূপে গণ্য হইবে। এই দৃষ্টিতে উহাদিগকে সংসর্গাভাব বলা হয়[৫]।

১. স্বরূপ সম্বন্ধেও উহা কালে থাকে এইরূপ মতও মিশ্রসম্মত বলিয়া জানা যায়।

২. ১৩০ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

৩. স্বীয় অবয়বদ্রব্যসমূহের পরস্পর বিভাগ বশতঃ উৎপন্ন দ্রব্য সমুদায়ের, আশ্রয় দ্রব্যের বিনাশ এবং বিরোধি-গুণের উৎপত্তি ইত্যাদি কারণে গুণ এবং কর্মের বিনাশ হয়।

৪. ১০৫ পৃঃ টিপ্পনী দ্রষ্টব্য। 'ধ্বংসত্বস্য অখণ্ডত্বমতে বৈয়র্থ্যশঙ্কানুদয়াচ্চ' পঙ্কং। জাগদীশী।

৫. ১১৫ পৃষ্ঠায় কতিপয় সম্বন্ধের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। আরোপিত সকল সম্বন্ধই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইতে পারে ইহা প্রচলিত মত। কিন্তু বৃত্ত্যনিয়ামক সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা সকলে স্বীকার করেন না। গদাধর ভট্টাচার্য কৃত দ্বিতীয়াব্যুৎপত্তিবাদে ঐ বিষয়ে উৎকৃষ্ট বিচার পাওয়া যায়। বৃত্ত্যনিয়ামক সম্বন্ধ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হয় না এই মতেও উহা প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ হইতে পারে।

নব্যগণ প্রাগভাব ও প্রধ্বংসের স্থলে ঐরূপে সম্বন্ধারোপের আবশ্যকতা স্বীকার করেন নাই। সুতরাং নব্যমতে ধ্বংসও প্রাগভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ স্বীকৃত হয় না। এই মতে ইহাদের 'সংসর্গাভাব' সংজ্ঞার কারণ অনুসন্ধানযোগ্য।

জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ কি প্রকারে সাতটিমাত্র শ্রেণীতে পরিসমাপ্ত হয় এবং আরও সংক্ষেপে কিরূপে উহাদিগকে ভাব ও অভাব এই দুইটিমাত্র বিভাগের অন্তর্গত করা যায় তাহা বলা হইয়াছে। এখন প্রশ্ন হয়—উল্লিখিত দুই প্রকার ব্যতীত তৃতীয় প্রকারের কোন কিছু স্বীকার্য কিনা ?

কোন কবি রাজসভায় নৈয়ায়িকগণের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিয়াছেন—

"ভাবাদভাবাদ্ যদি নাতিরিক্তঃ সম্বন্ধিভিঃ স্বীক্রিয়তে পদার্থঃ।
জন্যাবিনাশি প্রতিযোগিশূন্যং শ্রীলক্ষ্মণক্ষৌণিপতে র্যশঃ কিং ?॥"

অর্থাৎ সম্বন্ধীরা[১] ভাব ও অভাব ব্যতীত যদি অন্য পদার্থ স্বীকার না করেন তবে তাঁহারা মহারাজ শ্রীমান্ লক্ষ্মণ সেনের কীর্তিকে কি বলিবেন ? কারণ, ঐ কীর্তি উৎপন্ন বটে কিন্তু অবিনশ্বর, এজন্য উহা ভাবপদার্থে অন্তর্ভূত করিবার অযোগ্য[২]; আবার উহা অভাব শ্রেণীতেও গণনার অযোগ্য ; যেহেতু উহার প্রতিযোগী—বিরোধী অর্থাৎ সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বীও নাই[৩]।

অবশ্য, দার্শনিকেরা কবির এই রাজস্তুতিকে নিজের অধিকারে আমল দিবেন না। তথাপি ভাব ও অভাব হইতে পৃথক্ অলীক নামেও একপ্রকার বিষয় স্বীকার করা উচিত।

আকাশকুসুম, শশশৃঙ্গ, বন্ধ্যাপুত্র, কূর্মলোম প্রভৃতি শব্দে যাহা বুঝায় তাহাই **অলীক**। আমরা ইহাকে অলীক-বিষয় নামে নির্দেশ করিব।

অলীক-বিষয় ভাব অথবা অভাব কোন শ্রেণীর মধ্যে অন্তর্ভাবের অযোগ্য, ইহা ঐ সকলের বিবরণ হইতে পরিষ্কাররূপে বুঝা যায়। নৈয়ায়িকমতে উহা পদার্থসংজ্ঞার অনুপযুক্ত। কারণ, যে-বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান জন্মে তাহারই 'পদার্থ'সংজ্ঞা স্বীকার্য ; কিন্তু উল্লিখিত শব্দ হইতে কোন যথার্থ জ্ঞান হয় না। যেমন—রজ্জুতে সর্পবুদ্ধি হইলে সম্মুখস্থ রজ্জু ও দেশান্তরস্থিত সর্পের সম্বন্ধ (তাদাত্ম্য) অংশে ভ্রম হয় সেইরূপ পূর্বোক্ত স্থলসমূহে যথাক্রমে—পুষ্পে আকাশের, শৃঙ্গে শশের ও পুত্রে বন্ধ্যার সম্বন্ধাংশে ভ্রমই হইয়া থাকে কখনও যথার্থ জ্ঞান হয় না। ভ্রমজ্ঞান বস্তুর সাধক নহে। অতএব ঐ সকল ভ্রমের দ্বারা কোনও একটি অখণ্ড বস্তু সিদ্ধ হয় না। এজন্য পদার্থবিভাগে উহাদিগের অন্তর্ভাবের প্রশ্ন উঠিতে পারে না।

১. বহুবিধ সম্বন্ধ স্বীকার করায় নৈয়ায়িকগণকে সম্বন্ধী বা সম্বন্ধবাদী বলা যায়। ইহার দ্বারা 'শ্যালক' অর্থও ধ্বনিত হইতেছে, কারণ, বঙ্গদেশে ঐশব্দ শ্যালকেই প্রযুক্ত হয়। ১১৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

২. উৎপন্ন ভাবপদার্থ সমস্তই বিনাশী।

৩. অভাবমাত্রই সপ্রতিযোগিক বা প্রত্যেক অভাবেরই প্রতিযোগী আছে। ১১৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

পদার্থের প্রথম লক্ষণে (যথার্থ জ্ঞানের বিষয়ত্ব) "যথার্থ"শব্দ প্রয়োগের দ্বারা ইহা সূচিত হইয়াছে।

পদার্থের দ্বিতীয় লক্ষণ (পদশক্যত্ব) অনুসারেও উহারা কোন অখণ্ড পদার্থ হইতে পারে না। কারণ, আকাশকুসুম, বন্ধ্যাপুত্র প্রভৃতি পদ নহে, উহারা এক একটি বাক্য। শক্তি পদেরই ধর্ম, উহা বাক্যে থাকে না। অতএব ঐ শব্দগুলির শক্তি না থাকায় উহাদের শক্য (শক্তির বিষয়)ও কিছু নাই সুতরাং ঐরূপ পদার্থও থাকিতে পারে না।

যদিও শাস্ত্রকারগণ 'রজ্জু-সর্প' এবং 'আকাশ-কুসুম' এই দুই স্থলেই ভ্রমজ্ঞান বলিয়াছেন, তথাপি বিশেষ প্রণিধান করিলে বুঝা যায় যে, "ইহা সর্প' (অয়ং সর্পঃ) এই প্রকারে রজ্জুতে যে সর্প-বুদ্ধি হয় উহা হইতে 'আকাশ-কুসুম' প্রভৃতি বাক্য জনিত বুদ্ধির অনেক বৈলক্ষণ্য আছে এবং স্থলবিশেষে ঐ সকল শব্দ হইতে যথার্থ জ্ঞানও হইয়া থাকে।

কারণ, পূর্বোক্ত ভ্রমজ্ঞানটীর পরিচয় বিশ্লেষণ করিলে প্রথমতঃ দেখা যায় যে, রজ্জুতে সর্প-ভ্রম বুঝাইতে যে শব্দ দুইটীর প্রয়োগ হয় তাহারা বিশেষ্য অংশে একই অর্থ বুঝায় কিন্তু উহাদের বিশেষণ (ইদন্ত্ব ও সর্পত্ব) ভাগ পরস্পর বিভিন্ন।

দ্বিতীয়তঃ—ঐ প্রকার ভ্রম বুঝাইতে সাধারণতঃ যেরূপ শব্দ (অয়ং সর্পঃ) ব্যবহৃত হইয়া থাকে উহার পর্যায় শব্দ (এষ অহিঃ ইত্যাদি)ও ঐ প্রকার ভ্রম প্রকাশ করিতে সমর্থ কিন্তু উহার অপর্য্যায় শব্দ (নীলঃ ঘটঃ ইত্যাদি) প্রয়োগ করিলে কেহ ঐরূপ অর্থ বুঝে না।

তৃতীয়তঃ—রজ্জুতে সর্প-বুদ্ধি প্রকাশ করিতে উক্ত দুইটীমাত্র শব্দ (অয়ং সর্পঃ) ব্যতীত অন্য কোন শব্দের নিয়ত অপেক্ষা থাকে না।

আকাশকুসুম, বন্ধ্যাপুত্র প্রভৃতি স্থল যে ইহা হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত উদাহরণ দেখিলে তাহা বুঝা যাইবে।

যথা—"সন্তরণে সমুদ্রলঙ্ঘন আকাশকুসুম" ইত্যাদি। এই সকল স্থানে পূর্ব নির্দিষ্ট বস্তুর অসম্ভাবনীয়তা বুঝাইবার জন্য "আকাশকুসুম" প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করা হয়। এখানে 'সমুদ্র-লঙ্ঘন' ও "আকাশ-কুসুম" এই শব্দ দুইটীর অর্থ এক নহে, বরঞ্চ ঐরূপে সমুদ্র-লঙ্ঘন যে একেবারেই কাল্পনিক, সম্পূর্ণ মিথ্যা বা অলীক; উক্ত বাক্য হইতে তাহাই বুঝা যায়।

উল্লিখিত দৃষ্টান্তে "আকাশকুসুম" কথাটীর পরিবর্তে 'শশশৃঙ্গ' অথবা 'বন্ধ্যাপুত্র' এইরূপ প্রয়োগ করিলে অর্থ একই থাকে কোনও ব্যতিক্রম হয় না। কিন্তু উহারা পর্যায়শব্দ ইহাও বলা যায় না। আকাশ-কুসুম প্রভৃতির পর্যায়রূপে খ-পুষ্প ইত্যাদি শব্দই লোকপ্রসিদ্ধ, শশশৃঙ্গ বা বন্ধ্যাপুত্র নহে।

আকাশকুসুম প্রভৃতি কথা ব্যবহার করিতে হইলে আরও অন্ততঃ দুইটী শব্দের নিয়ত অপেক্ষা করিতে হয়, একটিমাত্র শব্দের প্রয়োগে ঐ আকাঙ্ক্ষার সমাধান

হয় না। উক্ত স্থলে—'সন্তরণে ও সমুদ্রলঙ্ঘন' এই দুইটী পদেরই অপেক্ষা আছে, উহার একটিকে বাদ দিয়া কেবলমাত্র 'সন্তরণ আকাশকুসুম' কিংবা 'সমুদ্রলঙ্ঘন আকাশকুসুম' এইরূপ বলিলে অর্থ সঙ্গত হয় না। অতএব সাধারণ ভ্রমের সহিত উক্তস্থলীয় জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য অস্বীকার করা যায় না।

মহর্ষি পতঞ্জলিও ভ্রমের বিষয় হইতে অলীকের এই পার্থক্য অনুভব করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার বিপর্যয় ও বিকল্পের পৃথক্ ভাবে নির্দেশ দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়[১]।

কল্পনাকুশল নৈয়ায়িক সম্প্রদায় যদি আকাশকুসুম, বন্ধ্যাপুত্র প্রভৃতি শব্দের 'অত্যন্তাভাব' অর্থ স্বীকার করেন তবে কোন অনুপপত্তি থাকে না। অন্যত্র অভাব যেমন প্রতিযোগিরূপে নিয়তই কোন ভাব পদার্থের অপেক্ষা রাখে তদ্রূপ আকাশকুসুম, বন্ধ্যাপুত্র প্রভৃতি শব্দও ভাব পদার্থের সহযোগেই অর্থপ্রকাশ করিয়া থাকে। "সন্তরণের দ্বারা সমুদ্রলঙ্ঘন আকাশকুসুম" (সন্তরণেন সমুদ্রলঙ্ঘনং আকাশকুসুমং) কেহ এইরূপ বলিলে "সমুদ্রলঙ্ঘন সন্তরণসাধ্য নহে" (সমুদ্রলঙ্ঘনে সন্তরণসাধ্যত্বাভাব) এইরূপে অত্যন্তাভাবই জ্ঞানের বিষয় হয়। অতএব আপাততঃ ভাবপদার্থরূপে প্রতীত হইলেও অপবর্গ, দারিদ্র্য প্রভৃতির ন্যায় আকাশকুসুম, বন্ধ্যাপুত্র প্রভৃতিও অভাব পদার্থে অন্তর্ভূত হইতে পারে।

১. পাতঞ্জলদর্শন, সমাধিপাদ, ৭-৮ সূত্র দ্রষ্টব্য।

সপ্তম অধ্যায়

ষোড়শ পদার্থের অন্তর্ভাব

বৈশেষিক সম্মত সপ্ত পদার্থ নিরূপিত হইয়াছে। গৌতমোক্ত ষোড়শ পদার্থ কিরূপে উল্লিখিত সপ্তবিধ পদার্থে অন্তর্ভূত হয় তাহা এই অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইবে[১]।

মহর্ষি গৌতমের ষোড়শ পদার্থ—(১) প্রমাণ (২) প্রমেয় (৩) সংশয় (৪) প্রয়োজন (৫) দৃষ্টান্ত (৬) সিদ্ধান্ত (৭) অবয়ব (৮) তর্ক (৯) নির্ণয় (১০) বাদ (১১) জল্প (১২) বিতণ্ডা (১৩) হেত্বাভাস (১৪) ছল (১৫) জাতি (১৬) নিগ্রহস্থান।

(১) প্রমাণ

যাহা প্রমার[২] করণ[৩] তাহা প্রমাণ।

প্রমাণ চতুর্বিধ[৪]—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ।

১. ১১ পৃঃ টিপ্পনী দ্রষ্টব্য। পদার্থসমূহের উক্ত ষোড়শ প্রকার নির্দেশকে পূর্বোক্ত (৬ পৃঃ) লক্ষণ অনুসারে বিভাগ বলা যায় না। কারণ, প্রমাণত্ব, প্রমেয়ত্ব প্রভৃতি অবান্তর ধর্মসকল পরস্পর বিরুদ্ধ নহে এবং এই স্থানে কোন সামান্য ধর্মও উক্ত হয় নাই।

২. প্রমা ৯৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

৩. করণ শব্দের অর্থ—কারণ বিশেষ বা ব্যাপারজনক কারণ। অতএব 'করণ' কার্য এবং ব্যাপার এই উভয় সাপেক্ষ। যে-বস্তু করণ হইতে উৎপন্ন অথচ কার্যের উৎপাদক তাহা ব্যাপার। যেমন—ছেদনকার্যে কুঠার (অস্ত্র) করণ এবং বৃক্ষ ও কুঠারের সংযোগ ব্যাপার।

প্রকৃত স্থলে "প্রমার করণ" এইরূপ বলিলে 'প্রমা' উহার (ঐ করণ বস্তুর) কার্য বা ফল ইহা স্বতই বুঝা যায়। এতদ্ভিন্ন এই ক্ষেত্রে ব্যাপারও আবশ্যক। প্রত্যক্ষ স্থলে ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ ব্যাপার ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। উদ্দ্যোতকরাচার্য প্রভৃতি প্রাচীনগণের মতে ব্যাপারই করণ। তদনুসারে প্রাচীন ও নবীন মতে প্রমাণের স্বরূপনির্ণয়ে মতদ্বৈধ ঘটিয়াছে।

৪. 'প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দাঃ প্রমাণানি' ১।১।৩ ন্যায়সূত্র। চার্বাক মতে প্রমাণ একবিধ—প্রত্যক্ষ। বৌদ্ধ এবং বৈশেষিক মতে প্রমাণ দ্বিবিধ—প্রত্যক্ষ ও অনুমান। সাংখ্য এবং পাতঞ্জলমতে প্রমাণ ত্রিবিধ—প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শব্দ। এই মত বৈশেষিক ব্যোমাশবাচার্য এবং নৈয়ায়িক সম্প্রদায়বিশেষের অনুমোদিত। মহর্ষি গৌতমের মতে প্রমাণ চতুর্বিধ—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ। শূন্যবাদী বৌদ্ধদার্শনিক নাগার্জুনও "উপায়হৃদয়"গ্রন্থে উল্লিখিত চতুর্বিধ প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন। চরকসংহিতার মতেও প্রমাণ চতুর্বিধ—প্রত্যক্ষ, অনুমান, যুক্তি ও শব্দ। প্রভাকর-মতে প্রমাণ পঞ্চবিধ—গৌতমসম্মত চারিটি এবং অর্থাপত্তি। মহানৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণির মতেও অর্থাপত্তি পৃথক্ প্রমাণ। কুমারিল ভট্ট এবং বৈদান্তিক সম্প্রদায়ের মতে প্রমাণ ষড়্‌বিধ—প্রভাকরসম্মত পাঁচটি এবং অভাব। পৌরাণিক-মতে প্রমাণ অষ্টবিধ—পূর্বোক্ত ছয়টি, সম্ভব ও ঐতিহ্য।

প্রত্যক্ষ প্রমাণ[১]—ঘ্রাণজ, রাসন, চাক্ষুষ, ত্বাচ, শ্রাবণ ও মানস এই ছয় প্রকার[২] প্রত্যক্ষে যথাক্রমে করণ হওয়ায় নাসিকা, জিহ্বা, চক্ষু, ত্বক্ কর্ণ ও মন এই ছয়টি **প্রত্যক্ষ প্রমাণ**। ইহারা সকলেই দ্রব্যের অন্তর্গত[৩]।

অনুমান—অনুমিতির করণ অনুমান। উহা ব্যাপ্তিজ্ঞান স্বরূপ[৪]। অতএব অনুমান গুণে অন্তর্ভূত।

উপমান—উপমিতির করণ—উপমান। উহা সাদৃশ্যজ্ঞান, সুতরাং গুণবিভাগে অন্তর্ভূত[৫]।

শব্দপ্রমাণ—যাহা যথার্থ শাব্দবোধের করণ তাহা শব্দপ্রমাণ। উহা পদজ্ঞান, গুণের অন্তর্গত[৬]।

পূর্বে যাহা জ্ঞাত হয় নাই সেই বস্তুর জ্ঞাপক পদার্থেরই প্রমাণ সংজ্ঞা স্বীকৃত হয়। স্মৃতিমাত্রেরই বিষয় পূর্বে অনুভূত। ফলে, স্মৃতি প্রমা হইলেও উহার করণ—পূর্বকালোৎপন্ন অনুভব প্রমাণ বলিয়া গণ্য হয় না। অতএব ন্যায়মতে প্রমাণ চতুর্বিধই। সুতরাং প্রমাণ লক্ষণের অন্তর্গত 'প্রমা'শব্দের অর্থও যথার্থ অনুভবমাত্র। ৯২ পৃঃ দ্রষ্টব্য। ন্যায়-মঞ্জরী গ্রন্থে স্মৃতিকরণের প্রমাণত্ব খণ্ডনে অন্যযুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। বেদান্তপরিভাষায় উহারও প্রমাণত্ব স্বীকৃত হইয়াছে।

১. 'প্রত্যক্ষ' শব্দটি নানা প্রকারে ব্যবহৃত হয়। ঘট প্রত্যক্ষ অর্থাৎ কোন প্রত্যক্ষ জ্ঞানের (চাক্ষুষ অথবা ত্বাচ প্রত্যক্ষের) বিষয়। জ্ঞানবিশেষরূপে ব্যবহার—চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ, মানস প্রত্যক্ষ ইত্যাদি। "প্রত্যক্ষপ্রমাণ" অর্থে কেবল "প্রত্যক্ষ" শব্দের প্রয়োগ শাস্ত্রে সুলভ কিন্তু ঐরূপ লৌকিক প্রয়োগ স্বারসিক বা অনায়াস সিদ্ধ নহে।

২. সপ্তপদার্থী গ্রন্থে বলা হইয়াছে প্রত্যক্ষ সপ্তবিধ—ঐ সপ্তম প্রকার ঈশ্বরপ্রত্যক্ষ।

৩. ২৫, ২৭, ২৮, ৩১, ৩৩ ও ৩৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য। "ব্যাপারগুলিই করণ" এইরূপ প্রাচীন মতে প্রত্যক্ষপ্রমাণসমূহ সংযোগ, সমবায় এবং বিশেষণতায় অন্তর্ভূত। সবিকল্প প্রত্যক্ষ স্থলে নির্বিকল্প প্রত্যক্ষই ব্যাপার এইরূপ মতান্তর দৃষ্ট হয়।

৪. "অনুমান" শব্দ যদি ভাববাচ্যে "অনট্" প্রত্যয় দ্বারা সাধিত হয় তবে উহার অর্থ—অনুমিতি। যদি অনু+মা+(করণে) অনট্ প্রত্যয়দ্বারা সাধিত হয়—তবে উহার অর্থ 'অনুমান প্রমাণ' হইতে পারে। অনুমিতি স্থলে "ব্যাপ্তিজ্ঞান" অনুমান ইহা প্রচলিত মত। গঙ্গেশ উপাধ্যায় ও উদ্দ্যোতকরাচার্য প্রভৃতির মতে ব্যাপ্তিজ্ঞানের ব্যাপার "পরামর্শই" অনুমান। মতান্তরে হেতুজ্ঞানই অনুমান। সকল মতেই উহা গুণবিশেষ। উদয়নাচার্যের মতে জ্ঞানের বিষয়ীভূত হেতুসকলই অনুমান। উল্লিখিত সপ্ত পদার্থের প্রত্যেক বস্তুই অনুমিতি বিশেষে হেতু হইতে পারে সুতরাং এইমতে অনুমান যথাযথভাবে সপ্তপদার্থের অন্তর্গত। ৯৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

৫. সাদৃশ্যজ্ঞানের ব্যাপার অতিদেশবাক্যার্থস্মরণ। প্রাচীনমতে উহাই উপমান প্রমাণ। ৯৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

৬. 'শব্দ'রূপ প্রমাণ এই অর্থেই সাধারণতঃ "শব্দপ্রমাণ"কথাটী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু নব্যসম্প্রদায় শব্দের সাক্ষাৎ করণত্বপক্ষে দোষ প্রদর্শন করিয়া "পদ"-রূপ শব্দবিশেষের জ্ঞানকেই শাব্দবোধে করণ বলিয়াছেন। এই শব্দ প্রধানতঃ বেদ, কিন্তু ঋষি বা অন্য কোনও যথার্থজ্ঞানী ব্যক্তির উক্তিও হইতে পারে। পদজ্ঞানের প্রতি কারণ হওয়ায় পদগুলি শাব্দবোধ-প্রমার পরম্পরায় কারণ (অর্থাৎ শাব্দবোধের কারণ পদজ্ঞান, তাহার কারণ। এইভাবে নব্যেরা কথঞ্চিৎ প্রচলিত ব্যবহার সমর্থন করিতে পারেন। তবে এই মতে "শাব্দপ্রমাণ" কথাটী ব্যবহার করাই ভাল। যাহারা জ্ঞানের বিষয়ীভূত পদকেই শাব্দবোধে করণ বলেন তাহাদিগের মতে শব্দপ্রমাণ ও প্রমাণশব্দ এই দুইটী কথায় কোনও কষ্টকল্পনা করিতে হয় না। পদজ্ঞানের ব্যাপার পদার্থজ্ঞান, উহা পদের বৃত্তি অর্থাৎ শক্তি অথবা লক্ষণা জ্ঞান বশতঃ উৎপন্ন প্রত্যেক পদের অর্থবিষয়ক জ্ঞানস্বরূপ। সুতরাং সকল মতেই শব্দপ্রমাণ গুণবিভাগে অন্তর্ভূত। ভাট্টসম্প্রদায়-বিশেষের মতে শাব্দবোধে পদজ্ঞান অথবা জ্ঞানীয় বিষয়তাপন্ন পদ করণ নহে কিন্তু ঐ সকল পদার্থই করণ। সুতরাং এইমতে শব্দপ্রমাণ স্বীকৃত পদার্থসমূহে অন্তর্ভূত। ৯৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

সাংখ্য এবং পাতঞ্জলমতে প্রমাণ অন্তঃকরণের বৃত্তিবিশেষ১। ঐ বৃত্তি ও জ্ঞান-শব্দে ব্যবহৃত হয়। জৈন এবং বৌদ্ধমতেও প্রমাণ জ্ঞানস্বরূপ। ন্যায়মতে অনুমান উপমান এবং শব্দপ্রমাণ জ্ঞানস্বরূপ। কেবল প্রত্যক্ষ প্রমাণের স্বরূপ বিষয়ে অন্যসম্প্রদায়ের সহিত নৈয়ায়িকের মতবিরোধ ঘটিয়াছে।

সাধারণতঃ কোন বস্তু প্রত্যক্ষ হইলে কেহ উহা গ্রহণযোগ্য মনে করে, কেহ বা উহা ত্যাজ্য বলিয়া স্থির করে, যাহারা উহা হইতে অভীষ্ট অথবা অনিষ্ট কিছুরই সম্ভাবনা করে না তাহারা ঐ প্রকার প্রত্যক্ষবস্তুবিষয়ে ঔদাসীন্য অবলম্বন করে। ত্রিবিধ লোকের জ্ঞাত বিষয়ে উৎপন্ন উক্তপ্রকার জ্ঞানসমূহ উপাদান অর্থাৎ গ্রহণ বুদ্ধি, হান অর্থাৎ ত্যাগবুদ্ধি, এবং উপেক্ষাবুদ্ধি নামে প্রসিদ্ধ। প্রমাণের ফল বস্তুজ্ঞান ইহাই প্রসিদ্ধ। কিন্তু "এই সকল বুদ্ধি অর্থাৎ উপাদানবুদ্ধি, হানবুদ্ধি বা উপেক্ষাবুদ্ধিই প্রমাণের ফল" এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে ঐ সকল বুদ্ধি নিয়মিতরূপে বস্তুজ্ঞানের পরে উৎপন্ন হওয়ায় সর্বত্র বস্তুজ্ঞানই প্রমাণ হইয়া দাঁড়ায়২। এই প্রকারে প্রমাণ বিষয়ে বহুমতের সামঞ্জস্য সম্ভব হইলেও তাহা সকলের রুচিকর হয় নাই। কারণ, তাহাতে ফলবৈচিত্র্য বশতঃ প্রমাণের বৈচিত্র্য সম্ভবে না। বিশেষতঃ ঐ সকল হানোপাদানাদিবুদ্ধি নির্দিষ্ট প্রমাণ উৎপত্তির বহুক্ষণ বিলম্বে উৎপন্ন হওয়ায় উহাকে প্রমাণের ফলরূপে নির্দেশ করা কতদূর সঙ্গত তাহাও বিচার্য৩। জরন্নৈয়ায়িক জয়ন্তভট্টের মতে জ্ঞানের সামগ্রী অর্থাৎ কারণ সমুদায়ই প্রমাণ। ভট্টমতে ভাববস্তুর জ্ঞানে প্রমাণ জ্ঞানস্বরূপ, অভাবজ্ঞানে জ্ঞানোৎপাদক কারণের অভাবই প্রমাণ৪।

(২) প্রমেয়

(১) আত্মা (২) শরীর (৩) ইন্দ্রিয় (৪) অর্থ (৫) মন (৬) বুদ্ধি (৭) প্রবৃত্তি (৮) দোষ (৯) ফল (১০) দুঃখ (১১) প্রেত্যভাব এবং (১২) অপবর্গ এই দ্বাদশটী পদার্থ ন্যায়সূত্রের প্রমেয়৫।

১. 'প্রমাণ-বিপর্যয়-বিকল্প-নিদ্রা-স্মৃতয়ঃ' পাতঞ্জলসূত্র, সমাধিপাদ। ২১ পৃঃ টিপ্পনী এবং ৯০-৯১ পৃঃ জ্ঞান-নিরূপণ দ্রষ্টব্য।

২. প্রমাণতায়াং সামগ্র্যাস্তজ্জ্ঞানং ফলমিষ্যতে। তস্য প্রমাণভাবে তু ফলং হানাদিবুদ্ধয়ঃ ॥ ৬৬পৃঃ ন্যায়মঞ্জরী। 'বৃত্তিস্তু সন্নিকর্ষো জ্ঞানং বা। যদা সন্নিকর্ষস্তদা জ্ঞানং প্রমিতিঃ, যদা জ্ঞানং তদা হানোপাদানোপেক্ষাবুদ্ধয়ঃ ফলং' ১।১।৩। ন্যায়সূত্র ভাষ্য।

৩. ন্যায়মঞ্জরী ৬৭পৃঃ দ্রষ্টব্য।

৪. মানমেয়োদয় প্রমাণ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৫. 'আত্মশরীরেন্দ্রিয়ার্থ-মনো-বুদ্ধিপ্রবৃত্তি-দোষ-ফল-দুঃখ-প্রেত্যভাবাপবর্গাস্তু প্রমেয়ং' ১।১।৯ ন্যায়সূত্র। এই সূত্রে প্রমেয় শব্দটী "পারিভাষিক অর্থাৎ এই শাস্ত্রেই ব্যবহারযোগ্য বিশেষ সংজ্ঞারূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং উহা উল্লিখিত দ্বাদশটী বস্তুরই সংজ্ঞা বুঝিতে হইবে। যাহা প্রমার বিষয় তাহাই প্রমেয় (প্র+মা+(কর্মণি) য) এই যোগার্থ গ্রহণ করিলে যাবতীয় পদার্থকেই প্রমেয় বলা যায়। শাস্ত্রেও অনেক স্থলে ঐরূপ বলা হইয়াছে। ন্যায়ভাষ্যে অন্য অনেক প্রমেয়ের অস্তিত্বের কথাও পাওয়া যায়।

(১) আত্মা—যাহা চেতন অর্থাৎ সাক্ষাৎজ্ঞানের আশ্রয় তাহাই আত্মা। আত্মা দ্রব্যের অন্তর্গত[১]।

(২) শরীর—যাহা ভোগের আয়তন অর্থাৎ আত্মা সর্বব্যাপী হইয়াও যে বস্তুটি অবলম্বন করিয়া সুখ দুঃখের অনুভব করে তাহা শরীর। ইহাই চেষ্টা (ক্রিয়াবিশেষ) ইন্দ্রিয় এবং অর্থের (সুখ ও দুঃখের) আশ্রয়[২]। শরীর দ্রব্যের অন্তর্গত।

(৩) ইন্দ্রিয়—ইন্দ্রিয়গুলি দ্রব্যের অন্তর্গত। ইহাদের লক্ষণ এবং অন্তর্ভাব প্রকার পূর্বে বলা হইয়াছে[৩]।

(৪) অর্থ—যাহা পঞ্চবিধ বহিরিন্দ্রিয়ের বিষয় উহাদিগের মধ্যে কয়েকটিকেই "অর্থ" বলা হইয়াছে[৪]। উহাদিগের নাম—গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ। এই বস্তুগুলি গুণের অন্তর্গত।

(৫) বুদ্ধি—ইহা জ্ঞানের নামান্তর অতএব গুণে অন্তর্ভূত[৫]।

(৬) মন—ইহা দ্রব্যের অন্তর্গত[৬]।

(৭) প্রবৃত্তি—বাক্, বুদ্ধি (অর্থাৎ মন) ও শরীরের কার্যকে প্রবৃত্তি বলে[৭]।

বাক্প্রবৃত্তি—বাগিন্দ্রিয়ের কার্য, উহা শব্দ বিশেষ, অতএব গুণের অন্তর্গত।

বুদ্ধিপ্রবৃত্তি—পরের অপকারেচ্ছা, লোভ, দয়া, শ্রদ্ধা প্রভৃতি বুদ্ধিপ্রবৃত্তি। উহারা গুণের অন্তর্গত।

শরীরপ্রবৃত্তি—হিংসা, চৌর্য, সেবা, আর্ত্তত্রাণ প্রভৃতি শরীরপ্রবৃত্তি। ইহারা কর্মের অন্তর্গত।

(৮) দোষ—প্রবৃত্তির হেতু[৮]। উহা রাগ, দ্বেষ এবং মোহ এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত।

১. 'ইচ্ছা-দ্বেষ-প্রযত্ন-সুখ-দুঃখ-জ্ঞানান্যাত্মনো লিঙ্গং' ১।১।১০ ন্যায়সূত্র। আত্মা কি এবিষয়ে বিস্তর মতভেদ আছে। বেদান্তসার, পঞ্চদশী, সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ প্রভৃতি গ্রন্থে ঐ বিষয়ে বিভিন্ন মতসকল যুক্তি সহকারে প্রদর্শিত হইয়াছে। ৩৯-৪১ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

২. "চেষ্টেন্দ্রিয়ার্থাশ্রয়ঃ শরীরম্'' ১।১।১১ ন্যায়সূত্র। ২২, ২৫, ২৭, ২৮, ৩১ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

৩. "ঘ্রাণরসনচক্ষুস্ত্বক্শ্রোত্রাণীন্দ্রিয়াণি ভূতেভ্যঃ" ১।১।১২, ন্যায়সূত্র। মনের পৃথক্ উল্লেখ থাকায় ১২শ সূত্রস্থ "ইন্দ্রিয়" শব্দটী কেবল "বহিরিন্দ্রিয়'' বুঝাইবার উদ্দেশ্যেই প্রযুক্ত হইয়াছে।

৪. "গন্ধ-রস-রূপ-স্পর্শ-শব্দাঃ পৃথিব্যাদিগুণাস্তদর্থাঃ" ১।১।১৪ ন্যায়সূত্র।

৫. বুদ্ধিরুপলব্ধির্জ্ঞানমিত্যনর্থান্তরম্" ১।১।১৫ ন্যায়সূত্র। ৪০, ৯০ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

৬. যুগপজ্‌জ্ঞানানুৎপত্তির্মনসোলিঙ্গম্" ১।১।১৬ ন্যায়সূত্র। ৩৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

৭. "প্রবৃত্তির্বাগ্‌বুদ্ধিশরীরারম্ভঃ" ১।১।১৭ ন্যায়সূত্র। "প্রবৃত্তি" শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ যত্ন (২১তম গুণ)। বিশ্বনাথের মতে শব্দপ্রয়োগের অনুকূল যত্ন বাক্প্রবৃত্তি। হত্যা সেবা ইত্যাদি চেষ্টার জনক যত্ন শরীরপ্রবৃত্তি। এতদ্‌ভিন্ন যে যত্ন দয়া লোভ প্রভৃতির হেতু উহা বুদ্ধিপ্রবৃত্তি। এই মতে সমস্ত প্রবৃত্তিই গুণে অন্তর্ভূত।

৮. "প্রবর্ত্তনালক্ষণা দোষাঃ" ১।১।১৮ ন্যায়সূত্র।

রাগশ্রেণী—কাম, মৎসর, স্পৃহা, তৃষ্ণা, লোভ। ইহারা ইচ্ছাবিশেষ১ সুতরাং গুণের অন্তর্গত।

দ্বেষশ্রেণী—ক্রোধ, ঈর্ষ্যা, অসূয়া, দ্রোহ, অমর্ষ ইত্যাদি। ইহারা দ্বেষবিশেষ অতএব গুণে অন্তর্ভূত।

মোহশ্রেণী—মিথ্যাজ্ঞান, বিচিকিৎসা (সংশয়) মান (অভিমান) প্রমাদ ইত্যাদি। ইহারা জ্ঞানবিশেষ এজন্য গুণে অন্তর্ভূত।

(৯) প্রেত্যভাব—পুনর্জন্ম। আত্মা সর্বব্যাপী তথাপি একের আত্মা অন্য দেহে উৎপন্ন সুখ দুঃখাদি অনুভব করিতে পারে না কিন্তু একটী আত্মা কোন এক দেহেই সুখ দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে। এজন্য প্রত্যেক জীবাত্মার নির্দিষ্ট দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত বিশেষ সম্বন্ধ স্বীকার করা আবশ্যক। উহা সংযোগবিশেষ। উহাকে "অবচ্ছেদকতা" বলে। অন্য দেহ অথবা ঘট পটাদির সহিত ঐ আত্মার যে সংযোগ হয় তাহা হইতে ঐ সংযোগ বিজাতীয়। এই অবচ্ছেদকতা-সংযোগের নাশই মৃত্যু এবং উহারই উৎপত্তিকে আত্মার জন্ম বলা হয়। এই জন্ম-মৃত্যু প্রবাহের প্রথম আরম্ভ নাই অর্থাৎ কখন সর্বপ্রথম জন্ম হইল তাহা নিরূপণ করা যায় না এজন্য ইহা অনাদি—যুগ যুগান্তর পর্যন্ত চলিতেছে। কিন্তু মুক্তি হইলে আর জন্ম মৃত্যু সম্ভব হয় না বলিয়া উহা অপবর্গান্ত। অতএব প্রেত্যভাব সংযোগ-বিশেষ সুতরাং গুণের অন্তর্গত২।

(১০) ফল—সুখ ও দুঃখের সংবেদন অর্থাৎ সাক্ষাৎকারই ফল। সাক্ষাৎকার জ্ঞান-বিশেষ সুতরাং ইহা গুণে অন্তর্ভূত৩।

(১১) দুঃখ—ইহা গুণের অন্তর্গত৪।

(১২) অপবর্গ—দুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তি অপবর্গ বা মুক্তি৫। দুঃখের কারণ শরীরাদিও

১. ৮৩ পৃঃ টিপ্পনী দ্রষ্টব্য। মৎসর-যে বস্তু দান অথবা উপভোগে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না অন্যকে সেইরূপ বস্তু গ্রহণে বাধাদানেচ্ছা। রাজকীয় জলাশয় হইতে জলপান কালে পিপাসার্ত ব্যক্তির প্রতি নিকটস্থ কর্মচারীর এবং উত্তম বুদ্ধিমেধাসম্পন্ন ছাত্রের প্রতি উহার সংপাঠী ছাত্রদিগের মৎসরের পরিচয় পাওয়া যায়। উল্লিখিত তিন শ্রেণীর বিশেষ পরিচয় ব. সা. প. প্রকাশিত ন্যায়দর্শনে ৪র্থ অধ্যায় ১ম আহ্নিকের ৩য় সূত্রে দ্রষ্টব্য।

২. "পুনরুৎপত্তিঃ প্রেত্যভাবঃ" ১।১।১৯ ন্যায়সূত্র। ৪৩ পৃঃ আত্মনিরূপণ দ্রষ্টব্য।

৩. "প্রবৃত্তিদোষজনিতোঽর্থঃ ফলম্" ১।১।২০ ন্যায়সূত্র। মুখ্য ও গৌণ ভেদে ফল দ্বিবিধ। সুখ ও দুঃখের সংবেদন মুখ্যফল। তদ্ভিন্ন শরীরাদি বস্তু গৌণফল। সকল প্রকার কার্য বস্তু বুঝাইতেও "ফল"শব্দ শাস্ত্রে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

৪. "বাধনালক্ষণং দুঃখং" ১।১।২১ ন্যায়সূত্র। ৮২ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

৫. "তদত্যন্তবিমোক্ষোঽপবর্গঃ" ১।১।২২ ন্যায়সূত্র। শ্রীমদ্‌গঙ্গেশোপাধ্যায় তত্ত্বচিন্তামণিগ্রন্থে অনুমান খণ্ডের শেষভাগে অপবর্গ দুঃখের অত্যন্তাভাব অথবা দুঃখের প্রাগভাব কিংবা দুঃখের ধ্বংস স্বরূপ এই তিন মতেরই উপন্যাস করিয়াছেন। সকল মতেই উহা অভাবস্বরূপ অতএব সপ্তম পদার্থের অন্তর্গত। মুক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে ন্যায় ও বৈশেষিকের এই একই সিদ্ধান্ত। সংক্ষেপশারীরকগ্রন্থে দেখা যায়—ভগবান্ শঙ্করাচার্য বলিতেছেন "অক্ষপাদমতে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির সহিত আনন্দ সংবেদনই মুক্তি। ঐ উক্তির মূল অনুসন্ধেয়।

গৌণ দুঃখ। গৌণ ও মুখ্য সর্ববিধ দুঃখের মূলোচ্ছেদ হইলেই দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি সম্ভব হয়। এই অপবর্গ দুঃখপ্রাগভাবের অসমকালীন অর্থাৎ যে কাল হইতে আরম্ভ করিয়া ভবিষ্যতে কোনও দুঃখ জন্মিবে না তৎকালীন দুঃখধ্বংস স্বরূপ হওয়ায় অভাবের অন্তর্গত।

(৩) সংশয়

সংশয়—ইহা জ্ঞানবিশেষ অতএব গুণে অন্তর্ভূত১।

(৪) প্রয়োজন

প্রয়োজন—যে উদ্দেশ্যে লোক কার্যে প্রবৃত্ত হয় তাহা প্রয়োজন। উক্ত উদ্দেশ্য দ্বিবিধ—সুখ ও দুঃখাভাব।

সুখ গুণের অন্তর্গত। দুঃখাভাব অভাবে অন্তর্ভূত২।

(৫) দৃষ্টান্ত

দৃষ্টান্ত—বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ে যে ক্ষেত্রবিশেষে একমত উহা দৃষ্টান্ত৩।

বিচারস্থলে দৃষ্টান্তের আবশ্যকতা দেখা যায়। মনে করা যাউক্ পর্বতে অগ্নি আছে কি না এই প্রকার সন্দেহ হইল। তখন বাদী এক পক্ষ গ্রহণ করিয়া বলিলেন—পর্বতঃ বহ্নিমান্ (পর্বতে অগ্নি আছে)। প্রতিবাদী আশঙ্কা করিতে পারেন—কুতঃ? অর্থাৎ কিসে বুঝিতেছ পর্বতে অগ্নি আছে? বাদী ঐ সম্ভাবিত আশঙ্কার উত্তরে বলিবেন—ধূমাৎ (ধূম দেখিয়া উহা বুঝা যায়)।

প্রতিবাদীর পুনরায় প্রশ্ন হইতে পারে—সতি ধূমে বহ্নিরবশ্যম্ভাবী ইত্যপি কুতঃ অর্থাৎ ধূম থাকিলে বহ্নি থাকিবেই ইহাই বা কেন?

বাদী তদুত্তরে বলিবেন—যো যো ধূমবান্ স বহ্নিমান্ যথা মহানসম্ অর্থাৎ যে যে স্থানে ধূম আছে সেই সকল স্থানেই অগ্নি আছে, যেমন রন্ধনশালা।

'ধূম থাকিলে বহ্নি থাকিবেই' ইহা সমর্থনের জন্য বাদী 'যো যো ধূমবান্' ইত্যাদি বাক্যের শেষে রন্ধনশালাকে দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। কারণ, রন্ধনশালায় ধূম ও অগ্নি উভয়েরই অস্তিত্ব বিষয়ে বাদীর সহিত প্রতিবাদী একমত। অতএব এইস্থলে মহানস দৃষ্টান্ত হইতে পারিল। মহানস গৃহবিশেষ, পার্থিববস্তু সুতরাং দ্রব্যের অন্তর্গত। এই

১. 'সমানানেকধর্মোপপত্তের্বিপ্রতিপত্তেরুপলব্ধ্যনুপলব্ধ্যব্যবস্থাতশ্চ বিশেষাপেক্ষো বিমর্শঃ সংশয়ঃ ১।১।২৩ ন্যায়সূত্র। ১০১ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

২. "যমর্থমধিকৃত্য প্রবর্ততে তৎ প্রয়োজনং" ১।১।২৪ ন্যায়সূত্র। এস্থানে কেবল মুখ্য প্রয়োজনেরই অন্তর্ভাব প্রদর্শিত হইল। ঐ দ্বিবিধ মুখ্য প্রয়োজন সিদ্ধির উপায় গৌণ প্রয়োজন। উহা অর্থোপার্জন, যাগ প্রভৃতি ধর্ম-কার্যের অনুষ্ঠান ইত্যাদি প্রকারে অসংখ্য, কিন্তু প্রত্যেকটাই উল্লিখিত সপ্তবিধ পদার্থের অন্তর্গত।

৩. "লৌকিকপরীক্ষকাণাং যস্মিন্নর্থে বুদ্ধিসাম্যং স দৃষ্টান্তঃ" ১।১।২৫ ন্যায়সূত্র। নব্যন্যায়শাস্ত্রে অন্বয়ী দৃষ্টান্ত ও ব্যতিরেকী দৃষ্টান্ত এইরূপে দ্বিবিধ দৃষ্টান্তের কথা পাওয়া যায়। উদাহরণ-বাক্যের প্রয়োগে বৈচিত্র্যবশতই ঐরূপ ভেদ স্বীকৃত হয়, উহাতে বস্তুগত কোনও বৈলক্ষণ্য হয় না বলিয়া উহার বিভাগ করা হয় নাই।

প্রকারে যদি মহানসে বহ্নির সন্দেহ এবং পর্বতে বহ্নি ও ধূমের অস্তিত্ব উভয়ের স্বীকৃত হয় তবে পর্বত দৃষ্টান্ত হইবে। এ স্থলেও উহা দ্রব্যের অন্তর্গত।

বিচারের বিষয় নানাবিধ। সুতরাং উল্লিখিত সপ্ত পদার্থের প্রত্যেকটীই দৃষ্টান্ত হইতে পারে। অতএব দৃষ্টান্ত সপ্তপদার্থে অন্তর্ভূত।

(৬) সিদ্ধান্ত

সিদ্ধান্ত—'এই বস্তু এই প্রকারই হইবে' এইরূপে স্বীকৃত ধর্মবিশেষবিশিষ্ট ধর্মীকে সিদ্ধান্ত বলে। যথা—ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়, আত্মা জ্ঞানাদিগুণ সম্পন্ন, ইন্দ্রিয় নানা ও নির্দিষ্ট বিষয়ের গ্রাহক, মন ইন্দ্রিয় ইত্যাদি[১]।

উল্লিখিত উদাহরণে ইন্দ্রিয়ত্ব-ধর্ম বিশিষ্ট ঘ্রাণাদি, জ্ঞানাদি ধর্ম বিশিষ্ট আত্মা, বহুত্ব ও নির্দিষ্টবিষয়কজ্ঞানজনকত্ব ধর্ম বিশিষ্ট ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়ত্ব ধর্ম বিশিষ্ট মন দ্রব্যে অন্তর্ভূত।

দৃষ্টান্ত পদার্থের ন্যায় সিদ্ধান্তও যথাসম্ভব উক্ত সপ্ত পদার্থে অন্তর্ভূত[২]।

(৭) অবয়ব

অবয়ব—প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন এই পাঁচটী বাক্য অবয়ব[৩]। বাক্য শব্দবিশেষ। অতএব অবয়বগুলি সমস্তই গুণে অন্তর্ভূত।

১. সিদ্ধান্তের এই অন্তর্ভাব ভাষ্যানুসারে বর্ণিত হইল। উদ্দ্যোতকর উদয়ন প্রভৃতি আচার্যগণ "উক্ত প্রকারে বস্তুর স্বীকারই সিদ্ধান্ত" এইরূপে সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। স্বীকার জ্ঞানবিশেষ। সুতরাং এই মতে সিদ্ধান্ত গুণে অন্তর্ভূত

২. ন্যায়সূত্রে সিদ্ধান্তের কোন স্পষ্ট সামান্যসংজ্ঞা নির্দিষ্ট হয় নাই কিন্তু চতুর্বিধ সিদ্ধান্তের উল্লেখ আছে। তদনুসারে চারিটী উদাহরণ দেওয়া হইল। সিদ্ধান্তের উদাহরণ বিষয়ে সকলে একমত নহেন। বিশেষজিজ্ঞাসুগণ ১।১।২৬-২৭ ন্যায়সূত্রের ভাষ্যে উহার বিস্তৃত বিবরণ জানিতে পারিবেন। বঙ্গীয়সাহিত্যপরিষৎ প্রকাশিত ন্যায়দর্শন ২য় সংস্করণ ১ম খণ্ড ২৩২—২৩৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

৩. 'প্রতিজ্ঞাহেতূদাহরণোপনয়নিগমনান্যবয়বাঃ' ১.১.৩২ ন্যায়সূত্র। 'অবয়ব' বলিলে সাধারণতঃ অংশই বুঝায়। যেমন-হস্ত পদ প্রভৃতি, উহারা শরীরের অবয়ব। প্রকৃত স্থলে (১) পর্বতো বহ্নিমান্ (২) ধূমাৎ (৩) যো যো ধূমবান্ স বহ্নিমান্ যথা মহানসম্ (৪) বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ পর্বতঃ (৫) তস্মাদ্ বহ্নিমান্' এই পাঁচটী বাক্যে একটি ন্যায় সম্পূর্ণ হয়। উহার অন্তর্গত প্রত্যেক বাক্য ন্যায়ের অংশ বলিয়াই উহাদিগকে ন্যায়াবয়ব বা সংক্ষেপে অবয়ব বলে। অন্য সকল বাক্য হইতে এই ন্যায়াবয়বের বৈলক্ষণ্য আছে। প্রতিজ্ঞাদি পাঁচটী বাক্য উক্তরূপে যথাক্রমেই প্রয়োগ করিতে হইবে, ক্রম বৈপরীত্যে (অর্থাৎ প্রথমে হেতু বা উদাহরণ পরে প্রতিজ্ঞা এই প্রকারে) প্রয়োগ করা চলিবে না। প্রতিজ্ঞাদি পাঁচটী বাক্য একই ব্যক্তির অবিরলক্রমে প্রয়োগ করিতে হইবে। একজন প্রতিজ্ঞা বাক্য বলিল, তৎপরে অন্য একজন হেতুবাক্য বলিলে কিংবা একজনই প্রতিজ্ঞার পরে দীর্ঘকাল বিলম্বে হেতু বাক্য বলিলে উহা 'ন্যায়' হইবে না। এমন কি প্রতিজ্ঞা-বাক্য বলিবার পরে নিগমন সমাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত অন্য কথা বলাও ন্যায়সম্মত নহে। পরন্তু মত বিশেষে প্রতিজ্ঞা বাক্যের দুইবার উচ্চারণ চলিতে পারে কিন্তু অন্য কোন অবয়বের একাধিক উচ্চারণও দোষাবহ। এই জাতীয় স্থলে পাঁচটী বাক্যই প্রয়োগ করা উচিত। তবে যে-সকল স্থানে

প্রতিজ্ঞা—ইহা সাধ্য-ধর্মবিশিষ্ট ধর্মীর নির্দেশক বাক্য। যথা—পর্বতো বহ্নিমান্ (এস্থলে বহ্নি সাধ্য-ধর্ম পর্বত ধর্মী) এই বাক্য প্রতিজ্ঞা[১]।

হেতু—পঞ্চমী বিভক্ত্যন্ত হেতুবোধক পদ হেতু। যথা—'ধূমাৎ' এই বাক্য হেতু (বহ্নির অনুমানে ধূম হেতু, "ধূম" শব্দে ৫মীর একবচন যোগ করিলে "ধূমাৎ" হয়)।

উদাহরণ—যে বাক্য হইতে পর্যবসানে হেতু সাধ্যের ব্যাপ্য (হেতুঃ সাধ্যব্যাপ্যঃ) এই প্রকারে প্রকৃত হেতু বস্তুতে সাধ্যের ব্যাপ্তিজ্ঞান জন্মে তাহাকে উদাহরণ বলে। যথা—"যো যো ধূমবান্, স বহ্নিমান্, যথা মহানসম্" এই বাক্য[২] উদাহরণ।

উক্ত বাক্য হইতে প্রথমে 'মহানসে ধূম আছে বহ্নিও আছে এবং মহানস ব্যতীত অন্যত্রও ধূম আছে বহ্নিও আছে" এই প্রকারে বুদ্ধি জন্মে তার পরে "ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি অনুভূত হয়।

উপনয়—যে-বাক্য হইতে পক্ষে সাধ্যব্যাপ্য হেতুর অস্তিত্ব বুঝা যায় তাহাকে উপনয় বলে। যথা—"বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ পর্বতঃ" এই বাক্য উপনয়।

নিগমন—যে-বাক্য হইতে সাধ্যে ব্যাপ্তি ও পক্ষবৃত্তিত্ব বিশিষ্ট হেতুর জ্ঞাপ্যতা-বিষয়ক বুদ্ধি জন্মে তাহাকে নিগমন বলে। যথা—"তস্মাৎ বহ্নিমান্" এই বাক্য নিগমন।

উপনয় বাক্য হইতে ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি এবং পর্বতে (পক্ষে) অস্তিত্ব অবগত হওয়া গিয়াছে। তাহার পরেই নিগমন বাক্য। উহার অন্তর্গত 'তদ্' শব্দের অর্থ বহ্নিব্যাপ্য (অথচ) পর্বতবৃত্তি ধূম[৩]। ৫মী বিভক্তির অর্থ জ্ঞাপ্যত্ব অর্থাৎ "পক্ষ সাধ্যব্যাপ্যহেতু বিশিষ্ট" এই জ্ঞান হইতে উৎপন্ন কোন জ্ঞানের বিষয়ত্ব। "পর্বত বহ্নিব্যাপ্যধূমবিশিষ্ট' এইরূপ জ্ঞান হইবার পরেই

হেতু সাধ্যের ব্যাপ্য বলিয়া বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েরই স্বীকৃত সেখানে উদাহরণ প্রয়োগ অনাবশ্যক। ঐ সকল স্থানে চারিটী অবয়বেই ন্যায় সম্পূর্ণ হইবে।

অতিপ্রাচীনগণ কেবল উপনয়রূপ একাবয়ব বাদ, বৌদ্ধ সম্প্রদায়বিশেষ উদাহরণ এবং উপনয় এই দ্বি-অবয়ব-বাদ, মীমাংসকেরা কেহ প্রতিজ্ঞাদি ত্রি-অবয়ববাদ কেহ বা উদাহরণাদি ত্রি-অবয়ববাদ মানিতেন। প্রতিজ্ঞাদি পাঁচটী এবং (৬) জিজ্ঞাসা (৭) সংশয় (৮) শক্যপ্রাপ্তি (৯) প্রয়োজন (১০) ও সংশয়ব্যুদাস এই দশাবয়ববাদ প্রাচীন সম্মত বলিয়া ন্যায়ভাষ্যে উল্লিখিত হইয়াছে।

১. প্রতিজ্ঞাদির স্বরূপ সহজে বুঝাইবার উদ্দেশ্যে সূত্রের অনুসরণ করা হয় নাই এবং নির্দোষ লক্ষণের জন্যও চেষ্টা করা হয় নাই। প্রতিজ্ঞা-বাক্যে ধর্মিবোধক পদ প্রথমেই প্রয়োগ করিতে হইবে তৎপরে সাধ্যবোধক পদ প্রযুক্ত হইবে এইরূপ নিয়ম নব্যমতে স্বীকৃত হইয়াছে। ফলে, ঐরূপ স্থলে 'বহ্নিমান্ পর্বতঃ' এইভাবে প্রয়োগ করিলে উহাকে প্রতিজ্ঞা বলা যায় না। কিন্তু ভাষ্যাদি প্রাচীনগ্রন্থে সাধ্যবোধক পদেরই প্রথম নির্দেশ অনেক স্থলে দেখা যায়।

২. উদাহরণ বাক্যে 'সঃ' এইরূপে 'তদ্' শব্দের প্রয়োগ একবারই কর্তব্য, "স সঃ" এইরূপে দুইবার প্রয়োগ নিষিদ্ধ। ন্যায়সূত্রের উদাহরণের লক্ষণে 'দৃষ্টান্তঃ' শব্দ দেখা যায়। ইহাতে মনে হয় উদাহরণ বাক্যে সর্বত্র দৃষ্টান্ত ('যথা মহানসম্' ইত্যাদি) থাকা আবশ্যক। কিন্তু নব্যন্যায়ের গ্রন্থে দৃষ্টান্ত শূন্য উদাহরণ বাক্যও পাওয়া যায়।

৩. নিগমন বাক্যস্থ 'তদ্' শব্দের অর্থ সাধ্যব্যাপ্য-পক্ষবৃত্তি-হেতু, কিন্তু সর্বত্র "তস্মাৎ" এই প্রকারেই নিগমনের প্রয়োগ দেখা যায়। অর্থ সমান হইলেও "তস্মাৎ" অংশের পরিবর্তে "বহ্নিব্যাপ্য-পর্বতবৃত্তিধূমাৎ বহ্নিমান্" এই প্রকার প্রয়োগ দৃষ্ট হয় না।

"পর্বতো বহ্নিমান্" এই প্রকার অনুমিতি হওয়ায় উক্তপ্রকার জ্ঞাপ্যত্ব বহ্নিতে থাকে। সুতরাং "তস্মাৎ বহ্নিমান্" ইহা নিগমন বাক্য হইতে পারিল। উপসংহার বাক্য বলিতেও উক্ত প্রকার নিগমন বাক্যই বুঝায়।

(৮) তর্ক

তর্ক, উহ, আপত্তি ইহারা একার্থবোধক বা পর্যায়শব্দ। উহা মানসপ্রত্যক্ষ বিশেষ অতএব গুণে অন্তর্ভূত[১]। তর্ক স্বয়ং প্রমাণ নহে কিন্তু বিচার্য বিষয়ে প্রমাণের সাহায্য করে।

অন্ধকার দ্রব্যবিশেষ অথবা গুণাদির অন্তর্গত ইহা বিচার্য বিষয়। মীমাংসক বলেন—উহা দ্রব্য, যেহেতু উহাতে রূপ আছে। অন্ধকার কৃষ্ণবর্ণ বলিয়াই অনুভূত হয় কিন্তু উহার স্পর্শ নাই ইহাও নিশ্চিত। এমত অবস্থায় অনুভূত ঐ কৃষ্ণরূপ অন্ধকারের নিজস্ব গুণ অথবা জবাপুষ্পের সন্নিহিত স্ফটিকে প্রতীয়মান রক্তবর্ণের ন্যায় অন্য কোন বস্তুর কৃষ্ণরূপ উহাতে আরোপিত হইতেছেমাত্র, যথার্থতঃ অন্ধকারের কোন রূপই নাই এইরূপ আশঙ্কায় তর্কের অবতারণা হয়—অন্ধকারে যদি যথার্থই কৃষ্ণবর্ণ থাকিত তবে উহাতে স্পর্শও অবশ্যই থাকিত; কারণ, রূপ স্পর্শের ব্যাপ্য অর্থাৎ স্পর্শশূন্য কোনও দ্রব্যে রূপ থাকে না। ফলে 'স্পর্শ ব্যাপ্য রূপবান্ অন্ধকারঃ' এই প্রকার ব্যাপ্যের আরোপ বশতঃ "অন্ধকার স্পর্শবান্" এইরূপ মানস জ্ঞান জন্মে। ইহাই তর্কের স্বরূপ। পূর্বে "অন্ধকার স্পর্শবান্ নহে" এই প্রকার বিপরীত নিশ্চয় স্থির থাকায় ইহাকে আহার্য বা 'আরোপ' বলে। সকল আহার্য জ্ঞানেই পূর্বে বিপরীত নিশ্চয় আবশ্যক। তর্ক আহার্যই হইয়া থাকে কখনও অনাহার্য হয় না। অতএব স্থূলভাবে ইহাকে জ্ঞাতসারে বিপরীত চিন্তা বলা যাইতে পারে।

এইরূপ তর্কের পরে যেহেতু অন্ধকার স্পর্শবিশিষ্ট নহে অতএব উহাতে কোন রূপই থাকিতে পারে না সুতরাং 'যথার্থতঃ উহাতে কৃষ্ণরূপ নাই অতএব অন্ধকার দ্রব্য নহে' এই প্রকারে তত্ত্ব নির্ণয় হয়। এইখানেই তর্কের সাফল্য[২]।

১. অবিজ্ঞাততত্ত্বেঽর্থে কারণোপপত্তিতস্তত্ত্বপ্রমাণার্থমূহস্তর্কঃ ১।১।৪০ ন্যায়সূত্র। মন্ত্রে পদবিশেষের লিঙ্গ বচনাদি পরিবর্তন করিয়া প্রকৃত কর্মানুসারে পাঠের নামও উহ। উহপাঠে ন্যায়সম্মত এই তর্কের উপযোগিতা চিন্তনীয়। তর্ক বুঝাইতে 'প্রসঙ্গ' এবং প্রসক্তি' শব্দেরও প্রয়োগ দেখা যায়। ৯৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

২. অন্ধকার বিষয়ে মীমাংসকের সহিত নৈয়ায়িকের বিবাদ প্রসিদ্ধ। এই প্রসঙ্গে কোনও কবি কৌতুকচ্ছলে বলিয়াছেন—

তমো দ্রব্যং নৈল্যাদ্ ঘটবদিতি মানে সমুদিতে
যদীদং রূপি স্যাৎ কথমিব নহি স্পর্শগুণবৎ।
ইতীবাসত্তর্কং শিথিলয়িতুমন্তর্ব্যবসিতা
তমোবৃন্দং ধত্তে কচভরমিষেণেন্দুবদনা ॥

(৯) নির্ণয়

নির্ণয়—(কোনও ধর্মীতে) অর্থের—কোন ধর্মের অবধারণ নির্ণয়। যেমন—বহ্নি উষ্ণ (বহ্নিঃ উষ্ণঃ) এইরূপ অবধারণ নির্ণয়। ইহা নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানবিশেষ, সুতরাং গুণে অন্তর্ভূত[১]।

(১০—১২) বাদ, জল্প, বিতণ্ডা

তত্ত্বনিশ্চয় কিংবা জয় পরাজয় উদ্দেশ্যে বাদী ও প্রতিবাদী বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া যে-সমুদায় বাক্য প্রয়োগ করেন উহাকে কথা বলে। বাদ, জল্প এবং বিতণ্ডা কথারই বিভাগ-মাত্র। কথা শব্দবিশেষ অতএব এই তিনটী পদার্থ গুণে অন্তর্ভূত[২]।

বাদ—বীতরাগ অর্থাৎ জয় পরাজয়ের অভিপ্রায় শূন্য হইয়া কেবল তত্ত্ব নির্ধারণের জন্য যে বিচার হয় তাহার নাম বাদ। ইহার উদাহরণ—গুরু ও শিষ্যের শাস্ত্রালাপ।

জল্প—যে বিচারে জয় পরাজয় উদ্দেশ্যে বাদী ও প্রতিবাদী স্বমতের সমর্থন ও পরমত খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হন তাহার নাম জল্প।

বিতণ্ডা—যে বিচারে প্রতিবাদী বিজিগীষু হইয়া কেবল পরমতে দোষ প্রদর্শনই করেন স্বপক্ষ সমর্থন করেন না, ঐপ্রকার বিচারের নাম বিতণ্ডা।

(১৩) হেত্বাভাস

হেত্বাভাস—'হেত্বাভাস'শব্দ "দুষ্ট হেতু" এবং "হেতুর দোষ" এই দুই অর্থে প্রসিদ্ধ। সূত্রকার 'দুষ্টহেতু' অর্থেই হেত্বাভাসশব্দ ব্যবহার করিয়াছেন[৩]।

১. ১০২ পৃঃ দ্রষ্টব্য। 'বিমৃশ্য পক্ষপ্রতিপক্ষাভ্যামর্থাবধারণং নির্ণয়ঃ' ১।১।৪১ ন্যায়সূত্র। এই লক্ষণে 'বিমৃশ্য' শব্দ আছে। উহার অর্থ—সংশয়ের পরে। মহর্ষির উক্ত পদ প্রয়োগের দ্বারা মনে হয় যে, সকল প্রকার নির্ণয়েরই পূর্বে সংশয় আবশ্যক। কিন্তু তাহা নহে। বাদী ও প্রতিবাদী জয় পরাজয় উদ্দেশ্যে বিচারে প্রবৃত্ত হইলে কথার আরম্ভে মধ্যস্থ বিপ্রতিপত্তি-বাক্য উচ্চারণ করিয়া সংশয় প্রদর্শন করিবেন। তদ্দ্বারা কোন্ ধর্মীতে কোন্ পক্ষ কিরূপ ধর্ম সাধন করিবেন তাহা স্পষ্ট হইবে। পরে বাদী ও প্রতিবাদী স্ব স্ব অভিমত সংশয়কোটি অবলম্বন করিয়া ন্যায়প্রয়োগ করিলে একতর কোটির নিশ্চয় হইবে। এইভাবে নির্ণয়ে সংশয়ের উপযোগিতা প্রদর্শন করাই এস্থলে মহর্ষির অভিপ্রায়। অতএব প্রত্যক্ষ কিংবা স্বার্থানুমানের স্থলে নির্ণয়ের জন্য সংশয় নিষ্প্রয়োজন। এমন কি শাস্ত্র এবং বাদ বিচারেও সংশয়ের আবশ্যকতা নাই।

২. ৬৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য। অতিদীর্ঘ এজন্য বাদ প্রভৃতির সোল্লেখ সম্ভব হইল না। বিচারে উচ্ছৃঙ্খলতা বারণের জন্য প্রাচীনেরা বহুবিধ নিয়ম প্রবর্তিত করিয়াছিলেন। উহার দ্বারা প্রাচীনকালের সামাজিক অবস্থা জানা যায়। কৌতূহলী পাঠক অবয়ব বাদ জল্প বিতণ্ডা প্রভৃতির বিবরণে উহার অনুসন্ধান পাইবেন। ন্যায়দর্শন (ব. স. প. প্রকাশিত) ২য় সংস্করণ ১ম খণ্ড ৩৩৫পৃঃ দ্রষ্টব্য।

৩. "সব্যভিচার-বিরুদ্ধ-প্রকরণসম-সাধ্যসম-কালাতীতা হেত্বাভাসাঃ" ১।২।৪ ন্যায়সূত্র।

দুষ্ট হেতু—যাহা 'হেতু'রূপে প্রতীত হয় অর্থাৎ ন্যায়প্রয়োগকালে[১] যথার্থ হেতুর ন্যায় উল্লিখিত হওয়ায় যাহা পঞ্চবিধ রূপবিশিষ্ট[২] বলিয়া প্রতীত হয় কিন্তু সত্যই পঞ্চরূপ বিশিষ্ট নহে তাহা দুষ্টহেতু। উক্ত সপ্তবিধ পদার্থের প্রত্যেকটি অনুমিতিবিশেষে হেতু হইতে পারে। অতএব হেত্বাভাস যথাসম্ভব সপ্তপদার্থের অন্তর্গত[৩]।

'হেতুর দোষ' এই অর্থেও হেত্বাভাস উল্লিখিত সপ্তবিধ পদার্থের অন্তর্গত। বিশেষ এই যে— এই হেত্বাভাস সপ্তবিধপদার্থের অন্তর্গত কোনও একটী অখণ্ড পদার্থস্বরূপ নহে কিন্তু উহাতে অন্তর্ভূত একাধিক পদার্থ বিশেষ্য-বিশেষণ ভাবাপন্ন হইলে সেই প্রকার বিশিষ্টপদার্থই হেত্বাভাস বা হেতুদোষ বলিয়া গণ্য হয়।

হেতুদোষ পঞ্চবিধ[৪] —ব্যভিচার, বিরোধ, অসিদ্ধি, বাধ এবং সৎপ্রতিপক্ষ। তদনুসারে দুষ্ট হেতুও সব্যভিচার, বিরুদ্ধ, অসিদ্ধ, বাধিত এবং সৎপ্রতিপক্ষ এইরূপে পাঁচ প্রকার।

জলহ্রদঃ ধূমবান্ বহ্নেঃ—(অর্থাৎ জলহ্রদে ধূম আছে, যেহেতু উহাতে বহ্নি আছে) এইরূপে ন্যায়প্রয়োগ করিলে 'বহ্নি'স্বরূপ হেতু ব্যভিচার, অসিদ্ধি, বাধ ও সৎপ্রতিপক্ষ এই চতুর্বিধ দোষে দুষ্ট হয়[৫]।

এইস্থলে ব্যভিচার—**ধূমাভাববদ্বৃত্তি-বহ্নি** (ধূমাভাবের অধিকরণে—ধূমশূন্যস্থানে = উত্তপ্ত অয়ঃপিণ্ডে অবস্থিত বহ্নি) অথবা **বহ্নিমদ্বৃত্তি-ধূমাভাব**।

এই দ্বিবিধ ব্যভিচারের প্রথমটি—ধূমাভাববদ্বৃত্তি বহ্নি। ইহার বিশেষ্য—বহ্নি তেজঃ-পদার্থবিশেষ অতএব দ্রব্য। ইহার বিশেষণভাগে ধূম, অভাব, অধিকরণ ('অভাববৎ' এই বতুপ্ প্রত্যয়ের অর্থ) এবং বৃত্তিত্ব এই চতুর্বিধ পদার্থের সমাবেশ দেখা যায়। উহার মধ্যে ধূম পার্থিব দ্রব্যে, অভাব সপ্তম পদার্থে, উহার (ধূমাভাবের) অধিকরণ—বস্তুতঃ উত্তপ্ত লৌহপিণ্ড পার্থিব দ্রব্যে এবং উক্ত অধিকরণের বৃত্তিত্ব—সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন আধেয়তা, স্থূলদৃষ্টিতে সংযোগ-স্বরূপ হওয়ায় গুণে অন্তর্ভূত হইতেছে। এই স্থলে শেষে নির্দিষ্ট ব্যভিচারেও কোন নূতন পদার্থ

১. ১৪২ পৃঃ অবয়বনিরূপণ টিপ্পনী দ্রষ্টব্য।

২. এইস্থানে 'রূপ' শব্দের অর্থ ধর্ম বা আধেয়, ৮৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য। পঞ্চ রূপ—পক্ষসত্ত্ব, সপক্ষসত্ত্ব, বিপক্ষাসত্ত্ব অবাধিতত্ব ও অসৎপ্রতিপক্ষিতত্ব। ইহাদিগের বিবরণ পরবর্তী অধ্যায়ে পাওয়া যাইবে।

৩. ১৩৭পৃঃ অনুমানের অন্তর্ভাব টিপ্পনী দ্রষ্টব্য।

৪. ৩।১।১৫ বৈশেষিকসূত্রে ত্রিবিধ হেত্বাভাসের উল্লেখ দেখা যায়—অপ্রসিদ্ধ বা অসিদ্ধ, অসন্ অর্থাৎ বিরুদ্ধ ও সন্দিগ্ধ—সব্যভিচার। প্রশস্তপাদাচার্যের মতে হেত্বাভাস চতুর্বিধ, উক্ত ত্রিবিধ এবং অনধ্যবসিত। সপ্তপদার্থীমতে হেত্বাভাস ছয় প্রকার—গৌতমোক্ত পঞ্চবিধ এবং অনধ্যবসিত। প্রাচীন মতবিশেষে অপ্রযোজক এবং সিদ্ধসাধন নামে আরও দ্বিবিধ হেত্বাভাস স্বীকৃত হইয়াছে।

৫. দুষ্ট হেতু হেত্বাভাস এইমতেও এই হেতু—বহ্নি তেজঃস্বরূপ অতএব দ্রব্যে অন্তর্ভূত।

স্বীকৃত হয় নাই। অতএব এই স্থানের সকল পদার্থই পূর্বস্বীকৃত সপ্তবিধ পদার্থের অন্তর্গত থাকায় ব্যভিচার স্বরূপ হেত্বাভাসও সপ্ত পদার্থের সীমা লঙ্ঘন করে নাই। দুষ্ট—দোষবিশিষ্ট। সুতরাং উক্ত স্থলে ধূমাভাববদ্‌বৃত্তি-বহ্নি এবং বহ্নিমদ্‌বৃত্তিধূমাভাববিশিষ্ট-বহ্নি সব্যভিচার।

ঐ স্থলের তৃতীয়[1] হেত্বাভাস অসিদ্ধি। উহা "বহ্ন্যভাববিশিষ্ট জলহ্রদ" অথবা "জলহ্রদস্থ বহ্ন্যভাব"। সুতরাং বহ্ন্যভাবাশ্রয়জলহ্রদবিশিষ্ট-বহ্নি এবং জলহ্রদস্থ-বহ্ন্যভাববিশিষ্ট বহ্নি অসিদ্ধ। এই ক্ষেত্রে বাধ—ধূমাভাববিশিষ্ট জলহ্রদ ও জলহ্রদবৃত্তিধূমাভাব। অতএব 'ধূমাভাবাশ্রয় জলহ্রদবিশিষ্ট বহ্নি' এবং 'জলহ্রদস্থ ধূমাভাববিশিষ্ট বহ্নি' বাধিত।

এই সমস্ত হেত্বাভাসের মধ্যেও কোন নূতন পদার্থ নাই ; বহ্নি, বহ্ন্যভাব, ধূম, ধূমাভাব, জলহ্রদ সমস্তই সপ্ত পদার্থের অন্তর্গত।

উক্ত প্রকারে সকল হেতুদোষই স্বীকৃত পদার্থসমূহে অন্তর্ভূত হয় বলিয়া কোনরূপ হেত্বাভাস দ্বারা সপ্তপদার্থের মর্যাদা লঙ্ঘিত হয় নাই[2]।

(১৪-১৫) ছল ও জাতি

পূর্বোক্ত কথাত্রয়ে অর্থাৎ বাদ, জল্প এবং বিতণ্ডায় ছল এবং জাতির অবতারণা হয়। বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া বাদী ও প্রতিবাদী পরস্পরের বাক্যে দোষ প্রদর্শন করিয়া থাকেন, উহারই প্রকারবিশেষ ছল ও জাতি নামে অভিহিত হয়। ফলতঃ, উল্লিখিত দোষোদ্ভাবন উহাদিগের বাক্যেরই অংশ সুতরাং শব্দ স্বরূপ। অতএব ছলও জাতি গুণে অন্তর্ভূত।

ছল

ছল—বিপক্ষীয় বাক্যের অনুচিত অর্থ কল্পনাপূর্বক দোষোদ্ভাবনের নাম ছল। যথা—বাদী বলিল—নেপাল হইতে আগত এই ব্যক্তির নব কম্বল আছে। ("নব" শব্দে "নূতন" অর্থ বুঝান অভিপ্রেত)

প্রতিবাদী উক্ত বাক্যের প্রতিবাদ করিয়া বলিল—

এই ব্যক্তির নয়খানা কম্বল কোথা হইতে আসিবে? দ্বিতীয় পক্ষের এই উত্তর **ছল**।

প্রথম পক্ষ 'নব'শব্দের স্থানে "নবন্" শব্দই প্রয়োগ করিয়াছেন এইরূপ মনে করিয়া দ্বিতীয় পক্ষ উক্ত প্রকারে প্রতিবাদ করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে বাদীর কথায় কোনও অসঙ্গতি

১. তৃতীয় হেতুদোষ—বিরোধের তুলনায় অসিদ্ধি বুঝা সহজ এজন্য বিরোধ উপেক্ষিত হইল।

২. হেত্বাভাস অতিরিক্ত পদার্থ নহে ইহা দেখাইবার জন্য এইস্থানে সংক্ষেপে কিছু বলা হইল। অষ্টম অধ্যায়ে এই বিষয় বিশেষভাবে আলোচিত হইবে।

নাই তথাপি প্রতিবাদী জবরদস্তি পূর্বক প্রথম পক্ষের স্কন্ধে দোষ চাপাইতেছেন এজন্য ছল অসৎ অর্থাৎ অসাধু উত্তর১।

(১৫) জাতি

জাতি—ছলের ন্যায় জাতিও অসদুত্তর। ব্যাপ্তির অপেক্ষা না রাখিয়া কেবলমাত্র সাধর্ম্য কিংবা বৈধর্ম্য অবলম্বনে যে দোষোদ্ভাবন হয় তাহা জাতি২। 'প্রতিষেধ' জাতির নামান্তর।

জাতি চব্বিশ প্রকার—(১) সাধর্ম্যসমা (২) বৈধর্ম্যসমা (৩) উৎকর্ষসমা (৪) অপকর্ষসমা (৫) বর্ণ্যসমা (৬) অবর্ণ্যসমা (৭) বিকল্পসমা (৮) সাধ্যসমা (৯) প্রাপ্তিসমা (১০) অপ্রাপ্তিসমা (১১) প্রসঙ্গসমা (১২) প্রতিদৃষ্টান্তসমা (১৩) অনুৎপত্তিসমা (১৪) সংশয়সমা (১৫) প্রকরণসমা (১৬) অহেতুসমা (১৭) অর্থাপত্তিসমা (১৮) অবিশেষসমা (১৯) উপপত্তিসমা (২০) উপলব্ধিসমা (২১) অনুপলব্ধিসমা (২২) অনিত্যসমা (২৩) নিত্যসমা (২৪) কার্যসমা।

সাধর্ম্যসমা জাতির উদাহরণ—

কোন ব্যক্তি বলিলেন—শব্দঃ অনিত্যঃ কার্যত্বাৎ ঘটবৎ (শব্দ অনিত্য যে-হেতু উহাতে 'কার্যত্ব' অর্থাৎ উৎপন্নত্ব-ধর্ম আছে, যেমন ঘট)। যে যে পদার্থ উৎপন্ন তাহা সকলই অনিত্য সুতরাং কার্যত্ব-হেতু অনিত্যত্ব রূপ সাধ্যের ব্যাপ্য। বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েরই মতে ঘটে কার্যত্ব (হেতু) এবং অনিত্যত্ব (সাধ্য) আছে সুতরাং বাদী ব্যাপ্তি অবলম্বন করিয়াই 'ঘট'কে দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিয়াছেন।

এই মত স্থলে যদি প্রতিবাদী বলেন—শব্দে যেমন ঘটের সাধর্ম্য কার্যত্ব আছে তদ্রূপ আকাশের সাধর্ম্য অমূর্তত্ব (ক্ষুদ্র পরিমাণ শূন্যত্ব, পরিমাণ দ্রব্যেরই ধর্ম, শব্দ গুণের অন্তর্গত এজন্য উহাতে কোন পরিমাণই নাই) থাকায় শব্দ আকাশের ন্যায় নিত্য (শব্দঃ নিত্যঃ অমূর্তত্বাৎ আকাশবৎ) হউক। ঘটের রূপ অমূর্ত কিন্তু উহা নিত্য নহে অতএব অমূর্তত্ব (হেতু) নিত্যত্বের (সাধ্যের) ব্যাপ্য নহে, তথাপি প্রতিবাদী কেবলমাত্র আকাশের সাধর্ম্য অবলম্বনে দোষ উদ্‌ভাবন করিতেছেন। অতএব প্রতিবাদীর এই উত্তর **সাধর্ম্যসমা** জাতি।

বৈধর্ম্য সমা জাতি—

বাদী পূর্ববৎ "শব্দঃ অনিত্যঃ কার্যত্বাৎ ঘটবৎ" এইরূপ প্রয়োগের দ্বারা শব্দে অনিত্যত্ব স্থাপন করিলে যদি প্রতিবাদী বলেন—শব্দে যেমন অনিত্য ঘটের সাধর্ম্য "কার্যত্ব" আছে তদ্রূপ

১. 'বচনবিঘাতোঽর্থবিকল্পোপপত্ত্যা ছলং' ১।২।১০ ন্যায়সূত্র। ন্যায়সূত্রে বলা হইয়াছে ছল ত্রিবিধ—বাক্‌ছল, সামান্যচ্ছল এবং উপচারচ্ছল। উল্লিখিত উদাহরণটী বাক্‌ছলের। অন্য দুইটীর উদাহরণ ভাষ্যে দ্রষ্টব্য।

২. "সাধর্ম্য-বৈধর্ম্যাভ্যাং প্রত্যবস্থানং জাতিঃ" ১।২।১৮ ন্যায়সূত্র। সপ্ত পদার্থের মধ্যে সামান্য-নিরূপণে যে 'জাতি' আছে তাহা এই ১৫শ পদার্থ জাতি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ব্যাপ্তি অষ্টম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

উহার (ঘটের) বৈধর্ম্য অমূর্তত্বও আছে। সুতরাং শব্দে মূর্ত (অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পরিমাণ যুক্ত) ঘটের বিরুদ্ধ ধর্ম—অমূর্তত্ব যদি সম্ভবপর হয় তবে অনিত্যত্বের বিপরীত ধর্ম—নিত্যত্বই বা থাকিবে না কেন? অর্থাৎ শব্দ নিত্য হউক। (এই স্থানের প্রয়োগ—শব্দঃ নিত্যঃ অমূর্তত্বাৎ, যন্নৈবং তন্নৈবং যথা ঘটঃ)

প্রতিবাদীর এই উক্তি বৈধর্ম্যসমা জাতি। এই জাতি অতিদুরূহ। জিজ্ঞাসুগণ ভাষ্য বার্তিকাদি গ্রন্থে এবং তার্কিকরক্ষায় ইহার বিবরণ পাইবেন[১]।

(১৬) নিগ্রহস্থান

নিগ্রহস্থান—যে সকল উপায় দ্বারা বিচার্য বিষয়ে বাদী অথবা প্রতিবাদীর অজ্ঞতা অর্থাৎ সন্দেহ কিংবা বিপরীত নিশ্চয় প্রকাশ পায় তাহা নিগ্রহস্থান[২]।

নিগ্রহ স্থান দ্বাবিংশ প্রকার—(১) প্রতিজ্ঞাহানি (২) প্রতিজ্ঞান্তর (৩) প্রতিজ্ঞাবিরোধ (৪) প্রতিজ্ঞাসন্ন্যাস (৫) হেত্বন্তর (৬) অর্থান্তর (৭) নিরর্থক (৮) অবিজ্ঞাতার্থ (৯) অপার্থক (১০) অপ্রাপ্তকাল (১১) ন্যূন (১২) অধিক (১৩) পুনরুক্ত (১৪) অননুভাষণ (১৫) অজ্ঞান (১৬) অপ্রতিভা (১৭) বিক্ষেপ (১৮) মতানুজ্ঞা (১৯) পর্যনুযোজ্যোপেক্ষণ (২০) নিরনুযোজ্যানুযোগ (২১) অপসিদ্ধান্ত (২২) হেত্বাভাস।

ইহাদের মধ্যে অননুভাষণ, অজ্ঞান, অপ্রতিভা, বিক্ষেপ, মতানুজ্ঞা ও পর্যনুযোজ্যোপেক্ষণ এই ছয়টী প্রতিবাদীর অজ্ঞতা সূচনা করে এবং ইহারা অভাব পদার্থের অন্তর্গত; অবশিষ্ট পনরটী নিগ্রহ স্থান প্রতিবাদীর বিপরীত জ্ঞানের পরিচায়ক এবং প্রায়শঃ বাক্যস্বরূপ হওয়ায় গুণে অন্তর্ভূত। হেত্বাভাসের অন্তর্ভাব পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

উদাহরণ—কেহ বলিল—শব্দঃ অনিত্যঃ ঐন্দ্রিয়কত্বাৎ ঘটবৎ (শব্দ অনিত্য, কারণ উহাতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্ব আছে, যথা ঘট)।

ইহার উত্তরে প্রতিপক্ষ বলিল—জাতি (গোত্ব প্রভৃতি) ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অথচ নিত্য, সেইরূপ শব্দও কেন নিত্য হইবে না?

ইহার উত্তরে যদি প্রথমব্যক্তি প্রতিবাদ করিয়া বলেন—যদি সামান্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অথচ নিত্য হয় তবে অবশ্যই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হওয়ায় ঘটও নিত্য হইবে।

এইস্থানে প্রথম বক্তা স্বীয় দৃষ্টান্ত ঘটের নিত্যত্ব স্বীকার করায় প্রতিজ্ঞাদি নিগমন পর্যন্ত সম্পূর্ণ স্বপক্ষ ত্যাগ করিলেন এজন্য "প্রতিজ্ঞাহানি" হইল।

১. সামান্য প্রকরণের জাতি—মনুষ্যত্ব যেমন সকল মনুষ্যকে ও গোত্ব-জাতি যেমন সকল গরুকে "সমান" ভাবে নির্দেশ করে তদ্রূপ অসদুত্তরবিশেষ এই জাতিও বাদী এবং প্রতিবাদীর হেতুদ্বয়কে তুল্য বলিয়া ভ্রম জন্মায়। এই সাদৃশ্য বশতই প্রথমোক্ত জাতি অনুসারে এই অসাধু উত্তরের 'জাতি' নাম হইয়াছে কি না তাহা সুধীগণ বিচার করিবেন।

২. "বিপ্রতিপত্তিরপ্রতিপত্তিশ্চ নিগ্রহস্থানং" ১।২।১৯ ন্যায়সূত্র। নিগ্রহস্থান বাদী অথবা প্রতিবাদীরই নিগ্রহের কারণ নহে স্থলবিশেষে উহা মধ্যস্থেরও নিগ্রহের হেতু হয়।

ফলে বক্তা স্বপক্ষ পরিত্যাগ করায় পরাজিত হইলেন। কথা সমাপ্ত হইল।

পূর্বে বলা হইয়াছে—কথায় ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থানের অবতারণা হয়, কিন্তু সকল কথাতেই উহাদের সকলের প্রয়োগ সম্ভব হয় না। বাদ-বিচারে ছল, জাতি এবং কতকগুলি নিগ্রহস্থানের প্রয়োগ নিষিদ্ধ। জল্প ও বিতণ্ডায় সম্ভবমত ঐ সকলেরই ব্যবহার করা যায়। নিগ্রহস্থানগুলির প্রত্যেকের লক্ষণ ও দৃষ্টান্ত বিস্তৃতিভয়ে প্রদর্শিত হইল না। অনুসন্ধিৎসু পাঠক উহা ন্যায়দর্শনে পাইবেন।

হেত্বাভাসের উল্লেখ পূর্বে একবার করা হইয়াছে, পুনরায় এখানে তাহার উল্লেখ কেন এই প্রশ্নে বৃত্তিকার বিশ্বনাথ উত্তর দিয়াছেন যে—হেত্বাভাস স্বয়ংই নিগ্রহস্থান নহে কিন্তু উহার উদ্ভাবনই নিগ্রহস্থান ইহাই মহর্ষির অভিপ্রায়।

অষ্টম অধ্যায়

অন্যান্য পদার্থের অন্তর্ভাব

ন্যায়সূত্রোক্ত ষোড়শ পদার্থের বৈশেষিক সম্মত সপ্তপদার্থে অন্তর্ভাব কিরূপে সম্ভবে তাহা বলা হইয়াছে। ন্যায়শাস্ত্রে এমন আরও অনেক শব্দের ব্যবহার দেখা যায় যাহার দ্বারা উক্ত সপ্তবিধ পদার্থের সীমা উল্লঙ্ঘিত হইয়াছে এইরূপ মনে হয়। এই অধ্যায়ে ঐরূপ কতিপয় শব্দের অর্থ আলোচিত হইবে।

ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন অনুমানপ্রধান। তদনুসারে ন্যায়শাস্ত্রে অনুমানের উপযোগী পদার্থ সমূহের আলোচনা অধিক দেখা যায়। উহার মধ্যে ব্যাপ্তি, ব্যাপ্য ও ব্যাপক ইহারা প্রথমে উল্লেখযোগ্য।

ব্যাপ্তি

ব্যাপ্তি পদার্থ বুঝাইতে প্রাচীনেরা—নিয়ম, অবিনাভাবসম্বন্ধ অনৌপাধিকসম্বন্ধ, প্রতিবন্ধ, অবিনাভাবনিয়ম, সম্বন্ধ ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন কিন্তু নব্য নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ে "ব্যাপ্তি" কথাটির প্রচলনই বেশী।

ব্যাপ্তি সম্বন্ধবিশেষ ইহা উক্ত নামান্তর হইতে বুঝা যায়। সমস্ত সম্বন্ধই প্রতিযোগী ও অনুযোগী এই উভয়সাপেক্ষ[১]। ব্যাপ্তি সম্বন্ধের যাহা প্রতিযোগী তাহা **ব্যাপক** এবং যাহা অনুযোগী তাহা **ব্যাপ্য**। অনুমান ক্ষেত্রে সাধ্য 'ব্যাপক' ও হেতু 'ব্যাপ্য' বলিয়া ব্যবহৃত হয়। সুতরাং ব্যাপ্যতা বা ব্যাপ্তি হেতুর ধর্ম এবং ব্যাপকতা সাধ্যের ধর্ম।

সাধ্য—অনুমিতির বিধেয়। যাবতীয় পদার্থই অনুমিতিবিশেষে বিধেয় অর্থাৎ সাধ্য হইতে পারে। 'পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ' এই প্রয়োগে সাধ্য—বহ্নি; হেতু ধূম। অয়ং রূপবান্ গন্ধবত্বাৎ' এইস্থলে সাধ্য রূপ, হেতু গন্ধ। এই প্রকারে ইদং দ্রব্যং রূপবত্বাৎ (ইহা দ্রব্য, যেহেতু ইহাতে রূপ আছে) এই প্রয়োগে দ্রব্যত্ব সাধ্য, রূপ হেতু।

ব্যাপ্তি বুঝিতে সাধ্য ও হেতুর জ্ঞান অত্যাবশ্যক। সাধ্য বুঝিবার জন্য প্রাচীনেরা একটি সংক্ষিপ্ত সরল সঙ্কেত বাহির করিয়াছেন—

মান্ বান্ ত্যজিয়া। সাধ্য লও বুঝিয়া।
যদি না থাকে মান্ বান্। 'ত্ব' চড়া'য়ে সাধ্য আন্॥

অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা বাক্যের দ্বিতীয় পদে প্রায়শঃ 'মান্' অথবা 'বান্' থাকে; যথা—বহ্নিমান্ রূপবান্ ইত্যাদি; উহা বাদ দিলে অবশিষ্ট অংশের যাহা অর্থ তাহাই সেই ক্ষেত্রে সাধ্য।

---

১. ১১২পৃঃ দ্রষ্টব্য।

যেমন—উক্ত দুই স্থানে যথাক্রমে বহ্নি এবং রূপ সাধ্য। প্রতিজ্ঞাবাক্যে 'মান্' কিংবা 'বান্' না থাকিলে দ্বিতীয় পদে 'ত্ব' যোগ করিলে যাহা পাওয়া যায় তাহাই সাধ্য। যেমন 'ইদং দ্রব্যং' এই স্থানে দ্রব্যত্ব সাধ্য।

হেতু—হেতু-অবয়বে[১] যে-পদে পঞ্চমী বিভক্তি থাকে সেই পদের অর্থ হেতু। পূর্বোক্ত প্রয়োগত্রয়ে যথাক্রমে ধূম, গন্ধ ও রূপ হেতু।

ব্যাপ্তি—সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্ব। সাধ্যাভাববৎ—সাধ্যের অভাব বিশিষ্ট বা সাধ্যশূন্য (কোনও বস্তু) বৃত্তিত্ব—বিদ্যমানতা, আধেয়তা, অবস্থান করা। ন+বৃত্তিত্ব—অবৃত্তিত্ব—অবিদ্যমানতা, অবস্থান না করা অর্থাৎ না থাকা। সুতরাং "সাধ্যাভাববতি ন বৃত্তিত্বং" এইরূপ সমাস বাক্যের অর্থ—সাধ্যশূন্য কোনও পদার্থে অবস্থানের (আধেয়তার) অভাব। অতএব উক্ত লক্ষণ অনুসারে বুঝা যায়—ব্যাপ্তি অভাববিশেষ[২]।

'ইদং দ্রব্যং রূপাৎ' এই প্রয়োগে হেতু 'রূপ'পদার্থ দ্রব্যত্ব শূন্য—গুণ প্রভৃতি ষড়্‌বিধ পদার্থের কোন একটিতেও থাকে না; কারণ, রূপ পৃথিবী, জল এবং তেজঃ এই ত্রিবিধ দ্রব্যেরই গুণ ইহা স্থির হইয়াছে।

সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্ব প্রকৃতস্থলে **দ্রব্যত্বাভাববদবৃত্তিত্ব**। সাধ্য—দ্রব্যত্ব। সাধ্যাভাব—দ্রব্যত্বাভাব। সাধ্যাভাববৎ—দ্রব্যত্বাভাববৎ—গুণ কর্ম ইত্যাদি। সাধ্যাভাববদ্‌বৃত্তি—দ্রব্যত্বাভাববদ্‌বৃত্তি গুণত্ব কর্মত্ব ইত্যাদি। সুতরাং সাধ্যাভাববদ্‌বৃত্তিত্ব—দ্রব্যত্বাভাববদ্‌বৃত্তিত্ব; ইহা গুণত্ব কর্মত্ব প্রভৃতিতে থাকে, কোন প্রকারেই রূপে (হেতুতে) থাকে না। অতএব সাধ্যাভাববদ্‌বৃত্তিত্বাভাব—দ্রব্যত্বাভাববদ্‌বৃত্তিত্বাভাবস্বরূপ ব্যাপ্তির লক্ষণ রূপে (হেতুতে) সঙ্গত হইল। ফলে, রূপ (হেতু) দ্রব্যত্বের(সাধ্যের) ব্যাপ্য এবং দ্রব্যত্ব রূপের ব্যাপক হইল।

যে সকল হেতু যথার্থতঃ যে-সমস্ত সাধ্যের ব্যাপ্য হইবে তাহারাই এই লক্ষণের লক্ষ্য সুতরাং সেই সকলেই উল্লিখিত লক্ষণের সমন্বয় আবশ্যক। নতুবা, হেতুমাত্রই এই লক্ষণের লক্ষ্য নহে। উক্ত প্রয়োগের হেতু ও সাধ্য উল্টাইয়া লইলে অর্থাৎ 'অয়ং রূপবান্ দ্রব্যত্বাৎ' এইরূপ প্রয়োগে সাধ্য **রূপ** এবং হেতু **দ্রব্যত্ব**। ইহা ব্যাপ্তিলক্ষণের লক্ষ্য নহে। দ্রব্যত্ব (হেতু) রূপশূন্য বায়ু আকাশ প্রভৃতি দ্রব্যেও বিদ্যমান; এজন্য উহাতে সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্ব (প্রকৃতস্থলে রূপাভাববদবৃত্তিত্ব) থাকিতে পারে না। অতএব দ্রব্যত্ব রূপের ব্যাপ্য নহে এবং রূপও দ্রব্যত্বের ব্যাপক নহে।

১. ১৪৩ পৃঃ অবয়ব নিরূপণ দ্রষ্টব্য।

২. ব্যাপ্তির লক্ষণে 'সাধ্যসামানাধিকরণ্য' এই অংশও থাকা আবশ্যক। যদি উহা বিশেষ্য হয় তবে অর্থাৎ সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্ববিশিষ্ট সাধ্যসমানাধিকরণ্যই ব্যাপ্তি হইলে উহা আধেয়তাবিশেষ-ভাবপদার্থ। যেহেতু আধেয়তা আধেয় বা আধেয়তাবচ্ছেদক স্বরূপ। গ্রন্থের শেষভাগ দ্রষ্টব্য।

হেতু ও সাধ্যের ব্যাপ্য-ব্যাপকভাব অন্যপ্রকারেও নির্দেশ করা যায়। ইহাতে ব্যাপকত্বের লক্ষণ হয়—হেতুসমানাধিকরণাভাবাপ্রতিযোগিত্ব।

পূর্বোক্ত লক্ষণ হইতে স্পষ্টভাবে বুঝা গিয়াছে—যে ক্ষেত্রে হেতু ও সাধ্যের ব্যাপ্য-ব্যাপকভাব যথার্থ, সে ক্ষেত্রে হেতুর কোন অধিকরণই সাধ্যশূন্য হইতে পারে না। 'অভাব' পদার্থ কেবলান্বয়ী অর্থাৎ সার্বত্রিক হওয়ায় হেতুর অধিকরণে কোন অভাব অবশ্য থাকিবে ইহাও সত্য। তবে উহা সাধ্যের অভাব নহে ইহা অবশ্য স্বীকার্য। সুতরাং সর্বত্র লক্ষ্যস্থলে হেতুসমানাধিকরণ (হেতুর অধিকরণে বর্তমান) অভাব যাহাই হউক উহার প্রতিযোগী সাধ্য নহে। ফলে, হেতুসমানাধিকরণ অভাবের প্রতিযোগিত্ব না থাকায় সাধ্যে হেতুসমানাধিকরণ অভাবীয় প্রতিযোগিত্বের অভাব (হেতুসমানাধিকরণাভাবাপ্রতিযোগিত্ব)-স্বরূপ ব্যাপকত্ব সম্ভব হয়।

'ইদং দ্রব্যং রূপাৎ' এই প্রয়োগে দ্রব্যত্ব সাধ্য, রূপ হেতু। রূপের অধিকরণ—পৃথিবী, জল ও তেজঃ। উহার কোনটিতে জ্ঞান নাই, যেহেতু জ্ঞান কেবল আত্মার গুণ। সুতরাং রূপ-সমানাধিকরণ অভাব—জ্ঞানাভাব (সুখাভাব বা দুঃখাভাব ইত্যাদিও হইতে পারে কিন্তু দ্রব্যত্বাভাব কখনই নহে) অতএব রূপসমানাধিকরণাভাবের প্রতিযোগিত্ব জ্ঞানে সম্ভবে, দ্রব্যত্বে নহে। ফলে "রূপসমানাধিকরণাভাবাপ্রতিযোগিত্ব"স্বরূপ রূপের ব্যাপকত্ব দ্রব্যত্বে থাকিল।

"অয়ং রূপবান্ দ্রব্যত্বাৎ" ইহা লক্ষ্যস্থল নহে। এখানে ঐ লক্ষণও সঙ্গত হয় না। কারণ, দ্রব্যত্বের (হেতুর) অধিকরণ আকাশ, উহা রূপ-(সাধ্য)শূন্য। সুতরাং দ্রব্যত্বসমানাধিকরণ অভাব—রূপাভাবও বটে। উহার প্রতিযোগিত্ব থাকায় রূপে "দ্রব্যত্বসমানাধিকরণাভাব-প্রতিযোগিত্ব"ই থাকিল, "দ্রব্যত্বসমানাধিকরণাভাবাপ্রতিযোগিত্ব" থাকিল না। অতএব রূপ দ্রব্যত্বের ব্যাপক নহে।

এই ব্যাপকত্বও অভাববিশেষ। এই প্রকার ব্যাপকসামানাধিকরণ্যও (অর্থাৎ হেতু-সমানাধিকরণাভাবাপ্রতিযোগি-সাধ্যসামানাধিকরণ্যও) ব্যাপ্তি। দ্রব্যত্বের এইরূপ ব্যাপ্তি থাকায় রূপ দ্রব্যত্বের ব্যাপ্য। এইপ্রকার ব্যাপ্তি সামানাধিকরণ্য অর্থাৎ আধেয়তাবিশেষ, ভাবপদার্থ।

উক্ত দুই প্রকার ব্যাপ্তি অন্বয়ব্যাপ্তি নামে প্রসিদ্ধ। ব্যতিরেকব্যাপ্তির লক্ষণ ইহা হইতে পৃথক্, তবে দ্বিবিধ ব্যাপ্তিরই লক্ষ্যস্থল সমান।

ব্যতিরেকব্যাপ্তি—ইহা 'সাধ্যাভাবব্যাপক-অভাব-(ইহা বস্তুতঃ হেত্বভাব) প্রতিযোগিত্ব'।

হেতু সাধ্যের ব্যাপ্য হইলে ঐ হেতুর অভাব অবশ্যই সাধ্যাভাবের ব্যাপক হইয়া থাকে। রূপ দ্রব্যত্বের ব্যাপ্য, সুতরাং রূপাভাব দ্রব্যত্বাভাবের ব্যাপক হইবেই। ফলে, রূপে 'দ্রব্যত্বাভাব ব্যাপক—অভাবীয় (রূপাভাবীয়) প্রতিযোগিত্ব'স্বরূপ দ্রব্যত্বের ব্যতিরেক-ব্যাপ্তির লক্ষণও সঙ্গত হয়।

পক্ষ—সাধ্য ও হেতুর ন্যায় পক্ষও অনুমিতির অঙ্গ। সাধারণতঃ প্রতিজ্ঞাবাক্যের প্রথম পদের অর্থই পক্ষ। "পর্বতো বহ্নিমান্" "ঘটঃ রূপবান্" এই দুই প্রতিজ্ঞায় যথাক্রমে

পর্বত ও ঘট পক্ষ। ইহারা পার্থিব দ্রব্য। সকল পদার্থই অনুমিতিবিশেষে পক্ষ হইতে পারে।

পক্ষতা—ইহা সিদ্ধি অর্থাৎ পক্ষে সাধ্যনিশ্চয়ের অভাব। যে সময়ে যে পদার্থে যে ব্যক্তির যে প্রকার সাধ্যের নিশ্চয় থাকে না, কেবল সেই সময়ে সেই পদার্থ ঐ ব্যক্তির নিকটে ঐ প্রকার সাধ্যের অনুমানে **পক্ষ** হইয়া থাকে। পক্ষের সহিত **পক্ষতার** সম্বন্ধ এই পর্যন্ত। বস্তুতঃ জ্ঞানবিশেষের অভাবস্বরূপ হওয়ায় পক্ষতা অনুমাতা পুরুষের আত্মার ধর্ম এবং সেই ভাবেই উহা অনুমানে কারণ হইয়া থাকে। ফলতঃ যখন যে ব্যক্তির 'পর্বত বহ্নিমান্' এই প্রকার নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান থাকে না তখনই ঐ ব্যক্তির নিকটে বহ্নির অনুমানে পর্বত **পক্ষ** হইতে পারে এবং ঐপ্রকার নিশ্চয়াভাব স্বরূপ **পক্ষতা** পর্বতে বহ্নির অনুমিতি জন্মাইতে সমর্থ হয়।

পক্ষে সাধ্যনিশ্চয় বিদ্যমান থাকিলে সাধ্যের অনুমান হয় না এইরূপ সিদ্ধান্ত পূর্বোক্ত কথায় পরিস্ফুট হইলেও ক্ষেত্রবিশেষে ঐ অবস্থায় অনুমিতি হয় ইহাও শাস্ত্রসম্মত। ঐরূপ ক্ষেত্র নির্ধারিত হয় অনুমাতা পুরুষের ইচ্ছা দ্বারা অর্থাৎ সাধ্যের নিশ্চয় বর্তমান থাকিলেও যদি কেহ ইচ্ছা করে যে—এই পক্ষে আমি সাধ্যের অনুমান করিব তাহা হইলে ঐ ব্যক্তির অনুমিতি হয় ইহা স্বীকার্য। অতএব উক্তরূপে সিষাধয়িষার—সাধ্যসাধনেচ্ছার অর্থাৎ অনুমিতি বিষয়ে ইচ্ছার অসমানকালীন সিদ্ধি বা সাধ্যনিশ্চয়ই[১] অনুমিতির বিরোধী ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত। ন্যায়ের ভাষায় এই প্রকার নিশ্চয়ের পরিচয়—সিষাধয়িষা-বিরহ-বিশিষ্ট সিদ্ধি। এই প্রকার সিদ্ধির অভাবই অর্থাৎ 'সিষাধয়িষাবিরহবিশিষ্টসিদ্ধ্যভাব'ই নব্যসম্প্রদায়মতে[২] পক্ষতা। ফলে অনুমাতা পুরুষের সিষাধয়িষা থাকিলে সিদ্ধি বা সাধ্যনিশ্চয় থাকুক বা না থাকুক কোন অবস্থাতেই অনুমিতি হইতে বাধা নাই; এবং সিষাধয়িষা না থাকিলেও যদি সাধ্যনিশ্চয় না থাকে তাহা হইলেও অনুমিতি স্বীকার্য কিন্তু যদি সিদ্ধি বর্তমান থাকে অথচ সিষাধয়িষা না থাকে এমত অবস্থায় অনুমিতি স্বীকার্য নহে।

প্রতিবন্ধক ও **প্রতিবধ্য**—যে কার্যে কোন অভাব কারণ হয়, উক্ত অভাবের প্রতিযোগী সেই কার্যে **প্রতিবন্ধক** এবং কার্য বস্তু স্বয়ং উহার **প্রতিবধ্য**।

উল্লিখিত প্রকারে অভাব অনুমিতি-কার্যে কারণ হওয়ায় **সিদ্ধি** অনুমিতির **প্রতিবন্ধক** এবং **অনুমিতি** সিদ্ধির **প্রতিবধ্য**। প্রতিবন্ধকের ধর্ম—প্রতিবন্ধকতা; উহা কারণস্বরূপ অভাবের প্রতিযোগিতা। প্রতিবধ্যের ধর্ম প্রতিবধ্যতা—ইহা কারণস্বরূপ অভাবদ্বারা বিনাশ-যোগ্য প্রাগভাবের প্রতিযোগিতা[৩]।

---

১. সমান কালীন—যাহারা একই সময়ে বর্তমান—Contemporary। যাহারা সমানকালীন নহে তাহারা পরস্পর অসমানকালীন। ইহা পরিভাষাগত 'বিশিষ্ট' শব্দের অর্থ। বিরহ—অত্যন্তাভাব।

২. প্রাচীন সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনমতে সাধ্যসংশয়, অন্যমতে কেবল সিষাধয়িষা এবং মতান্তরে কেবল সিদ্ধ্যভাব পক্ষতারূপে স্বীকৃত হইত।

৩. প্রাগভাব সামগ্রীনাশ্য এই মতে অনুমিতির প্রাগভাব পক্ষতাস্বরূপ অভাবদ্বারা বিনাশযোগ্য। ১৩১ পৃঃ ১. টিপ্পনী দ্বারা এই মত ব্যক্ত হইয়াছে।

উত্তেজকতা—যে-অভাব প্রতিবন্ধকের বিশেষণ তাহার প্রতিযোগী **উত্তেজক**। সিদ্ধি অনুমিতির প্রতিবন্ধক, সিষাধয়িষার অভাব সিদ্ধির বিশেষণ হওয়ায় ঐক্ষেত্রে সিষাধয়িষা উত্তেজক। উত্তেজকের ধর্ম—**উত্তেজকতা**; উহাও অভাববিশেষের প্রতিযোগিতা।

সপক্ষ—যে অধিকরণে অনুমাতা পূর্বে সাধ্যের অস্তিত্ব নিশ্চয় করিয়াছেন তাহা **সপক্ষ**। পর্বত-পক্ষে বহ্নি-সাধ্যের অনুমানে মহানস (রন্ধনগৃহ) সপক্ষ।

সাধ্য ও হেতুর সামানাধিকরণ্য অর্থাৎ একত্রে অবস্থান বিষয়ে নিশ্চয় ব্যতীত ব্যাপ্তিজ্ঞান সম্ভবে না। প্রায়শঃ অনুমিতির পূর্বে পক্ষে সাধ্যজ্ঞান সম্ভাবিত নহে। অতএব পক্ষ ব্যতীত অন্য কোন স্থান ঐজন্য আবশ্যক। রন্ধনগৃহে বহ্নি ও ধূমের অস্তিত্ব নিশ্চিত। অতএব উহা সপক্ষ।

বিপক্ষ—যাহা 'সাধ্যশূন্য' এইরূপে নিশ্চিত তাহা **বিপক্ষ**। পর্বতে বহ্নির অনুমানে জলাশয় বিপক্ষ; যে-হেতু উহা বহ্নিশূন্য বলিয়াই প্রসিদ্ধ।

পক্ষসম—সপক্ষ ও বিপক্ষ ব্যতীত অন্য যে সকল স্থানে সাধ্যের অস্তিত্ব সন্দিগ্ধ অর্থাৎ সন্দেহযোগ্য সাধারণতঃ সেই সমস্ত পদার্থ **পক্ষসম** বলিয়া ব্যবহৃত হয়।

গমক হেতু—যে সমস্ত হেতু পক্ষে ও সপক্ষে বিদ্যমান এবং বিপক্ষে থাকে না, অথচ বাধ কিংবা সৎপ্রতিপক্ষ স্বরূপ দোষে দুষ্ট নহে; পক্ষসত্ত্ব সপক্ষসত্ত্ব বিপক্ষাসত্ত্ব অবাধিতত্ব এবং অসৎপ্রতিপক্ষিতত্ব এই পঞ্চরূপ থাকায় তাহারা গমক অর্থাৎ পক্ষে সাধ্যের যথার্থ অনুমানে উপযোগী। কারণ, ঐরূপ স্থলের পরামর্শ প্রমাত্মক অর্থাৎ যথার্থ। পরামর্শ অভ্রান্ত হইলে তদ্দ্বারা অনুমিতির প্রমাত্বের দাবী করা যায়।

হেত্বাভাস—পূর্বে বলা হইয়াছে[১] পরামর্শ অনুমিতির অব্যবহিত পূর্ববর্তী নিশ্চয়-বিশেষ। তদ্দ্বারা পরামর্শ অনুমিতির কারণ এবং অনুমিতি উহার কার্য ইহা ব্যক্ত হইয়াছে। কোন ভাবপদার্থ এবং উহার অত্যন্তাভাব একত্র থাকিতে না পারায় উহারা পরস্পর বিরুদ্ধ। যে-ধর্মীতে যখন বিরুদ্ধ পদার্থদ্বয়ের একটির নিশ্চয় থাকে তখন সেই ধর্মীতে অপরটির জ্ঞান উৎপন্ন হয় না[২]। যেমন 'শঙ্খ শ্বেত' এইরূপ নিশ্চয় যাহার বিদ্যমান "শঙ্খ শ্বেত নহে" এইরূপে শঙ্খে শ্বেতগুণের অভাব জ্ঞান তাহার পক্ষে সম্ভবে না[৩]।

এইরূপে স্থির করা যায় বিপরীত কোটিদ্বয়ের একটির নিশ্চয়ের অভাব অন্য বিপরীত কোটির জ্ঞানে কারণ। ইহাতে সিদ্ধ হয়—এক বিরুদ্ধ কোটির নিশ্চয় অপর কোটির জ্ঞানে প্রতিবন্ধক[৪]। অতএব একধর্মীতে বিরুদ্ধ ধর্মদ্বয়ের নিশ্চয় পরস্পরের প্রতিবধ্য এবং প্রতিবন্ধক।

১, ৯৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

২, দোষবিশেষ অথবা লৌকিক সন্নিকর্ষস্থলে এই নিয়মের ব্যত্যয় হয়।

৩, বিপরীত ভাবেও দৃষ্টান্ত সম্ভবে। কামলারোগী দেখে—শঙ্খ শ্বেত নহে (পীত)। তখন 'শঙ্খ শ্বেত' এই জ্ঞান তাহার পক্ষে সম্ভবে না।

৪. ১৫৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

উল্লিখিত বিপরীত ধর্ম নিশ্চয়ের একটি যথার্থ এবং অন্যটি অযথার্থ বা ভ্রমাত্মক হইবে। উহারা উভয়েই যথার্থ কিংবা উভয়েই ভ্রম ইহা কখনই হইতে পারে না। কিন্তু নিশ্চয়ের যথার্থতা কিংবা ভ্রমত্ব স্বরূপতঃ[১] উহার প্রতিবন্ধকতার পক্ষে অকিঞ্চিৎকর অর্থাৎ বিপরীত একতর কোটির নিশ্চয় ভ্রম হউক বা প্রমা হউক অন্য কোটির জ্ঞানে বাধা দিবেই।

বিপরীত জ্ঞানদ্বয়ের এই প্রকার প্রতিবধ্য-প্রতিবন্ধকভাব প্রত্যক্ষ অনুমিতি ইত্যাদি সমস্ত বিশিষ্টজ্ঞান সম্বন্ধে প্রযোজ্য হয় কিন্তু হেত্বাভাস জ্ঞানে কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য আছে।

যে পরামর্শ ও উহার কার্য অনুমিতি এই উভয়ের কোন অংশে ভ্রম হয় কেবল সেই ক্ষেত্রেই হেত্বাভাস স্বীকৃত হয়, কিন্তু ভ্রমাত্মক বিপরীত নিশ্চয় বশতঃ প্রমাত্মক ভাবী পরামর্শ এবং অনুমিতির উৎপত্তি না ঘটিলেও ঐ ক্ষেত্রে হেত্বাভাস স্বীকৃত হয় না। হেত্বাভাস স্থলে উক্ত প্রকারে প্রতিবধ্য বিপরীত জ্ঞানের অর্থাৎ পরামর্শ বা অনুমিতির ভ্রমত্ব নিয়মিত থাকায় উহাদিগের বিপরীত নিশ্চয়স্বরূপ হেত্বাভাসের নিশ্চয়ও প্রমাত্মকই হইবে এই সিদ্ধান্তে কোন বাধা নাই। অতএব বলা যায়—

যে প্রকার যথার্থ নিশ্চয় অনুমিতির অথবা উহার কারণ পরামর্শের প্রতিবন্ধক সেই নিশ্চয়ের বিষয় **হেত্বাভাস** বা **হেতুদোষ**।

হেত্বাভাস নিশ্চয় কিরূপে অনুমিতি এবং পরামর্শের প্রতিবন্ধক হয় তাহা উদাহরণ ব্যতীত বুঝা সম্ভব নহে। ক্রমশঃ উহাদের প্রত্যেকতঃ উদাহরণ দেওয়া হইবে। তদ্দ্বারা বিভিন্ন হেত্বাভাস সমূহের কোন্‌টি পরামর্শ বা অনুমিতির কোন্ অংশে বিপরীত তাহা ব্যক্ত হইবে।

হেত্বাভাস পঞ্চবিধ[২] —অনৈকান্ত, বিরোধ, অসিদ্ধি, বাধ ও সৎ প্রতিপক্ষ।

অনৈকান্ত—ব্যভিচার ইহার নামান্তর। তদনুসারে অনৈকান্ত-দোষে দুষ্ট হেতু **অনৈকান্ত**[৩], অনৈকান্তিক, ব্যভিচারী এবং সব্যভিচার নামে উল্লিখিত হয়।

অনৈকান্ত ত্রিবিধ[৪] —সাধারণ, অসাধারণ ও অনুপসংহারী।

সাধারণ—সাধ্যাভাববদ্‌বৃত্তিহেতু। "ঘটো দ্রব্যং সত্বাৎ" এই স্থলে উহা **দ্রব্যত্বাভাববদ্‌বৃত্তিসত্ত্ব**। সত্ত্ব (হেতু) দ্রব্যত্ব-(সাধ্য) শূন্য গুণ ও কর্মপদার্থে বিদ্যমান। অতএব "দ্রব্যত্বাভাববদ্‌বৃত্তি সত্ত্ব" এইরূপ জ্ঞান যথার্থ। এই স্থলীয় অনুমিতির কারণ—পরামর্শ "দ্রব্যত্ব-

---

১. প্রতিবন্ধক নিশ্চয় প্রমা বা ভ্রম যাহাই হউক নিশ্চয়কারী "উহা (আমার এই জ্ঞান) ভ্রম" এইরূপে বুঝিলেই উহার প্রতিবন্ধতা লুপ্ত হয়; তদনুসারে বলা হইয়াছে—"স্বরূপতঃ" অর্থাৎ অজ্ঞাত অবস্থায় ন্যায়ের ভাষায় ইহা 'অপ্রামাণ্যজ্ঞানানাস্কন্দিত' অবস্থা।

২. জৈন, বৌদ্ধ এবং অন্য প্রাচীন সম্প্রদায়ে আরও বহুবিধ হেত্বাভাসের কথা প্রচলিত ছিল। তাহা সংক্ষেপে প্রকাশ করা অসম্ভব। পৃঃ ১৪৬ দ্রষ্টব্য।

৩. কচিৎ 'অনেকান্ত' নামও দেখা যায়।

৪. হেতুর বিশেষণরূপেই 'সাধারণ' ইত্যাদি শব্দত্রয়ের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। সুতরাং 'সাধারণ্য, অসাধারণ্য ও অনুপসংহারিত্ব' ইহারাই হেতুদোষ। কেশব মিশ্রের মতে অনৈকান্ত দ্বিবিধ—সাধারণ ও অসাধারণ। তর্কভাষা ২৫ পৃঃ।

ব্যা প্যসত্ত্ববান্—দ্রব্যত্বাভাববদবৃত্তি সত্ত্ববান্ (অর্থাৎ দ্রব্যত্বাভাববদ্‌বৃত্তিত্বাভাববৎ সত্ত্ববান্) ঘটঃ” এইরূপ। ‘দ্রব্যত্বাভাববদ্‌বৃত্তিত্ব’ এবং ‘দ্রব্যত্বাভাববদ্‌বৃত্তিত্বাভাব’ ইহারা পরস্পর বিরুদ্ধ। “সত্ত্ব”রূপ ধর্মীতে উহাদিগের একতর কোটির নিশ্চয় অন্য কোটির জ্ঞানে প্রতিবন্ধকও বটে। সুতরাং পরামর্শের অন্তর্গত ব্যাপ্তির বিপরীত কোটি থাকায় উহা পরামর্শের প্রতিবন্ধক জ্ঞানের বিষয় হওয়ায় সাধারণ হেত্বাভাস হইল[১]।

অসাধারণ—ইহা ‘সাধ্যব্যাপকীভূতাভাবপ্রতিযোগিহেতু’। পূর্বে বলা হইয়াছে[২] অভাবের অভাব প্রতিযোগিস্বরূপ। সুতরাং সাধ্য—সাধ্যাভাবাভাব। ফলে—‘সাধ্যব্যাপকীভূতাভাবপ্রতিযোগিহেতু’ এবং ‘সাধ্যাভাবাভাবব্যাপকীভূতাভাবপ্রতিযোগিহেতু’ (ইহাই সাধ্যাভাবের ব্যতিরেকব্যাপ্তি বিশিষ্ট হেতু) একই কথা। “পক্ষঃ হেতুমান্” এইরূপ জ্ঞানকালে উল্লিখিত অসাধারণ জ্ঞান বিপরীতকোটির অনুমিতিজনক সামগ্রী হওয়ায় উহা সাক্ষাৎ অনুমিতির প্রতিবন্ধক। ইহা সৎপ্রতিপক্ষস্থলে ব্যক্ত হইবে।

“শব্দঃ নিত্যঃ শব্দত্বাৎ” এই স্থলে ‘নিত্যত্বব্যাপকীভূতাভাবপ্রতিযোগি-শব্দত্ব’ অসাধারণ।

অনুপসংহারী—ইহা ‘অভাবাপ্রতিযোগি-হেতু’। ইহার জ্ঞান ব্যতিরেকব্যাপ্তির অন্তর্গত “অভাবপ্রতিযোগিহেতু” এই অংশের বিরোধী। ফলে পরামর্শের প্রতিবন্ধক[৩]। কারণ হেতু-ধর্মীতে কোন অভাবীয় প্রতিযোগিত্ব এবং অভাবাপ্রতিযোগিত্ব—অভাবীয় প্রতিযোগিত্বাভাব পরস্পর বিপরীত। হেতু ব্যাপ্যবৃত্তি কেবলান্বয়ী হইলে এই দোষ ঘটে[৪]। “ঘটঃ বাচ্যঃ প্রমেয়ত্বাৎ” এই স্থলে ‘অভাবাপ্রতিযোগি প্রমেয়ত্ব’ অনুপসংহারী[৫]।

বিরোধ—ইহা ‘সাধ্যাসমানাধিকরণ-(সাধ্যসামানাধিকরণ্যাভাববিশিষ্ট) হেতু’। ইহার জ্ঞান অন্বয়ব্যাপ্তির অন্তর্গত “সাধ্যসমানাধিকরণহেতু” এই অংশের বিরোধী। সুতরাং পরামর্শের প্রতিবন্ধক। বিরোধ-হেত্বাভাসযুক্ত হেতু-বিরুদ্ধ।

১. প্রাচীন মতে সপক্ষ ও বিপক্ষবৃত্তি হেতু সাধারণ।

যতটুকু বিষয়ের জ্ঞান প্রতিবন্ধকতার পক্ষে উপযোগী কেবল ততটুকু বিষয়ই হেত্বাভাস, উহা হইতে ন্যূন বা অধিক বিষয় হেত্বাভাস বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই। ফলে কেবল ‘দ্রব্যত্বাভাব’ ইত্যাদি কিংবা ‘প্রমেয়ত্ববিশিষ্ট দ্রব্যত্বাভাববদ্‌বৃত্তিসত্ত্ব’ হেত্বাভাস নহে।

২. ১১৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

৩. হেত্বাভাস বিষয়ক নিশ্চয় সমূহ কিরূপে প্রমা হয় প্রত্যেক উদাহরণে তাহা বলা হইবে না। পক্ষমাত্রবৃত্তি অর্থাৎ সমুদায় সপক্ষ এবং বিপক্ষে অবিদ্যমান হেতু অসাধারণ; এবং অবৃত্তি অর্থাৎ নিরাধার গগনাদি হেতুই অসাধারণ এইরূপ মতান্তর প্রাচীন সম্প্রদায়ের অনুমোদিত।

৪. ব্যাপ্যবৃত্তি ৬০ পৃঃ এবং কেবলান্বয়ী ১২৭ পৃঃ টিপ্পনী দ্রষ্টব্য।

৫. প্রাচীন মতে পক্ষতাবচ্ছেদক ধর্ম কিংবা সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম কেবলান্বয়ী হইলে হেতু অনুপসংহারী হয়

"অয়ং গোত্ববান্ অশ্বত্বাৎ" এইস্থলে গোত্বাসমানাধিকরণ-অশ্বত্ব বিরোধ[১]। ইহাও ব্যাপ্তি অংশে পরামর্শের প্রতিবন্ধক।

অসিদ্ধি—ইহা তিন প্রকার—আশ্রয়াসিদ্ধি বা পক্ষাসিদ্ধি, স্বরূপাসিদ্ধি ও ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি। অসিদ্ধিদোষ যুক্ত হেতু—অসিদ্ধ।

আশ্রয়াসিদ্ধি—যে অনুমানে 'পক্ষ'পদার্থ পক্ষতাবচ্ছেদক-ধর্ম-শূন্য হয় সে স্থলে আশ্রয়াসিদ্ধি-দোষ ঘটে[২]। ইহা 'পক্ষতাবচ্ছেদকশূন্য পক্ষ' স্বরূপ।

'সুবর্ণময়ঃ পর্বতঃ (পক্ষ) বহ্নিমান্ ধূমাৎ' এইস্থলে 'সুবর্ণময়ত্বাভাববৎপর্বত' আশ্রয়াসিদ্ধি। ইহা পরামর্শ এবং অনুমিতি উভয়েরই বিরোধী। কারণ, "সুবর্ণময়ত্বাভাববান্ পর্বতঃ" এইরূপ নিশ্চয় থাকিলে 'বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ সুবর্ণময়পর্বতঃ' এইরূপে পরামর্শ এবং সুবর্ণময়-পর্বতঃ বহ্নিমান্' এইরূপে অনুমিতি সম্ভবে না।

স্বরূপাসিদ্ধি—পক্ষ হেতুশূন্য হইলে স্বরূপাসিদ্ধি হয়। ইহা 'হেত্বভাববৎপক্ষ' স্বরূপ।

"জলাশয়ঃ দ্রব্যং ধুমাৎ" এই স্থলে 'ধূমশূন্য-(ধূমাভাববৎ) জলাশয়' স্বরূপাসিদ্ধি। ইহা পরামর্শের অন্তর্গত "হেতুমান্ পক্ষঃ" এই অংশের বিরোধী।

ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি—ইহা আশ্রয়াসিদ্ধির অনুরূপ। পক্ষ ব্যতীত পরামর্শ কিংবা অনুমিতির কোনও বিষয় —সাধ্য, হেতু, সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ, সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম, হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ হেতুতাবচ্ছেদক ধর্ম ইত্যাদি; যদি উহাদের স্ব স্ব অবচ্ছেদকধর্মশূন্য হয় তবে ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি দোষ হয়[৩]।

প্রয়োগস্থল	অবান্তর প্রকার	দোষস্বরূপ
পর্বতঃ স্বর্ণময়বহ্নিমান্ ধূমাৎ	সাধ্যাপ্রসিদ্ধি	স্বর্ণময়ত্বশূন্য বহ্নি
গুণীয় সংযোগেন বহ্নিমান্...	সাধ্যসম্বন্ধাপ্রসিদ্ধি	গুণীয়ত্বশূন্য সংযোগ
......বহ্নিমান্ রজতময়ধূমাৎ	হেত্বপ্রসিদ্ধি	রজতময়ত্বশূন্য ধূম
......জলময় দণ্ডিমান্... (দণ্ড সাধ্যতাবচ্ছেদক)	সাধ্যতাবচ্ছেদকাপ্রসিদ্ধি	জলময়ত্বশূন্য দণ্ড ইত্যাদি।

উল্লিখিত হেত্বাভাসসমূহ প্রায়শঃ পরামর্শের অন্তর্গত ব্যাপ্তিজ্ঞানের এবং কচিৎ অনুমিতিরও বিরোধী।

১. উভয়বিধ অন্বয়ব্যাপ্তির মধ্যে সাধ্যসামানাধিকরণ্য' অবশ্য বক্তব্য। ১৫৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

২. আকাশকুসুম প্রভৃতির ন্যায় অলীক বিষয় পক্ষরূপে নির্দিষ্ট হইলে আশ্রয়াসিদ্ধি দোষ হয় এই প্রকার মতও গ্রন্থান্তরে দৃষ্ট হয়।

৩. হেতু নিষ্প্রয়োজন বিশেষণে ভারাক্রান্ত হইলেও ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি দোষ হয়। উদাহরণ স্থল—"বহ্নিমান্ প্রমেয়-ধূমাৎ" ইত্যাদি।

বাধ—ইহার প্রাচীন নামান্তর কালাত্যয়াপদেশ। এই দোষযুক্ত হেতু বাধিত, বা কালাত্যয়াপদিষ্ট ও কালাতীত। পক্ষ সাধ্যশূন্য হইলে এই দোষ ঘটে। ইহা 'সাধ্যাভাববৎ পক্ষ'।

"জলাশয়ঃ বহ্নিমান্ ধূমাৎ" এইস্থলে 'বহ্নিশূন্য জলাশয়' বাধ। ইহা অনুমিতির প্রতিবন্ধক। কারণ, 'জলাশয় বহ্নিশূন্য' এইরূপ নিশ্চয় থাকিলে "জলাশয়ঃ বহ্নিমান্" এইপ্রকার অনুমিতি সম্ভবে না[১]।

সৎপ্রতিপক্ষ—বিরোধী কোটিদ্বয়ের মধ্যে একতর কোটির নিশ্চয়জনক সামগ্রীও অন্য কোটির জ্ঞানে প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে।

"পর্বত বহ্নিশূন্য" এইপ্রকার নিশ্চয় থাকিলে যেমন 'পর্বত বহ্নিমান্' এইরূপ জ্ঞান সম্ভবে না তদ্রূপ 'পর্বত বহ্ন্যভাবব্যাপ্যবান্' (ইহা "পর্বতঃ বহ্ন্যভাববান্" এই অনুমিতির জনক পরামর্শ স্বরূপ) এইরূপ নিশ্চয় থাকিলেও "পর্বতঃ বহ্নিমান্' এই অনুমিতি জন্মে না। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে উক্ত সমুদায় দোষস্থলে ঐরূপে ব্যাপ্যবিশিষ্ট বিশেষ্যভাগ দোষ হইবে এবং উহারও সেই সংজ্ঞা হইবে। যেমন —

'দ্রব্যত্বাভাববদ্‌বৃত্তিত্ববিশিষ্ট সত্ত্ব' এবং 'দ্রব্যত্বাভাববদ্‌বৃত্তিত্বব্যাপ্যবিশিষ্ট সত্ত্ব' উভয়ই সাধারণ ব্যভিচার ; 'সুবর্ণময়ত্বাভাববিশিষ্ট পর্বত' এবং 'সুবর্ণময়ত্বাভাবব্যাপ্যবিশিষ্ট পর্বত' উভয়ই আশ্রয়াসিদ্ধি। বাধস্থলের সংজ্ঞা অন্যরূপ। 'সাধ্যাভাববিশিষ্ট পক্ষ' **বাধ** কিন্তু 'সাধ্যাভাবব্যাপ্য-বিশিষ্ট পক্ষ' **সৎপ্রতিপক্ষ**। এই দোষে দুষ্ট হেতুও **সৎপ্রতিপক্ষ** এবং **সৎপ্রতিপক্ষিত** নামে প্রসিদ্ধ। তবে বিশেষ এই যে অন্যত্র যথার্থতঃ দোষ না থাকিলে হেতু "দুষ্ট" নামে ব্যবহৃত হয় না কিন্তু দোষ না থাকিলেও অর্থাৎ পক্ষ সাধ্যাভাবব্যাপ্যবিশিষ্ট না হইলেও বিপরীত কোটিদ্বয়ের সাধক হেতুদ্বয়ের পরামর্শ হইলে উভয় হেতুই সৎপ্রতিপক্ষিত বলিয়া ব্যবহৃত হয়।

অসাধারণ্যদোষ সৎপ্রতিপক্ষেরই কার্য করে। কারণ. "সাধ্যব্যাপকীভূতাভাব-প্রতিযোগিহেতু" এবং "হেতুমান্ পক্ষ" এই উভয়জ্ঞান মিলিত হইলে উহা "সাধ্যাভাবাভাব-ব্যাপকীভূতাভাবপ্রতিযোগিহেতুমান্ পক্ষ" এই প্রকারে পরিণত হওয়ায় পক্ষে সাধ্যাভাবের অনুমিতির জনক সাধ্যাভাবের ব্যতিরেক ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতুর পরামর্শ স্বরূপ[২]।

১. বাধ আশ্রয়াসিদ্ধি ইত্যাদি কতিপয় দোষ প্রায়শঃ হেতুঘটিত হয় না তথাপি শাস্ত্রে উহারা হেত্বাভাস বা হেতুদোষ নামেই চিরপ্রসিদ্ধ। মতান্তরে পক্ষাভাস সাধ্যাভাস ইত্যাদি পরিভাষার কথাও জানা যায়।

২. 'সাধ্যাসামানাধিকরণ্য'রূপ বিরোধের স্থলেও এইরূপ কথা বলা যায়। মতান্তরে বিরোধ এবং অসাধারণ্যের পরস্পর সংজ্ঞা ব্যত্যয়ও দৃষ্ট হয়। প্রাচীনমতে দুষ্টের অন্তর্গত দোষ সর্বপ্রকার অনুমিতি বা পরামর্শের প্রতিবন্ধক যথার্থ নিশ্চয়ের বিষয় হয় না। এ জন্য হেত্বাভাস বিষয়ে প্রাচীন ও নব্যমতে বহুস্থলে অনৈক্য ঘটিয়াছে। হেত্বাভাস অতি কঠিন। মৌখিক উপদেশ ব্যতীত ইহাতে ব্যুৎপত্তি লাভ হয় না। এই বিষয়ে মতান্তরও বিস্তর। কাঠিন্য ও বিস্তৃতি ভয়ে দিগ্‌দর্শন মাত্র করা হইল।।

প্রথম হেত্বাভাস অর্থাৎ ব্যভিচার যথার্থই হইয়াছে কিনা তাহা "উপাধি" দ্বারা বুঝা যায়।

উপাধি। উপ—সমীপ। আ(ঙ)+ধা+কি—উপাধি। সমীপবর্তী পদার্থে যাহা স্বীয় ধর্ম আধান অর্থাৎ আরোপিত করিতে সমর্থ তাহা **উপাধি**। স্ফটিক স্বচ্ছ শ্বেতবর্ণ, রক্তবর্ণ জবাফুলের সান্নিধ্যবশতঃ স্ফটিক রক্তবর্ণ বলিয়া প্রতীত হয়। অতএব স্ফটিকের লৌহিত্যের আরোপে জবাকুসুম উপাধি। আত্মা সর্বব্যাপী নিষ্ক্রিয়; দেহ ক্ষুদ্র ও সক্রিয়। এই দেহের সম্বন্ধ বশতই ব্যবহার হয়—আমি সাড়ে তিন হাত লম্বা এবং যথেচ্ছ গমন করিতেছি। এখানেও দেহ আত্মার উপাধি।

ব্যপ্তিক্ষেত্রের এই উপাধিও ঐরূপ। যাহা সাধ্যের ব্যাপক অথচ হেতুর অব্যাপক—ব্যাপক নহে, তাহা উপাধি।

যেমন—"ধূমবান্ বহ্নেঃ" এই প্রয়োগে আর্দ্র ইন্ধন (ভিজা কাঠ) **উপাধি**। কারণ, কাঠ ভিজা না হইলে ধূম হয় না এজন্য বলিতে হইবে—যে যে স্থানে ধূম, সেই সেই স্থানেই আর্দ্র ইন্ধন অবশ্য আছে; অতএব আর্দ্রেন্ধন ধূমের (সাধ্যের) ব্যাপক। (সুতরাং ধূম আর্দ্রেন্ধনের ব্যাপ্য) আর্দ্রেন্ধন বহ্নির (হেতুর) ব্যাপক নহে। কারণ, তপ্ত লৌহপিণ্ডে বহ্নি দৃষ্ট হয় কিন্তু তথায় আর্দ্র ইন্ধন দৃষ্ট হয় না। অতএব এইক্ষেত্রে আর্দ্রেন্ধনে উপাধির লক্ষণ সঙ্গত হইল।

উপাধিবশতঃ আরোপ প্রতীপভাবে অর্থাৎ উল্টা রকমেও হইয়া থাকে। দর্পণাদি উপাধি, উহাতে শরীরের দক্ষিণ ও বামভাগ উল্টা দেখা যায়, ইহা সর্বজনসিদ্ধ। অধিকন্তু উপাধি স্বয়ং অজ্ঞাত থাকিয়া ভ্রম জন্মায় ইহাও স্ফটিক এবং জবাকুসুমের দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যায়। তদনুসারে ধূম এবং আর্দ্রেন্ধনের উক্ত অবিনাভাবসম্বন্ধ বহ্নিতেও আরোপিত হইতে পারে। কারণ, যতক্ষণ পর্যন্ত উপাধিরূপে আর্দ্রেন্ধনের স্বরূপ অজ্ঞাত থাকে ততক্ষণ ঐরূপ প্রয়োগে "বহ্নি ধূমের ব্যাপ্য" এইরূপে বহ্নিতে ধূমের ব্যাপ্তি আরোপিত হওয়া অসম্ভাবিত নহে। উপাধিত্বরূপে অর্থাৎ সাধ্যের ব্যাপকত্ব এবং হেতুর অব্যাপকত্ব উভয় প্রকারে আর্দ্রেন্ধনাদি উপাধি-পদার্থের জ্ঞান হইলে আর উহার (উপাধির) ঐপ্রকারে ব্যাপ্য-ব্যাপকভাব আরোপে সামর্থ্য থাকে না। সম্ভবতঃ এই অভিপ্রায়ে প্রাচীনেরা বলিয়াছেন—অনৌপাধিকত্ব বা উপাধির অভাবই ব্যাপ্তি। প্রকৃত স্থলে উপাধি—আর্দ্রেন্ধন, দ্রব্যপদার্থ।

অনুমিতি স্থলে হেত্বাভাসের ন্যায় অযথার্থ প্রত্যক্ষ, উপমিতি এবং শাব্দবোধের ক্ষেত্রেও কোন কোন পদার্থের 'দোষ'সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে।

চাক্ষুষ ভ্রমপ্রত্যক্ষে পিত্ত ও দূরত্ব প্রসিদ্ধ দোষ। 'পিত্ত'দোষ বশতঃ কামলারোগী শঙ্খাদি শ্বেতবর্ণ বস্তুকে পীতবর্ণ দেখে। অতিদূরত্ব বশতঃ সূর্য চন্দ্রাদি আমাদিগের দৃষ্টিতে ক্ষুদ্র বলিয়া প্রতীত হয়। মিথ্যাজ্ঞানজন্য বাসনা অর্থাৎ 'ভাবনা' নামক সংস্কারও দোষ।

কারণ, উহাই 'দেহাত্মবোধ'স্বরূপ ভ্রমের মূল[১]। প্রত্যক্ষস্থলে প্রয়োজনানুসারে এইপ্রকারে নানা পদার্থ দোষ হয়।

ঐরূপে উপমিতি এবং শাব্দবোধ স্থলেও উহাদিগের কারণ জ্ঞানবিশেষ 'দোষ' বলিয়া গণ্য হয়। যেমন—অশক্য (যাহা শক্য অর্থাৎ শক্তির বিষয় নহে, এরূপ) পদার্থে সাদৃশ্যজ্ঞান উপমিতিভ্রমে দোষ। মহিষ গোসদৃশ কিন্তু 'গবয়'পদের বাচ্য নহে। সুতরাং 'মহিষ গবয়-পদবাচ্য' এইরূপ উপমিতি ভ্রমে মহিষে গো-সাদৃশ্যজ্ঞান দোষ।

সাদৃশ্য—ইহাও সপ্ত পদার্থের বহির্ভূত নহে। দুগ্ধফেন ও শয্যার সাদৃশ্য প্রচলিত। ঐ দুইটি বস্তু পরস্পর ভিন্ন এবং উভয়ের শুভ্রবর্ণ প্রসিদ্ধ। সুতরাং এই স্থানের সাদৃশ্য = শয্যাস্থিত দুগ্ধফেনের ভেদসহকৃত শুভ্রবর্ণ, সুতরাং গুণপদার্থ[২]।

ঐরূপ অশক্য পদার্থে শক্তিজ্ঞান এবং অবান্তর বাক্যের ভ্রমাত্মক শাব্দবোধ ইত্যাদি অযথার্থ শাব্দবোধ স্থলে দোষ।

যেমন—'পঙ্কজ' শব্দ হইতে কুমুদ বিষয়ক শাব্দবোধ হইলে কুমুদে পঙ্কজপদের শক্তিজ্ঞান দোষ।

অতএব অন্যান্য দোষসমূহও উল্লিখিত সপ্তবিধ পদার্থের অন্তর্গত।

শক্তি—ইহা পদ ও পদার্থের সম্বন্ধবিশেষ[৩]।

কোন পদ শুনিলে কোন বিশেষ বস্তুর জ্ঞান জন্মিয়া থাকে, সকল পদ হইতে সকল পদার্থ বুঝা যায় না ইহা অনুভব সিদ্ধ। এজন্য পদবিশেষের সহিত বস্তুবিশেষের একটি অসাধারণ সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হয়। উহারই নাম শক্তি। ইহার অন্য নাম বৃত্তি।

শক্তি দ্বিবিধ[৪] —অভিধা ও লক্ষণা।

অভিধা—ইহার অন্য নাম সঙ্কেত। "এই শব্দ হইতে এইরূপ বস্তু বুঝিতে হইবে" এই প্রকার ইচ্ছা[৫] অভিধা। সাধারণতঃ 'শক্তি'শব্দে উক্তরূপ অভিধাই বুঝায়। যেমন—'বৃক্ষ' শব্দের শক্তি উদ্ভিদ্ বিশেষে। এইস্থলে উহা "বৃক্ষ-শব্দ এই বস্তুকে (শাখাপল্লবাদি বিশিষ্ট বস্তুকে) বুঝাউক্" এই প্রকার ইচ্ছা। শক্তির বিষয়—শক্য। সুতরাং, 'বৃক্ষ'পদের শক্য বৃক্ষ (উদ্ভিদ্)। 'পদ'স্বরূপ বৃক্ষ শ্রাবণ প্রত্যক্ষযোগ্য, পদার্থস্বরূপ বৃক্ষ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয়[৬]। অতএব শক্তি গুণবিশেষ।

১. ৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

২. বিশেষ্য-বিশেষণ ভাব উল্টাইয়া লইলে অর্থাৎ 'তদ্গত ভূয়োধর্ম বিশিষ্ট তদ্ভেদ' এইরূপ লক্ষণ করিলে সাদৃশ্য অভাবে অন্তর্ভূত হয়। ১৫২ পৃঃ টিপ্পনী দ্রষ্টব্য

৩. মীমাংসক মতে ইহা পৃথক্ পদার্থ। ঐমতে সকল পদার্থেরই এক এক প্রকার শক্তি স্বীকৃত। যেমন অগ্নির দাহিকা শক্তি ইত্যাদি।

৪. মতান্তরে ব্যঞ্জনা নামে আর একটি শক্তি স্বীকৃত হয়। ব্যঞ্জনা জ্ঞানবিশেষ। কেহ কেহ 'তাৎপর্য' নামে আরও একটি বৃত্তি মানিতেন। সাহিত্যদর্পণ ২য় পরিচ্ছেদ।

৫. উক্ত প্রকারে ঈশ্বরীয় ইচ্ছাই অভিধা ইহাই প্রসিদ্ধ মত। মতান্তরে উক্তরূপ মনুষ্যাদির ইচ্ছাও অভিধা।

৬. ১০ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

লক্ষণা—ইহা শক্যপদার্থের সম্বন্ধবিশেষ। "গঙ্গায়াং ঘোষঃ" (অর্থাৎ গঙ্গার মধ্যে ঘোষ ·গোপালদিগের গ্রাম) এইরূপ বলিলে শ্রোতা ভাবেন—গঙ্গা ত জলপ্রবাহ, উহার উপরে একটি পল্লীর অবস্থান কিরূপে সম্ভবে? পরে তিনি স্থির করেন—এইস্থানে 'গঙ্গা' শব্দটি প্রসিদ্ধ অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই, কিন্তু উহার অতিনিকটবর্তী তীর রূপ অর্থ বুঝাইবার জন্য বক্তা উহা প্রয়োগ করিয়াছেন। অতএব এইস্থলে 'গঙ্গা' শব্দের শক্য জলপ্রবাহ, উহার নৈকট্য স্বরূপ সম্বন্ধ **লক্ষণা**। লক্ষণার বিষয়—লক্ষ্য; সুতরাং তীর 'গঙ্গা'পদের লক্ষ্য।

শক্তির ন্যায় আকাঙ্ক্ষা জ্ঞানও শাব্দবোধে উপযোগী।

আকাঙ্ক্ষার নামান্তর আনুপূর্বী। যেমন—'রাম' শব্দের আকাঙ্ক্ষা 'র্' আ+ম্+অ =রাম। ইহা বর্ণস্বরূপ, অতএব শব্দগুণ[১]।

এ পর্যন্ত বহুক্ষেত্রে 'কারণ' কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং উহার অর্থও বুঝা আবশ্যক।

কারণ—যে পদার্থ ব্যতীত যাহার উৎপত্তি সম্ভবে না সেই পদার্থ তাহার কারণ। যেমন—দণ্ড কুম্ভকার ইত্যাদি ঘটের এবং সূত্র, তুরী বেমা (তাঁত) তন্তুবায় ইত্যাদি বস্ত্রের কারণ।

ভাবকার্যের কারণ ত্রিবিধ[২]—সমবায়িকারণ বা উপাদানকারণ[৩], অসমবায়িকারণ ও নিমিত্তকারণ। যাহার সহিত যে কার্যের সম্বন্ধ সমবায়, তাহা সেই কার্যের সমবায়িকারণ। সূত্র বস্ত্রের সমবায়িকারণ। কেবল দ্রব্যই সমবায়িকারণ হইয়া থাকে। সমবায়িকারণে সমবেত গুণ ও কর্মবিশেষ অসমবায়িকারণ। যেমন সূত্রগুলির পরস্পর সংযোগ বস্ত্রের অসমবায়িকারণ। কার্য-স্বরূপ অভাবের অর্থাৎ ধ্বংসের কোন সমবায়িকারণ এবং অসমবায়িকারণ সম্ভবে না, উহার কেবল নিমিত্তকারণই সম্ভবে, অতএব ঐক্ষেত্রে কারণের বিভাগ করা হয় নাই। কারণের ধর্ম—**কারণতা**।

কারণতা—ইহা কার্যের অব্যবহিত পূর্বক্ষণাবচ্ছিন্নব্যাপকতা। অতএব উহা অভাবের অন্তর্গত[৪]।

কার্য—যাহার উৎপত্তি বিষয়ে যে পদার্থ অবশ্যই পূর্ববর্তী হয় অথচ অন্যথাসিদ্ধ নহে, তাহা সেই পদার্থের কার্য। যেমন—ঘট মৃত্তিকা, দণ্ড, কুম্ভকার ইত্যাদির কার্য। কার্যের ধর্ম—**কার্যতা**। উহা প্রাগভাববিশেষের প্রতিযোগিত্ব[৫]।

বস্তুদ্বয়ের পরস্পর কার্যকারণভাব অন্বয়-ব্যতিরেক দ্বারা বুঝা যায়।

১. আকাঙ্ক্ষা ইচ্ছাবিশেষ, ইহাও প্রসিদ্ধ মতান্তর।

২. অন্যদার্শনিকেরা 'অসমবায়ি কারণরূপে বিভাগ স্বীকার করেন নাই।

৩. কচিৎ 'উপাদান' শব্দে নিমিত্তকারণও বুঝায়।

৪. ১৫৩ পৃঃ ব্যাপকতা দ্রষ্টব্য। কারণতা উক্তরূপে কাল ঘটিত হইলে উহার প্রত্যক্ষ সম্ভবে না। দীধিতিকার-মতে কারণতা ও কার্যতা সপ্ত পদার্থের বহির্ভূত। ১৩ পৃঃ টিপ্পনী দ্রষ্টব্য।

৫. ১৫১ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

অন্বয়—তৎসত্ত্বে তৎসত্তা অর্থাৎ কোনও স্থানে একের অস্তিত্বে অপরের অস্তিত্ব। যেমন—সূত্রের অস্তিত্বে বস্ত্রের অস্তিত্ব। ইহা সূত্র ও বস্ত্রের অন্বয়।

ব্যতিরেক—তদসত্ত্বে তদসত্তা অর্থাৎ একের অভাবে অন্যের অভাব। যেমন—সূত্রের অভাবে বস্ত্রের অভাব। ইহা সূত্র ও বস্ত্রের ব্যতিরেক।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়—প্রকৃত কারণের সহিত এরূপ অনেক পদার্থ সংশ্লিষ্ট যাহাদের অন্বয় ও ব্যতিরেক প্রকৃত কার্যের সহিত সম্ভবে। যেমন—সূত্রের রূপ (শুক্লাদিরঙ) সূত্রের জাতি (সূত্রত্ব) ইত্যাদিও বস্ত্রের সহিত অন্বয়-ব্যতিরেক যুক্ত। তথাপি উহারা বস্ত্র-কার্যে কারণ বলিয়া স্বীকৃত নহে। ফলতঃ অন্বয় এবং ব্যতিরেক থাকিলেই কোন পদার্থ কারণ হইবে ইহা সিদ্ধান্ত নহে কিন্তু উহা (অন্বয়-ব্যতিরেকযুক্ত বস্তু) অন্যথাসিদ্ধ কি না তাহাও বিচার করিতে হইবে। যদি অন্যথাসিদ্ধ হয় তবে উহার কারণত্ব স্বীকৃত হইবে না।

অন্যথাসিদ্ধ—যাহা অন্যথা অন্যপ্রকারে অর্থাৎ প্রস্তাবিত কার্যের উৎপত্তি ব্যতীতও, সিদ্ধ—প্রমাণসিদ্ধ বা প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ অস্তিত্বলাভ করিয়াছে, তাহা **অন্যথাসিদ্ধ**। যেমন—বস্ত্র-কার্যে সূত্রের রূপ, তাঁতের রূপ, তন্তুবায়ের মাতামহ ইত্যাদি অন্যথাসিদ্ধ। সুতরাং উহারা বস্ত্রের কারণ নহে। কিন্তু সূত্রের রঙ বস্ত্রের বর্ণে অন্যথাসিদ্ধ নহে বলিয়া উহার কারণ। অন্যথা-সিদ্ধের ধর্ম—**অন্যথাসিদ্ধি** বা অন্যথাসিদ্ধত্ব। ইহা নিষ্প্রয়োজনত্ব কিংবা প্রকারান্তরে প্রমাণ-বিষয়ত্ব। সুতরাং নির্বাচন অনুসারে ইহাকে অভাব কিংবা ভাবপদার্থের অন্তর্গত বলা যায়।

এপর্যন্ত অনেক পদার্থ প্রতিযোগিতা, বিষয়তা ইত্যাদি স্বরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। মত-বিশেষে ঐ সকল স্বীকৃত পদার্থসমূহে অন্তর্ভূত। যেমন—ঘটাভাবীয় প্রতিযোগিত্ব ঘট অথবা ঘটত্ব স্বরূপ ইত্যাদি। মতান্তরে উহারা সপ্তপদার্থ বহির্ভূত অতিরিক্ত পদার্থ [১]।

সমাপ্ত

১. 'বিষয়তাতত্ত্বাদিবৎ প্রতিযোগিত্বাধিকরণত্ব-তত্ত্ব-সম্বন্ধত্বাদয়োঽপ্যতিরিক্তা এব পদার্থা। ইত্যেকদেশিনঃ' সিদ্ধান্তলক্ষণ-দীধিতি।

গ্রন্থকার-পরিচয়

গুণেন্দুবসুশুভ্রাংশুপ্রমিতে শাকবৎসরে।
পুণ্যকৃষ্ণচতুর্দশ্যাং শনৌ কুম্ভগভাস্করে ॥ ১ ॥
পাণ্ডিত্য-ত্যাগ-সারল্যমূর্ত্তে রামেন্দ্রশর্মণঃ।
শ্রীচন্দ্রতারাদেব্যাশ্চ যঃ পিতৃভ্যামজায়ত ॥ ২ ॥
ধূলজোড়াগ্রামবাসী কলিকাতাপুরাশ্রয়ঃ।
অমরেন্দ্রদ্বিজঃ সোঽয়ং নানাদেশক্রিয়ারতঃ ॥ ৩ ॥
গীতাঞ্জলিং বিনির্মায় রবীন্দ্ররচনাশ্রয়ম্।
কাব্যপ্রকাশং সাদর্শং তথা সপ্তপদার্থিকাম্ ॥ ৪ ॥
ভাষ্য-বার্তিক-তাৎপর্যটীকা-বৃত্তি সমন্বিতম্।
গৌতমং দর্শনং চাপি টিপ্পন্যাদ্যৈরযোজয়ৎ ॥ ৫ ॥
কাশ্যাং বিশ্বেশলীনস্য ফণিভূষণশর্মণঃ।
গুরোরশোচনীয়স্য শ্রাদ্ধাহে দূনমানসঃ ॥ ৬ ॥
স এব সৌরমাঘস্য ত্রয়োবিংশতিবাসরে।
সমাপ্তমকরোন্ "ন্যায়প্রবেশং" ছাত্রসম্মতম্ ॥ ৭ ॥

আমেরিকা-ব্রিটন-চীন-রুষাদিরাজ্যান্যাক্রম্য ঘোরসমরেষু যতঃ প্রবৃত্তাঃ।
জর্মাণ-জাপকগণা দ্যু-মহী-জলেষু ভূমণ্ডলং নিখিলমদ্য ততঃ সশঙ্কম্ ॥ ৮ ॥

পরশ্বো বা শ্বো বা প্রহরবিগমেঽদ্যৈব খলু বা
বিমানাদ্ 'বোমাখ্যং' কুলিশনিভমস্ত্রং ক্ব নু পতেৎ।
ইতি ত্রাণায়াত্ম-স্বজন-ধন-মানস্য জড়তা-
বিমূঢ়েঽস্মিন্ দেশে গিরিশকৃপয়া পূরিতমিদম্ ॥ ৯ ॥

ন্যায়প্রবেশের শব্দসূচী

কলিকাতা সংস্কৃত গ্রন্থমালায় প্রকাশিত

শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রমোহন তর্কতীর্থ

সম্পাদিত গ্রন্থাবলী

১। কাব্যপ্রকাশ (মম্মটাচার্য্য বিরচিত)
—মহেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার-কৃত 'আদর্শ' টীকা সহ ৮৲

২। সপ্তপদার্থী (শিবাদিত্য-কৃত বৈশেষিক প্রকরণ গ্রন্থ)
—মাধব সরস্বতী-কৃত 'মিতভাষিণী' টীকা সহিত ৪৲

৩। ন্যায়দর্শন—
বাৎস্যায়নভাষ্য-উদ্দ্যোতকর বার্ত্তিক-বাচস্পতিমিশ্র কৃত
তাৎপর্যটীকা এবং বিশ্বনাথ-বৃত্তি সহ (১—৩য় অধ্যায় পর্যন্ত) ১০৲

৪। ন্যায়দর্শন—
উল্লিখিত টিকাদি সহ ২য় খণ্ড ৪-৫ অধ্যায় (যন্ত্রস্থ)

সকল পুস্তকেই সম্পাদকের আবশ্যক টিপ্পনী এবং
বিচারপূর্ব্বক নানা পাঠোদ্ধার আছে।

ছাত্রগণ এই সকল পুস্তক গ্রন্থকারের নিকট হইতে লইলে
কমিশন পাইবেন।

ইণ্ডিয়ান্‌ রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট্‌ কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

—:০:—

১। ঋগ্বেদ-সংহিতা—মূল, সায়ণভাষ্য ও অন্যান্য ভাষ্য এবং ইংরেজী, বাংলা এবং হিন্দী অনুবাদ ও গবেষণামূলক ব্যাখ্যা সমেত খণ্ডাকারে প্রকাশিত হইতেছে।

২। বঙ্গীয় মহাকোষ—৪৮ সংখ্যা পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতি সংখ্যা ॥০

৩। বৌদ্ধকোষ—১ম খণ্ড, মূল্য ১৲

৪। BARHUT, I—III—
Dr. Benimadhav Barua, M.A., D.Lit. Rs. 27/

৫। GAYA & BODHGAYA—
Dr. Benimadhav Barua, M.A., D.Lit.
Vol. I. Rs 5/-, Vol II Rs 7/

৬। EARLY HISTORY OF BENGAL, I—II
Prof. Pramode Lal Paul, M.A. Rs 8/-

৭। LINGUISTIC INTRODUCTION TO SANSKRIT—
Dr. Batakrishna Ghosh, D.Lit., D.Phil. Rs. 5/-

৮। UPAVANA-VINODA—
Edited by Prof. Girijaprasanna Majumdar, M.Sc., B.
—Rs 2/8,

৯। INDIAN EPHEMERIS 1939, 1940 41, 1942, 1943, 194
Mr. Nirmal Chandra Lahiri, M.A.— Re. 1/- per yea

১০। পঞ্চাঙ্গ-দর্পণ—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র লাহিড়ী, এম্‌-এ, প্রণীত, —মূল্য ১।০

১১। ACARYA-PUSPAÑJALI VOLUME—
Edited by Dr. B. C. Law, M.A., B.L., PH.D., F.R.A.S.B.—Rs 1(

১২। PRINCIPLES OF POLITICS—
Prof. R. C. Adhikary—Rs 8/-

১৩। THE SANTALS
Mr. Charu Lal Mukherjee, M.A., B.L.—Rs 6/.

বিস্তৃত বিবরণের জন্য আবেদন করুন—
সাধারণ সম্পাদক
ইণ্ডিয়ান্‌ রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট
১৭০, মানিকতলা স্ট্রীট, কলিকাতা